বঙ্গবিদ্যা প্রকাশিকা পত্রিকা।

২ সংখ্যা।

কার্ত্তিক।

ঈশ্বর তত্ত্ব।

হে পরমাত্মন্! তোমার কি আশ্চর্য্য মহিমা! সকল বস্তুই তোমার অপার মহিমার সতত সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে। অতি গভীর মহাসাগর, নিশ্রার বিন্দু বিন্দু শিশির, অতি প্রকাণ্ড মহীধর, এবং এক একটি উপল-খণ্ড ও তোমার মহিমার নিদর্শন। সমীরণের মন্দ মন্দ সঞ্চার দ্বারা তরঙ্গিত হরিত বর্ণ ধান্য স্তবক ও তোমার মহিমা কীর্ত্তন করিতেছে। আমরা প্রতিদিন প্রত্যুষে শয্যা হইতে গাত্রোত্থান করিয়া,পরম রমণীয় বিশ্ব-সৌন্দর্য্য সন্দর্শন করত কতই প্রফুল্লিত হইয়া থাকি। সে সময়ের পাণ্ডুবর্ণ চন্দ্রমণ্ডল কেমন মনোহর! অর্দ্ধ বিলুপ্ত গ্রহগণ কেমন নয়ন-প্রীতিকর! পক্ষিগণের মিষ্ট স্বরইবা কেমন মধুর! এক একটি সামান্য পতঙ্গ স্বজাতি-স্বরে যেন তোমাকে স্তব করিতে থাকে। এক এক সময়ে কোন কোন পক্ষীর কর্কস্বর কর্ণ কুহরে বিষ-কণা বর্ষণ করে, কিন্তু তাহাদিগের সে সময়ের সুমধুর সঙ্গীত শ্রবণ করিয়া, কে না মোহিত হয়? বৃক্ষ-শ্রেণী নিশা সময়ের মনোহর ভাব সন্দর্শন করিয়া, অনবরত-বিগলিত-তুষার-বিন্দুচ্ছলে আনন্দ বারি বর্ষণ করতই যেন পরমেশ্বরের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে! সে সময়ের বিকসিত-পুষ্পের মকরন্দ সম্বলিত গন্ধবহের সুশীতল স্পর্শ কাহার প্রীতি-জনক না হয়? আমরা ক্ষেত্র খণ্ডের ইতস্ততঃ মন্দমন্দ গমন করত, রক্তবর্ণ দিঙ্মণ্ডল নিরীক্ষণ করিয়া, কতই আহ্লাদিত হই, ও সেই সময়ে তোমার অগণ্য ধন্যবাদ প্রদান না করিয়া, ক্ষান্ত থাকিতে পারি না। কেবা প্রতি বিটপীর নবীন-নীরদ-শ্যামল পত্রে তোমার রচনা চমৎকারিতা দর্শন করিয়া, মোহিত না হয়? কেইবা প্রভাত সময়ের নির্ম্মল নির্ঝর-বারির প্রবাহ নয়নগোচর করিয়া, পুলকিত না হয়? হে দয়াময়! তোমার বিশ্ব রচনার মোহন স্বভাব সকলকেই মোহিত করিতেছে! সুস্নিগ্ধ জ্ঞানাঞ্জন দ্বারা কাহার নয়ন দ্বয় উন্মীলিত না করিতেছে? এই প্রত্যক্ষ পরিদৃশ্যমান পদার্থ সমুদায় তোমার অদ্ভুত মহিমায় এতাদৃশ পরিপূর্ণ, যে পূর্ব্বকালীন মনুষ্য গণ এই সকল পদার্থকেই তোমার

স্বরূপ বলিয়া অর্চ্চনা করিয়াছিলেন, এবং অনেকে তাঁহাদের মত অবলম্বন করিয়া, অদ্যাপিও করিতেছেন। আহা! বিশ্বের কি আশ্চর্য্য নিরুপম সৌন্দর্য্য! আমার নয়নযুগল অনবরতই সেই সৌন্দর্য্য-রস পান করিবার নিমিত্ত উৎসুক ও ব্যাকুল হইতেছে। তুমি যে কি অপূর্ব্ব কৌশল প্রকাশ পূর্ব্বক বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড রচনা করিয়াছ, এবং কি অচিন্তনীয় উপায় দ্বারা প্রাণি মাত্রকে সমান সুখী করিতেছ, তাহা কে বলিতে পারে? আমরা যখন তোমার অলৌকিক নিপুণতা মনো মধ্যে আন্দোলন করি, তখনই বিস্ময়াপন্ন হইয়া, নয়ন দ্বয় বিস্ফারিত করিয়া থাকি।

এই জগন্মণ্ডল আর কত দিন অজ্ঞানান্ধকারে আবৃত থাকিবে। হে দয়াময়! তোমার অভাবনীয় অনুকম্পা ক্রমে ক্রমে সর্ব্বত্র প্রচারিত হইয়া, সংসারের কতই সুখোন্নতি করিতেছে। আমাদিগের পূর্ব্বপুরুষ বৃক্ষের গলিত পত্র ভক্ষণ করিয়া, অহরহ তোমার ধ্যান করিবার নিমিত্ত অশেষ ক্লেশ স্বীকার করিতেন, এক্ষণে আমরা চর্ব্ব্য, চোষ্য, লেহ্য, পেয়, চতুর্বিধ উপাদেয় দ্রব্য ভক্ষণ ও প্রয়োজনীয় গৃহ-কর্ম্ম নির্ব্বাহ করিয়া, অবশিষ্ট-কাল তোমার আরাধনার নিমিত্ত নির্দ্ধারিত করিয়াছি, তাহাতে তুমি তুষ্ট ব্যতিরেকে কখনই রুষ্ট হয় না। পূর্ব্ব-বংশীয়েরা আমাদিগের দিগম্বর বা বৃক্ষের বল্কল মাত্র পরিধান করিয়া, কদাচার ম্লেচ্ছের ন্যায় তোমার উপাসনা করিতেন, এক্ষণে তাঁহারদিগের সন্তানেরাই মনোহর বসন ভূষণে বিভূষিত হইয়া, তোমার আরাধনা করিতেছেন, ইহাতেও তুমি তুষ্ট ব্যতিরেকে কখনই রুষ্ট হয় না। যাঁহারা সামান্য পর্ণশয্যায় হস্তদ্বয় উপধান করিয়া, নিদ্রাযোগে নিশা হরণ করত, প্রতিদিন তোমার প্রতি প্রীতি করিতেন, এক্ষণে তাঁহাদিগের পুত্রেরা অপূর্ব্ব পর্য্যঙ্কোপরি দুগ্ধফেন-ধবল শয্যায় শয়ন করিয়া, পরম সুখে যামিনী যাপন করিয়া থাকেন, ইহাতেও তুমি তুষ্ট ব্যতিরেকে কখনই রুষ্ট হয় না। যাঁহারা বনমধ্যে পর্ণকুটীর নির্ম্মান করিয়া, গিরি কাননের দুর্দ্দান্ত সিংহ ব্যাঘ্রের ভীষণ রব শ্রবণ করিয়া, অতি কষ্টে প্রাণ সংশয়ে কালাতিপাত্ করিতেন, এবং বর্ষা ঋতুর বারি বর্ষণ, প্রখর রৌদ্রের উত্তাপ, ও প্রবল ঝঞ্ঝাবাত দ্বারা সাতিশয় ক্লিষ্ট হইতেন, এক্ষণে আমরা মনোহর সৌধশিখরে উপবিষ্ট হইয়া, সুরম্য পুষ্পোদ্যানের সুগন্ধ মারুত আঘ্রাণ করিয়া, তোমার প্রতি যথোচিত ভক্তি করিয়া থাকি, তাহাতেও তুমি তুষ্ট ব্যতিরেকে কখনই রুষ্ট হয় না। তোমার অভ্রান্ত নিয়ম শৃঙ্খলা পৃথিবীতে যত প্রচারিত হইবে, ততই লোকের-সুখ সমৃ-

দ্ধির বৃদ্ধি হইবে, সন্দেহ নাই। হে বিধাতঃ! আমার মন সর্ব্বদাই তোমার নিকটে ধাবমান হইতেছে, নেত্র সর্ব্বদাই তোমার রচনা ভিন্ন অন্য কোন বিষয়েতে প্রীতিলাভ করে না। দেখ,জগদ্বন্ধু হইয়া ভ্রমেও বন্ধুতা পরিত্যাগ করিও না।

শিল্পবিদ্যা।

আমরা যাহা শিক্ষা করিয়া. স্বভাবজাত বস্তুর বিকারে মনোভিমত দ্রব্য প্রস্তুত করিতে সমর্থ হই, সামান্যতঃ তাহাকেই শিল্পবিদ্যা কহে। শিল্পবিদ্যা নানা বিধ, তন্মধ্যে স্থূল ও সূক্ষ্ম, এই দুই প্রধান শাখা। মুদ্রাকার্য্য, চিত্রকর্ম্ম. ভাস্করকার্য্য, সূচী কর্ম্ম, ইত্যাদি কতিপয় শিল্প সূক্ষ্ম শিল্পেরঅন্তর্গত। এবংসূপকার-বৃত্তি গৃহনির্ম্মাণ, যন্ত্রাদি নির্ম্মাণ, সূত্রধরবৃত্তি, কৃষিকর্ম্ম, ইত্যাদি বহুতর কার্য্য স্থূল শিল্পের প্রধান শাখা বলিয়া পরিগণিত করা যাইতে পারে।

জগদীশ্বর মনুষ্য জাতির সুখ সমৃদ্ধির বৃদ্ধি হইবার জন্য যে সকল উপায় অবধারিত করিয়াছেন, এবং আমরা যে সকল উপায় অবলম্বন করিয়া,পৃথিবীর শ্রীবৃদ্ধি সাধন পূর্ব্বক জনসমাজে সুখী ও সমধিক সম্মান ভাজন হইতে পারি, শিল্পবিদ্যাই তাহার এক প্রধান উপায়, অতএব জনসমাজে অবস্থিত হইয়া, গৃহস্থমাত্রের এই বিদ্যার অনুশীলন করা কর্ত্তব্য; যিনি যত পরিমাণে এই বিদ্যার চর্চ্চা করিবেন, তদনুসারে তাঁহার ফলভোগ করিতে হইবেক। যিনি শিল্পবিদ্যাতে কিছুমাত্র মনোনিবেশ না করিয়া, অকিঞ্চিৎকর বিষয়ে সময় ব্যয় করেন, তাহাকে সমুচিত ক্লেশ স্বীকার করিয়া, চিরজীবন নির্ব্বাহ করিতে হয়, সুতরাং তাহার পক্ষে এই পরম সুখাকর সংসার দুঃখাগার বলিয়া, অবশ্যই প্রতীয়মান হয়। ফলতঃ বিবেচনা করিয়া দেখিলে শিল্পবিদ্যাই ঐহিক সুখের প্রধান কারণ বলিয়া কাহার হৃদয়ঙ্গম নাহয়? মনুষ্যেরা যে কোন কৌশলে যত প্রকার দ্রব্য প্রস্তুত করিতে পারে, শিল্পবিদ্যার বিশেষ সাহায্য না থাকিলে কখনই সেই সমস্ত বস্তু সুসম্পন্ন হইবার সম্ভাবনা নাই। সংসার মধ্যে স্বাভাবিক যে সমস্ত বস্তু উৎপন্ন হইতেছে, তাহার সহিত শিল্পবিদ্যার আনুকূল্য না থাকিলে কখনই সেই সমস্ত বস্তু প্রীতিদায়ক বা ব্যাবহারোপযোগী হইতে পারে না। সুপ্রশস্ত ক্ষেত্রখণ্ডে ধান্যের বীজ বপন করিলে রাশীকৃত ধান্যের উৎপত্তি হয়, কিন্তু যদি সেই ধান্যের কোনপ্রকার সংস্কার না করি, তাহা হইলে কখনই অপূর্ব্ব তণ্ডুল লাভ করিতে পারি না। আমাদিগের কোন ভদ্র পল্লীতে বাস করিতে হইলে সুচারু বাসস্থান নির্ম্মাণ

করা আবশ্যক, নতুবা গ্রীষ্মকালের প্রচণ্ড দিনকরের প্রখরকিরণ, বর্ষা ঋতুর প্রবল বারিবর্ষণ, ও শীত কালের তুষার কণাদ্বারা অতিশয় ক্লিষ্ট হইতে হয়, যদি আমাদিগের শিল্পজ্ঞান বিলক্ষণ প্রবল না থাকিত, তাহা হইলে কতই দুরবস্থা গ্রস্থ হইতে হইত, তাহা বর্ণনা করিয়া শেষ করাযায়না। এই পরিদৃশ্যমান বিশ্ব-মধ্যে কতপ্রকার শিল্পবিদ্যা আছে, তাহা সংখ্যা করা দুষ্কর, ফলতঃ মনু-ষ্যের কৌশলের নামই শিল্পবিদ্যা, এই বিদ্যা যথাসাধ্য শিক্ষা করিয়া, আমরা দুর্ল্লভবস্তুকে সুলভ করিতে পারি, অল্পমূল্যেরবস্তু বহুমূল্যকরি তেপারি। বাণিজ্যদ্রব্যাদি ক্রয় বিক্রয় করিবার নিমিত্ত বা স্বেচ্ছাক্রমে দেশা ন্তরে পরিভ্রমনের সুবিধা নিমিত্ত অর্ণবপোত নির্ম্মাণ করিয়া, ব্যবসা-য়ের পথ কতই পরিষ্কার করিয়াছি, এক্ষণে আর কোন দূরদেশে যাইতে হইলে, পূর্ব্ববৎ ক্লেশ স্বীকার করিতে হয় না। পূর্ব্বকালের লোকেরা আম মাংস ভক্ষণ করিয়া, অতি কষ্টে দিনাতিপাত করিতেন, এক্ষণে আম-রা শিল্পজ্ঞান প্রভাবে বিবিধ মিষ্টান্ন প্রস্তুত করিয়া, উপযোগ করতঃ কতই সুস্থ ও সুখী হইতেছি। পূর্ব্বে কোন স্থানে গমন করিতে হইলে, পাদ-চারেই সমাধা করিতাম, এক্ষণে উক্তজ্ঞানপ্রভাবে নানাবিধ শকট যান নির্ম্মাণ করিয়া, অভিলষিত দেশে অনায়াসে উপস্থিত হইতে পারি। পূর্ব্বকালের লোকেরা শিক্ষা কালে আবশ্যক নানা মত পুস্তক না লিখিয়া কোন মতেই সুশিক্ষিত হইতে পারি-তেন না, এক্ষণে আমরা কৌশল ক্রমে মুদ্রাযন্ত্র নির্ম্মাণ করিয়া, অত্যল্প পরিশ্রমে বহুবিধ পুস্তক লাভ করি-তেছি, এবং অনেকানেক অভিনব তত্ত্ব উদ্ভাবন করিয়া, জনসমাজে ব্যক্ত করিয়া থাকি, তাঁহারা এক মাত্র সূর্য্যের উপর নির্ভর করিয়া, বেলার উদ্বোধ করিতেন, ইদানীন্তন লোকেরা বেলা বোধিকা ঘটিকা যন্ত্র প্রস্তুত করিয়া, কি অপূর্ব্ব শিল্প কৌশলই প্রকাশ করিয়াছেন। যদি আমাদিগের দেশের সমস্ত লোকেরা অনন্য কর্ম্মা হইয়া, একবৎসর ক্রমা-গত বস্ত্রবয়ন, ও কার্পাস সংস্কার করে, তাহাতে যত বসন প্রস্তুত না হইবে, তাহা যন্ত্রদ্বারা সমাধা করিলে অপেক্ষাকৃত উৎকৃষ্ট বস্ত্র অল্প দিবসের মধ্যেই উৎপত্তি হইতে পারে, এবং ইহাতেই যে পরিধেয় বহুমূল্য প্রদান করিয়া, ক্রয় করিতে অসমর্থ হইয়াছিলাম, তাহা এক্ষণে সুলভমূল্যে লাভ করিতে সমর্থ হইয়াছি। অতএব বিবেচনা করিলে অনায়াসে প্রতিপন্নহইবে, যে এই শুভকারী বৃত্তি অবলম্বন করিলে, কতই সংসারের শ্রীবৃদ্ধি করা যায়, কতই অবস্থার উন্নতি করা হয়, কত লোকের দারিদ্র্য দুঃখের উচ্ছেদ

হইয়া, ধনাগমের পথ পরিষ্কৃত হয়। কতলোকের অজ্ঞানান্ধকার নিরাকৃত হইয়া, জ্ঞানালোক বিকীর্ণ হয় অধীন স্বাধীন হইতে পারে।

বাল্য বিবাহ।

অদ্যাপি আমাদিগের দেশীয় লোকের যে প্রকার কুসংস্কার দেদীপ্যমান রহিয়াছে, এবং তদ্দ্বারা প্রবল পাপানল প্রজ্বলিত হইয়া, যে প্রকার অনিষ্ট ঘটিতেছে, তাহা স্মরণ করিলে কাহার অন্তঃকরণে আক্ষেপের সঞ্চার না হয়! কেহই এই বিষম বিগর্হিত কুসংস্কারকে নিন্দাব্যতীত প্রশংসা করেন না।

কি আশ্চর্য্য! যাঁহাদিগের বিবেচনা করিতে মনোবৃত্তি আছে, যাঁহাদিগের স্বদেশীয় লোকদিগের দুঃখ দর্শন করিয়া,তদনুরূপ সন্তপ্ত হইবার অন্তঃকরণ আছে, তাঁহারা যে প্রচলিত কুপ্রথা উচ্ছিন্ন করিতে যত্নবান হননা, ইহা সামান্য আক্ষেপের বিষয় নহে! আহা! তাহাদিগের কেমন অন্তঃকরণ, ও কিরূপঅভিসন্ধি, কিছুই স্থির করিতে পারিনা।

অস্বামিক গৃহ, অরাজক রাজ্য, জীবন শূন্য শরীর, সন্দর্শন করিয়া, অন্তঃকরণে যেরূপ দুঃখের উদয় হয়, আমাদিগের জননী স্বরূপ জন্মভূমির অবস্থা সবিশেষ পর্য্যবেক্ষণ করিয়া দেখিলে, সেইরূপ দুঃখিত ব্যতীত কেহই প্রসন্ন হইতে পারেনা। যতদিন বর্ত্তমান সময়ের লোকদিগের অভাবনীয় কুসংস্কারপরতা প্রবল থাকিবে, যতদিন সাধুব্যক্তিদিগের পদ্ধতীর অধীন হইয়া, অন্যান্য লোক স্বদেশের মঙ্গল চিন্তায় কালাতিপাত্ না করিবে, যত দিন দেশ-হিতৈষী মহাশয় দিগের ন্যায়ানুগত সৎ পরামর্শ শ্রবণ করিয়া,তদনুসারে ব্যাবহার করিতে মনোনিবেশ না করিবে, যতদিন নীতি পরায়ণ সদাশয় ব্যক্তিদিগের যুক্তি বিরুদ্ধে স্বয়ং জিগীষা পরবশ হইয়া, অশাস্ত্রীয় বচন সঙ্কলন করিতে নিরস্ত না হইবে, যতদিন ধীশক্তি সম্মার্জ্জন করিয়া, সদাসৎ বিবেচনা পূর্ব্বক স্বদেশের উপকার করিতে প্রবৃত্ত না হইবে, যতদিন বংশ মর্য্যাদা কৃত্রিম উপাধি প্রবল থাকিয়া, অভিমান ও অহঙ্কার সম্বর্দ্ধিত হইয়া, লোকের চিত্ত ভূমিস্থ ধর্ম্মাঙ্কুর সমূলে নির্ম্মূল হইবে, তত দিন বঙ্গদেশের দুরবস্থার কিছুমাত্র লাঘব হইবেনা, প্রত্যুত ক্রমশঃ লোকদিগের অন্তঃকরণে এই সকল অধর্ম্ম বদ্ধ মূল হইয়া, শত শত অনিষ্ট উৎপাদন করিবে,সংশয় কি।

আমরা যে বিষয়ের উন্নতি সম্পাদন করিতে চেষ্টা করি, তাহারই অতি সত্বর উন্নতি হয়, যে বিষয়ের উন্নতি সাধন করিতে সমধিক আয়াস স্বীকার না করিয়া,প্রতিকূলা-

চরণে প্রবৃত্ত হই, তাহারই ব্যতিক্রম ঘটে, সুতরাং কোন হিতকর বিষয় প্রচলিত করিতে হইলে, তদ্বিষয়ে আমাদিগের বিশেষ মনোযোগে ও যত্ন থাকা উচিত; বস্তুতঃ মনুষ্যেরা পৃথিবীর শ্রীবৃদ্ধি করিয়া, সমধিক সুখী হইবে, ইহাই পরম কারুণিক পরমেশ্বরের অভিপ্রেত। কিন্তু ইদানীং বঙ্গদেশে বাল্য বিবাহ প্রভৃতি কতিপয় কুৎসিত প্রথা প্রচলিত থাকাতে স্বদেশের রাশি২ দুঃখ ও প্রবল পাপানল প্রজ্বলিত হইয়া, যে কতশত অনিষ্ট উৎপন্ন হইতেছে, তাহা বলিবার নহে। ফলতঃ পর্য্যালোচনা করিয়া দেখিতে হইলে শৈশবাবস্থাতে সন্তানের বিবাহ সংস্কার নির্ব্বাহ করা নানা অনিষ্টের মূল বলিয়া অবশ্যই প্রতীয়মান হইবে। পিতা মাতা বাল্যকালে তনয়কে সুশিক্ষিত করিতে সতত সচেষ্টিত হইবেন, ইহাই তাঁহারদিগের কর্ত্তব্য, কিন্তু তদ্বিষয়ে ভ্রমেও দৃক্পাত্ না করিয়া, পুত্রটীর পঞ্চম বা ষষ্ঠ বৎসর বয়ঃক্রম হইতে না হইতেই কিরূপে পরিণয় সংস্কার সমাপন করিব, সর্ব্বদা এই চিন্তাতেই ব্যতিব্যস্ত থাকেন। জননীও সন্তানের শৈশব কালে বিবাহ নির্ব্বাহ করিয়া, বালবধূটীর বদন কমল অবলোকন করিবার নিমিত্ত দেবতা সমক্ষে নানা প্রকার উপহার প্রদান করিতে অভিসন্ধি করেন।

আহা! ইহারা যে সন্তানের শিক্ষার প্রতি কিছুমাত্র মনোযোগ না রাখিয়া, বধূর মুখ দর্শনেই সতত উৎসুক থাকেন, ইহাকি সামান্য দুঃখের কথা। কতগুলি অবিচক্ষণ মূঢ় লোকেরা বলিয়া থাকে, যে বাল্য কালে তনয় স্বীয় প্রণয়িনী সহ সমাগত হইলে পৌত্তলিক ক্রীড়ার ন্যায় কেমন দর্শনীয় হয়। কিন্তু চিরকালের নিমিত্ত জায়াপতির দুঃসহ যন্ত্রণা ভোগ করিতে করিতে সংসারিক সুখে একবারে বঞ্চিত হইতে হয়, ইহা একবারও মনে আনেন না। দেখ পঞ্চম বৎসরের শিশু বিদ্বান হইবে, কি মুর্খ হইবে, সুশীল হইবে, কি দুঃশীল হইবে, সম্পন্ন হইবে, কি দরিদ্র হইবে, ধার্ম্মিক হইবে, কি অধার্ম্মিক হইবে, তদ্বিষয়ে ক্ষণকালও বিবেচনা না করিয়া, পিতা মাতা অকালেই পুত্রের পানিপীড়নের সমুচিত কাল প্রতীত করিয়া, পরিণয় সংস্কার সমাধা করিলে, পরিণামে সেই সন্তানকে কতই কষ্ট স্বীকার করিতে হয়, তাহা নিরূপণ করা দুস্কর। যাহাকে চিরকালের নিমিত্ত প্রণয়িনী করিতে হইবে, যাহার সহিত্ কোন রহস্য বস্তুর গোপন থাকিবে না, যাহার সুখের মোহন মুর্ত্তি সন্দর্শন করিয়া, আপনাকে সুখী ও সৌভাগ্য শালী জ্ঞান করিতে হইবে, যাহার বিষণ্ন বদন কমল নিরীক্ষণ করিয়া, আপনাকে হতভাগ্য জ্ঞান করত নিরতিশয় যন্ত্রণা স্বীকার করিতে হইবে, যাহার অকৃ-

ত্রিম প্রণয়ে বদ্ধহইয়া, হৃদয়াধিক বন্ধুর ন্যায় আপনাকে জ্ঞান করিতে হইবে, যাহাকে রাজার ন্যায় শাসন করিয়া আপনার বশীভূত করিতে হইবে, যাহাকে বন্ধুর ন্যায় যথেষ্ট প্রীতি করিতে হইবে, তাদৃশ স্ত্রীরত্ন ঘটিয়াউঠা বালকের পক্ষে কোনক্রমেই সম্ভাবিত বোধ হয় না। অল্পবয়স্ক বালক সেই কুমারীর ভাবি মঙ্গলময় বা অমঙ্গল ময় মনোবৃত্তি কিছুই অনুসন্ধান করিতে পারে না। ফলতঃ স্ত্রী পুরুষের মধ্যে যে পরস্পর অপ্রণয় দৃষ্ট হয়, বাল্য বিবাহকে তাহার এক প্রধান কারণ বলিয়া, গণনা করিতে হইবে।

ত্রিংশৎ বৎসরের পাত্র দ্বাদশ বয়স্কা কন্যার সহিত পরিণীত হইবে, ইহাইনীতি শাস্ত্রকারদিগের স্পষ্টাভিপ্রায় * বর কন্যা উভয়েই পরস্পরের অভিপ্রায় উত্তমরূপে পরিজ্ঞাত হইলে, এবং পরস্পরের প্রতি প্রীতি প্রকাশ করিলে, বিবাহ সম্বন্ধ স্থির করা পিতামাতার কর্ত্তব্য, কিন্তু হত ভাগ্য বঙ্গদেশীয় লোকদিগের বিবাহ নিয়ম তাহার সম্পূর্ণ বিপরীত, ইহারা না কন্যার মন সবিশেষ পর্য্য বেক্ষণ করেন, না বরের মন উত্তমরূপে অনুসন্ধান করেন, না বয়ঃক্রম বিবেচনা করেন, না ইহাদিগের বিদ্যার প্রতি দৃষ্টিপাত করেন, কেবল সদ্বংশে কন্যা পুত্রের সম্বন্ধ স্থির করিতে পারিলেই আপনাকে চরিতার্থ, জন সমাজে আদরনীয় ও অসামান্য বলিয়া জ্ঞান করিয়া থাকেন, ইহাদিগের কি মূঢ়তা! এতদ্ব্যতিরিক্ত দুর্ভাগ্য দাক্ষিণাত্য বৈদিক মহাশয়দিগের রীতি চরিত্র ব্যাবহার একবার স্মরণ করিলে কোন জ্ঞানাবান ব্যক্তি না আশ্চর্য্য হইবেন। তাঁহারা কৃত্রিম কুল মর্য্যাদা বদ্ধমুল করিবার আশয়ে পুত্র বা কন্যা ভূমিষ্ঠ হইলে, বিবাহ সম্বন্ধস্থির করিবার নিমিত্ত ব্যতি ব্যস্ত হইয়া, উপযুক্ত বংশ অনুসন্ধান করেন, তাহারা বিকলাঙ্গই হউক, মূক বা বধিরই হউক, মূর্খ বা ব্যসনী হউক, প্রতি জ্ঞাত সম্বন্ধের ব্যত্যয় করিতে কখনই সমর্থ হন না। আহা! তাহাদিগের কন্যা পুত্রের কি দুরাবস্থা! পুত্রের বাল্যাবস্থায় কিঞ্চিত মাত্র বর্ণবোধ হইতে না হইতেই বিবাহের কথা উত্থাপন হয়। এবংঅবিলম্বে স্ত্রীর মুখ অবলোকন করে, পরে শৈশব কাল কথঞ্চিত অতিক্রম করিয়া, যৌবনাবস্থা প্রাপ্ত হইলে, কোথায় তাহাদিগের বিদ্যাভ্যাস, কোথায় বা তাহাদিগের বিনয়, দয়া প্রভৃতি সদ্গুণ, কোথায় বা তাহাদিগের স্বদশের মঙ্গল চিন্তা, কোথায় বা তাহাদিগের হিতা হিত বিবেচনা, কোথায় বা তাহাদিগের মঙ্গলময়

* ত্রিংশদ্বর্ষো বহেৎ কন্যাং হৃদ্যাং দ্বাদশ বার্ষিকীং। ত্র্যষ্ট বর্ষোষ্ট বর্ষাং বা ধর্ম্মে সীদতি সত্বরঃ। ইতি মনুঃ ৯ অধ্যায়।

পদ্ধতীর অধীন হইয়া, জিবীকা সম্পাদন, একে বারেই সকল বিনষ্ট হয়, কেবল দিনযামিনী সেই কামিনীর মোহন মূর্ত্তি সন্দর্শন করিয়া যৌবনাবস্থা অতিক্রম করেন, ইহারা স্বদেশকে দোষাকীর্ণ ব্যতিত্ত কখনমঙ্গলময় করিতে পারেনা। ইহাদিগের যেকোন ক্ষমতা থাকেনা, ইহা কেবল বাল্য বিবাহরূপ ঘোরতর পাতকের কার্য্য, বৈদিক মহাশয়েরা কি বিবেচনায় এতাদৃশ ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করেন, তাহার কিছুই অনুসন্ধান করিতে পারিনা ॥

নবম বৎসরের কন্যা পাত্রসাত করিলে কন্যা দাতার পুণ্য সঞ্চয়করা হয়, ইহা যদিও কোন কোন সংস্কৃত বচনে স্পষ্ট দেখিতে পাওয়া যায়। তথাপি তাহা নিতান্ত যুক্তি বিরুদ্ধ বলিয়া, তাহার অনুসারে চলা কর্ত্তব্য নই উচিতবোধ হয় না, কারণ নবম বৎসরের কন্যার পতির মন পরীক্ষা করিবার ক্ষমতা কখনই হইতে পারে না, সুতরাং সেই অপরিচিত পাত্রের গলে বরমাল্যপ্রদান করিলে পরিণামে অশেষ ক্লেশ ভোগ করিতে করিতে জীবন যাপন করিতে হয়। পরিণেতা সুশীল বা অসদাশয় সুশিক্ষা সম্পন্ন বা মূর্খ, তৎকালে ইহার কিছুমাত্র বিবেচনা না করিয়া, কেবল স্বজনের অনুরোধে স্বামীর পানিপীড়ন করে, যদিসৌভাগ্যক্রমেস্বামীসদ্‌গুণ সম্পন্ন হইয়া উঠেন, তবেই মঙ্গল, নত্তবা চিরদুঃখিনী হইয়া,স্বামীসত্ত্বে ও বিধবার ন্যায় অতিকষ্টে কালাতিপাত করেন। শারীর বিদ্যা বিশারদ বিজ্ঞ চিকিৎসকেরা কহিয়া থাকেন, যে বিংশতি বৎসরের মধ্যে মানব বর্গের অধিক পীড়া জন্মে এবং অনেকেই ইতিমধ্যে কালগ্রাসে পতিত হয়, সুতরাং স্বামী সমনসদনে প্রস্থান করিলে,এতদ্দেশে পুনঃসংস্কার প্রতিষেধ থাকাতে বালিকারা বিধবা হইয়া, যাবজ্জীবন বৈধব্য যন্ত্রণা ভোগ করে, তাহাদিগের অঙ্গসৌন্দর্য্য তৎকালে বিফল হয়, প্রযত্ন শিক্ষিত মধুরালাপ, মন্থর গমন, শরীর সংস্কার, সকলই বিফল হয়, তাহাদিগের পিতা মাতা সদ্বংশজাত কুলীন পাত্রকে প্রাপ্ত হইলে পরিণামেতনয়ার এতাদৃশক্লেশ স্বীকার করিতে হইবে,ইহার কিছুমাত্র তত্ত্বাবধারণ নাকরিয়া অকাল বিবাহরূপ ঘোরতর পাতকে আপনাকে লিপ্ত করিয়া থাকেন, ইহা সামান্য আক্ষেপের বিষয় নহে। ফলতঃ বিবেচনা করিলে বাল্য বিবাহ মহাঅনর্থের মূল বলিয়া, অবশ্যই প্রতিপন্ন হইবে। যিনি শৈশবাবস্থাতে বিবাহ সংস্কার নির্ব্বাহ করিয়া,অল্পকালের মধ্যেই সন্তান উৎপন্ন করিয়াছেন, তাহার পুত্রেরা অপক্কবীর্য্যে জন্ম গ্রহণ করাতে অল্পকাল মধ্যেই কাল গ্রাসে পতিত হয়। আর আমাদিগের সৈন্য সংক্রান্ত কোন কর্ম্ম করিতে কখনই যে সাহস হয়না, তাহা

তেও বাল্য বিবাহরূপ কুৎসিতপ্রথা মূলকারণ। অতএব যাঁহাদিগের সন্তানেরা বলিষ্ঠ না হওয়াতে সেনামধ্যে প্রবিষ্ট না হইয়া, অপকৃষ্ট কর্ম্মে জীবন কাল নির্ব্বাহ করেন, তাঁহারাই বিবেচনা করুন, বাল্য বিবাহ প্রচলিত থাকা উচিত কি না? যাঁহাদিগের অপক্কবীর্য্য সম্ভূত সন্তানেরা সমধিক ধীশক্তি সম্পন্ন না হওয়াতে অহরহ বিপদাপন্ন হইয়া, প্রতিপদে পরাভব প্রাপ্ত হইতেছে, তাঁহারাই বিবেচনা করুন, বাল্য বিবাহ প্রচলিত থাকা উচিত কি না? যাঁহাদিগের সন্তানেরা বাল্যকালে বিবাহ করিয়া, আজীব মূঢ়হন, ও কামিনীর মনোরক্ষার্থে চৌর্য্যবৃত্তি প্রভৃতি দুষ্প্রবৃত্তির বশীভূত হইয়া, লোকের দুর্ব্বিষহ নিন্দাবাদ সহ্য করত অতি কষ্টে সংসার যাত্রা নির্ব্বাহ করিতেছেন, তাহারাই বিবেচনা করুন, বাল্য বিবাহ প্রচলিত থাকা উচিত কি না? যাঁহাদিগের সন্তানেরা ক্ষীণবীর্য্য প্রযুক্ত সামান্য কৃষিকর্ম্ম পর্য্যন্তও সমাধা করিতে অক্ষম ও অলসের ন্যায় এক স্থানে উপবিষ্ট হইয়া, নানা প্রকার পীড়ায় অহরহ ক্লিষ্টহইতেছে, তাঁহারাই বিবেচনা করুন, বাল্যবিবাহ প্রচলিত থাকা উচিত কি না?

নীতি।

আমরা পূর্ব্বপত্রিকাতে ধর্ম্ম নীতির প্রসঙ্গে বিনয়ের সংক্ষেপ বৃত্তান্ত লিখিয়া ছিলাম, এক্ষণে এই পত্রিকাতে ধর্ম্মনীতি অবলম্বন করিয়া, দয়ার বিষয়ে কিঞ্চিৎ লিখিতে প্রবৃত্ত হইলাম।

মানব জাতির দয়া একটী স্বভাবসিদ্ধ পবিত্র ধর্ম্ম, এমত্ কোন লোক আমাদিগের অদ্যাপিও নয়ন গোচর হইল না, যিনি জন্মাবচ্ছিন্নে কোন প্রকার দয়ার কার্য্য করেন নাই, লোক অতি পাষণ্ড হইলেও অবশ্যই কোন না কোন সময়ে তাহাকে দয়ালু দেখিতে পাওয়া যায়। পরার্থজীবী দস্যুগণ রাত্রিকালে ভয়ঙ্কর রূপ পরিগ্রহ করিয়া, করে করবার ধারণ পুর্ব্বক যখন কালান্তকের ন্যায় গৃহস্থের ভবনে প্রবেশ করে, তখন তাহারাও স্ত্রীলোকের বা বালকের করুণ বিলাপ শ্রবণ করিয়া, আপনাদিগের নিকৃষ্ট প্রবৃত্তিকে তিরস্কার করিয়া থাকে; অতএব পরের প্রাণ সংহারপূর্ব্বকসর্ব্বস্বান্তকরাযাহাদিগের প্রধান ব্যাবসায়, তাহাদিগের নীরস অন্তঃকরণও যখন দয়ায় আর্দ্র হইল, তখন দয়াকে মানব জাতির স্বাভাবিক ধর্ম্ম বলিয়া উল্লেখ করা কদাচ অসঙ্গত বোধ হয় না। এই পরম ধর্ম্ম ব্যতিরেকে আমাদিগের সংসার যাত্রা নির্ব্বাহ হওয়া অতি কঠিন, এই নিমিত্ত পরম মঙ্গলালয় পরমেশ্বর প্রায় সকল মানবেতেই দয়ারূপ সদ্গুণের সৃষ্টি করিয়াছেন। আমাদিগের সংসারাশ্রমে আশ্রয় করিতে হইলে

অন্যের সাহায্যের উপর নির্ভর না করিয়া আবশ্যককর্ম্ম সম্পাদন করিতে পারা যায় না। আমাদিগের কথনকখন এমত দুরবস্থা ঘটিয়া উঠে, যে বস্ত্র ব্যতিরেকে মান সম্ভ্রম রক্ষা করা অতিশয় ভার হয়, তখন আমরা পরের নিকটে প্রর্থনা না করিয়া, আর ক্ষান্ত থাকিতে পারি না, সেই সময়ে কোন ব্যক্তি যদি মনকে কঠিন করিয়া, যাচকের প্রর্থনার প্রতি কর্ণ পাত না করে, তাহা হইলে আমাদিগের লজ্জা নিবারণ কি রূপে হইবে! এবং দিগম্বর বেশে ধনোপার্জ্জনের চেষ্টাইবা কি প্রকারে হইবে? সুতরাং অন্নাভাবে আমাদিগকে অকালে কাল সদনে আতিথ্য স্বীকার করিতে হয়। কিন্তু লোক সমাজে অবস্থান করিয়া কখন কোন ব্যক্তিকে অন্ন বস্ত্রা ভাবে প্রাণ ত্যাগ করিতে প্রায়ই দেখা যায় না, অবশ্যই কোন না কোন দয়াবান ব্যক্তির কৃপা দৃষ্টিতে পতিত হইয়া, সাংসারিক অভাব পরীহরি করিয়া লইয়াছেন। জগৎ পিতা পরমেশ্বর বিশ্বরাজ্য প্রতি পালন করিবার নিমিত্ত আসঙ্গ লিপ্সার সহিত্ দয়ারূপ ধর্ম্ম প্রবৃত্তি একাধারে সৃষ্টি করিয়াছেন। যদি কোন সঙ্গতিপন্ন লোক অর্থ সত্ত্বেও যাচকের প্রার্থনা বাক্য উপেক্ষা করে, তাহা হইলে সেও যাচককে ক্ষুন্ন মনে বাটীহইতে বহির্ভূত দেখিয়া, পরক্ষণেই আপনার কৃপণতার প্রতি যথেষ্ট নিন্দা করে। সুতরাং সাধ্যানুসারে পরের উপকার যে বিধেয়, ইহা সকলেরই। অন্তঃকরণে জাগরূক আছে। ধর্ম্ম পরায়ণ সাধুব্যক্তি দিগের অন্তঃকরণ নিয়তই দয়া ধর্ম্মদ্বারা পবিত্র থাকে। তাঁহারা প্রণান্তেও কাহার প্রতি নিষ্ঠুর ব্যবহার করেন না, এমন কি, শত্রুগণ ও তাঁহার প্রতি প্রতি কূলাচরণ করিলে, তিনি তাহাদিগের প্রতি কিঞ্চিৎ মাত্র ক্ষুব্ধ বা বিরক্ত নাহইয়া তাহাদিগের অসৎ পথ পরিহারের নিমিত্ত হিতোপদেশ প্রদান করেন। কিন্তু অতি নির্দ্দয় পাষণ্ডগণের নিষ্ঠুরতা শ্রবণ করিলে অন্তঃকরণে আর ক্ষোভের পরিসীমাথাকেনা। তাহারা শম্বূক বা মক্ষিকা প্রভৃতি নিরপকারী জন্তুগণকে দৃষ্টি মাত্রই প্রাণ সংহার পূর্ব্বক আত্মবিনোদনকরে। কিন্তুপরমেশ্বর দৃষ্টি বিনোদনার্থ যেসকল পদার্থ সৃষ্টি করিয়াছেন, মক্ষিকা প্রভৃতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পতঙ্গগণ ও তাহাদিগের অন্তর্গত। অনুবীক্ষণ দ্বারা মক্ষিকার প্রত্যেক অবয়ব দৃষ্টি করিলে বিশ্ববিধাতার অলৌকিক নৈপুণ্যের উপলব্ধি অবশ্যই হইতে পারে। কি আক্ষেপের বিষয়! এই দেশেহিন্দু ধর্ম্ম পরায়ণ ব্যক্তিগণের নির্দ্দয়তা শ্রবণ করিলে, বোধহয়, সকলেই হিন্দুধর্ম্মকে পাষণ্ড ধর্ম্ম বলিয়া নিন্দা ব্যতীত প্রশংসা করে না, ইহারা দুর্গোৎসব বা তাদৃশ কোনপ্রকার উৎসব উপস্থিত হইলে

কিছুদিন পূর্ব্বে ছাগ মেষ প্রভৃতি ক্ষীণজীবি পশুগণ সংগ্রহ করিয়া প্রতিদিন যথেষ্ট আহার দ্বারা প্রতি পালন করে, পরে পূজার দিবস উপস্থিত হইলে নির্দ্দয় পাষণ্ডেরা অসঙ্কুচিত চিত্তে দেবতার নিকট সেই সমুদায় পশু ছেদন করীয়া অপরিসীম হর্ষ প্রকাশ পূর্ব্বক আপনাদিগকে কৃতার্থ মন্য বোধ করে। তৎকালে তাহারা পশু রক্ত সর্ব্বাঙ্গে বিলেপন করীয়া দ্বিতীয় কৃতান্তের ন্যায় ভীষণ আকার ধারণ করত নির্দ্দয়তার এক শেষ প্রদর্শন করে। আহা! হিন্দুজাতি কেমন নিষ্ঠুর! ইহাদিগের ধর্ম্মই বা কেমন গর্হিত! অস্মদ্দেশের বিধবা গণের দুরবস্থা প্রায় সকল দেশেই প্রচারিত হইয়াছে, ইহাদিগের বিবাহের পর পতি বিয়োগ হইলে, আজীব ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন করিয়া, কতই অসুখ কতই বা যন্ত্রণা ভোগ করিতে হয়! তাহা শ্রবণ বা স্মরণ করিলে কাহার হৃদয়ের শোণিত শুষ্ক না হয়! ব্রহ্মচর্য্য একটী সামান্য ব্রত নহে একাদশী তিথিতে সমস্ত দিবস উপবাস করিয়া রাত্রিকালে যে কি পর্য্যন্ত ক্লেশ ভোগ করিতে হয়, তাহা একবার যিনি উপবাস করিয়াছেন, তিনিই জানেন। কোন কোন বাল বিধবার উপবাস প্রভাবে তালুদেশ শুষ্ক হইয়া, তাহাদিগকে নিরব ও মৃতকল্প করিয়া ফেলে। আহা! তাহাদিগকে তৎকালে তদবস্থায় অবস্থিত দেখিয়া, কোন দয়ালুব্যক্তির অন্তঃকরণ শতধা বিদীর্ণ না হয়! আর হিন্দু ধর্ম্মাবলম্বি দিগের মধ্যে যাহারা তন্ত্রানুসারে সমুদায় ধর্ম্ম কর্ম্ম নির্ব্বাহ করে তাহারা আপনাকে অধিক ধার্ম্মিক বলিয়া, সার্থকজন্মা জ্ঞান করে, কিন্তু বাস্তবিক তাহাদিগকে পরিণামে নিরয়গামী হইয়া, যে কত দুঃসহ ক্লেশ স্বীকার করিতে হয়, তাহা বলিবার নহে। মন্বাদি প্রণীত ধর্ম্মশাস্ত্র বিশেষ পর্য্যালোচনা করিয়া দেখিলে ইহা স্পষ্টই প্রতীয়মান হইতে পারে, যে মানব গণের অহিংসাই পরম ধর্ম্ম, এবং আমরা যে সমুদায় জীবের উপর কোন প্রকার অত্যাচার না করিয়া তাহাদিগের উপর সমুচিত বাৎসল্য প্রকাশ করিব, তাহাই পরম কারুণিক পরমেশ্বরের অভিপ্রেত, এবং তিনি যে গুণে বিশ্ব সংসার প্রতিপালন করিয়া আপনাকে পরিতৃপ্ত জ্ঞান করিতেছেন, আমারদিগের সেই সকল সদ্গুণ শিক্ষা করা উচিত, ইহা বোধ হয় সকলেই স্বীকার করিবেন।

বিদ্যা সুন্দর।

যশোহর নগরে প্রতাপাদিত্য নামে প্রবল প্রতাপ এক নরপতি ছিলেন, একদা ভূপাল ভবানন্দের সহিত বর্দ্ধমান নগরে গমন করিয়া মহাকবি সুন্দরের সুরঙ্গ-নির্ম্মাণ-কৌশল দর্শনে বিস্ময়াপন্ন হইয়া সহচর

প্রমুখাৎ প্রসঙ্গত বিদ্যা সুন্দরের অপূর্ব্বোপাখ্যান শ্রবণ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন।

কথারম্ভ।

ভবানন্দ কহিল মহারাজ অবধান করুণ, এই বর্দ্ধমান মহানগরীতে বীরসিংহ নামা এক ভূপাল বাস করিতেন। তাঁহার পরম রূপবতী বিদ্যা নাম্নী এক কন্যা ছিল। ঐ কন্যা বাল্যকালেই প্রতিজ্ঞা করিয়া ছিলেন, যিনি শাস্ত্রালাপে আমাকে পরাস্ত করিতে পারিবেন, তিনিই আমার পাণি পীড়নের যোগ্য পাত্র, এবং তাঁহারই গলে বরমাল্য প্রদান করিব। কিয়ৎকাল অতীত হইলে মহীপাল বিদ্যার বিবাহকাল উপ স্থিত দেখিয়া দেশে দেশে রাজা-দিগেরসমীপে দূতদ্বারা বিবাহ সূচক পত্র প্রেরণ করিতে লাগিলেন, এবং নিমন্ত্রিত নৃপতি নন্দনেরা তাঁহার ভবনে আগমন পুর্ব্বক বিদ্যাকে শাস্ত্রালাপে পরাস্ত করিতে না পারিয়া ভগ্নোৎ সাহে স্বীয় স্বীয় রাজধানীতে প্রত্যাবর্ত্তণ করেণ, কিন্তু কেহই আপনার স্থিরাসা সফল করিতেপারিলেন না এইপ্রকারে রা-জকুমারি প্রিয় সমাগম সুখের বিবিধ প্রতিবর্দ্ধক দর্শন করিয়া আপনাকে মন্দভাগিনী ও অশরণা জ্ঞান করত অযোগ্য স্থানে রূপ সম্পা দন করিয়াছেন বলিয়াবিধাতাকেতিরস্কার করিতে লাগিলেন। এবং শৈশব কাল অতিক্রম করিয়া ক্রমশঃ যৌবনে অধৈর্য্যা হইয়া উঠিলেন। কিয়দ্দিবস অতীত হইলে পর ভূপাল লোকমুখে কাঞ্চী নগরে সুন্দর নামে পরম গুণ সম্পন্ন রাজ-নন্দন বিদ্যার পানিগ্রহণের উপ যুক্ত পাত্র শ্রবণ করিয়া অবিলম্বেই তথায় দূত প্রেরণ করিলেন। দূত উপস্থিত হইয়া স্বীয় স্বামীর মনো ভিলাষ প্রকাশ করিলে, যুবরাজ সুন্দর বিরলে দূতকে বিদ্যার রূপ ও গুণের যথার্থ পরিচয় প্রদান করিতে অনুমতি করিলেন। এবং দূত বিদ্যার প্রকৃতরূপ বর্ণন করিয়া অপসৃত হইলে সুন্দর মনোরথ লব্ধ প্রিয়া সমাগম সুখ অনুভব করত বিরহে দিন-যাপন করিতেলাগিলেন। এবংঅশেষ পরিজনের প্রবেশ প্রতি ষেধ করত নির্জ্জনে উপবিষ্ট হইয়া বিদ্যা সহ স মাগমের উপায় স্থির করিতে লাগিলেন। পরিশেষে কিছুই নির্দ্ধারিত করিতে না পারিয়া আহার নিদ্রা পরিত্যাগ পুর্ব্বক নিতান্ত ক্ষিণ্ণ ও হতাশ্বাস হইয়া ভগবতী কাত্যায়নীর ধ্যান সাধনে মনোনিবেশ করিলেন। একদা দেবির পুজা সমাপন করিয়া একাগ্রচিত্তে স্তব করিতে-ছেন এমত সময়ে আকাশ বানী হইল, বৎস তুমি এক্ষণেই বর্দ্ধ মান গমনকর, তোমার বিদ্যা সহ সমাগম অবশ্যই হইবে। এইপ্রকার

রাজকুমার দেবির অভিমত বরদানে পরম পরিতুষ্ট হইয়া দ্রুতগামি তুরঙ্গযান আরোহণ করত বর্দ্ধমান পস্থানকরিলেন। এবং শীঘ্রই নগরে প্রবেশ করিয়া অনতিদূরবর্ত্তি দামোদর নদী দর্শণ করত অপরিসীম হর্ষ প্রাপ্ত হইলেন। তৎপরে পুরদ্বার স্থিত প্রহরী সন্নিধানে আত্ম পরিচয় প্রদান পূর্ব্বক পদব্রজে ইতস্ততঃ সঞ্চরণ করিতে লাগিলেন। এবং প্রচণ্ড দিনকর কিরণে নিরতিশয় পরিশ্রান্ত হওয়াতে পথিগমন ক্লেশ দূর করিবার নিমিত্ত উপযুক্ত স্থান অন্বেষণ করিতে লাগিলেন। ও অবিলম্বেই বকুল পাদপ পরিশোভিত অতি মনোহর এক সরোবর নিরীক্ষণ করিলেন, তথায় অহরহ বিশুদ্ধ গন্ধবহের সঞ্চার হইতেছে। উপকূলে তমাল বিটপির নিবিড় মলিন ছায়া দ্বারা দিবাভাগে রজনীর উদ্বোধ হইতেছে। তীরস্থিত তরুগণ অভিনব পল্লব ফল কুসুম সমূহে সুশোভিত আছে, তাহাদিগের ছায়া অতি সুশীতল বিশেষত সুগন্ধ গন্ধবহের মন্দ২ সঞ্চার দ্বারা পরম রমনীয় হইয়াছে। হংস বক সারস চক্রবাক প্রভৃতি জলচর পক্ষিগণ অনবরত কলরব করিতেছে। কমলিনী মধুলোভে মধুকর গুণ২ ধ্বনি করত ইতস্ততঃ ভ্রমন করিতেছে, বকুলমালতী সহকার কুসুম প্রস্ফুটিত হওয়াতে চতুর্দ্দিক আমোদিত করিতেছে- সমীরণের সঞ্চার দ্বারা তট জলের কল২ শব্দ কুর্ণকুহর আপূরিত করিতেছে কমলিনী নায়ক সূর্য্যের অস্তাচল গমনের সময়ে মহিলাগণ আত্মানুরূপে জলপুরিত কলসী কক্ষে করিয়া মন্থর গমন দ্বারা যুবক জনের মানস সমূলে উন্মুলিত করিতেছে।

ইত্যাকার লোচনানন্দ কর ব্যাপার দর্শণ করত ক্লান্তি দূর করিতে লাগিলেন। ইত্যবসরে এক বৃদ্ধা তথায় উপস্থিত হইয়া কথাচ্ছলে তাহার পরিচয় লইলেন রাজকুমার সুন্দর ও মাতঃস্বসা বলিয়া সম্বোধন করত তাহার আবাসে অবস্থিতি করিবার অভিপ্রায় প্রকাশ করিলেন বৃদ্ধা তাঁহার মনোহর রূপ দর্শণে ও মধুর বাক্য শ্রবণে প্রীতা হইয়া প্রসন্নমনে কহিল বৎস আপনার গৃহ বোধ করিয়া যতদিন ইচ্ছা সচ্ছন্দে বাস কর। এইরূপে সেই বর্ষীয়সীর সদনে আবাস গ্রহণ করিলেন। অনন্তর বৃদ্ধা তাঁহার সন্নিধানে আসিলে পর রাজতনয় কথোপকথন চ্ছলে বিদ্যার বৃত্তান্ত বর্ণনা করিতে আদেশ দিলেন। বর্ষিয়সী ঈষৎহাস্য করিয়া কাহিল, বৎস বিদ্যা অতিবিদ্যাবতী, সুশীলা, শৈশবাবস্থাতেই প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন যিনি শাস্ত্রালাপে আমাকে পরাস্ত করিবেন তাঁহারই গলে বরমাল্য প্রদাণ করিব। এবং অনেকানেক নৃপত-

নয় আগমন করিয়া কোন মতেই কৃত কার্য্য হইতে পারেন নাই এক্ষণে বিদ্যার ভাগ্য ক্রমে বুঝি তুমি আমার আলয়ে উপস্থিত হইয়াছ বিদ্যার অনুরূপ রূপ এবং গুণ সন্দর্শনে বোধকরি তুমিই তাহার পাণি পীড়নের উপযুক্ত পাত্র, অতএব অনুমতি পাইলে রাজসদনে বৎসের কথা উত্থাপন করি। সুন্দর স্থবিরার অকপট বাৎসল্য সন্দর্শনে প্রীত হইয়া কহিলেন রাজ বাটীতে নিবেদন করিবার কোন অবশ্যক নাই আমিই বিদ্যা সহ সমাগমের উপায় নির্দ্ধারিত করিয়াছি এবং তুমি অনুকম্পা করিয়া অনুষ্ঠান করিলেই আমি কৃত কার্য্য হইতে পারি। বিশেষতঃ তোমারই সাহায্য যথেষ্ট অপেক্ষা করিতেছে। রাজকুমার এই প্রকার বলিলেপর মালিনী আপনার সাহায্য প্রদান করিতে প্রতিজ্ঞা করিল. এবং কহিল, বৎস অনুমতি করিলে এক্ষণেই রাজভবনে গমন করিয়া বিদ্যাকে গিয়া কহি আমার বাটীতে এক যুবক রাজকুমার আসিয়াছেন তিনি গুণে নিরূপম বিদ্যায় অদ্বিতীয় আজ্ঞা করিলেই সংকেত স্থানে আনয়ন করিয়া পরস্পরের প্রণয় শৃঙ্খল বদ্ধ করিয়া দেই। যুবরাজ কহিলেন ভাল এত ব্যস্তই কি, কাল্ প্রাতঃ কালে বিদ্যার দেবার্চনা নিমিত্ত পুষ্প মালা লইয়া যাইবার সময়ে আমাকে আবেদন করিলে একএকা বলী মালা বিদ্যার বিদ্যা বিবেচনা করিবার নিমিত্ত প্রেরণ করিব এবং যাহা কহিবেন তাহা পুনর্ব্বার তুমিও আমার নিকট আমু পূর্ব্বিক বর্ণনা করিবে।

বিক্রমোর্ব্বশী ত্রোটকের সংক্ষেপ ইতিহাস।

প্রয়াগের সন্নিকৃষ্ট প্রতিষ্ঠান নগরে পুরূরবা নামা এক পরম রূপবান নানাগুণসম্পন্ন নরপতি বাস করিতেন। একদা সূর্য্যদেবের উপাসনা করিয়া, গৃহ-প্রত্যাগমন সময়ে পথিমধ্যে অপ্সরাদিগের করুণ বিলাপ রাজার কর্ণগোচর হইল। পুরূরবা তৎক্ষণাৎ ইতস্ততঃ অন্বেষণ করিয়া, দেখিতে পাইলেন, মেনকা প্রভৃতি স্বর্গ বিদ্যাধরীগণ অতি কাতর হইয়া "পরিত্রাণ কর, পরিত্রাণ কর,, বলিয়া, শরণাগত প্রতিপালকের অনুসন্ধান করিতেছেন। রাজা অগ্রসর হইয়া, সমুচিত আশ্বাস প্রদান পূর্ব্বক কহিলেন, আপনারা কি নিমিত্ত এত ব্যাকুল হইয়া রোদন করিতেছেন? কোন পাষণ্ডইবা আপনকারদের অনিষ্ট করিয়াছে? অনুগ্রহ করিয়া আনুপূর্ব্বিক সমুদায় বর্ণন করিলে প্রতীকারের চেষ্টা করা যায়। মেনকা অগ্রে রাজার পরিচয় লইয়া, বলিলেন, আমরা কুবেরের ভবন হইতে নৃত্য করিয়া, স্বস্ব গৃহে গমন করিতেছি, পথি

মধ্যে এক ভয়ানক দৈত্য সহসা আসিয়া ভগিনী উর্ব্বশীকে বল পূর্ব্বক হরণ করিয়া কোথায় গিয়াছে, তাহার কিছুই অনুসন্ধান করিতে পারিনাই, কেবল এইমাত্র বলিতে পারি,যে উর্ব্বশীকে লইয়া পূর্ব্বদিকে প্রস্থান করিয়াছে। এক্ষণে আমরা মহারাজের শরণাপন্ন হইলাম,যাহাতে ভগিনী উর্ব্বশীর চন্দ্রবদন অবলোকন করাইয়া,অন্তঃকরণ সুস্থ হয়, অবিলম্বে তাহা অনুষ্ঠান করিলে অত্যন্ত অনুগৃহীত হইব, এবং আপনার শ্রীচরণে চিরকালের নিমিত্ত বিক্রীতা হই। পরম কারুণিক নরপাল তাঁহারদিগের মধুর প্রার্থনা বচনে সাতিশয় প্রসন্ন হইয়া, বলিলেন, আপনারা হিমগিরির শিখর দেশে ক্ষণকাল অবস্থান করুন্ আমি পূর্ব্বদিকে প্রস্থান করি। এই বলিয়া রথারোহণ পূর্ব্বক আকাশ পথে দৈত্যনগরে গমন করিলেন এবং অতিত্বরায় সেই দৈত্যকে পরাস্ত করিয়া, লোক ললামভূতা ললনাকে রথে লইয়া, হিমালয়ে প্রস্থান করিলেন। উর্ব্বশী এতক্ষণ মূর্চ্ছিতা ছিলেন, সুতরাং এসমুদায় ব্যাপার কিছুই জানিতে পারেন নাই, পরে মোহান্ধকার হইতে জ্ঞানালোক প্রাপ্ত হইলে পরম পুরুষ সমক্ষে দর্শন করিলে অন্তঃকরণেযেমন ভক্তিরসের উদ্রেক হয়,সেইরূপ রাজার মোহনমূর্ত্তি সন্দর্শন করিয়া উর্ব্বশীর অন্তঃকরণ প্রীতও পূর্ব্বরাগের সঞ্চার হইতেলাগিল। দুর্ব্বিনীত মদন অবসর বুঝিয়াবারম্বার পুষ্পবান নিক্ষেপকরাতে রোমাঞ্চে অঙ্গ পুলকিত, অলসে শরীর শিথিল হইতে লাগিল। বারম্বার রথের চালনাতে শরীর সংস্পর্শ হইতে লাগিল, তাহাতে মদনানল দ্বিগুণ প্রজ্বলিত হইল।এইঅবস্থায় উর্ব্বশী সখীদিগের সমক্ষে উপস্থিত হইলেন। মেনকা জন্মান্তরীণ পুণ্য ফলে পুনর্ব্বার উর্ব্বশীর বদন কমল অবলোকন করিয়া,আপনাকে কৃতার্থ বোধ করিলেন। এবং অনবরত গাঢ়ালিঙ্গন মুখচুম্বন করিয়া, উর্ব্বশীকে সম্ভাষণ করিতে লাগিলেন। বিশেষতঃ সকলেই রাজার সাংগ্রামিক ব্যাপারে পটুতা বিবেচনা করিয়া,অপরিসীম হর্ষ প্রকাশ করিতেলাগিল। ইত্যবসরে চিত্ররথ রথে আরোহণ করিয়া দেবরাজ ইন্দ্রের আদেশে নৃপতিকে অমরাবতী নগরীতে লইয়া যাইতে আগমন করিলেন। এবং রথ হইতে অবতীর্ণ হইয়া পরস্পর প্রেমালিঙ্গন করিলেন। ও স্বামীর মনোভিলাষ সিদ্ধ করিবার নিমিত্ত যত্ন করিতে লাগিলেন : কিন্তু ভূপালের অবসর নাথাকাতে গন্ধর্ব্বরাজের সমুদায় আয়াস বিফলহইল। পরিশেষে উর্ব্বশীকে লইয়া বিমানে আরোহণ করিলেন। রাজা উর্ব্বশীর অসামান্য রূপে মোহিত হইয়া, মদন বেদনায় নিরতিশয় পরিতাপ পাইলেন। কেবল উর্ব্বশীর প্রতিকৃতি চিত্রপটে দর্শন করিয়া কিঞ্চিৎকাল

আত্ম বিনোদন করিতেন, ও আপনার বয়স্য বিদূষকের সহিত নির্জ্জনে উপবিষ্ট হইয়া, কি প্রকারে উর্ব্বশীকে আসুরিক সংগ্রাম হইতে পরিত্রাণ করিয়াছিলেন, কিপ্রকারেইবা সখীদিগের সহিত উর্ব্বশীর সমাগম হইয়াছিল, ও গন্ধর্ব্ব রাজ চিত্ররথের সহিত বিমানে আরোহণ করিবার সময়ে যে সকল ভঙ্গী করিয়াচিলেন, সমুদয় বর্ণন করিয়া অতিকষ্টে কাল যাপন করিতে লাগিলেন।

পদ্য।

নির্ব্বাসিত ব্যক্তির বিলাপ।

যখন যে দিক্ আমি, ফিরাই নয়ন।
শোভাহীন কেন দেখি, স্বভাব বদন ॥
চিরকাল চারু শোভা, ধরিয়াছে যেই।
এখন কিসের লাগি, শোভাহীন সেই ॥
আগেতে ইসদ্ খর, ছিল দিন কর।
কি জানি এখন কেন, দহে কলেবর ॥
শশধরে ছিল বটে, কলঙ্কের রেখা।
সর্ব্বাঙ্গে কলঙ্ক এবে, দিইয়াছে দেখা ॥
কে বলিবে যদি এর, হেতু কিছু থাকে।
কাছে নাই প্রিয়জন, সুধাই বা কাকে॥
সেই সবতরু জাতি, এখানেত আছে।
আরত নূতন কত, এই রহিয়াছে ॥
কত শত পাখিকুল, বসিয়ে শাখায়।
আপনার জাতি কুল, আপনি জানায়॥
সকল স্থানেত এই, বাতাশ বহিছে।
গিয়াছিল প্রিয় ধাম, আসিয়া কহিছে ॥
কিন্তু কেন তরু দল, শোভা হীন হয়।
সে বাতাস, সে বিহঙ্গ, কিছু যেন নয়॥
কে বলিবে যদি এর, হেতু কিছু থাকে।
কাছে নাই প্রিয় জন, সুধাই বা কাকে ॥
এইত আবার সেই, সরদ সময়।
দিবানিশি ধরা ধামে, পুলক নিলয় ॥
সুখের রজনি সেই, ভুলিব না মোলে।
হৃদয়ে রেখেছি গেঁথে, কোথা যাবে চোলে ॥
পূর্ণিমার শশি আর, প্রিয়সির মুখ।
যেই রেতে এই কালে, দিইয়াছে সুখ ॥
আহা সেই বিনোদিনী, কোথা এসময়।
সুখের ভাগিনী কেন, দুখ ভাগি নয়॥
কমল কুমুদনা কি, দোহে মিলে রবে।
তেমন সুখের দিন, আর না কি হবে ॥
আমার সে প্রাণসম, প্রিয় মিত্র গণ।
কেমন সুখেতে তারা, রয়েছে এখন ॥
তারানাকি আর আমারে, করিবে শরণ।
ফেলিবে নয়ন নীর, হইলে মরণ॥
প্রবোধ না মানে শুধু, আমারি এমন।
থাকি থাকি, আর দেখি, তাদের বদন ॥
কিন্তু হায় পুন নাকি, হইবে মিলন।
খসিয়া পড়িলে তারা, উঠে কি কখন ॥
সেই তারা, আর তারা, মিলে নাকি রবে।
তেমন সুখের দিন, আর নাকি হবে॥
কে বলে মানুষ নয়, অজ্ঞান অবোধ।
সুখপথে কাঁটা দিয়ে, কেন করে রোধ॥
তার যদি কিছু মাত্র, বোধ থাকে ধড়ে।
তা হলে দুঃখের পাশে, উড়ে কিসে পড়ে॥
অবোধ বিহঙ্গ সেই, আহারের তরে।
নিষাদের হাতে পড়ি, বিষাদেতে মরে ॥
সেই কায আমি যদি, নাহি করিতাম।
কেমন সুখেতে তবে, কাল হরিতাম ॥
স্বদেষের স্বর্ণ ভূমি, দেখিবারে পেলে।
এদুঃখের ভার আমি, দিতে পারি ফেলে ॥
আহামরি স্বদেশ কি, সুমধুর নাম।
তার চেয়ে আর নাই, পূর্ণ সুখধাম ॥
যে সময় তেজিলাম, সেই প্রিয় দেশ।
ভাবিলাম বিরলেতে, সুখ পাব শেষ ॥
কিন্তু হায় বিরলেতে, সব অনুকার।
আলো নাই, ভাল তাই, খুঁজি কি প্রকার ॥
জলধি গভীর জলে, রত্ন বটে থাকে।
জানি বিনা কেবা বল, পেতে পরে থাকে॥
কায নাই হেন রত্ন, লোকা লয় পেলে।
এদুঃখের ভার আমি, দিতে পারি ফেলে ॥

বিজ্ঞাপন।

দুর্গোৎসবের অনুরোধ বসত পত্রিকা প্রকাশ করিতে বিলম্ব হইল অতএব গ্রাহক মহাশয় দিগের নিকট সমুচিত বিনয় সহকারে প্রার্থনা করিতেছি যে মহাশয়েরা অপরাধ মর্জ্জনা করিবেন।

যাঁহা দিগের এই পুস্তক গ্রহণ করিতে বাসনা হইবে তাঁহারা বড় বাজারে সুধাবর্ষণ যন্ত্রালয়ে, ভবানি পুরের পাঠশালায়, কলুটোলার পাঠশালায়, হিন্দুকালেজে মেট্রোপোলিটন হিন্দুকালেজে শ্রীকালিকৃষ্ণ বসুর সমীপে ও আমড়াতলা ১২ নং ভবনে শ্রীনবীনচন্দ্র আঢ্যের সমীপে অনুসন্ধান করিলে পাইতে পারিবেন।

বঙ্গবিদ্যা প্রকাশিকা পত্রিকা।

৩ সংখ্যা।

নির্ঘণ্ট।

বিবরণ।	পত্রাঙ্ক।
পরমেশ্বরের মহিমা।	৩৩
উদ্ভিজ্জ বিদ্যা।	৩৪
বায়ু সেবন।	৩৫
দশকুমার চরিতের অন্তর্গত অপহার বর্ম্ম চরিত।	৩৭
জীবনোপায়।	৩৮
মানব জাতির চরিত্রের বিষয়।	৪০
রামায়ণ।	৪১
বিদ্যাসুন্দর।	৪৩
কবিতা।	৪৪
হিতাবলী।	৪৫
সৎসংর্গের বিষয়।	৪৫
বিধবাদ্বয়ের কথোপকথন।	৪৬
সমাচার।	ঐ
সরৎ বর্ণন।	৪৭

অগ্রহায়ণ।

সমাচার সুধাবর্ষণ যন্ত্রে মুদ্রিত হইল।

কলিকাতা।

১২৬২ সাল।

মূল্য / আনা।

বঙ্গবিদ্যা প্রকাশিকা পত্রিকা।

৩ সংখ্যা

অগ্রহায়ণ।

পরমেশ্বরের মহিমা।

হে বিশ্বনাথ! তুমি তোমার পরম প্রেমাস্পদ বিশ্বমন্দির যে কত সুন্দর করিয়াই সৃজন করিয়াছ, ও কত কৌশলেই বা পরিপূর্ণ করিয়া রাখিয়াছ, তাহা কে বলিতে পারে। একবার যে বস্তু দর্শন করিয়া থাকি, তাহা সময়ান্তরে ভদবস্থ দেখিলে ও নূতনের ন্যায় কাহার না প্রতীয়মান হয়। অদ্য সন্ধ্যাকালে যে পদার্থ সম্যকরূপে পর্য্যবেক্ষণ করিলাম, কল্য তাহাদিগেরই মোহন স্বভাব কিছুমাত্র হ্রাস না হইয়া, নয়ন প্রীতিকর হয়। অদ্য সন্ধ্যাকালের যে রক্তবর্ণ মেঘ মণ্ডল সন্দর্শন করিয়া, বিশ্বপতির বিশ্বরাজ্যের অসামান্য সৌন্দর্য্য প্রশংসা করিয়া থাকি, কল্যও তাহার প্রীতিপরিপূর্ণ আকার দেখিয়া, জগদীশ্বরকে ধন্যবাদ না দিয়া ক্ষান্ত থাকিতে পারিনা। আহা! তৎকালে বিশ্বের কি আশ্চর্য্য শোভা! বিহঙ্গমগণ নানাস্থান পর্য্যটন করিয়া, স্ব স্ব নীড়ে আগমন করিবার নিমিত্ত পবনপদবীতে শ্রেণী বদ্ধ হইয়া, স্বজাতিস্বরে সুমধুর সঙ্গীত করিতে থাকে, তৎকালে তাহাদিগের মিষ্টস্বরই বা কেমন মনোহর! যাবতীয় ভাষার যাবতীয় সুমধুর শব্দ একত্র হইলেও, তাহা বর্ণন করিতে সমর্থ হয়না। দলবদ্ধ ধেনুগণ ধূলি দ্বারা গগন মণ্ডল অন্ধকার করত হাম্বারবে স্ব স্ব বৎস লক্ষ করিয়া, যখন স্বীয় আবাসে প্রত্যাগমন করে, তখন তাহারা কাহার না প্রীতি জনক হয়। তৎকালের সুগন্ধ সমীরণ মন্দ মন্দ সঞ্চরণ করত সকলেরই প্রীতি উৎপাদন করে! বিকসিত পদ্মিনী অবসর প্রাপ্ত হইয়া মুদ্রিত হয়, তাহাইবা কেমন মনোহর! দিনকর আবশ্যকমত উত্তাপ প্রাদন করিয়া, অপর ভূভাগের উপকারার্থ অন্তর্হিত হয়। হে দয়াময়! আমরা যাহা বার বার দর্শন ও শ্রবণ করি, তাহা অতি মনোহর হইলেও, সতত মনোজ্ঞ বলিয়া বোধ হয় না বটে, কিন্তু তোমার কার্য্যের নিরুপম সৌন্দর্য্য আমার নয়ন যুগলকে অনবরতই প্রীত করিতেছে! হৃদয়ে সর্ব্বদাই মুদ্রিত রহিয়াছে! এমন আশ্চর্য্য সৌন্দর্য্যইবা কে কোথায় দেখিয়াছে, যাহা সন্দর্শন করিলেও চক্ষু পরিতৃপ্ত না হইয়া, নিরন্তর দর্শনে উৎসুক ও ব্যাকুল হয়। আহা! তোমার কার্য্য দেখিয়া, সকলেই

বিস্মিত হন, কিন্তু তুমি যে কি পদার্থ, তাহার স্বরূপ জ্ঞাত হইলে, কেনা মোহিত হয়! এই পরিদৃশ্যমান প্রকাণ্ড অবনীমণ্ডল নিরন্তরই তোমার মহীয়সী শক্তির পরিচয় দিতেছে, কি আশ্চর্য্য! তোমার হস্ত নাই, তবে কি প্রকারে জগন্মণ্ডল রচনা করিয়াছ, তোমার চরণ নাই, কি প্রকারেই বা সর্ব্বদা সর্ব্বত্র বিদ্যমান রহিয়াছ? তোমার ধীশক্তি নাই, তথাচ বিশ্ব মণ্ডলীতে এমন বস্তু প্রায়ই দৃষ্ট হয় না, যাহা তোমার অলৌকিক নিপুণতার সতত সাক্ষ্য প্রদান না করিতেছে। তোমার শরীর নাই, তথাচ প্রাচীন, ও নব্য সম্প্রদায়ের লোকেরা তোমার শরীর কল্পনা করিয়া, আরাধনা করিয়াছেন, এবং তাঁহাদিগের পদ্ধতির অনুবর্ত্তী হইয়া, তাঁহাদিগের সন্তানেরাও ঐ ধর্ম্ম প্রতিপালন করিতেছেন। হে প্রেমসিন্ধু পরম বন্ধু! তোমার প্রেমের ও অন্ত নাই, করুণারও সীমা নাই, চন্দন যেমন সুগন্ধময়, নিশান্ত যেমন শৈত্যময়, বসন্ত যেমন মধুর ময়, বিমল চন্দ্রমণ্ডল-মণ্ডিত পৌর্ণমাসী যেমন সুধাময়ী হইয়া প্রতীয়মান হয়, বিশ্বসংসার ও সেইরূপ তোমার প্রেমময় হইয়া প্রকাশ পাইতেছে। তোমার নিয়ম বশম্বদ চন্দ্র সূর্য্য পর্য্যায় ক্রমে উদিত হইয়া, আলোক প্রদান করিতেছে, বায়ু সতত সঞ্চরিত হইতেছে, অগ্নি প্রজ্বলিত হইতেছে, নবোদিত ঘনাবলী বারি বর্ষণ করিয়া সকলেরই অন্নসংস্থান করিতেছে। ক্লেশময় গর্ত্ত শয্যায় অর্ভক জীবিত থাকিয়া, তোমারই প্রেমের পরিচয় প্রদান করিতেছে, তোমার মহীয়সী শক্তি, সন্তান রক্ষার্থে জননী স্তনে দুগ্ধ সঞ্চার করিতেছে, হে প্রেমাকর পরমেশ্বর! তুমিই সকল বিষয়ের স্রষ্টা বলিয়া, যেন আমি তোমার প্রেমে মগ্ন হই।"

উদ্ভিজ্জ বিদ্যা।

পরমকারুণিক পরমেশ্বর আমাদিগের জীবিকা সম্পাদনার্থে পৃথিবীকে নানা প্রকার পদার্থের উৎপাদিকা শক্তি প্রদান করিয়াছেন। তদুৎপিত বস্তু উপযোগ করিয়া আমরা জীবন ধারণ করিতেছি। এমন কেহ আপত্তি করিতে পারেন, যে সকলেই নানা প্রকার উপাদেয় পশুমাংস ভক্ষণ করিয়া পরিতোষ প্রাপ্ত হইতে পারেন, কিন্তু এই আপত্তি খণ্ডনের নিমিত্ত এস্থলে এই কথা বলিলেই পর্য্যাপ্ত হইবে, যে পশ্বাদিও তৃণাহার না করিয়া আপনাদিগের মেদ সঞ্চয় করিতে পারেনা, ও সেই মাংস উপযোগ করিয়া, মাংসপ্রিয় মানবেরা সন্তুষ্ট হন। অতএব এক্ষণে বিবেচনা করিলে, সকলেই ভূজাত বস্তুর উপজীব্য বলিয়া, অবশ্যই প্রতীয়মান হইবে।

ভূজাত বস্তুর সাধারণ নাম উদ্ভিজ্জ। ইহাকে জন্মস্থানানুসারে

ছয় প্রকারেবিভক্ত করা যাইতে পারে যথা,তুঙ্গসৈলজ, গিরিজ, ছায়াজাত, নিম্ন ও শুস্কভূমিজ, বারিজ, ও তরুজ।

প্রথমতঃ, যাহারা অতিপ্রকাণ্ড মহীধরের উপরিভাগে সঞ্জাত হয়, তাহারা তুঙ্গসৈলজ নামে প্রসিদ্ধ। যাহারা পর্ব্বতে নিম্নপ্রদেশেরপবিশুস্ক মৃত্তিকায় সূর্য্যের পরিমিত উত্তাপে জন্মিয়া থাকে, তাহাদিগকে গিরিজ কহা যায়। তৃতীয়তঃ যাহারা ছায়া প্রধান স্থানে উৎপন্ন হইয়া, ছায়া বিনষ্ট হইলে ম্লান বা পৃথিবীর ভার লাঘব করে, তাহাদিগকে ছায়াজাত উদ্ভিজ্জ কহাযায়। চতুর্থতঃ যাহারা নিম্ন অথচ শুস্ক ভূমিতে জন্মে, তাহা দিগকে নিম্নশুষ্ক ভূমিজ কহে।

৫। যাহারা জলাশয়ে বা সমুদ্রের জলার্দ্র বেলা ভূমিতে উৎপন্ন হয়, তাহাকে বারিজ কহে। যথা শিবালকাদি।

৬। যাহারা মৃত্তিকাতে প্ররূঢ় না হইয়া বিটপীর স্কন্ধে বা শাখায় জন্মায়, তাহাকে তরুজ কহা যায়। যে ছয় প্রকার উদ্ভিজ্জের নাম উল্লিখিত হইল, ইহাদিগের অন্যতরের স্থানের ব্যতিক্রম ঘটিলে, প্রায়ই জন্মেনা। যেমন শুস্ক ভূমিজকে স্থানান্তরে অর্থাৎ জলাশয়ে বা ছায়াপ্রধান স্থানে, রোপণ করিলে, তাহা কদাচ জন্মেনা। আরো যদি আমরা জল হইতে কমল তুলিয়া, উদ্যানের শুস্ক মৃত্তিকায় রোপণ করি, তাহা কখনই ম্লান ব্যতিরেকে বিকসিত হইতে পারে না। জগদীশ্বর উদ্ভিজ্জের সহিত সূর্য্যের কিরণেরএক অখণ্ডসম্বন্ধ নিরূপণ করিয়াদিয়াছেন,তাহাঅতি মনোহর! মশৃণ-পর্ণ-পৃষ্ঠ সূর্য্যাভিমুখে সতত অবস্থান করে, ও অপর পৃষ্ঠ বৃক্ষের তলে সম্মুখীন হইয়া থাকে। গোধূম বা রাই সর্ষপের পত্র গুলি সূর্য্যাভিমুখে নমামান হয়। ইহা শস্য ক্ষেত্রে গমন করিয়া, বিবেচনাপূর্ব্বক নিরীক্ষণ করিলেই অনায়াসে প্রত্যক্ষ হয়। প্রতিদিন দিনকরের উদয়কালে পুষ্পোদ্যানে ভ্রমণ করিলে, কতক গুলি বিটপীর পত্র বা কুসমস্তবক পূর্ব্বদিকে অভিমুখ হইতে, এবং মধ্যাহ্নকালে উর্দ্ধমুখ, পরে সায়ংকাল উপস্থিত হইলে, পশ্চিমাস্য হইয়া অবস্থিতি করিতে, প্রায়ই প্রত্যক্ষ করা যায়। তাহারা সূর্য্যের উদয়াস্তকালপর্য্যন্তসূর্য্যেরসম্মুখহইয়া থাকে। যে সকল উদ্ভিজ্জ গাঢ় তিমির ময় প্রদেশে জন্মে, তাহারা হরিদ্বর্ণ না হইয়া, শ্বেত বর্ণ হয়! মৃত্তিকার মধ্যজাত শাকাদির অঙ্কুর আবশ্যক মত সূর্য্যের উত্তাপ না প্রাপ্ত হওয়াতে ধবল বর্ণ হয়।

বায়ু সেবন।

প্রাচীন পণ্ডিতেরা বায়ুকে জগতপ্রাণ বলিয়াবর্ণনা করিয়াছেন। ফলতঃ বিবেচনা করিলে পৃথিবীস্থ প্রাণি মা-

ত্রেরই জীবন স্বরূপ, ইহা অনায়াসেই প্রতিপন্ন হইবে। অন্যান্য বস্তুর উপযোগ ব্যতিরেকে দুই এক দিবস অবস্থিতি করিতে সমর্থ হই. কিন্তু বায়ু ব্যতিরেকে ক্ষণকাল জীবন ধারণ করিতে কেহই শক্ত হননা। যদ্যপি আমরা এক গৃহের সমস্ত বায়ু সঞ্চারের পথ রোধ করিয়া, তন্মধ্যে অবস্থান করি তাহা হইলে, ক্ষণ কাল মধ্যেই প্রাণ নাশের সম্ভাবনা। কারণ, আমরা নিশ্বাস দ্বারা যে বায়ু আকর্ষণ করি,তাহা অক্সৃজন, ও নাইট্রুজন গ্যাস, তন্মধ্যে অক্সৃজন গ্যাসের ৮০। অংশ এবং নাইট্রুজন গ্যাসের ২০। অংশ সম্বলিত থাকে। ইহা শরীর মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া শরীরস্থ সমস্ত রক্তকে বিশুদ্ধ করে॥ আর যাহা আমরা প্রশ্বাসে নিক্ষেপ করি, তাহার নাম কার্বণিক আসিড় গ্যাস, ইহা রজনীযোগে বৃক্ষের গাত্র হইতে বহির্গত হয়। তন্নিমিত্ত মনু প্রভৃতি অতি প্রাচীন গ্রন্থ কর্ত্তারা রাত্রি কালে বৃক্ষমূলে বাস করিতে নিষেধ করিয়াছেন ✻ নবাব সেরাজউদ্দৌলার সেনাপতি মানিকচাঁদ কলিকাতার দুর্গ মধ্যে দৈর্ঘে ১২। হস্ত প্রস্থে ৯। হস্ত পরিমাণ একটি প্রকোষ্ঠে ১৪৬ জন ইংরেজকে সমস্ত রাত্রি রুদ্ধ করিয়া রাখাতে যে সকল ভীষণ ব্যাপার উপস্থিত হইয়াছিল, তাহা অনেকেরই বিদিত আছে। ঐ গৃহের, একমাত্র বায়ু সঞ্চরণের বাতায়ন ছিল। সুতরাং আবশ্যকমত বায়ু প্রবেশের পথ ছিলনা। ঐ বন্দীদিগের প্রশ্বাসের দুষ্ট বায়ু ক্রমশঃ ঘনীভূত হইতে লাগিল। সেই রাত্রিতে যন্ত্রণার আর পরিসীমা ছিলনা। বন্দীরা অতি ত্বরায় ঘোরতর পিপাসায় কাতর হইল। সকলেই বায়ুবিরহে অস্থির হইতেলাগিল। প্রত্যেকেই কিঞ্চিত বায়ু লাভের প্রত্যাশায় গবাক্ষের নিকটে যাইবার নিমিত্ত বিবাদ করিতে লাগিল। দুঃসহ ক্লেশের অবসান কর বলিয়া, রক্ষিদিগকে ব্যগ্রতা সহকারে প্রার্থনা করিতে লাগিল। পরিশেষে হতচেতন হইয়া একে২ ভূতলশায়ী হইল। এবং অবশিষ্ট ব্যক্তিরা শবরাশির উপর দণ্ডায়মান হইয়া নিশ্বাস আকর্ষণের অনেক স্থান পাইল। তাহাতেই কএকজন জীবিত থাকেন। পরদিন প্রাতঃকালে দ্বারোদ্ঘাটন করিলে দৃষ্ট হইল, একশত ছচল্লিশের মধ্যে কেবল তেইসজন জীবিত আছে। অবশিষ্ট সকলেই শমন সদনে প্রস্থান করেন। অতএব যে গৃহে বাস করিতে হইবে তাহার চারিদিকে গবাক্ষ দ্বার রাখিয়া বায়ু গমনাগমনের পথ রাখা সর্ব্বতোভাবে বিধেয়। পথ প্রান্তবর্ত্তিনী জন প্রনালীর মধ্য হইতে কার্বণিক আসিড্ গ্যাস উৎপন্ন হয়, এই দুর্গন্ধ বায়ু নিশ্বাস সহকারে শরীর মধ্যে

✻ রাত্রৌ চ বৃক্ষমূলানি দূরতঃ পরিবর্জ্জয়েৎ। ইতি মনু ৮ অধ্যায়।

প্রবিষ্ট হইয়া, নিকটস্থ লোক দিগকে রুগ্ন, শীর্ণ, ও শ্রীভ্রষ্ট করে। অতএব জলপ্রণালীর নিকট অবস্থান করা কোনমতেই উচিত বোধ হয়না। শরীর মধ্যে শিরা সংযোগে অবিশ্রান্ত শোনিত প্রবাহ গমনাগমন করিতেছে। সেই রক্ত শরীরস্থ অন্যান্য নষ্ট পদার্থের সহিত মিশ্রিত হইয়া দূষিত হয়। পরে প্রচুর সমীরণ নিশ্বাস সহকারে দেহ মধ্যে নীত হইয়া সেই রক্ত পরিস্কৃত করে। যদি হিত কারি বায়ুর সহিত কোন অহিত কারি বস্তু প্রবেশ করে, তাহা হইলে আশু পীড়া হইবার সম্ভাবনা, তাহার শংসয় কি। যদি আমরা সর্ব্বদাই কুৎসিত স্থান পরিত্যাগ করিয়া, যে স্থানে অনবরতই বিশুদ্ধ বায়ুর সঞ্চার হইতেছে, এমন পরিস্কৃত স্থানে বাস করি, তাহা হইলে কোন পীড়া আমাদিগকে আক্রমণ করিতে পারে না, সর্ব্বদাই শরীর সুস্থ ও বলিষ্ঠ থাকে। সকল বিষয়েই প্রীতি লাভ করিতে পারি, শরীর সুস্থ হইলে আর আমাদিগের কোন বস্তুরই অসম্ভাব থাকেনা। আমরা বায়ু সেবনদ্বারা যত শরীরকে সুস্থ ও বলবান করিব, তদনুরূপ আমাদিগকে উত্তম উত্তম ফল ভোগ করিতে হইবে।

দশ কুমার চরিতের অন্তর্গত।

অপহার বর্ম্ম চরিত।

মহাশয়, আপনি ব্রাহ্মণ কুমারের উপকারের নিমিত্ত পাতালতলে অবতীর্ণ হইলে অপরাপর মিত্রগণ আপনার অন্বেষণার্থে দেশ বিদেশে ভ্রমণ করতে লাগিলেন, আমিও অনন্য কর্ম্মা হইয়া, পৃথিবী পর্য্যটন করিতে প্রবৃত্ত হইলাম। ক্রমশ ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিতে করিতে পরিশেষে অঙ্গদেশে উপস্থিত হইলাম। তথায় মরীচি নামা মহাতপা এক মহর্ষি চম্পানগরীর প্রান্তবর্ত্তি ভাগীরথী তীরে অবস্থিতি করিতেছেন, তিনি আপনার অসামান্য তপো বলে দিব্যজ্ঞান লাভ করিয়াছেন, ইহা লোক পরম্পরায় আমার কর্ণে প্রবিষ্ট হইল, এবং আপনার বৃত্তান্ত অবগত হইবার নিমিত্ত একান্ত কৌতুকাক্রান্ত হইয়া অবিলম্বেই তথায় উপস্থিত হইলাম, এবং দেখিলাম, আম্র-বৃক্ষেরতলে এক তপোধন অত্যন্ত ম্লান বদনে বসিয়া রহিয়াছেন। আমি তথায় উপস্থিত হইবামাত্র তপস্বী সমুচিত সৎকার পূর্ব্বক যথেষ্ঠ অভ্যর্থনা করিলে ক্ষণকাল পথি গমনক্লেশ অপনোদন করিয়া কহিলাম, ঋষে মহর্ষি মরীচি কোন স্থানে অবস্থিতি করিতেছেন, জানেন? শুনিয়াছি তিনি কালত্রয়দর্শী, এই নিমিত্ত তাঁহার নিকট প্রবাসিত সুহৃদের বৃত্তান্ত অবগত হইবার বাসনা করি।

অনন্তর তিনি দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া কহিতে লাগিলেন। হাঁ, এই আশ্রমেই এক ত্রিকালজ্ঞ তপোধন বাস করিতেন। একদা

কামমঞ্জরী নাম্নী এক বার বিলাসিনী অবিরল জলধারায় স্তন যুগল অভিষেক করত অতি কাতর হইয়া. তাঁহার আশ্রমে আসিলে, তাহার প্রসূতি প্রভৃতি স্বজন গণ পশ্চাৎ পশ্চাৎ ধাবমান হইয়া,তথায় উপস্থিত হইল। কামমঞ্জরী কৃতাঞ্জলি হইয়া ভক্তি সহকারে ঋষিকে প্রণাম করিলে মহর্ষি তাহাকে মধুর বচনে আশ্বাস প্রদান করিয়া কহিলেন, কি নিমিত্ত রোদন করিতে করিতে আমার নিকট উপস্থিত হইলে,তোমার চন্দ্রবদন বিষণ্ণই বা কেন ? যুবতী অতি কাতর হইয়া, নিবেদন করিল, ভগবন্! অকিঞ্চিৎকর সাংসারিক সুখে নিরপেক্ষ হইয়া পারত্রিক মঙ্গলের নিমিত্ত আপনার চরণ সরোজে শরণাপন্ন হইলাম। অনুকম্পা করিয়া অভ্যাগত দাসীর পারলৌকিক মঙ্গলের উপায় বলিয়া দিন। তাহার জননী দৃঢ়তর শ্রদ্ধা পূর্ব্বক মুনির চরণোপান্তে প্রণত হইয়া কহিল,ঋষে. গণিকারা মাতার শাসন অতিক্রম করিয়া, স্বেচ্ছাচারে প্রবৃত্ত হইবে না, এই প্রণালী ভগবান প্রজাপতি বারাঙ্গনাদিগের উপর নির্দ্ধারিত করিয়া দিয়াছেন। কিন্তু আমার কন্যা সেই ঈশ্বর নির্দ্দিষ্ট নিয়ম উল্লঙ্ঘন করিয়া, পরম সুন্দর এক ব্রাহ্মণ তনয়ে আপনার যৌবন ধন বিতরণ করিয়াছে, এবং আপনার মূল ধন ব্যয়ে মনোভিমত দ্রব্যসামগ্রী ক্রয় করিয়া পরম সুখে প্রায় একমাস অতিক্রম করিয়াছে, আগন্তুক নায়কের উপর রোষ প্রকাশ করিয়া আগত মাত্রেই গৃহ হইতে প্রত্যাখ্যান করিয়াছে, একটী বরাটিকা মাত্র ও এইমাসে হস্তে আসে নাই। এক্ষণে নিজপরিজন প্রতিপালন করিতে নাপারিয়াআমিঐ সর্ব্বনাশীকে কহিলাম, তোমার নিতান্ত মন্দ বুদ্ধি, এই প্রকার হইলে কাহারো নিস্তার নাই, অতএব অবিলম্বেই এই কুমতি পরিত্যাগ কর। এই কথা কহিবামাত্র কোপ পরায়ণা হইয়া, বনবাসে অধ্যবসায় করিয়াছে।

জীবনোপায়।

আপাততঃ মনুষ্যের মন সবিশেষ পর্য্যবেক্ষণ করিলে, ইহা অনায়াসেই প্রতীয়মান হইবে, যে কোন প্রকার পীড়ায় অভিভূত না হইয়া, চিরজীবন সুখে অতিবাহন করিব, কদাচ ঘৃণিত পাপকর্ম্মে লিপ্ত থাকিব না, কারণ ইহলোকেই ঘোরতর পাপিদিগের পাপের গুরুতর দণ্ড প্রদান রূপ প্রায়শ্চিত্ত নির্দ্দিষ্ট আছে। বস্তুত বিবেচনা করিতে হইলে, ইহা অমূলক বলিয়া,কখনই প্রতিপন্ন হইবেনা, কারণ নির্দ্দয়তার একশেষ নরহত্যা প্রভৃতি অতি ভয়ানক ব্যাপার তাহাকেও পাপ কর্ম্ম বলাযায়. এবং আপনার অজ্ঞানতার কার্য্য অপরিমিত পানভোজন তাহাকেও পাপকর্ম্ম বলিয়া উল্লেখ করা কখনই অস

গত হইবেনা। কিন্তু পাপীদিগের পাপের প্রাবল্য পরিমাণ করিয়া, তদনুসারে দণ্ডবিভাগও কল্পিত হইয়াছে। যে ব্যক্তি নরহত্যা করিয়াছে, নিয়ন্তা তাহার পক্ষে সেই পাপের প্রাণদণ্ড রূপ প্রায়শ্চিত্তের নিয়ম সংস্থাপণ করিয়া রাখিয়াছেন, অতএব সেই নির্দ্দয়কে নরহত্যা করিয়া,অল্পকালের মধ্যেই রাজদণ্ডে দণ্ডিত হইতে হয়। কিন্তু যিনি সর্ব্বদাই অপরিমিত পানভোজনে আশক্ত, তাহাকে ক্রমশঃ আপনার কুকর্ম্মের ফল স্বরূপ প্রবল পীড়ায় আক্রান্ত হইয়া, যৎপরোনাস্তি যন্ত্রণা স্বীকার করিতে হয়, হয়ত অপরিমিত ভোজন দোষে এক মুহূর্ত্তের মধ্যেই সংসার লীলা সম্বরণ করিতে হয়। এক্ষণে বিবেচনা করিতে হইলে, কি বালক, কি যুবা, কি বৃদ্ধ, সকলেরই পীড়া-প্রতীকার এবং দীর্ঘ জীবিতার নিমিত্ত পান ভোজনের পরিমাণ, অর্থাৎ যে ব্যক্তির যাহা পান বা ভোজন করিলে শরীর সুস্থ ও বলিষ্ঠ হয়, এবং যাহাতে কোন প্রকার পীড়া হইবার সম্ভাবনাই নাই, এমত কোন পানভোজনের পরিমাণ রাখা সকলের পক্ষে হিত জনক বলিয়া প্রতীয়মান হইবে। যদি পরিমিত পান ভোজনে ক্রমশঃ শরীর সুস্থ ও বলিষ্ঠ হইতে লাগিল, কোন প্রকার পীড়ার নাম মাত্রও রহিলনা, তবে কেনইনা আমরা দীর্ঘ জীবন উপার্য্যন করিতে পারিব। আরো প্রতিদিন প্রত্যুষে শয্যা হইতে গাত্রোত্থান করিয়া বিশুদ্ধ বায়ু সেবন ও শরীর সঞ্চালনের নিমিত্ত অনাবৃতস্থানে ভ্রমণ,প্রতিদিন ঘর্ম্মোৎপাদনের নিমিত্ত ব্যায়াম,প্রতিদিন মনঃ সঞ্চালনের নিমিত্ত নিয়মিত রূপে অধ্যয়ন, ইহাওদীর্ঘ জীবন লাভের এক পন্থা আমরা যাহা আহার করি,তাহারকিয়দংশ মল হইয়াবহির্গত হয়, সারাংশ শোণিত হইয়া, দেহকে সুস্থ ও বলবান করে, পরে ঐ রক্তে একপ্রকার দূষিতপদার্থ মিশ্রিত হইয়া, ইহাকেও দূষিত করে, সুতরাং দূষিত শোনিত পীড়ার আকর হইয়া, নানা প্রকার ক্লেশে মনুষ্যের জীবন সংক্ষেপ করিয়া,অতিশয় ভীষণ হইয়া উঠে! যদি আমরা প্রতিদিন ভ্রমণ, ব্যায়াম এবং অন্যান্য শারীরিক পরিশ্রম দ্বারা ঘর্ম্মোৎপাদন করিয়া, ঐ দূষিত রক্তকে যদি বহির্গত না করি, তাহা হইলে আশু পীড়ায় অভিভূত হইয়া, অকালে কাল সদনে আতিথ্য স্বীকার করিতে হয়, সংসারের সমুদয় সুখই দুঃখাগার বলিয়া প্রতীয়মান হয়! সুখের প্রকৃত মূল জীবন আপনার দ্বারাই সঙ্ক্ষিপ্ত হয়! আপনার অসমীক্ষ্যকারিতার একশেষ নিদর্শিত হয়!

ভিনিস্ দেশের লুই কর্ণারো এই উপায়ে বহুকাল জীবিত থাকিয়া এক প্রধান মনুষ্য বলিয়া, বিখ্যাত ছিলেন। প্রথমতঃ তাঁহার আত্মীয়

স্বজনের দৃষ্টান্তানুসারে অপরিমিত পানভোজনে সর্ব্বদাই আসক্ত ছিলেন। তাঁহার চল্লিস বৎসর বয়ঃক্রম অবধি প্রায়ই বাত, পার্শ্বশূল, জ্বর রোগে আক্রান্ত হইয়া বিষম ক্লেশে দিন পাত করেন। পরিশেষে চিকিৎসকের দিগের আদেশানুসারে পান ভোজনের পরিবর্ত্তনকরাতে অল্প কালের মধ্যেই সম্পূর্ণ আরোগ্যহন। ৭০। বৎসর বয়ঃক্রম কালে অকস্মাৎ একউর্দ্ধস্থানহইতে নিপতিত হওয়াতে তাঁহার শরীরের কএক স্থান ভগ্ন হইয়া যায়, কিন্তু এইপ্রকার অবস্থার তাদৃশ পতন অপর ব্যক্তিদিগের পক্ষে সাঙ্ঘাতিক হইয়া উঠিত, কিন্তু কর্ণারো অল্প কালের মধ্যেই সম্পূর্ণ সুস্থ হইলেন। ৮৩ বৎসর বয়স হইলেও তিনি পর্ব্বতে ভ্রমণ করিতে পারিতেন। আপনার অশ্বয়ানে ভূমি হইতে লম্ফ প্রদান করিয়া, আরোহণ করিতে পারিতেন, এবং তাঁহার মনোবৃত্তি এপ্রকার বিশুদ্ধছিল, যে তিনি অনায়াসে সুরস নাটক রচনা করিতে পারিতেন। সর্ব্বদাই আমোদ প্রমোদ করিতেন। বালকদিগের সহিত ক্রীড়াও করিতেন। তাহাতে তাঁহার ব্যায়ামের কার্য্যহইত। পরিশেষে ৯৮। বৎসরে তিনি কলেবর পরিত্যাগ করেন। এক্ষণে পাঠক বর্গেরা বিবেচনা করুণ, পরিমিত পান ভোজন, ভ্রমণ ইহা প্রকৃত জীবনোপায় কিনা?

মানব জাতির চরিত্রের বিষয়।

পরমেশ্বর ধরণীমণ্ডলে যে সকল প্রাণিজাতি সৃষ্টি করিয়াছেন তন্মধ্যে মানবজাতি সর্ব্বাগ্রগণ্য। মনুষ্য এই প্রাণি সমূহের সর্ব্বোপরিস্থ ভাগে অধিপতি হইয়া, বিরাজ করিতেছেন। অনেক ইতরজন্তু মনুষ্যের অপেক্ষা বৃহৎকায় ও বলবান, এনিমিত্ত যদিও মনুষ্যকে শরীরের বল ও স্থূলতাবিষয়ে কোন কোন পশুর সমীপে ন্যূনতা স্বীকার করিতে হয়, কিন্তু বিশ্ববিধাতা তাঁহাকে মানসিক বিষয়ে সমস্ত ইতর জন্তু অপেক্ষা অনন্ত গুণে শ্রেষ্ঠ করিয়া, মানবকে আপনার বিশেষ অনুকম্পা ভাজন বলিয়া গণ্য করিয়াছেন। সচরাচর ইতর প্রাণি দিগের সহিত মানব জাতির কাম ক্রোধাদিনিকৃষ্ট প্রবৃত্তি বিষয়ে কিঞ্চিৎমাত্র সৌসাদৃশ্য আছে, কিন্তু জগৎযোনি যেমন পশ্বাদিকে কেবল ঐ সকল অপ্রধানপ্রবৃত্তি দিয়া ক্ষান্ত হইয়াছেন মনুষ্যের বিষয়েসেরূপ হন নাই। তিনি কৃপাকরিয়া তদতিরিক্ত বুদ্ধি বৃত্তি ও ধর্ম্মপ্রবৃত্তি দ্বারাসুশোভিত করিয়াছেন। মানবগণ জগদীশ্বর রচিত সকল বস্তুতেই ধর্ম্ম প্রবৃত্তিরূপ বায়ুরাশি সহকারে বুদ্ধি বৃত্তি সঞ্চালন দ্বারা চরিত্র রূপ মহামূল্য রত্নলাভ করিয়া সাধুমণ্ডলী পরিবৃত—অবনীমণ্ডলে সুখস্বচ্ছন্দে জীবন যাত্রা নির্ব্বাহ করত চরিতার্থতা প্রাপ্ত হও।

কীটোপি সুমনঃ সঙ্গাৎ আরোহতি সতাংশিরঃ। করুণা নিধানের এই বিধান, যে মনুষ্যের অবস্থা সকল তাঁহার পবিত্র চরিত্র প্রভাব সহকারে ক্রমশঃ উন্নতি প্রাপ্ত হইতে থাকিবে। এবং কিছু কাল বিলম্বে বহুতর সজ্জনসদনে অসীম মর্য্যাদা প্রাপ্ত হইয়া ধর্ম্মাভিলাষী দেশ হিতৈষীগণের সুশোভনহস্তযষ্টি স্বরূপে অবস্থিত হইয়া ধর্ম্মোৎপাদ্য বিশুদ্ধ সুখাস্বাদন করিয়া ইহকালে ও পরকালে কৃতার্থ হইতে পারিবে। আর কর্ম্ম বিশেষ দ্বারা যে ব্যক্তির চরিত্র পাপপঙ্কে পঙ্কিল হয়, সেব্যক্তি চিরপরিচিত কুলের কণ্টক স্বরূপ হইয়া ঘোরতর তমসাবৃত নিবিড় দুঃখময় মন্দিরে সততই কালযাপন করেন। অতএব পৃথিবী মণ্ডলে জন্ম গ্রহণ করিয়া সর্ব্বদা সচ্চরিত্র হওয়া অতি সুখের বিষয়।

রামায়ণ।

ভূতভাবন্ ভগবান বিষ্ণু রাক্ষস বংশ ধ্বংস করিয়া, পৃথিবীর ভারোদ্ধরণের নিমিত্ত সূর্য্যবংশে রাজা দশরথের মহিষী কৌশল্যার গর্ভে জন্ম গ্রহণ করেন, এবং কৈকেয়ী, এবং সুমিত্রার গর্ভে ভরত, লক্ষণ, ও শত্রুঘ্ন, রূপে অবতীর্ণ হন। চারি সহোদর পরম রূপবান, অশেষ গুণ সম্পন্ন, এবং শস্ত্র বিদ্যায় পারদর্শী ছিলেন। এবং তাঁহারা অসামান্য সৌভ্রাত্র গুণ সম্পন্ন হওয়াতে চিরস্মরণীয় হইয়াছেন। একদা বিশ্বামিত্র ঋষি রাক্ষস হইতে নির্বিঘ্নে যজ্ঞ সমাপন করিবার নিমিত্ত রাম লক্ষ্মণ দুই ভ্রাতাকে লইয়া যাইতে রাজা দশরথের নিকট আগমন করিলেন। রাজা অগত্যা সম্মত হইয়া মুনির সমভিব্যাহারে দুই সহোদরকে যজ্ঞ রক্ষার্থে প্রেরণ করিলেন। তাঁহারা আপনার বাহুবলে তাড়কা প্রভৃতি নিশাচরীকে শমন-সদনে প্রেরণ করিয়া নির্ব্বিঘ্নে যজ্ঞ নির্ব্বাহ করিয়া, মিথিলা দেশে স্বয়ম্বরে আগমন করেন, তথায় রাম চন্দ্র ভগবান মহাদেবের ধনু অবলীলা ক্রমে ভাঙ্গিয়া বৈদিহিকে বিবাহ করিলেন, এবং আর তিন সহোদর অপরা তিন কন্যার পাণি পীড়ন করিয়া অযোধ্যা রাজধানীতে প্রত্যাগমন করিলেন। কৈকেয়ী রামের রাজ্যাভিষেকের অবসর বুঝিয়া রাজা দশরথের নিকট আপনার অভীষ্ট সিদ্ধির নিমিত্ত পূর্ব্ব প্রতিশ্রুত বরদ্বয় রাজার নিকট যাচ্ঞা করিয়া কহিল, মহারাজ আসুরিক সংগ্রামে ক্ষত বিক্ষত অঙ্গের সুশ্রূষা করিয়া ছিলাম এইহেতু আপনি সন্তুষ্ট হইয়া আমাকে বর লইতে কহিয়াছিলেন, এক্ষণে সেই দুই বর প্রার্থনা করিতেছি। প্রথমত চতুর্দ্দশ বর্ষ রাজ্য ভোগের লোভ সম্বরণ করিয়া, রাম বিপিন বাসী হউন।

দ্বিতীয়তঃ ভরত সাম্রাজ্য ভোগ করিয়া পরম সুখে প্রজা পালন করুন।

রাজা দশরথ কৈকেয়ীর দারুণ বচন শ্রবণ করিয়া, চিন্তা করিতে লাগিলেন। আমার দিবাতে কি স্বপ্নের উদ্বোধ হইতেছে! কিম্বা স্বভাবিক মনের বিকার! এই প্রকার চিন্তা করিতে করিতে জ্ঞান শূন্য হইয়া সহসা ধরা শায়ী হইলেন। এবং অবিলম্বেই চৈতন্য লাভ করিয়া, পুনর্ব্বার দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া, বিলাপ করিতে লাগিলেন। ও বারম্বার ক্রুদ্ধ হইয়া, কৈকেয়ীকে নানা প্রকার তিরস্কার করিতে লাগিলেন। আঃ! দুশ্চরিত্রে কৈকেয়ী রাম তোর কি অপ্কার করিয়াছেন, আমিইবা কি প্রতিকুলতাচরণ করিলাম! রাম আপনার প্রসূতি কৌশল্যাকে যাদৃশ স্নেহ ও ভক্তি করেন তদনুরূপ তোকেও করিয়া থাকেন, তবে কি নিমিত্ত তাহার অপকারে প্রবৃত্ত হইলি! আমি বিবেচনা না করিয়াই আপনার বিনাশের নিমিত্ত কাল ভুজঙ্গীর ন্যায় তোকে প্রতিপালন কারিয়াছি। প্রাণিমাত্রই রামের গুণ ঘোষণা করিয়া থাকে, আর আমি কি অপরাধেই বা প্রিয় সন্তানকে বিপিনে প্রেরণ করিব। আমি কৌশল্যা সুমিত্রা, এবং রাজ্যলক্ষ্মী ও আপনার প্রাণ পর্য্যন্তও পরিত্যাগ করিতে পারিব, তাথাপি পিতৃবৎসল রামকে বনে পাঠাইতে পারিবনা আমি যতক্ষণ রামের বদন কমল অবলোকন করি, সেই পর্য্যন্ত, আপনাকে সুখী ও সৌভাগ্যশালী জ্ঞান করিয়া থাকি, রামকে না দেখিলে এক দণ্ড সুস্থির হইতে পারিনা। অনাহারে বহুকাল বাস করিতেপারি, এক গণ্ডুষ জলপান ব্যতিরেকে আপনার জীবন ধারণ করিতে সমর্থ হই, কিন্তু রাম ব্যতিরেকে এক দণ্ডও জীবন থাকেনা। রে পাপিয়সী তুই এই সাহস পরিত্যাগকর। তুই আমাকে অনেকবার বলিয়াছিস্ ভরত আমাকে যাদৃশ স্নেহ করিয়া থাকে, রামও তদনুরূপ করিয়া থাকে তবে কি নিমিত্ত বালকের চতুর্দ্দশ বৎসর বনে বাস অভিলাষ করিতেছিস্। রাম সত্যবাদী, সরল স্বভাব এবং আরো অনেক অনেক প্রশংসনীয় গুণধারণ করিতেছেন। ইহাতেও সন্তুষ্ট না হইয়া তাহার প্রতিকূলতা চরণে প্রবৃত্ত হইতেছিস্। ইহা কহিয়া রাজা বিরত হইলে কৈকেয়ী কহিতে লাগিল।

মহারাজ! একবার অঙ্গীকার, করিয়া তাহার নিমিত্ত পুনর্ব্বার অনুতাপ করা ইহা অপেক্ষা কাপুরুষত্ব আর কি পর্য্যন্ত প্রদর্শিত হইতে পারে। লোকে তোমাকে ধার্ম্মিক কহে, কিন্তু ধার্ম্মিকের এমন ধর্ম্ম নয়। আরো তোমাকে জিজ্ঞাসা করি, যখন তোমার নিকটে, কৈকেয়ী যাহা প্রার্থনা করিয়াছিল, তাহার আপনি কি করিলেন, এইকথা জিজ্ঞাসা করিলে, তুমিই বা কি

প্রত্যুত্তর প্রদান করিবে। যাহার প্রযত্ন সহকারে আমি পরিত্রাণ পাইয়াছি, যে আমাকে চিরকাল প্রতিপালন করিতেছে, তাহার প্রার্থনা সফল করিতে পারিলাম না,এই কথাইবা কোন লজ্জায় কহিবে। ইহাতে ধর্ম্ম বা অধর্ম্মই হউক, সত্য বা মিথ্যাই হউক, তুমি যাহা প্রতিশ্রুত হইয়াছ, তাহার ব্যতিক্রম করিতে কখনই পারিবেনা। যদি ভরতকে রাজ্য না দিয়া, রামকে অভিষেক কর, তাহা হইলে তোমার নিকট বিষপান করিয়া আত্ম ঘাতিনী হইব। আমি তোমার নিকট শপথ করিয়া বলিতেছি, রাম বনে না গমন করিলে আমি কিছুতেই সুখী হইবনা। কৈকেয়ী এই প্রকার দৃঢ় প্রতিজ্ঞা করিয়া,রাজা কি বলেন, তাহার প্রতিক্ষা করিতে লাগিল। রাজা কৈকেয়ীর বিষ সদৃশ বাক্য শ্রবণ করিয়া সহসা হতজ্ঞান হইয়া ছিন্নমূল বৃক্ষের ন্যায় ভূমিতে নিপতিত হইলেন। এবং চৈতন্য প্রাপ্ত হইয়া, বিনীতভাবে কৈকেয়ীকে কহিতে লাগিলেন। তোমাকে এই অভিসন্ধি কে শিক্ষা করাইল। বলিতেও কি লজ্জা হইলনা। যখন আমি রামকে কহিব, রাম তুমি রাজ্য ভোগ পরিত্যাগ করিয়া চতুর্দ্দশ বর্ষ বনে গিয়া বাস কর, তখন রাহুগ্রস্ত চন্দ্রের ন্যায় বিবর্ণ রামের মুখবর্ণ সন্দর্শন করিয়া, কাহার পাষাণময় হৃদয় শতধা হইয়া বিদীর্ণ না হইবে? অন্যান্য রাজারাইবা আমাকে কি কহিবেন, "আপনি স্ত্রীর বশীভূত হইয়া, প্রিয় পুত্র রামকে বনে পাঠাইলেন,, তখন তাহাদিগকে কি বলিয়া প্রবোধ করিব। কৌশল্যার অপকার করিয়া, আপনার দগ্ধানন কি প্রকারেইবা তাঁহার নিকটে দেখাইব। রামকে বনে গমন করিতে দেখিয়া,আমি কি প্রকারে প্রাণ ধারণ করিতে পারিব,সুতরাং তুমি বিধবা হইয়া অনায়াসে রাজ্য ভোগ করিবে। ব্যাধেরা সঙ্গীত দ্বারা মৃগের মন হরণকরিয়াপরিশেষে তাহার প্রাণ নাশে অভিলাষ করে, তাদৃশ তুমিও মিথ্যা সান্ত্বনা দ্বারা আমাকে প্রবোধ দিয়া প্রাণ হরণের চেষ্টা করিতেছ।

বিদ্যাসুন্দর।

পরদিন প্রভাত হইবামাত্র বর্ষিয়সী সুন্দরের নিকট আগমন করিয়া কহিল, বৎস বিদ্যার এক সহচরী আমাকে সত্বর হইয়া দেবার্চ্চনা নিমিত্ত কুসুম লইয়া যাইতে বলিল, যদি মালাগাঁথিয়াথাক,তবেদেহ বীরসিংহ তনয়ার সমীপে লইয়া যাই। যুবরাজ প্রযত্ন নির্ম্মিত কেতকী মালায় কৌশল ক্রমে কন্দর্প দেবের মূর্ত্তি সংস্থাপন করিয়া তাহার নিম্ন প্রদেশে আত্ম পরিচয় প্রদান নিমিত্ত এক শ্লোক রচনা করিলেন, এবং বৃদ্ধার হস্তে সমর্পণ করিয়া কহিলেন, এই

কেতকীপুষ্পের মালা বিদ্যাকে সবিশেষ অনুসন্ধান করিয়া দেখিতে বলিবে।

অনন্তর বৃদ্ধা বিদ্যার সদনে উপস্থিত হইয়া মালা প্রদান করিলে তিনি মদন বেদনায় নিরতিশয় পরিতাপ পাইলেন, ও অবিলম্বেই উভয়ের চারি চক্ষু একত্র হইলে আহ্লাদের আর পরিসীমা রহিলনা, সর্ব্বদাই বিদ্যার আবাসে স্বহস্ত নির্ম্মিত সুরঙ্গা দ্বারা গমন করিয়া আপনার মনোভিলাষসফলকরিতেলাগিলেন। ক্রমশঃ বিদ্যার গর্ভলক্ষণ দৃষ্ট হইল। সখীরা মহিষীর নিকটে নিবেদন করিলে তিনি ক্রোধে অন্ধ হইয়া রাজার কর্ণগোচর করিলেন। বীরসিংহ নৃপতি প্রহরীদিগকে সতর্ক হইয়া তস্কর অনুসন্ধান করিতে অনুজ্ঞা করিলেন। তাহারা সপ্তাহের মধ্যে আত্ম কৌশল ক্রমে সুন্দর চোর ধারণ করিয়া রাজার হস্তে সমর্পণ করিল। রাজা শ্মসানে লইয়া মস্তকচ্ছেদন করিতে অনুমতি করিলে সুকবি সুন্দর কতিপয় শ্লোক রচনা করিয়া কালিকার স্তব করিতে লাগিলেন। তিনি প্রসন্না হইয়া অভয় প্রদান করিলে সকলেই বিস্ময়াপন্ন হইয়া সুন্দরের নিকট মিনতি করিতে লাগিল, সুন্দর সকলকেই আশ্বাস প্রদান করিয়া কহিলেন, তোমরা দৃঢ় বিশ্বাস কর, সুন্দর কিছুমাত্র তোমাদিগের প্রতি ক্ষুব্ধচিত্ত হন নাই। পরে বিদ্যাকে লইয়া স্বদেশে আগমন করিলেন।

কবিতা।

সুখং হি দুঃখান্যনুভূয় শোভতে,
ঘনান্ধকারেষ্বিব দীপদর্শনং।
সুখাত্তু যো যাতি নরো দরিদ্রতাং,
ধৃতঃ শরীরেণ মৃতঃ স জীবতি।

অতি গভীর অন্ধকারে আলোক দর্শনের ন্যায় প্রথমতঃ দুঃখ অনুভব করিয়া, পরিশেষে সুখাস্বাদন অতিশয় শোভিত হয়, কিন্তু প্রথমতঃ যে ব্যক্তি সুখ অনুভব করিয়া পশ্চাৎ দুঃখে নিপতিত হয় সে ব্যক্তি জীবন সত্ত্বেও মৃত কল্প হইয়া অবস্থিতি করে।

দারিদ্র্য! শোচামি ভবন্তমেব মন্মচ্ছরীরে সুহৃদিত্যুষিত্বা বিপন্নদেহে ময়ি মন্দাভাগ্যে মমেতি চিন্তা ক্ব গমিষ্যসিত্বম্।

হে দারিদ্র্য! পরমপ্রিয়সুহৃত্ বিবেচনা করিয়া আমার শরীরে চিরকাল বাস করিয়াছ, এক্ষণে আমি কালসদনে প্রস্থান করিলে তুমি বাসের নিমিত্ত কোথায় গমন করিবে কিছুই স্থির করিতে পারিনা।

হিতাবলী।

অতিশয়ভোজন করিলে পীড়াহয়, এবং আয়ুঃ ক্ষীণ হয়, অতএব অতি ভোজন পরিত্যাগ করিবে। ১।

যিনি আমাদিগকে অধ্যয়ন করান, তিনি আমাদিগের পরম গুরু,তাঁহাকে

পিতার ন্যায় সম্মান করিতে হইবে, কারণ পণ্ডিতেরা কহিয়াছেন বিদ্যাদাতা যন্মদাতা উভয়ই সমান সম্মান ভাজন। ২ !

অতিযত্নে ক্রোধ পরিত্যাগ করিবে। ক্রোধ অপেক্ষা শত্রু আর নাই। ৩॥

পরহিংসা পরাপকারে কখনই মনঃ সংযোগ করিবেনা, কারণ ইহা অপেক্ষা পাপ আর নাই। ৪।

সৎসংসর্গের বিষয়।

এই পরম পবিত্র পুণ্যক্ষেত্র স্বরূপ ধরামণ্ডল পরমেশ্বর রচিত সুচারু নিয়ম রূপ বিভূষণে ভূষিত হইয়া যে মনোহর হইয়াছে তাহা আমাদের নেত্র পথের অতীত। আমরা তদুপরি গৃহ নির্ম্মাণ পূর্ব্বক অমাত্য বর্গের সহিত অধিবাস করত নিজ নিজ স্বভাব সিদ্ধ বুদ্ধি বলে আবশ্যক কার্য্যাদি সমাধা করিয়া সদালাপ কলাপে অভিভূত হইয়া সুখ স্বচ্ছন্দে দিন যামিনী যাপন করিতেছি। কিন্তু ইহাও বিবেচনা করা উচিত যে সংসর্গজাঃ দোষগুণাঃ ভবন্তি। ধর্ম্ম প্রতি সজ্জনগণের যে প্রকার স্বাভাবিক শ্রদ্ধা ও অনুরাগ আছে তাহার ও মুহুর্মুহুঃ বিনাশ সম্ভাবনা হইতে পারে। যেহেতু অসৎসঙ্গকে এক প্রকার নানাবিধ দোষের প্রবল কারণ স্বরূপ গণ্য করা যাইতেছে। অসাধগণের সহিত যে সকল ব্যক্তির সর্ব্বক্ষণ সহবাস করিতে প্রবৃত্তি বলবতী হয় সে সকল ব্যক্তির কখনই অধর্ম্ম বিষয়ে অশ্রদ্ধা থাকেনা বরং সাধুগণ বিগর্হিত পথও সৎপথ জ্ঞান হইয়া ধর্ম্মের প্রতি প্রগাঢ়তর ঘৃণা হইয়া উঠে।

যদিও নিয়ত ধর্ম্ম পরায়ণ কোন মহাত্মা ব্যক্তি কলুষ জনক কর্ম্মকে দুষ্কর্ম্ম বোধ করেন তথাপি তিনিনানা কারণে অসজ্জনগণের সহিত সহবাস করিয়া ক্রমশঃ অভ্যাস দোষ বশতঃ অল্পে অল্পে অধর্ম্মের প্রতি প্রচুর ভক্ত্যুদ্রেক সহকারে প্রকট পাপাচরণে প্রবর্ত্ত হইতে থাকেন। অতএব অনুপম সাধু সঙ্গম আশ্রয় করিয়া অসৎসংসর্গ দুর্গন্ধবৎ পরিত্যাগ করা সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য। সজ্জন সংসর্গের অতীব আশ্চর্য্য মহিমা। যেমন মলয় পর্ব্বত সংসর্গে তরুগণ প্রশংসাস্পদ চন্দন তরুবর রূপেগণনীয় হয় সেই রূপ পুণ্যাত্মা সচ্চরিত্র গণের সহিত সহবাসে অসামান্য অবনী মণ্ডলে অগণ্য ধন্য বাদাস্পদ হইতে হয়। কিন্তু বিবেচনা করিতে হইলে সাধু সংসর্গকে দুষ্প্রাপ্য মহামূল্য রত্নস্বরূপ গুণ করিতে হইবে অতএব এরূপ অনির্ব্বচনীয় সম্পত্তি লাভ করিয়া পরিশুদ্ধ ধর্ম্ম রূপ ব্রত পরিপালনার্থে অবিরত যত্নবান থাকা অত্যন্ত আবশ্যক।

বিধবা দ্বয়ের কথোপকথন।

কামিনী। বলি দিদি বুঝি ঈশ্বরের ইচ্ছায় কপাল ধল্ল লো।

কিশোরী। সে কিলো! কপাল ধরা আবার কেমন?

কামিনী। ওলো আমাদের আবার বিয়ে হবে।

কিশোরী। না ভাই কেমন করে হবে, পদে পদে শত্রু।

কামিনী। দিদি তুই যানিস্‌নে, শত্রুর মুখে যে চুণ কালি পড়েছে।

কিশোরী। না ভাই আমি তোর কথায় বিশ্বাস যাই না, ও বাড়ির বড়ঠাকুরের মুখে শুনে এলাম, তক্কলঙ্কার বিপক্ষে কি লিখিয়াছেন তবে-ইত সব গেল!.

কামিনী। রেখেদে তোর তক্কলঙ্কার, অমন কত তক্কলঙ্কার উপর চালাকি খাঁটিয়াছেন, তাহাতে সবই কল্লেন। সাগর হইতে নূতন এক পুস্তক উঠিয়াছে তার উপরে আর চালাকি চল্‌বেনা।

কিশোরী। দিদি তবে এত দিনের পর বুঝিলাম, টুলো পণ্ডিতের ভড়ঙ্‌ই সার।

কামিনী। তা বৈকি দিদি ওদের কি জ্ঞান গম্য আছে।

বুঝিলাম এত দিনে কপাল ফলিল।
করবোনাআর একাদশী এবারঘুচিল॥
দিনদিন তনুক্ষিণ, ভেবে দিন রেতে।
সকল ঘুচিল দুখ, ঈশ্বর কৃপাতে॥

সমাচার।

রুশিয়াধীশ্বর শিবষ্টপুল পরিত্যাগ না করিয়া যথা সাধ্য রক্ষা করিবেন। ২৫ সেপ্‌টেম্বর তারিখে মহারাজ আলেকজণ্ডর পরমেশ্বরের উপাসনা করেন ২৪ তারিখে তিনি তথায় উপস্থিত হন। তুর্কির অধিকারি সুলতান বাহাদুর মহম্মদ আলীনামক এক ব্যক্তিকে আপনার মন্ত্রির পদে অভিষিক্ত করিয়াছিলেন, রাজ-দূত স্যারষ্টার ফোর্ড রেড ক্লিপ ঐ বিষয়ে আপত্তি উপস্থিত করাতে তিনি আপনার প্রভুর অনুমতি ক্রমে স্বদেশ গমনে বাধ্য হইয়াছেন। ১৩০০০ তুর্কির সৈন্য বরণা নামক দেশে উপস্থিত হইয়াছে।

—তুর্কিতে যে রাজ বিদ্রোহ উপস্থিত হইয়াছিল রাজসেনারা বাহুবলে তাহা নিবারণ করিয়াছে, বিদ্রোহিরা টিসুনামক স্থানে পরাজিত হইয়াছে, জেনরল্‌ মার্কম্যান এবং জেনরল্‌ বেনটিঙ্ক সাহেব ক্রিমিয়ার রণস্থল হইতে স্বদেশ গমনের আদেশ পাইয়াছেন।

—মহারাণী সন্তুষ্টা হইয়া আমাদিগের গবরনর জেনরল লার্ড হারডিঞ্জ সাহেবকে ফিল্‌ড মার্সিএল

নামক সৈন্য সম্বন্ধীয় উচ্চ উপাধি প্রদান করিয়াছেন।

—শ্রীযুত হডসন প্রাট্ সাহেব ত্রিবেণীর পশ্চিমাংশ আকনা গ্রামে গমন করিয়া তথায় এক পাঠ শালা সংস্থাপনের অনুমতি দিয়াছেন।

সরৎবর্ণন।

পয়ার রূপক।

শরদে শরৎ শশি শোভিত সঘনে।
অম্ভোদে অম্ভোজ আভা অতুল্য আখ্যানে।
কৌমুদ কৌমুদী কান্তি কোমল কমল।
মনুজ মানস মুগ্ধ নিরক্ষি অমল॥
মাধুর্য্যা হনিবার্য্য মন্দ মলয়া মারুত।
জগৎ জীবন জন্য জগৎ সম্ভূত॥
সঞ্চারী সঞ্চারে রক্ষে ত্রৈলোক্য আত্মারে।
সোম যোনি সুচারু সৌরভ সহকারে॥
অটবী আহার্য্য আদি অনন্ত কানন।
বিটপী বিটপে শোভে বিকচ সুমন॥
মঞ্জর মুঞ্জরী পুঞ্জ মঞ্জু কুঞ্জবনে।
গুঞ্জে গুঞ্জ রঞ্জন গুঞ্জন প্রভঞ্জনে॥
সরসি সরিৎ শোভা সরোজ সন্তরে।
কুমুদ কহ্লার চয় মরাল বিহরে॥
কেকিনী কোকিলা কত মহীরুহো পরে।
সুসঙ্গীতে সম্ববারি উদ্দীপন করে॥
মালতী মাধবী নব মল্লিকা২।
স্থলজ বিসজ জাতি যুথিকা মসিকা॥
অশোক কিংশুক বক চম্পক কেশর।
বকুল মুকুল যুক্ত কদম্ব সুন্দর॥
কৈরব সৌরভ লয়ে গৌরবে শ্বসন।
বিমোহন বৃন্দা আদি বিবিধ কানন॥
হেরি হর্ষে হয়শীর্ষ হৈলা হৃষ্ট অতি।
বিনোদ বনজ রহে গেলা দ্রুত গতি॥
যোগ মায়া যোজন করিয়া আত্মরতি।
রাস রস রমনে রমিলা রমাপতি॥
মন্মথ মোহন বেসে মুরলী রঞ্জন।
ফলান্ত সুস্বরে হরে ব্রজাঙ্গনা গন॥
সে রবে কে রবে রামা প্রাসাদে সৌন্দর্য্যে।
অসহ্য অধৈর্য্য হৈলো আর্য্য অনিবার্য্যে॥
কনক কুসুম কলি কুমকুম কস্তুরি।
পারজ পত্রেতে করে প্রমদা প্রচুরি॥
মুরারি মহিলা চলে মন্থর গমনে।
বিরজা বল্লভে হেরে বরজা সুবনে॥
সত্যরজঃ কমলজ কেশর চরণে।
অশোক অন্তরে হেরে গোপাঙ্গনা গণে॥
তরুণ তমাল জিনি শ্যামল শোভন।
চন্দ্রমাস্য হাস্য দৃশ্য বিশ্ববিমোহন॥
নিরক্ষি অখিল নাথে মানস মোহিত।
অচল সচল পদ স্ববল রহিত॥
সম্ভাসি প্রেয়সী গণে হাসি হৃষীকেশ।
যোষিৎ যৌবন করে যোগেশে নিবেশ॥
কহেন কমলা কান্ত কমলাঙ্গী গণে।
কিকরণ আগমন কামিনী কাননে॥
অবলা সরলা বালা সাহস কেমন।
যামিনী যামার্দ্ধ গত যাহ যামীগণ॥
আত্মজ অদত্তা অম্বা আর্য্যক প্রভৃতি।
আকিঞ্চনে অন্বেষণ করিছে সংপ্রতি॥
সযতনে নিকেতনে স্বামী সেবা কর।
পরকীয় প্রণয় প্রমদা পরিহর॥

বিষাদে বিমর্ষ সদা বিষয় বদন।
সুবর্ণ লাবণ্য বর্ণ বিবর্ণ তখন ।।
নলিন নয়ন নীর নিরদ বিকাশে।
মদুস্বরে মনোরমা কহে শ্রীনিবাসে।।
শ্রীপতি পতির পতি তুমি বিশ্ব পতি।
দুরিত দলন প্রভু দুর্মত নিষ্কৃতি।।
সুখদ সম্পাদ পদ হৃদি পদ্মে স্মরি।
পতি পদ ব্রহ্ম পদাপদ তুচ্ছ করি।।
আনন্দে সম্মত হৈল শিখণ্ডী শেখর।
হৃদয়ে উদয় রস বিরস অন্তর।।
অনঙ্গ প্রসঙ্গে রঙ্গে রঙ্গিনী সঙ্গিনী।
সঘনে শোভিত যেন চমকে দামিনী।।
কামদা কোমল কর করি আকর্ষণ।
বিহারে বিহ্বল হরি করি বিহরণ।।
কেশর কুসুম অঙ্গে দেয় গোপীগণ।
মাধবী সৌরভে মজে মাধবের মন।।
কৌতুকে কৌশল করি করিলা বিধান।
কন্দর্পেতে প্রমত্ত দম্পতি স্থানে স্থান।।
পয়োধরে অধরে করিয়া করার্পণ।
অনঙ্গ তরঙ্গে অঙ্গ উলঙ্গ মিলন।।
বন্ধে২ না২ বন্ধে বিবিধ বন্ধন।
রমণী রমণে মত্ত রসিক রমণ।।
অসহ্য অধীরা গণে বিষম বিহারে,
ধৈর্য্যাবলম্বন করি রক্ষ প্রেমাধারে,,
বিনয়ে বিনোদে কহে বরজা বাসিনী,
প্রভিন্ন সরত কত সহিবে বাসিনী,,
শার্ঙ্গীন শমিত হৈলা বিনীত বচনে,
কবরী কাঁচলী বান্ধে আহিরিণী গণে,,
তমোগুণে রামাগণে করিছে গমন,
অবিরত অনুগত মদন মোহন,,
দম্ভ দর্প খর্ব্ব করি দুর্ম্মদ দমন,
অন্তর্যামি জানিলেন আভিরিণী মন,,
হাসিয়া প্রেয়সী কর হৃষীকেশ ধরী,
অন্তরীক্ষে অন্তর্হিত হৈলা ত্বরা করি,,
আকুল গোকুল বাসি না হেরে গোবিন্দ,
অধীরা অস্থিরা হৈলা যত গোপী বৃন্দ,,
উন্মাদিনী বিষাদিনী লুণ্ঠিত অবনী,
মুমূর্ষু প্রমাণ যেন মণি হারা ফণী,,
নিকুঞ্জ রঞ্জনে তত্ত্ব করিয়া বিপিনে,
নিরাশ হইয়া যায় যমুনা পুলীনে,,
কেহ কহে কৃষ্ণ বলে কালিন্দী জীবনে,
ত্যজিয়া নশ্বর দেহ পাব নিত্য ধনে ,,
বলিছে দৈত্যারি কেহ নির্দয় নিষ্ঠুর,
অবলা গণের দুঃখ দিতেছে প্রচুর,,
বিরঞ্চি বাঞ্ছিত পদে যে লয় আশ্রয়,
বিষমে দুর্গমে সদা সেজন বিজয়,,
করিয়া কালিয়া শিরে চরণ অঙ্কিত,
হেরি সদা শঙ্কাপেয়ে বিপক্ষ শঙ্কিত,,
কহিছে কামিনী কেহ করিয়া ক্রন্দন,
দাসী গণে রক্ষ প্রাণে বিপত্তি ভঞ্জন,,
শক্র শস্যে রক্ষা কৈলা ধরি গোবর্দ্ধন,
দাবাগ্নি দাহনে রক্ষা কৈলা বৃন্দাবন,,
কেনহে করিলা কালা কালীয়া দমন,
নহিলে সেজলে তনু হইত নিধন,,
কামারি কামিনী কাত্যায়নী ব্রতকরি,
কঞ্জর কুমারী কূলে কামনা কংসারি,,
বাঞ্ছিত ব্রতের ফলে এইকি ঘটিল,
কৃষ্ণ বলি বনে২ কান্দিয়া চলিল,,
চলিতে চরণ চিহ্ন হেরে ব্রজ রজে,
ধ্বজ বজ্রাঙ্কুশ রেখা সুচারু বিরাজে,,
স্ত্রীপদ শ্রীপদ মাঝে হেরে গোপাঙ্গনে,
প্রার্থিত পদাঙ্ক শোভে লীলারম্য বনে,,
নিরীক্ষণ করি চলে পদাব্জ লাঞ্ছন,
কতদূরে দেখে মাত্র গোবিন্দ চরণ,,
কহিছে সুন্দর কবি লীলা চমৎকার,
অসাধ্য সাধন বিভু অন্ত নাহি যার,,
স্বয়ম্ভু আত্মভু শম্ভু অগ্নিভূ ঈশ্বর,
শ্রীপদ অর্পিত কাল সমূহ নির্জ্জর,,
যোগীন্দ্র মুনীন্দ্র বৃন্দ ধ্যানে নাহি পায়,
দম্ভেতে রমণী পেতে চাহে শ্যাম রায়,,
যাকে লয়ে অর্ন্তধান হয়েছিল হরি,
সেভাবে সদ্ভাবে সদা ভাবে পর্ব্বোপরি,,
কাতরে কহিছে ধনি উপায় কি করি,
নিতান্ত বিশ্রান্ত কান্ত চলিতে নাপারি,,
কৌতুকে কহিছে তবে কমল লোচন,
নিঃসন্দেহে মম স্কন্ধে কর আরোহণ,,
কৃষ্ণ স্কন্ধে রমণী চড়িতে করে মন,
কামিনীর সঙ্কল্পে বুঝিলা নারায়ণ,,

বিজ্ঞাপন।

মহাকবি ভবভূতি মালতী মাধব নামে এক প্রকরণ রচনা করিয়াছেন ইহার ইতিহাস অতিশয় মনোহর। মাধব মালতী নামে যে এক ইতিহাস সাধারণের জ্ঞাত আছে এ তাহা নয়, অথবা তাহাই বলিয়া অগ্রে অশ্রদ্ধা করিবেন না। ভবভূতি বিরচিত মালতী মাধব প্রকরণ সংস্কৃত ভাষায় যত উৎকৃষ্ট আছে, তাহার মধ্যে ইহারও পরিচয় দেওয়া যাইতে পারে। এই গ্রন্থে নায়ক নায়িকা ঘটিত সুরস বিষয় বর্ণিত হইয়াছে। এক্ষণ আমি সাধারণের গোচরার্থ স্বদেশ ভাষায় অনুবাদ করিয়া "মুদ্রিত করিব,, যাঁহারা স্বাক্ষর করিবেন তাঁহাদিগের প্রতি ১ টাকা মূল্য নির্দ্ধারিত রহিল। এবং বিনা স্বাক্ষর কারির প্রতি ১।৷০ টাকা মাত্র নির্দ্দিষ্ট রহিল।

আমি হাবড়ার গবর্ণমেণ্ট ইস্কুলেতে এক পুস্তকালয় সংস্থাপন করিয়াছি তাহাতে নানা বিধ ইংরাজি ও বাঙ্গালা ইস্কুল বহি এবং কাগজ কলম প্রভৃতি সংগ্রহ করিয়াছি। যে কোন ব্যক্তির প্রয়োজন হইবে তথায় মূল্য কিম্বা লোক প্রেরণ করিলে সুলভ মূল্যে পাইতে পারিবেন।

শ্রীশ্রীনাথ দত্ত।
তৃতীয় শিক্ষক।

যাঁহা দিগের এই পুস্তক গ্রহণ করিতে বাসনা হইবে তাঁহারা বড় বাজারে সুধাবর্ষণ যন্ত্রালয়ে, ভবানি পুরের পাঠশালায়, কলুটোলার পাঠশালায়, ঠনঠনিয়ায় শ্রীকালিকৃষ্ণ বসুর সমীপে ও আমড়াতলা ১২ নং ভবনে শ্রীনবীনচন্দ্র আঢ্যের সমীপে অনুসন্ধান করিলে পাইতে পারিবেন।

বঙ্গবিদ্যা প্রকাশিকা পত্রিকা

৪ সংখ্যা।

নির্ঘণ্ট।

বিবরণ।	পত্রাঙ্ক।
ধর্ম্মবিষয়।	৪৯
সঙ্গ।	৫০
সম্পাদকীয় উক্তি।	৫১
ব্যবসায়।	৫২
কলিকাতার বর্ত্তমান অবস্থা।	৫৪
এদেশীয় বহুলোকের কিজন্য বিদ্যার্জ্জন হয় না!	৫৬
হিন্দু বালকেরা কিজন্য মত ভ্রষ্ট হয়।	৫৭
কিপ্রকারে জীবন যাত্রা নির্ব্বাহ করিতে হয়।	৫৮
গোলবেসেনুয়া।	৬৩
সমাচার।	৬২
প্রেরিত পত্র।	৬৩

কলিকাতা।

সমাচার সুধাবর্ষণ যন্ত্রে মুদ্রিত হইল।

১২৬২ সাল

মুল্য / আনা

বঙ্গবিদ্যা প্রকাশিকা পত্রিকা।

৪ সংখ্যা।

পৌষ।

ধর্ম্মবিষয়।

"অর্থাঃপাদরজোপমা গিরিনদী বেগোপমং যৌবনং, আয়ুষ্যং জল বিম্বু লোলচপলং ফেণোপমং জীবনং। ধর্ম্মং যো নকরোতি নিন্দিত মতিঃ স্বর্গার্গলোদ্ঘাটনং পশ্চাত্তাপযুতো জরাপরিগতঃ শোকাগ্নিনাদহ্যতে॥"

ধন সম্পত্তি ধূলি তুল্য অমূল্য পর্ব্বতস্থ তটিনীবেগের ন্যায় যৌবন সচল, জল বিম্ববৎ আয়ুচপল এবং জীবন ফেণার ন্যায়, ক্ষণস্থায়ী সংসারের সমস্ত পদার্থেরএই রূপক্ষণ পরিনামিত্ব এবং নশ্বরত্ব দিখিয়াও যে অবোধেরা স্বর্গ দ্বারের অর্গল অর্থাৎখিল উদ্ঘাটক স্বরূপ ধর্ম্মার্জ্জন না করে তাহারা জরা গ্রস্ত ও বৃদ্ধ দশাক্রান্ত হইয়া শোকাগ্নিতে দাহ হয়। পরম দয়াবান জগৎ প্রসবিতা এই সংসারে মনুষ্য জাতিকে প্রাণী মধ্যে শ্রেস্টত্ব পদ দিয়াছেন জ্ঞানে অন্বিত করিয়াছেন এবং সকল সুখ আমারদিগের করতলে রখিয়াছেন অতএব অনবরত যত্নে সেই জ্ঞান রত্ন দ্বারা পিতৃ প্রসাদ ক্রয় করিয়া জীবনের সাফল্য করা সকলেরি অতি কর্ত্তব্য নচেৎ কেবল আম্মোদর পূরণার্থে ও ইন্দ্রিয় চরিতার্থে মনুষ্য সৃষ্ট হয় নাই, আহার নিদ্রা ভয় মৈথুন বৎস পালনাদি শারিরীক ধর্ম্ম প্রাণি মাত্রেই বিদ্যমান আছে, কেবল ধর্ম্ম দ্বারাই মনুষ্যত্ব পশুত্ব ভেদ বুঝা যায় সুতরাং ধর্ম্ম বিহীন মনুষ্যকে দ্বিপদ পশু ভিন্ন আর কি বলা যাইবে।

আমরা মনুষ্যত্ব প্রতি পাদক যে ধর্ম্ম তদন্বেষী হই না, সাংসারিক সুখেই সর্ব্বকাল অনুরক্ত থাকিয়া আয়ুঃ ক্ষয় করি রাশি চক্রের পরিভ্রমণে প্রত্যহ আয়ু ক্ষয় হইতেছে কিন্তু বহু বিষয় ব্যাপারে লিপ্ত প্রযুক্ত কালের গতি অনুধাবন করি না এবং মোহময়ী প্রমোদ মদিরা পানে উম্মত্ততা হেতুক জন্ম জরা মৃত্যু দেখিয়াও ত্রাশিত হই না।

হায়২! একবার নির্জ্জনে নবিষ্ট মনে ইহ সংসারের নশ্বরত্ব বিবেচনা করিয়া দেখিলে কোন্ মূঢ় হৃদয়ে না ধর্ম্ম প্রবৃত্তি প্রবাহিত হয়? লোলা নিত্য চঞ্চলা, বিষয়োৎপাদিত রস পরিণামে বিরস, দেহ নানা রোগের গেহ, বহু ধন বহু অনর্থের কারণ, আত্মীয় স্বজন দারুণ শোকের মূলীভূত অবলারা অনর্থ বহুলা, তথাচ জীব সকল অনাত্ম বুদ্ধিতে ভয়ান ক পাপ

পথের, পান্থ হইতেছে, ধর্ম্মের অকৃত্রিম সুখ লাল শায় অত্যল্প লোকের মন লোলুপ হয়, প্রতিক্ষণ প্রাণি সকল আমারদিগের নয়ন পথাতীত হইয়া অন্ধকার ময় রাজ্যে যাইতেছে তথাচ আশা শেষ হয় না, রে আশা রাক্ষসী ! তোর কি আশ্যর্য্য মোহনী শক্তি আছে, মুমুর্ষা বস্থাতেও প্রাণিরা তোমার সঙ্গ ত্যাগ করিতে চাহেনা, তোমার প্ররোচনাতেই জীব সকল নানা উৎকট পাপ কর কার্য্যে প্রবৃত্ত হইতেছে, অতএব হে বন্ধুগণ ! এমত সর্ব্বনাশী পাপ পিচাশীকে দাসী করিয়া রাখ, তবে সমস্ত জগৎ তোমার দাস হইবে কেন চিরকাল আশাদাস হইয়া সকলের দাসত্ব ও নরক ভার মস্তকে বহন কর, বিবেকাঞ্জনে জ্ঞান নেত্র উন্মীলিত করিয়া জীবন সর্ব্বস্ব ধর্ম্ম মিত্র সহায়ে অবলীলা ক্রমে বৃথা ভূত বন্ধ হইতে মুক্ত হও।

সঙ্গ।

সঙ্গ শব্দে জন সঙ্গ বুঝায়, সঙ্গ দোষগুণে মনুষ্য স্বভাবের উত্তমাধমত্ব উৎপত্তি হয়, সুতরাং সৎসঙ্গ সর্ব্বথা গ্রাহ্য ও অসৎ সঙ্গ এককালে পরিহার করা উচিত, মুমুক্ষুদিগের পক্ষে সৎসঙ্গও অনিষ্টকর, তদ্দ্বারাও জ্ঞানপথের ব্যাঘাৎ জন্মে, যেহেতু "সঙ্গাৎ সংযায়তে কামং কামঃ ক্রোধোভিযায়তে, ক্রোধাদ্ভবতি সংমোহঃ সংমোহাৎ স্মৃতি বিভ্রম, স্মৃতিভ্রংশাৎ বুদ্ধি নাশো বুদ্ধি নাশাৎ প্রণশ্যতি,, সঙ্গ হইতে কামোদ্ভব হয়, কাম ক্রোধাৎপত্তি করে, ক্রোধ সম্যক প্রকারে মোহ জন্মায়, মোহকরণক স্মরণ শক্তির ব্যাঘাত ঘটে, স্মৃতিনাশে বুদ্ধি ভ্রংশহয় এবং বুদ্ধি নাশ হইলে সহজেই প্রাণনাশ হয়।

একসঙ্গ কত অনর্থের আমূল, ভগবান বশিষ্ঠদেব শ্রীরামচন্দ্রকে যোগোপদেশ কালে যোগবাশিষ্ঠমধ্যে বলিয়াছেন "দূরে মুঞ্চতি বন্ধুমন্ধু মিবয়ঃ সঙ্গাৎ ভুজঙ্গাদিব,, মোক্ষার্থী লোকেরা বন্ধুগণকে কূপবৎ জ্ঞানে এবং জন সঙ্গকে ভুজঙ্গ সঙ্গজ্ঞানে দূরে পরিহার করিবেক, হিরণ্য গর্ভ সন্ন্যাসধর্ম্ম কথন কালে কহিয়াছেন "করোতি নাশ্রমং ভিক্ষুঃ নির্ম্মোহঃ সঙ্গবর্জ্জিত,, সন্যাসধর্ম্মীরা কদাপি আশ্রম করিবেনা, মোহ শূন্য হইবেক, এবং সঙ্গ ত্যাগ করিবেক, এই প্রকার মুক্তিচ্ছু ব্যক্তিদিগের পক্ষে অনেক স্থানে সঙ্গ গ্রহণ নিষেধ আছে, সঙ্গ দ্বারা চিত্ত চাঞ্চল্য ও মনোবিকার এবং ধ্যান ধারনা নিদি ধ্যাসনের ব্যাঘাত জন্মায় তজ্জন্যই জ্ঞানীরা জনশূন্য স্থানে ঈশ্বরারাধনা করিয়া থাকেন

জ্ঞানী ও মোক্ষার্থীদিগের পক্ষে সঙ্গ বর্জ্জন সর্ব্বদা কর্ত্তব্য, কেবল জ্ঞানান্বেষী ও গৃহস্থদিগের সঙ্গগ্রহণ

করা আবশ্যক কিন্তু বিস্তর বিবেচনা করিয়া সেই সঙ্গগ্রহণ করিতে হইবেক, পৃথিবী মধ্যে সজ্জন ব্যক্তির সংখ্যা অতি বিরল, বহুসন্ধানেও একটী সল্লোক পাওয়া যায়না, আর যেস্থানে সাধুসমাগম নাই বুদ্ধিমান লোকেরা কদাপি সেস্থানে বাসকরিবেকনা, যোগবাশিষ্ঠ সারে কথিত আছে "যস্মিন্‌দেশেহি তত্ত্বজ্ঞো নাস্তি সজ্জন পাদপঃ। সফলঃ শীতল চ্ছায়ো নতত্র দিবস স্বসেৎ,, যেদেশে সফল অথচ শীতল ছায়া যুক্ত তত্ত্ব জ্ঞানবিশিষ্ট সজ্জন স্বরূপ বৃক্ষ নাই সেদেশে একদিন ও বাস করিবেনা, সফল ও শীতল ছায়া যুক্ত বাক্যের তাৎপর্য্যার্থ এই যে, পথ ভ্রমণে শ্রান্ত পথিকেরা যেমত বৃক্ষের শীতল ছায়ায় আতপ তাপ জনিত ক্লান্তি দূরকরে ও বৃক্ষের মিষ্ট ফল ভক্ষণে তৃপ্ত হয় তদ্রূপ এই সংসারিক তাপে উত্তপ্ত জনেরা সাধু সঙ্গরূপ শীতল ছায়ায় তাপিত প্রাণ শীতল করিবেক এবং সেই সাধুদিগের জ্ঞান গর্ভ বাক্য রূপ অমৃত ফলাস্বাদনে সাংসারিক পাপ তাপে বিমুক্ত হইয়া তৃপ্তি লাভ করিবেক, এবিধায় যুবা বালক বৃদ্ধ স্ত্রীপুরুষ সধন বির্ধন সকলেরি সৎসঙ্গ গ্রহন করা নিতান্ত আবশ্যক, অসৎ সঙ্গের বিষময় ফল ভোজনে কাহার নাহানি জন্মায়?, অনেকানেক মহানুভব তাপসেরা অসৎ সঙ্গদোষে যোগ ভ্রষ্ট হইয়া দুর্গতিকে প্রাপ্তয়াছেন, সামান্য মনুষ্যেরা কুসংসর্গে নষ্ট হইবে ইহা কোন বিচিত্র কথা? সৎসঙ্গের গুণ ও অসৎ সঙ্গের দোষ যাঁহারা বুঝিতে পারেন তাঁহারা অবশ্য সৎসঙ্গ লাভ করিবেন এবং যাঁহারা এভেদাভেদানুভবে অসমর্থ তাঁহারা অসত সঙ্গই গ্রহণ করিয়া থাকেন, অতএব এবিষয়ে আর অধিক বাক্য ব্যয়ের প্রয়োজনকি?

সম্পাদকীয় উক্তি।

পরোপকার শ্রেষ্ট ধর্ম্ম ইহা সর্ব্ব শাস্ত্র সম্মত, পৃথিবীতে জন্ম গ্রহণ করিয়া কায় মনোবাক্যে দেশের ও দেশীয় লোকের উপকার সাধন করা সকলেরি অতি কর্ত্তব্য, নচেৎ শূকর ও কাকেরাও আত্মোদর পূরণ করিয়া থাকে, তদ্রূপে জীবিত থাকা পেক্ষা মৃত্যু গ্রাসেগমন করাই শ্রেয়স্কর, উপকার নানা প্রকারে হইতে পারে, কেবল অর্থ দান করাই উপকার এমত নহে, বরঞ্চ অর্থোপকার করণাপক্ষা লোকের চরিত্র সোধনও বিদ্যার্জ্জনের প্রবৃত্তি ও উপদেশ প্রদান করা অধিক উপকার কর কার্য্য বলিতে হয়, এক্ষণে বৃথা বা গাড়ম্বরে পাঠকগণের সময় নাশ না করিয়া মন্তব্য বিষয়ের উল্লেখ করি।

গ্রাহক মহাশয়েরা যেন ইহা মনে করেন না যে আমরা কেবল ইষ্ট সাধন ও স্বীয় সৌভাগ্য বর্দ্ধনার্থে

এই বিঙ্গবিদ্যা প্রকাশিকা পত্রিকা প্রকাশে প্রবৃত্ত হইয়াছি? সাধারণের উপকার করাই আমাদিগের প্রধান উদ্দেশ, যদি কেবল আত্ম লাভ আমারদিগের মুখ্যাভিপ্রায় হইত তাহা হইলে পত্রের মূল্য বৃদ্ধি করিতাম, তাহা না করিয়া যখন আমরা যত ন্যূন হইতে পারে তত কম মূল্যে নিয়মিত মত প্রত্র প্রকাশ করিতেছি তখন বোধ করি কেহ আমারদিগকে আত্মস্বার্থী বলিবেন না। সংবাদ পত্র পাঠে কি অনির্ব্বচনীয় উপকার লাভ হয় তাহা বর্ত্তমাণ সময়ে অনেকেরই হৃদঙ্গম হইয়াছে, ধন হীনতা প্রযুক্ত অনেকে ইচ্ছাস্বত্ত্বেও ইচ্ছা পূরণ করিতে পারেন না কিন্তু বঙ্গ বিদ্যা প্রকাশিকা সেই ক্ষোভ নাশিকা রূপে প্রকাশ হইয়াছে, চাকরী দূরের কথা ভিক্ষা বৃত্তিতে যিনি দিনপাৎ করেন তিনি ও বিনা ক্লেশে মাসিক / আনা দিয়া ২।৩ ফরমা কাগজ লইতে পারেন। এই সাহসে আমরা পত্র প্রকাশে উদ্যোগী হইয়াছি যে গ্রাহক গণের শাহায্যে অবশ্য প্রত্র মুদ্রাঙ্কণের ব্যায়ানুকুল্য হইবেক, এবং গ্রাহকশ্রেণী যেরূপ বৃদ্ধি হইয়াছে তাহাতে আমারদিগের সাহসও উৎসাহের পুষ্টি বর্দ্ধন করিয়াছে, কিন্তু আক্ষেপের বিষয় এই যে এত অল্প মূল্যেও কোন২ মহাশয় এ পত্র গ্রহণে বিরত হইতেছেন এবং কেহ২ গ্রাহক শ্রেণী ভুক্ত হইয়া এক বা দুই মাসান্তে কাগজ ছাড়িয়া দিতেছেন, অতএব তাঁহারদিগের সমীপে আমার বিনীত নিবেদন এই তাঁহারা বঙ্গ বিদ্যা প্রকাশিকা মনো মনোরঞ্জিকা নহে এপ্রযুক্ত কি অন্য কোন্ হেত্তুতে পত্র গ্রহণে বিরত হই তেছেন তাহা জ্ঞাপন করিয়া যৎপ রোনাস্তি বাধিত করিবেন।

ব্যবসায়।

সংসারিক সর্ব্ব সুখের আকর ব্যবসায়, সেই ব্যবসায় ঈশ্বর প্রণীত ইহা সম্ভব বোধহয় না, মনুষ্যদিগের বুদ্ধিবৃত্তি ক্রমে যত সূক্ষ্ম ওমার্জিত হইয়া আসিতেছে ততই দিন২ নানা প্রকার নূতন ব্যবসায় সৃষ্টি হইয়া আমাদিগের সুখ বৃদ্ধি হইতেছে, যদি ব্যবসায় স্বভাবসিদ্ধ ঈশ্বর সৃষ্ট হইত তাহা হইলে আহার নিদ্রা ভয় মৈথুনাদি শারীরিক ধর্ম্মের মধ্যে ব্যবসায় ও এক প্রকার শারীরিক ধর্ম্ম রূপে পরিগণিত হইত, কিন্তু জন্ম সহকারে মনুষ্যদিগের কোন প্রকার ব্যবসায় প্রদত্ত হয় নাই, অধিকন্তু সকল জাতীয় সৃষ্টি প্রক্রিয়া কাণ্ড মধ্যে কোন ব্যবসায় সৃষ্টি দেখা যায় না, যদি মনুষ্য সৃষ্টি কালে ব্যবসায় সৃষ্টি হইত তবে মনুষ্য মধ্যে সভ্যাসভ্য প্রভেদ থাকিত না, সকল দেশেই সকল ব্যবসায় প্রচলিত হইত কিন্তু

যখন অদ্যাপি অনেক আরণ্য পর্ব্বতীয় লোকেরা উলঙ্গ থাকে ও বল্কল পরিধান করে, গলিতপত্র বৃক্ষ ফল ও আম মাংস ভোজন করে, অরণ্য মধ্যে বৃক্ষ তলে বাসকরে এবং নিতান্ত পশুবৎ জঘন্যা বস্থায় কালাতিক্রম করিতেছে (যাহারদিগের দুরবস্থা দেখিলে কোন্ পাষাণহৃদয়ে অপরিসীম দুঃখ সঞ্চার না হয়?) তখন অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবেক কোন ব্যবসায় ঈশ্বর সৃষ্ট নহে কেননা ব্যবসায় হইতেই সভ্যতা উৎপত্তি হয়। যে দেশে বহু ব্যবসায় প্রচলিত আছে সেই দেশকে সম্পূর্ণ সুসভ্য বলাযায়, পৃথিবীর আদি বৃত্তান্তে প্রকাশ আছে জগৎ সৃষ্টির অব্যবহিত পরে প্রায় সকল জাতীয় লোকেরা অত্যন্ত অসভ্যাবস্থায় ছিল, ক্রমে বুদ্ধি বৃত্তি চালনায় অনেকে সভ্য পথা রূঢ় হইয়াছে। দেখ যে শ্বেতাঙ্গেরা এইক্ষণে বিদ্যা বুদ্ধি ও সভ্যতায় সকল জাত্যপেক্ষা শ্রেষ্ট পদবী পাইয়াছেন, অশ্রান্ত অধ্যবসায় ও অখণ্ড্য উৎসাহ, এবং অপরিসীম পরিশ্রমে বুদ্ধি বৃত্তিমার্জ্জিত করিয়া সুসভ্য হইয়াছেন, সাগর পার হইয়া এই বৃহৎ ভারত্রাজ্যের আধিপত্য করিতেছেন এবং যাঁহারদিগের প্রসাদাৎ জবন সাম্রাজ্য কালোৎপাদিত আমারদিগের গ্লানি ম্লানি সমূহ ম্লান মনে পলায়ন করিতেছে, তাঁহারাই কতিপয় শতাব্দ পূর্ব্বে যৎপরোনাস্তি নিকৃষ্টাবস্থায় ছিলেন, তাঁহার দিগের দেশে বহু ব্যবসায় প্রচলন হওয়াবধিৎ—অল্প কালান্তরেই তাঁহারা অতি প্রাচীন জাতিদিগের অপেক্ষা উৎকৃষ্ট পদ পাইয়াছেন, যে দেশে অধিক ব্যবসায় প্রচলন আছে সেই দেশীয় লোকেরা শীঘ্র উন্নতী হয় তৎকারণ এই, যে জাতি মধ্যে বহুবিধ বব্যসায়ী লোক আছে তাহারা সকলেই পরস্পর বুদ্ধি বৃত্তি মার্জ্জিত করিবার অনেক উপায় ও অবকাশ প্রাপ্ত হয়। বিবেচনা কর যদি আমাদিগকে স্বীয় পরিশ্রমে ভূমি কর্ষণ বীজবপন শস্য ছেদন এবং তণ্ডুল প্রস্তুত ও আহারের যাবতীয় ব্যাপার সম্পন্ন করণান্তে উদর পরিতোষ করিতে হইত, স্বহস্তে বস্ত্র বয়ন করিয়া লগ্নতা ও শীত নিবারণ করিতে হইত স্বয়ং গৃহ নির্ম্মাণ করিয়া দুঃসহ হিম তাপ বর্ষা জনিত তাপ হইতে রক্ষা পাইতে ও স্বীয় চিকিৎসায় রোগ বিমুক্ত হইতে হইত স্বয়ং২ পুস্তক লিখিয়া ও শিক্ষক রাখিয়া বিদ্যার্জ্জন করিতে হইত, তবে কি আমরা এপ্রকার পরম সুখে দেহ যাত্রা নির্ব্বাহ করিতে পারিতাম? কিম্বা জ্ঞানাভ্যাস করিয়া দুর্লভ মানব জন্মের সাফল্য সাধনে সমর্থ হইতাম? না এরূপ সুস্থ শরীরে জীবিত থাকিতাম? যাবজ্জীবন উদর পূরণার্থেই বিব্রত থাকিতাম, শীত গ্রীষ্ম বাত বৃষ্টিতে অবসন্ন হইতাম, দারুণ ব্যাধি যাতনায় সর্ব্বক্ষণ কাতর হই-

তাম, বিদ্যার্জনে অশক্ততা হেতুক চিরজীবন অবিদ্যাঘনে জ্ঞান চক্ষু প্রচ্ছন্ন থাকিত, আত্মহিতাহিত বিবেচনা করিতে শক্ত হইতামনা, এই মনোরম বিচিত্র সংসারের কোনসুখে সুখী হইতামনা, এইবিস্তীর্ণ সসাগরা ধরার অন্যান্য নিকৃষ্ট প্রাণিবর্গের উপর আধিপত্য পাইতাম না এবং চরমে এই রচনার অপূর্ব্ব মাধুরী দৃষ্টে এ প্রকার চমৎকার সুখানুভব করিতে এবং আন্তরিক প্রীতি ও ভক্তি সহকারে সেই বিশ্বস্রষ্টার প্রতি প্রাণ মন নিযোজন করিয়া চরিতার্থ হইতে পারিতামনা। জগদীশ্বর এ ইবিশ্বমধ্যে সকলেরি যথাযোগ্য বৃত্তি বিধান ও সুখ সম্পাদনের উপায় সৃষ্টিকরিয়াছেন কিন্তু সেই সুখ আমাদিগের হস্তপদাদি অঙ্গের ও বুদ্ধি বৃত্তি এবং ইন্দ্রিয়াদির চালনের এবং প্রাণিবর্গের পরস্পর সাহায্যের অধীন করিয়া দিয়াছেন,। কৃষকেরা আমাদিগের জন্য শস্যোৎপন্ন করিতেছে, তন্তুবায়েরা বস্ত্র বয়ন করিতেছে, শিল্পীরা গৃহাদি নির্ম্মাণ করিতেছে ইত্যাদি প্রকারে সকলেই নানা দ্রব্যোৎপাদন করিতেছে এবং আমরাও স্বোপার্জ্জিত অর্থে তাহাদিগের শ্রম ক্রয় করিতেছি, সুতরাং পরস্পর সাহায্য হেতুক সকলেই বিনাদুঃখে জীবন যাত্রা নির্ব্বাহ করিতেছে।

এই সাহায্যকেই ব্যবসায় বলা যায়, যেদেশীয় লোকেরা ভিন্নং শ্রেণীতে বহু ব্যবসায়ে প্রবৃত্ত হয় তদ্দেশ শীঘ্র উন্নতও সভ্য হইয়া উঠে কারণ সকলেই স্বস্ব ব্যবসায়ে যথোপযুক্ত লাভ বিলক্ষণ প্রতি পত্তি এবং কর্ম্মোপযোগী নিপুণতা প্রাপ্ত হয় আর যে দেশে বহুলোক এক ব্যবসায়াশ্রয় করে তাহারা অচিরে হ্রাসতা পায়, বোধ কর যদি এই কলিকাতা নগরীর লোক সংখ্যার অর্দ্ধেক লোক (অত্যুত্তম হউকনাকেন) এক ব্যবসায়ে লিপ্ত থাকিত তাহা হইলে তাহারদিগের অত্যল্প লোক সৌভাগ্য শালী হইত কিনা তাহাও সন্দেহস্থল, অতএব "ব্যবসায় সর্ব্ব সুখের আকর,, ইহাকে না স্বীকার করিয়া লইবেন।

কলিকাতার বর্ত্তমাণ অবস্থা।

এই মহানগর কলিকাতার বর্ত্তমাণ অবস্থার সহিত পূর্ব্বাবস্থার তুলনা করিতে হইলে অনেক তারতম্য দৃষ্ট হয়, যেস্থলে আমরা এক্ষণে বাসকরিতেছি শত বর্ষ পূর্ব্বে ইহা অরণ্যময় ছিল, কাল সহকারে ইংরাজেরা এতদ্দেশে বণিক বেশে আসিয়া এই স্থানে বানিজ্যা লয় স্থাপন করেন, ভাগ্য বলে বাহুবলে কালফলে এবং কলে কৌশলে তাঁহারা ভারতাধীশ্বর হইলেন এবং এই নগরে রাজ ধানী করিলেন, রাজপাট হওয়াতে ক্রমে চতুর্দ্দিকস্থলোকে নগর পূর্ণ হইয়া উঠিল, এইক্ষণে ধনে জনে কলিকাতা

নগর ভারতবর্ষ এবং পৃথিবীর অন্যান্য অনেক দেশাপেক্ষা গরিষ্ঠা হইয়াছে নানা দিগ দেশ হইতে বণিকেরা এই নগরে বাস করিয়া বানিজ্যদ্বারা প্রচুর সম্পত্তি উপার্জন করিতেছে, ইহা অপেক্ষাও অনেক স্থানে বর্দ্ধিষ্ণু নগর আছে কিন্তু এ নগরে যেপ্রকার অনেক দেশীয় লোক বাস ও ব্যবসায় করিতেছে কুত্রাপি তদ্রূপ দৃষ্ট হয়না, এমত দেশ অপ্রসিদ্ধ যাহার লোক কলিকাতায় একবার অইসে নাই, জলস্থল এবং নগরের চতুর্দ্দিগ ১০।১২ ক্রোশ পথ ব্যাপক প্রদেশ লোক পূর্ণ রহিয়াছে, নগর উপনগর এবং কলিকাতা প্রদেশীয় লোকেরা ভারত বর্ষের অন্যান্য দেশীয় লোকাপেক্ষা রূপগুণ ধন মান সৌজন্য সভ্যতা সর্ব্বাংশেই শ্রেষ্ট হইয়াছেন, দেশান্তরীয় লোকেরদের সহিত বানিজ্য ব্যবসায়ে অতুল ঐশ্বর্য্য উপার্জ্জন করিতেছেন, সুবিদ্বান হইয়া গবর্ণমেন্ট সংক্রান্ত উচ্চ পদ ধারণ করিতেছেন, সভাকরিয়া রাজ নিয়ম ঘটিত দেশের অনিষ্ট নিবারণে উদ্যোগী হইতেছেন এবং নানা প্রকারে স্বদেশের ও দেশীয় লোকের মঙ্গল বর্দ্ধনের যত্ন পাইতেছেন, বৈদ্যুতিক বার্ত্তাবহ যোগে সহস্র ক্রোশের সংবাদ নিমেষ মধ্যে নগরে আসিতেছে, বাষ্পীয় শকটে লোকেরা ছয় দিবসের পথ তিন ঘটিকা মধ্যে গমন করিতেছে, সমাচার পত্র দ্বারা এক স্থানে থাকিয়া সমস্ত পৃথিবীর সংবাদাবগত হইতেছে, বানিজ্য কার্য্যের পরিচালনে সর্ব্ব দেশজ উৎকৃষ্ট দ্রব্যাদি অল্প মূল্যে ব্যবহার করিতে পাইতেছে। এই সকলের অতিরিক্ত আর কিসুখ মনুষ্যেরা ভোগ করিতে পারে অতএব পূর্ব্বাপেক্ষা কলিকাতার অবস্থা দিন২ কত উন্নত হইতেছে তাহা লিখিতে লেখনী শ্রান্তাহয়. এ সকলি সত্য, কিন্তু পূর্ণ কলশ দুগ্ধ বিন্দু মাত্র গোমূত্র স্পর্শে যে প্রকার বিকার পায় তদ্রূপ এক দোষে এই সকল গুণ ও সুখ সম্পত্তি অকিঞ্চিৎকর হইতেছে, সর্ব্বাংশেই নাগর্য্য লোকেরা সুখ সম্ভোগী বটেন কেবল ধর্ম্মবিষয়ে তাঁহারা অত্যন্ত নিন্দনীয় হইয়াছেন, নগরীয় অধিকাংশ লোকে অগম্যাগমন অভক্ষ্য ভক্ষণ অপেয় পান করিতেছেন, পাপ পঙ্কে নিমগ্ন হইতেছেন, নগরের যেদিগে দৃষ্টিপাৎ করা যায় সেই দিগই বেশ্যাপূর্ণ দেখা যায়, সর্ব্বত্রেই নানা প্রকার মাদক দ্রব্যের দোকান দৃষ্ট হয় এবং প্রায় প্রতিদিন বারালয়ে প্রাণি হত্যা সংবাদ শুনাযায়, ।

এইস্থলে এমত জিজ্ঞাস্য হইতে পারে নগরীয় লোকেরা যদি এত অধার্ম্মিক তবে কেন তাঁহারদিগের এ প্রকার উন্নতি হইতেছে? ইহার উত্তরএই, ক্ষণস্থায়ী ঐহিক সুখ সম্ভোগের সহিত পারমার্থিক অনন্ত ক্লেশ ভোগের তারতম্য বিবেচনা করিলে

সংসারিক সুখ অতি সামান্য বোধ হইবেক, অধিকন্তু যাহারা অপরিমিত আহার বিহার ও সদা কলুষকর কার্য্যেরতথাকে তাহারা কি ইহকাল কি পরকাল কোন কালেই সুখ পায়না। ঐহিকে নানা রোগ শোক যাতনা এবং পরকালে যম তাড়নাশহ্য করে, বাহ্যিক সৌন্দর্য্যে ও বসন ভূষণের চাক চক্যে যেসকল লোককে সুখী বোধ হয়, দারুণ পাপানলে তাহারদিগের আন্তরিক সুখ অহরহঃদগ্ধ হইতেছে কখনই তাহারা যথার্থ সুখী নহে, পরচিত্ত অন্ধকার এজন্যই আমরা অন্যের মানসিক ক্লেশ বুঝিতে পারিনা। বাহ্যিক সুখ দেখিয়াই সুখী বোধকরি বস্তুত তাহা প্রলাপ বোধ মাত্র।

এদেশীয় বহু লোকের কিজন্য বিদ্যার্জ্জন হয় না?

পুরা কালাবধি এই ভারত ভূমি ধন জন ও বিদ্যার আকর স্বরূপাছিল, অনেক বিদেশীয় লোকেরা এদেশের ধন ও বিদ্যা লইয়া স্বদেশকে ধন ও বিদ্যা পূর্ণ করিয়াছেন, হিন্দু সাম্রাজ্যকালে সকলেই স্বজাতীয় বিদ্যা শিক্ষা করিত, যবন রাজত্ব সময়ে আমারদিগের জাতীয় বিদ্যা সকল লুপ্ত হইয়া দেশময় যাবনিক ভাষা প্রচলনহয়, এখন ইংরাজী সময়ে বঙ্গভাষার পুনরুদ্রেক হইতেছে বটে এবং রাজারাও বিদ্যানুবাসী বটেন কিন্তু হইলে কিহয়, দেশীয় লোকদিগের বিদ্যানুরাগিতা গুণ এককালে তাঁহারদিগের স্বাধীনতার সঙ্গে২ তিরোহিত হইয়াছে, ইংরাজাদি দেশান্তরীয় লোকেরা সংস্কৃত ভাষার আদর করিয়া থাকেন কিন্তু দেশীয় লোকদিগের নিকট তাহার আদর নাই, রাজ ভাষাতেই বা অনুরাগকৈ? তাহাতে ও অধিক লোককে সুবিদ্বান হইতে দেখা যায় না, বোধ হয় বাগবাদিনী ভারতবর্ষ ত্যাগ করিয়া ম্লেচ্ছ দেশে গিয়াছেন। কএক কারণে এদেশীয় লোকের উত্তম রূপ বিদ্যার্জন হয় না প্রথম হেতু এই, যাঁহারদিগের অর্থ যোত্র আছে তাঁহারা বিবেচনা করেন আমরা অসঙ্গতিপন্ননহি, চাকরি করিতে হইবে না তবে কেন বিদ্যা শিক্ষার দারুন ক্লেশ স্বীকার করিব, দ্বিতীয় হেতু এই দুঃখী ও মধ্যবিত্ত লোকেরদের সুন্দর রূপ বিদ্যাভ্যাসের অর্থ যোগ হয় না ও কাল পায় না, কর্ম্মোপযোগিনাযৎ কিঞ্চিৎ বিদ্যা শিখিয়াই অর্থ চেষ্টায় ব্যাকুল হয়, অর্থ মুখ দেখিলে আর বিদ্যা প্রতি অনুরাগ থাকেনা। তৃতীয় হেতুআলশ্য, আমারদিগের কিঞ্চিৎ সঙ্গতি হইলেই আমরা আর পরিশ্রম করিতে ইচ্ছুক হই না, নিদ্রা. কলহ, বৃথা বাক্যব্যয়, বৃথা ভ্রমণ, দ্যূতাদি ক্রীড়া গীত বাদ্য এবং রমণী সঙ্গ ইত্যাদি ব্যসন জনিত অলিকামোদে কাল গত করি, পুস্তক পাঠের সময়

থাকে না, অযোত্রাপন্ন ব্যক্তিদিগের অর্থ চিন্তা ও নানা সংসারিক কার্য্য ব্যাঘাতে পাঠের সময় না থাকিতেও পারে কিন্তু ধনিদিগের কোন কর্ম্ম নাই, অনর্থক বসিয়া থাকেন তথাচ পুস্তক হস্তে করিতে বিষবোধ হয়, নগরীয় ও মফস্বলীয় যে সকল ভাগ্য ধরদিগের প্রচুর সম্পত্তি আছে অর্থাৎ অর্থ জন্য অন্যের উপাসনা ও দাসত্ব করিতে হয় না এবং অবকাশ সময়ের ও অল্পতা নাই তাঁহারদিগের মধ্যে বিদ্বানের সংখ্যা অত্যল্প দৃষ্ট হয়।

বিদ্যার্জ্জনে অনাদর হওয়াতে এদেশের দিন২ দৈন্যাবস্থা ঘটিতেছে, ভারতবর্ষে আর ধন নাই, ধর্ম্ম নাই, মান নাই, স্বাধীনতা নাই, বল ওবীর্য্য নাই এবং পূর্ব্ব সৌভাগ্যের কোন চিহ্নই নাই, আহারা ভাবে লক্ষ২ লোক অবসন্ন হইতেছে, ইহার অধিক আর কি দুর্দ্দশা ঘটিতে পারে কিন্তু আলশ্য পরবশতা ও অভিমান মওতায় আমরা এসকল দুর্দ্দশানুভব করিতে পারিনা, কেবল "আলশ্যে বশতে লক্ষ্মী" ইহাই স্থির সিদ্ধান্ত করিয়া রাখিয়াছি। হে ভারত বাসিগণ, এক আলশ্য হইতে এত অনর্থ মূল উঠিতেছে, অতএব কেন তোমরা সেই সৌভাগ্য নাশিনী আলশ্য সঙ্গ ত্যাগ করিয়া সুখী না হও? হে ধনি বৃন্দ, যদি আপনারা আত্ম হিতাহিত বিবেচনায় অবিবেকী হইলেন তবে আপন্নারদিগের অতুল ঐশ্চর্য্য কি উপকারে আসিবেক? একাধারে ধন ও বিদ্যারত্ন থাকিলে কি অপূর্ব্ব সুখ প্রদ হয় তাহা লিখিয়া শেষ করা যায় না।

হিন্দু বালকেরা কিজন্য মত ভ্রষ্ট হয়?

বাল্য কালের কোমল হৃদয় উর্ব্বরা ভূমি স্বরূপ, তাহাতে উপদেশ রূপ যে বীজ বপন করা যায় তাহা ব্যর্থ হয় না অবশ্যই অচিরে অঙ্কুরিত পল্লবিত ও মুকুলিত হয় এবং সময়ে তাহা হইতে অমৃত ফলফলে, কিন্তু বয়ো বৃদ্ধের ঊষর মৃত্তিকা স্বরূপ কঠিন হৃদয়ে উত্তম বীজ বপিত হইলেও বহু যত্নে অঙ্কুরিত হয়না, তাহা হইতে ফলাশা করা দুরাশা মাত্র, এই জন্যই নীতিজ্ঞ পণ্ডিতেরা বালকদিগকে সৎসঙ্গে রাখিতেও সদুপদেশ প্রদান করিতে ভূয়োভূয় অনুরোধ করিয়াছেন, কিন্তু অস্মদ্দেশে তাহার বিপরীত ব্যবহার দৃষ্ট হইতেছে, অধিকাংশ হিন্দু বালকগণের বিদ্যা শিক্ষা হয় না ও যে অত্যল্প সংখ্যা বিদ্বান হয় তাহারাও স্বধর্ম্ম ত্যাগী ও পর ধর্ম্মানুরাগী হয় ইহার মূল কারণানুসন্ধান করিতে গেলে বালকাবলীর পিতা মাতা ও কর্ত্তাপক্ষের দোষ প্রথমেই যুক্তি পথে আইসে, হিন্দু বালকেরা প্রায় দশ বর্ষ বয়ক্রম পর্য্যন্ত মাতৃ অনুগত

ও সমবয়স্ক বালকগণের সহিত ক্রীড়াসক্ত থাকে। হিন্দু মহিলারা যেরূপ বিদ্যাবতী বুদ্ধিমতী তাহা কেনা বিশেষ অবগত আছেন? তাঁহার দিগের দ্বারা বালকেরা যে প্রকার সদুপদেশ পায় তাহা না বলিলেও সকলে বুঝিতে পারিবেন, এই প্রকারে অনেকের ১০।১২ বর্ষ বয়ক্রম বৃথাগত অথচ কুসংস্কার বদ্ধ হয়।

এদেশীয় বহুলোকের দৃঢ় বিশ্বাস জন্মিয়াছে কেবল ইংরাজী ভাষা কিঞ্চিৎ শিখিলেই বালকেরা অর্থাৰ্জন করিয়া পিতা মাতার দুঃখ ঘুচাইবে, এই ভ্রান্তিতে তাঁহারা কর্ত্তব্যা কর্ত্তব্য বিবেচনায় মূঢ় হইয়া নিত্য উন্মার্গগামী অজ্ঞান বালকদিগকে ইংরাজী পাঠে নিযুক্ত করেন, আর তাহারা জাতীয় ভাষা জাতীয় ধর্ম্ম জাতীয় আচার ব্যবহার কিছুই জানিতে পারেনা, জাহাজি গোরার ন্যায় শৈশবকালাবধি ইংরাজী বিদ্যা ভ্যাস করিতে থাকে তাহাতে ইংরাজী ধর্ম্ম আচার ব্যবহার রতিনীতি অশন বসনে তাহারদিগের মন অনুরক্ত হয় সুতরাং জাতীয় ভাষা ও স্বধর্ম্মের প্রতি আস্থা থাকেনা।

এদেশীয় লোকেরা মিসনরিদিগের উপর বৃথা দোষারোপ করেন, মিসনরিরা বল পূর্ব্বক বালকদিগকে বাটী হইতে ধরিয়া লইয়া যায় না, বালকেরা স্বধর্ম্মের কিয়দংশ অবগত থাকিলেও এপ্রকার মিসনরিকুহকে পতিত হইত না, আর ইহাও বিবেচনা করা উচিত যাহারা মিসনরি স্কুলে কখন অধ্যয়ন করে নাই তাহারা কেন মত ভ্রষ্ট হয়? সুতরাং দেশীয় ভাষা ও ধর্ম্মানভিজ্ঞতা প্রযুক্তই হিন্দু বালক বৃন্দের দূষিত স্বভাব হয় ইহা অবশ্য বলিতে হইবেক অতএব সকলেরি উচিত প্রথমত বালকদিগকে কিছুকাল মাতৃ ভাষা শিক্ষা দেন, তাহাতে কিঞ্চিৎ জ্ঞানযোগ হইলে পর তখন অন্য যে কোন জাতীয় ভাষা ভ্যাসে নিযুক্ত করিবেন। তাহা করিলে এরূপ মত ভ্রষ্ট হইতে পারে না।

কিপ্রকারে জীবন যাত্রা নির্ব্বাহ করিতে হয়?

ইহ সংসারে সকল দিগবজায় রাখিয়া লোক যাত্রা নির্ব্বাহ করা অতি কঠিন ব্যাপার কেননা আত্ম বিবেচনায় সকলেই জ্ঞানী হইতে পারে কিন্তু ঈশ্বর সন্নিধানে লোক দৃষ্টিতে এবং আত্ম জ্ঞানে এই তিন স্থানে সামঞ্জস্যরূপে জ্ঞানী বিবেচ্য হওয়া অত্যন্ত সুকঠিন কার্য্য, আত্ম বুদ্ধিতে আত্ম শ্লাঘিতা ও পক্ষ পাতিতা গুণ ভাগ অধিক আছে, আমরা এমত অনেক কার্য্য সর্ব্বক্ষণ করিয়া থাকি যাহা স্বীয় বোধে দোষ শূন্য বোধ হয় কিন্তু জন সমাজে সেই কার্য্য নিন্দনীয় রূপে প্রতি পন্ন হইয়া উঠে

এবং যেসকল কার্য্যে পৃথিবীতে আমরা সুখ্যাতি ভাজনহই তাহাই আবার আমারদিগের নিরয় গমনের কারণ হইয়া থাকে।

সাধারণ সুখ্যাতির সহিত জীবন যাত্রা নির্ব্বাহ করিতে হইলে কাল্পনিক তাকে দূরে পরিহারপূর্ব্বকভক্তি ডোরে বন্ধন করিয়া ধর্ম্মকে হৃদয় মন্দিরে আবদ্ধ রাখিতে হয়, মূলে ধর্ম্ম নাথাকিলে কোন কার্য্যেই যশঃ সৌভাগ্য ও সুখ পাওয়া যায়না, কি গৃহী কি উদাসীন সকলের সম্বন্ধেই ধর্ম্ম সর্ব্বপ্রকার সুখ প্রদ, ধর্ম্মের এপ্রকার বিশেষ গুণ না থাকিলে কাল্পনিকেরা কদাপি ধর্ম্মের অনুরূপ গ্রহণ করিতনা, বোধ কর কোন ব্যক্তি যথার্থ সত্যবাদী নহে কিন্তু লোক সমাজে আপনাকে সত্যবাদী প্রতি পন্ন করায় তাহার কারণ কি? সত্যবাদীকে লোকে আদর ও শ্রদ্ধাকরে এই জন্যই কাল্পনিকেরা সত্যের অনুরূপ গ্রহণ করিয়া থাকে কিন্তু কাল্পনিক সত্যবাদী হওয়া পেক্ষা যথার্থ সত্যবাদী হওয়া অতি সহজ, একটী মিথ্যা বাক্যকে সত্যরূপে প্রতি পন্ন করিতে গেলে কত বেগ পাইতে হয়, তাহার পোষকতায় আরও অনেক মিথ্যা কহিতে হয় তথাচ চরমে সত্য প্রভাবে সে মিথ্যা আবরণ দূর হইয়া সত্যই সত্য স্বরূপে প্রকাশ পায়, যাহার কাল্পনিকতা মিথ্যাজাল একবার প্রকাশ হইয়া পড়ে তাহার যথার্থ সত্যবাক্যও আর লোকে বিশ্বাস করে না, অতএব সত্যই সকলের পরম চরম বন্ধু, সেই ভয়ানক রাজ সিংহাসন সমীপে মিথ্যা প্রবঞ্চনাদি অধর্ম্মানুচরেরা অগ্রসর হইতে পারিবে না তখন কাল্পনিকতা কোথায় থাকিবে? অতএব সংসারী উদাসীন সকলেরি সত্যাশ্রয় সর্ব্বথা করণীয়।

দ্বিতীয়তঃ দয়া যাঁহাকে শাস্ত্রকারেরা ধর্ম্মের প্রধানানুসঙ্গিনী ও সুখমোক্ষপ্রসূ রূপে বর্ণনা করিয়াছেন, সমস্ত প্রাণী প্রতি দয়া প্রকাশ ত্রিদশেশ্বরের প্রিয়কর কার্য্য। উপকারকের প্রতি দয়া প্রকাশ করাকে অনেকে দয়াকার্য্য জ্ঞান করেন, তাহা ভ্রান্তি বোধ, উপকারকের উপকার করিলে তাহাকে প্রত্যুপকার অথবা কৃতজ্ঞতা স্বীকার বলা যায়, অনুপকারির উপকার করাই যথার্থ দয়া ধর্ম্ম, অন্যের প্রতি দয়া প্রকাশ নাকরিলে আমরাও সেই সচ্চিদানন্দ সমীপে দয়া প্রত্যাশা করিতে পারিবনা, আমরাতো তাঁহার কোন উপকার করি নাই তবে তিনি কেন আমারদিগের যথা যোগ্য বৃত্তি বিধান ও সুখ সম্পাদনের উপায় প্রদান দ্বারা অপার করুণা প্রকাশ করিয়াছেন? দয়ার সুখ ও ফল প্রত্যক্ষ, কোন অনাথা অন্ধাতুরকে যৎকিঞ্চিৎ দান করিলে, প্রবল রিপু হস্ত হইতে কোন মুমূর্ষু ব্যক্তির প্রা

রক্ষা করিলে, লম্পট হস্ত হইতে কোন অনাথিনী রমণীর সতীত্ব রক্ষা করিলে,এবংবুভুক্ষিত ব্যক্তিকে আহার দিলে অন্তকরণে কি নির্ম্মল আনন্দ প্রবাহ বহিতে থাকে এবং সেইং নিরাশ্রয় ব্যক্তিদিগের নয়ন যুগল বিনির্গত অজস্র প্রেমাশ্রু বিন্দু সকল স্বর্গীয় বিচারক সমীপে আমারদিগের চরিত্রবিষয়ে কি প্রকার অকৃত্রিম সাক্ষ্য প্রদান করে, অতএব এমত অমীয়া দয়া প্রভা যাহার হৃদয়াকাশকে উজ্জ্বল নাকরে তাহার জন্ম অজা গলস্তনের ন্যায় নিষ্ফল।

তৃতীয় ক্ষমা গুণ দেহীদিগের পক্ষে অত্যাবশ্যকীয়, ক্ষমা নাথাকিলে এই বিচিত্র সংসার এরূপ সুচারু নিয়মে চলিত না অনবরতই নানা বিশৃঙ্খল বিভ্রাট ঘটিত, ক্ষমা না থাকিলে মনুষ্যেরা প্রাণিরক্তে সর্ব্বদা বসুমাতাকে আপ্লুতা করিত এবং প্রায় সকলেই আত্মদোষ ক্ষমা নাকরিয়া আত্ম ঘাতী হইত, এবিধায় আমারদিগের উচিত আমরা আত্ম দোষ যেরূপ ক্ষমা করিয়া থাকি তদ্রূপ সাধ্য পক্ষে অন্যের দোষ ক্ষমা করি, অনেক প্রভুরা ধনমদে অধীনবর্গের অপরাধ ক্ষমা করেননা সর্ব্বদাই ছলগ্রাহী হয়েন, সাংসারিক কার্য্যে মনুষ্যেরা অনবরতই সেই মহাপ্রভুর আজ্ঞা লঙ্ঘন করিতেছে, সর্ব্বদা পাপ পঙ্কে নিমগ্ন হইতেছে তথাচ পুত্র বৎসল পরম পিতা আমারদিগের সহস্রং দোষ ক্ষমা করিতেছেন অতএব আমরা যদি অন্যের দোষ ক্ষমা নাকরি তবে কিপ্রকারে স্বীয়াপরাধে বিশ্বরাজের ক্ষমা লাভের যোগ্য হইব?

চতুর্থ রিপুদমন ও ইন্দ্রিয় সংযম যোগী ভোগী সকলেরি নিতান্ত প্রয়োজনীয়. ইন্দ্রিয় সংযম ও রিপুদমন না করিলে ঐহিক পারমার্থিক উভয় সুখ নষ্ট হয়, যদি শরীরে কামক্রোধ লোভ মোহাদি ষড়রিপু ও সমুদায় ইন্দ্রিয় গ্রাম প্রবল থাকে তবে আমারদিগকে সতত সদনুষ্ঠানে পরাংমুখ হইয়া অহরহঃ রিপুপরিতোষ ওইন্দ্রিয় চরিতার্থেই ব্যগ্র ও বিব্রত থাকিতে হয়, অভক্ষ্য ভক্ষণ অগম্যাগমন ইত্যাদি দুষ্কর্ম্মেই সদা প্রবৃত্তি জন্মে এবং সেই সকল দুষ্কৃতি জনিত অধর্ম্মে জীবদ্দশায় নানা শারীরিক মানসিক দুঃসহ যাতনা ও অন্তে অনন্ত নরকাগ্নি তাড়না সহ্য করিতে হয়, যাঁহারা ইহকাল পরকাল উভয় দিগ বজায় রাখিয়া সংসার নির্ব্বৃত্তি করিতে চাহেন তাঁহার দিগকে এই প্রকার অনেক ধর্ম্ম মূলক কার্য্যের অনুষ্ঠান করা আবশ্যক, যাহা আমরা সময়েং বর্ণনা করণে ক্ষান্ত হইবনা

ইহসংসারে ধর্ম্মই আমাদিগের প্রধান বন্ধু ধর্ম্মই সুখ এবং সঙ্গের সঙ্গী, পাপের আশু সুখ প্রদ কিঞ্চিৎ ক্ষমতা আছে কিন্তু তাহা ক্ষণস্থায়ী

এবং পরিণামে দ্বিগুণ দুঃখ প্রদ, পুত্র কলত্র ধন জন এই সকল সংসারের সুখ বটে কিন্তু অধাৰ্ম্মিক দিগের সম্বন্ধে ইহার কোন পদার্থই তৃপ্তিকর হয়না, ধৰ্ম্ম ভ্রষ্ট হইলে পিতা মাতা স্ত্রী পুত্র অমাত্য স্বজন কেহই অনুগত থাকেনা, অর্থও তাহার হস্তে অনর্থকর হয়, অধিকন্তু যখন অনন্ত শয্যায় উত্তান লোচন হইয়া আমরা শয়ন করিব, তখন ইন্দ্রিয় সকল অবশ হইবে প্রাণ বায়ু নবদ্বার পুর হইতে পলায়ন করিবে; সে ভয়ানক সময়ে কেহই সঙ্গে যাইবেনা কেবল সেই অকপট বন্ধু ধৰ্ম্ম আমারদিগের সে দুঃসময়েও সঙ্গ ছাড়িবে না এবং সম্রাট্ সমীপে আমারদিগের কাৰ্য্যা কাৰ্য্যের যথার্থ সাক্ষ দিবে।

অতএব এমন পরম প্রণয়াস্পদ মিত্র যে ধৰ্ম্ম তাহার সহিত বিশেষ আত্মীয়তা ও সরল ব্যবহার করিলেই আমারদিগের চরিত্র ইহ পরলোকে প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে, কোন শঙ্কাতেই মনভীত হয়না এবং বিপুলানন্দ ভোগে অবলীলাক্রমে জীবন শেষ হইয়া যায়, পণ্ডিতেরা। কহিয়াছেন "ধৈর্য্যং যস্যপিতা ক্ষমাচ জননী শান্তিশ্চিরং গেহিণী সত্যং শূনুরয়ং দয়াচ ভগিনী ভ্রাতামনঃ সংযম, শয্যা ভূমিতলং দিশোপি বসনং জ্ঞানামৃতং ভোজনং এতেযস্য কুটুম্বিনো বদশখে কস্মাদ্ভয়ং যোগিনঃ,, ধৈর্য্য পিতা,. ক্ষমা মাতা, শান্তি বণিতা, সত্য পুত্র, দয়া ভগ্নী, মনঃ সংযম ভ্রাতা, পৃথিবী শয্যা, দিক সকল বসন এবং জ্ঞানামৃত আহার, যে যোগীর এত স্বজন তাহার আর ভয়কি? অর্থাৎ যে জ্ঞানী এই সকল সদ্গুণে অন্বিত তাহার সম্বন্ধে সমগ্র জগৎ সুখারাম স্বরূপ এবং তাহার নিৰ্ম্মল চরিত্র সদাকাল প্রতিষ্ঠিত হয়।

অপর দৃষ্ট হইতেছে অধিকাংশ লোক সৰ্ব্বকাল সাংসারিক কার্য্যেই ক্ষয় করে, জীবনের মুখ্যোদ্দেশ যেধৰ্ম্ম সঞ্চয় তৎপ্রতি অনুধাবন করেনা, কালের করাল করে কর দিবার কাল অগ্রসর হইতেছে তাহা ভ্রমে ও স্মরণ পথে আইসেনা। সকল কার্য্যেই কালাকাল বিচার আছে কিন্তু ধৰ্ম্ম সঞ্চয়ে কাল নিয়ম নাই কেননা মৃত্যু কেষাকর্ষণ করিয়া আছে কোন্ সময় ভূমিসাৎ করিবে তাহা কে বলিতে পারে, সুতরাং অলীকামোদে জীবন বৃথা গত করিয়া পশ্চাৎ অনুতাপ করা উচিত হয়না, সকলেরি কৰ্ত্তব্য দৈনিক সময় দুই অংশে বিভাগ করিয়া একাংশ সাংসারিক কাৰ্য্য এবং অন্যাংশ ধৰ্ম্মানুসরণে ক্ষেপ করে, এবং মনকে সৰ্ব্বদা বিষয় ব্যাপার হইতে অসংশ্লিষ্ট রাখাই যুক্তি যুক্ত, ভগবান বশিষ্ঠ দেব কহিয়াছেন "বহির্ব্যাপার সংরম্ভো হৃদি সংকল্প বর্জিতঃ। কর্ত্তাবহিরকর্ত্তান্তা লোকে বিহর রাঘবঃ,, হে রাঘব, বাহ্যেবিষয় ব্যাপার বিশিষ্ট

কিন্তু হৃদয়ে সংকল্প বর্জিত হইয়া জনসমাজে আপনাকে কর্ত্তা অর্থাৎ বিষয়াভিমানী রূপে প্রতীয়মান করাইবে কিন্তু অন্তরে অকর্ত্তা অর্থাৎ অভিমান ও বিষয় বাসনা শূন্য হইয়া লোক যাত্রা নির্ব্বাহ করিবে।

সমাচার।

সম্প্রতি আগত বিলাতীয় মেইলে আর কোন নূতন রণসমাচার দৃষ্ট হইলনা শীত প্রারম্ভে উভয় দলস্থ সেনারাসমরে বিরাম দিয়াছে,কখন২ দুই একটা ক্ষুদ্র যুদ্ধ ঘটিয়া থাকে

তুরুক সেনাপতি উমর পাশা দুই স্থানে রুষ সেনাগণকে পরাভব করিয়াছেন,।

সত্য মিথ্যা বলা যায়না এমত জনরব উঠিয়াছে, রুষ বাদশাহ অষ্ট্রীয়ার রাজার মধ্য বর্ত্তীতায় ফ্রেঞ্চ বাদশাহের নিকট সন্ধি প্রস্তাব পাঠাইয়াছেন এবং শ্রীযুত লুইস নেপোলিয়ন বাহাদুর তাহাতে সন্তুষ্ট হইয়া তৎ প্রস্তাব ইংলণ্ডীয় পার্লিয়ামেণ্ট সভায় প্রেষিয়াছেন।

এই মহাসমরের একজন সহযোগী সারডিনিআর রাজা ইংলণ্ড ও ফ্রান্স রাজ্যে গমন করিয়াছিলেন, উভয় গবর্ণমেণ্ট তাঁহার যথোচিত সম্মান বর্দ্ধন করিয়াছেন।

লক্ষ্মণৌ রাজ্য গ্রহণ প্রস্তাবোপলক্ষে ইংলণ্ডস্থ কোর্ট আব ডৈরেক্টরস সভায় মহা আন্দোলন হইতেছে, কোন২ প্রমাণিক সংবাদে প্রকাশ হয় উক্তরাজ্য গ্রহণ পক্ষে ঐ সভার অনেক অধ্যক্ষদিগের সম্মতি আছে, এমত শুনা গিয়াছে আমারদিগের বর্ত্তমাণ গবর্ণর জেনেরেল বাহাদুর অনতি বিলম্বে অযোধ্যা রাজ্যের বন্দোবস্ত করিয়া দেশে যাইবেন, লাহোরাদি দেশের ন্যায় লক্ষ্মণৌ রাজ্য কমিস্যনরদিগের অধীন হইবেক, অযোধ্যার বর্ত্তমাণ রিসিডেণ্ট জেনেরল ঔটরাম সাহেব প্রধান এবং কাপ্তেন হেজ সাহেব প্রভৃতিরা ডিপুটী কমিস্যনর হইবেন, রাজা বার্ষিক পঞ্চদশ লক্ষ মুদ্রা বৃত্তি পাইবেন।

১৪ জানুআরি দিবসে টৌনহাল গৃহে ওকালতী ও মুন্সেফী পরীক্ষার্থীগণের পরীক্ষাগৃহীত হইয়াছে। অনূ্যন ২৬০ জন পরীক্ষার্থী উপস্থিত ছিলেন প্রশ্ন সকল অত্যন্ত দুরূহ প্রযুক্ত প্রাগুক্ত সংখ্যার ৫।৭ জন মাত্র পরীক্ষোত্তীর্ণ হইয়াছেন।

ভূকৈলাশস্থ রাজা সত্যচরণ ঘোশাল বাহাদুর ২১ জানুআরি সোমবারে তাঁহার কাশীপুরের বাটীতে পঞ্চত্ব পাইয়াছেন।

ভারত বর্ষের নূতন সেনাধ্যক্ষ শ্রীযুত জেনেরেল আনসন বাহাদুর সম্প্রতি ইংলণ্ড হইতে কলিকাতায় আসিয়াছেন।

সন্তালেরা পুনর্ব্বার বিদ্রোহা চরণে প্রবৃত্ত হইয়াছে, দেওগড় জয় পুর প্রভৃতি স্থান পর্য্যন্ত আসিয়া ৩।৪ খান গ্রাম দাহলুঠন ও প্রাণি হত্যা করিয়াছে, এবং অনেক সন্তা-লেরা সপরিবারে রাজ মহলের পাহাড় ছাড়িয়া সিংহ ভূম প্রদেশে যাইতেছে, তাহারদিগের মানস আছে অন্যান্য আরণ্য জাতির সহিত যোগদিয়া প্রবল রূপে বিদ্রোহা চরণ করিবে।

গোলবেসেনুয়া।

সমসাদলালপোষ নামে অসা-মান্য বুদ্ধি শক্তি সম্পন্ন অতিবদান্য শান্তদান্ত মহাবল পরাক্রান্ত এক নরাধিপতি ছিলেন।

পূর্ব্ব প্রদেশে তুর্কস্থান নাম্নী নগরী তাহার সুমনোহারিণী অতী বরম্যা রাজধানী ছিল। অত্যন্ত তেজস্বী দ্রুতগতি সুসম্পন্নকারী অশ্ব সমূহ স্থানেস্থানে মন্দুরায পরিবর্দ্ধিত ও গিরিবর সদৃশ শত শত করিবর শুভ্রবর্ণ বিষাল দশনে সুশোভিত হইয়া রাজ কার্য্য নির্ব্বাহ করিতেছে এবং অগণ্য পদাতিক সৈন্য সমূহ ঘোরতর সমরে ও স্থিতিশীল হইয়া অসামান্য যুদ্ধ নৈপুণ্য প্রকাশ করিত।

রাজা নিজভুজ পরাক্রমে ক্রমেং নানা দেশ জয় করিয়া আপন আধিপত্য স্থাপন পূর্ব্বক সকল ভুপাল গণের শমন স্বরূপ হইয়া দেশেং আশ্চর্য্য কীর্ত্তি ও অপরিসীম যশো রাশি প্রকাশ করত শিষ্ট প্রতিপালক রূপে সুখস্বচ্ছন্দে সাম্রাজ্য ভোগ করেন। একদাপ্রাতঃকালে দীন দরি-দ্রদিগকে বহু বিধবিত্ত প্রদানে সন্তুষ্ট করিয়া পাত্র মিত্র সভাসদ ও সুপণ্ডিত গণের সহিত সভামণ্ডপে মণি মর্ষসিং হাসনে বসিয়াছেন। এমত সময়ে সুকুমার জেষ্ঠ রাজ কুমার আসিয়া নমস্কার করিয়া কৃতাঞ্জলি পুটে নিবে দন করিল। মহারাজ, সতত নগর ভ্রমণে বিচলিত মনে কাল যাপন করিতেছি অনুমতি হইলে মৃগয়াভি লাষে বিপিনেং পর্য্যটন্ করিয়া চিত্তকে চরিতার্থ করি।

প্রেরিত পত্র।

মান্যবর শ্রীযুত বঙ্গবিদ্যা প্রকাশিকা সম্পাদক মহাশয়েষু।

সম্পাদক মহাশয়, কতিপয় দিবস গত হইল এক অভাবনীয় স্বপ্নদর্শন করিয়াবধিমনের গতি অতি বিকৃতি হইয়াছে, বালবিধবাস্তনের ন্যায় মনঃক্লেশ মনেং নিমীলিত করিতে গেলে মনাগুণ দ্বিগুণ বিগুণ হইয়া শত গুণ ক্লেশ দেয় এবিধায় সেই অপূর্ব্ব স্বপ্ন বিবরণ সাধারণ সমীপে প্রকাশে উপহাসান্বেষী হইয়া

নিম্নস্থ কতিপয় পংক্তি প্রেরণ করিতেছি পাত্রাপাস্তে স্থান দানে কৃপণতা করিবেন না।

স্বপ্নের বিচিত্রা গতি, করিকিছু অবগতি,
সবে হবে স্থির মতি, করহ শ্রবণ।
বিগত রজনী যোগে,আছিলাম নিদ্রাভোগে,
মনোহর স্বপ্ন যোগে,করি দরশন ॥
যেন কোন প্রিয় সঙ্গে,নানা বাক্য সুপ্রসঙ্গে,
যাইতেছি মনোরঙ্গে, করিতে মজ্জন।
যাইয়া জাহ্নবী কোলে, সুস্নিগ্ধ নির্ম্মল জলে,
করি স্নান কুতুহলে, আনন্দে দুজন ॥
বারিতে নিমগ্নকায়, কে আসি ধরিল পায়,
ডুবাইয়ে লয়ে যায়, সলিল মাঝারে।
অন্তরে জন্মিল ত্রাশ, ক্রমে বন্ধ হলো শ্বাস,
জীবনে জীবন নাশ,ভাবিসে দুস্তারে ॥
পয়োঘোর অন্ধকার, হৃদি মধ্যে হাহাকার,
ডাকি ব্রহ্ম নিরাকার, নিস্তার কারণ।
এইরূপে ক্ষণপরে, ভাসিলাম অম্বুপরে,
খরতর স্রোত ভরে, করি সন্তরণ ॥
তথাপি নাপাই কুল, অন্তরে ভাবি আকুল,
দৈবাৎ দেখি বিপুল, শৈল ভয়ঙ্কর।
গগণে শিখর যার, নীর মধ্যে মূলতার,
নানা বর্ণে চমৎকার,শোভে মনোহর ॥
তাহে কত মনোহর, লোহিত পীত প্রস্তর,
মধ্যে২ তরুবর, বেষ্ঠিত লতায়।
বিকশিত পুষ্পচয়, গন্ধ বহে মহীময়,
যার গন্ধে মোহ হয়, ভাবকে মজায় ॥
হেনকালে দিনমান, ক্রমে আসি অবসান,
হেরি প্রাণ ম্রিয়মান, পড়িয়া অকুলে।
দৈবযোগে পদতল, জলেতে পাইল স্থল,
অন্তরে বাড়িল বল, উঠিলাম কুলে ॥
সাহসে করিয়া ভর, ক্রমে উঠি শৈলোপর,
একা মাত্র আমি নর, ভয়ঙ্কর স্থলে।
কালরূপ তমোরাশী, দিন কর কর নাশি,
শিখর ঘেরিল আসি, ঘোর তর বলে ॥
হেরি রবি অস্তাচল, মিলিয়া বিহঙ্গ দল,
সুখ ভরে কলকল, করে বৃক্ষোপরে।
গভীর গর্জ্জনে ঘনে, ঋক্ষ ব্যাঘ্র গর্জ্জে বনে,
শশঙ্কিত মনে২, চিন্তিত অন্তরে ॥
এইরূপ শত শত, অদ্ভুত কত্ত মত,
বর্ণনে বর্ণবিরত, নাহি বলা যায়।
হেরিসে আশ্চর্য্য ভাব, কত নব২ ভাব,
মনে হয় আবির্ভাব, ভাবক জনায় ॥
শুন তবে অতঃপর, দেখিলাম শৈলো পর,
অতিদীর্ঘ কলেবর, ভয়ঙ্কর অতি।
যেন পূর্ণ নিশামণি, ভালে তার জ্বলে মণি,
শ্বেতবর্ণ শীরে ফণি, প্রকাণ্ড মুরতি ॥
আরক্ত লোচন দ্বয়, ঘূর্ণিত করিয়া কয়,
কহ কেবা কিবাশয়, কেন দাড়াইয়া।
নিরক্ষিয়া দৈত্যেশ্বরে, বদনে না স্বর সরে,
পরে সে ধরি চিকুরে, চলে শূন্য দিয়া ॥
কোথা রয় সদাগতি, হেরি তার দ্রুতগতি,
ক্ষণ মধ্যে মহামতি, উঠিল আকাশ।
পরে দেখি আচম্বিত, সুরপুরে উপনীত,
সম্মুখেতে সুনির্ম্মিত, সুবর্ণ আবাস ॥
স্থানে২ জ্বলে মণি, মনে২ হেন গণি,
জিনে দিন নিশামণি, তাহার ছটায়।
দ্বারেতে নাবিয়া বীর, গর্জ্জে ঘন সুগভীর,
শুনে মম আঁখি স্থির,প্রায় মৃত্যু প্রায় ॥
প্রবেশিয়া হেরি বাসে, নানা ভাব সুপ্রকাশে,
উল্লাস হরিল ত্রাশে, দেখে চমৎকার।
কুরঙ্গ মাতঙ্গ হয়, সুরঙ্গ বিহঙ্গ চয়,
সুমধুর বাক্য কয়, বর্ণনে অপার ॥
না জানি সে কোন দেশ, সকল শোভার শেষ,
নাহি হিংসা পরদ্বেষ, সদানন্দ ময়।
নানা জাতি পুষ্পদল,শ্বেত পীত নীলোৎপল,
গন্ধবহ সুশীতল, মন্দ২ বয় ॥
শুন সবে অতঃপরে, দেখি গিয়া গৃহান্তরে,
অপূর্ব্ব আসনো পরে, রমণী রতন।
কিবা সেই অপরূপ, নাহি রূপে অনুরূপ,
কিরূপে সে বিশ্বরূপ, করিল সৃজন ॥
নিরক্ষিয়া সেই নারী, পলক ফেলিতে নারি,
ধৈর্য্য না ধরিতে পারি, হই অচেতন।
ভূতলে পড়িল অঙ্গ, সুনিদ্রা হইল ভঙ্গ,
বুঝহ স্বপনরঙ্গ, সাধু সর্ব্বজন ॥

কস্যচিত বিড়ম্বিতস্য।

বিজ্ঞাপন।

ঘড়ির ন্যায় নূতন এক দিবাজ্ঞাপক ও ডেলি ইণ্ডিকেটর ইংরাজি ও বাঙ্গালা বৃহদক্ষরে মুদ্রিত হইয়াছে তাহাতে ১২৬২ অবধি ১২৭০ পর্য্যন্ত, ইংরাজি ১৮৫৬ অবধি ১৮৬১ পর্যন্ত সন মাস বার ও দিন সর্ব্বক্ষণ দৃষ্ট হইবে ইহার ঘড়ির ন্যায় কাঁটা আছে। ইহার মূল্য স্বাক্ষর কারির প্রতি ।।০ আট আনা এবং বিনা স্বাক্ষর কারির প্রতি ১ টাকা মাত্র নির্দ্ধারিত হইল।

সমাচার সুধাবর্ষণ নামক প্রাত্যহিক পত্র হিন্দীতে ও বাঙ্গালাতে বিরচিত হইয়া প্রতিদিন প্রকাশ হইতেছে তাহা যদ্যপি কোন ব্যক্তির আবশ্যক হয় তিনি বড়-বাজারে সুধাবর্ষণ যন্ত্রালয়ে শ্রীশ্যামসুন্দর সেনের নিকট পত্র লিখিলে পাইতে পারিবেন যাঁহারা পারস্য ভাষার অনুশীলন করেন তাঁহারদিগের ও ব্যবসায়ি দিগের পক্ষেও ইহা বিশেষ উপকারে আসিবেক মাসিকমূল্য এক তঙ্কা অগ্রিম বাৎসরিক মূল্য ৮ তঙ্কা মাত্র।

আমি হাবড়ার গবর্ণমেণ্ট ইস্কুলেতে এক পুস্তকালয় সংস্থাপন করিয়াছি তাহাতে নানা বিধ ইংরাজি ও বাঙ্গালা ইস্কুলবৈ এবং কাগজ কলম প্রভৃতি সংগ্রহ করিয়াছি যে কোন ব্যক্তির প্রয়োজন হইবে তথায় মূল্য কিম্বা লোক প্রেরণ করিলে সুলভ মূল্যে পাইতে পারিবেন।

শ্রীশ্রীনাথ দত্ত
তৃতীয় শিক্ষক

যাঁহাদিগের এই পুস্তক গ্রহন করিতে বাসনা হইবে তাঁহারা বড়বাজারে সুধাবর্ষণ যন্ত্রালয়ে, ভবানীপুরের পাঠশালায়, কলু-টোলার পাঠ শালায়, ঠনঠনিয়া কালীকৃষ্ণ বসুর সমীপে, আমড়া তলা ১২ নম্বর ভবনে শ্রী নবীন চন্দ্র আঢ্যের সমীপে, হাবড়া গবর মেণ্ট ইস্কুলে শ্রীশ্রীনাথ দত্তের সমীপে, অনু-[illegible]লে পাইবেন ইতি

নিম্ন লিখিত পুস্তক সকল হাবড়ার ইস্কুলে গবর্ণমেণ্ট বুক এজেণ্ট শ্রীযুত বাবু শ্রীনাথ দত্তের নিকট বিক্রয়ার্থ প্রস্তুত আছে।

পুস্তক	মূল্য
শিশু শিক্ষা প্রথম ভাগ	/৫
ঐ ঐ দ্বিতীয় ভাগ	/৫
ঐ ঐ তৃতীয় ভাগ	/০
বোধোদয়	৵০
নীতি বোধ	।/০
বেতাল পঞ্চবিংশতি গদ্য	১।০
সকুন্তলা	৸০
বাহ্য বস্তু প্রথম ভাগ	১
চারুপাট	।।০
অভিধান	৸০
পশ্যাবলি	।।৵
সত্য ইতিহাস	৸০
হিতোপদেশ	।৵০
মোন রঞ্জণ ইতিহাস	৵০
অষ্টাদশ পর্ব্ব মহাভারত	৪
সপ্ত কাণ্ড রামায়ণ	২
আরবীযোপাখ্যান প্রথম নম্বর	১
ঐ ঐ দ্বিতীয় নম্বর	১
ঐ ঐ তৃতীয় নম্বর	১
বত্রিশ সিংহাসন	১
চাহার দরবেশ	১
কবিতা রত্নাকর	১
গোলেবেসেমুয়ার	৸০
চৈতন্য ভাগবত	২
শব্দকল্প লতিকা	১
সঙ্গীত চন্দ্রিকা	।০
উদ্ভিদ বিদ্যা	।০

বঙ্গবিদ্যা প্রকাশিকা পত্রিকা

৫ সংখ্যা।

নির্ঘণ্ট।

বিবরণ।	পত্রাঙ্ক।
পরমেশ্বরের মহিমা।	৬৫
সময়	৬৫
পরিণামদর্শিতা।	৬৬
আশ্চর্য্য আবিষ্কার।	৬৮
নীতিবাক্য।	৭০
গোলেবেসেনুয়া।	৭১
রামায়ণ আদিকাণ্ড।	৭২
মহাভারত।	৭৩
আরব্যউপন্যাস।	৭৪
কপট কিঙ্কর ও অসভ্য শেখর উভয়ের আক্ষেপ উক্তি।	৭৬
পাপ পুণ্য।	৭৭
মনুষ্য কি জন্য অধার্ম্মিক হয়।	৭৮
হিংসা।	ঐ
সমাচার।	৭৯

কলিকাতা।

সমাচার সুধাবর্ষণ যন্ত্রে মুদ্রিত হইল

সন ১২৬২ সাল

মূল্য / আনা

পশ্চাত লিখিত পুস্তক সকল
সুধাবর্ষণ যন্ত্রালয়ে বিক্রয়ার্থ আছে।

মহাভারত অষ্টাদশ পর্ব্বমূল্য ৪ টাকা
রামায়ণ সপ্তকাণ্ড ২
পত্র কৌমুদী ।০
মান ভঞ্জন ।৶০
নীতি কথা প্রথম ভাগ ৶০
ঐ দ্বিতীয় ভাগ ৶১০
ঐ তৃতীয় ভাগ ।০
শিশুশিক্ষা দ্বিতীয় ভাগ ৶০
শিশু সেবধি ৴১
নিতি বোধ ।৴০
শিশুবোধক ।৶০
রসমঞ্জরী ॥০
নিত্য কর্ম্ম পদ্ধতি ৶০
কৌতুক তরঙ্গিনী ।০
জ্ঞান কিরণোদয় ॥০
জ্ঞান প্রদীপ প্রথম খণ্ড ১॥০
কুলীন কুলসর্ব্বস্ব নাটক গদ্য পদ্য ১
ভুগোল সূত্র ।০
বাঙ্গালার ইতিহাস ১
পুরুষোত্তম চন্দ্রিকা ।০
বেতাল পঞ্চবিংশতি ।
রতি শাস্ত্র ৴১০
হিতোপদেশ গদ ঐ প্রথম
ঐ ঐ ভাগ ১
সার সংগ্রহ ৷৹
রসতরঙ্গিনী ॥০
বিধবা বিবাহ নিষেধক প্রমানাবলী ২
ঐ প্রচলিত হওয়া উচিত কি না ৶০
দিগদর্শন ইংরাজি বাঙ্গালা
ঐ ঐ ১১ নং ১২ নং ২

পাঠশাল বসাইবার ও বালকদের
শিক্ষাইবার ধারার বিবরণ ॥০
জন পদের আয়ব্যায় নির্ণয় ১
দৃষ্টান্ত বাক্য সংগ্রহ ইংরাজি ৩
উদ্ভিজ্জ বিদ্যা ।০
গোপাল স্তোত্র ৶০
সত্যনারায়ণোপাখ্যান ।০
ত্রিতাপ দায়িনী ।০
শান্তিশতক ।০
ঋতু সংহার ।০
গৃহ জামাতার রহাস্য ৶০
চারু চিত্ত রহস্য ৶০
ভারতবর্ষীয় সভার বিবরণ ।০
তৃতীয় বার্ষিক বিবরণ ।০
এবং মাজিষ্ট্রেটীয় উপদেশ ৩
পতিব্রতোপাখ্যান ।০
রিচার্ড ইংরাজি বাঙ্গালা ।০
প্রথম শিক্ষা দায়ক ॥০
সন্তান প্রতিপালন করিবার নিয়ম ।০
স্ত্রী শিক্ষা বিষয়ক ॥০
উপাসনা কাণ্ড ॥০
মোহমুদ্গর ৶০
গীতাবলী ॥০
হিন্দু শাস্ত্রোক্ত দীক্ষা বিষয়ক
বিধি ও নিষেধ ১
অদ্ভুত রামায়ণ ১
রোমিও এবং জুলিএন্টের মানোদয়
উপখ্যান ১
মোনহরা সংবাদ ১॥০
ফার মেশী মাগরি ॥০
বাঙ্গালা ঐ ॥০
মেট্রু মিডিরী ৩

বঙ্গবিদ্যা প্রকাশিকা পত্রিকা।

৫ সংখ্যা।

মাসিক পত্রিকা।

পরমেশ্বরের মহিমা।

প্রণমামি নিরঞ্জন, বিভু বিশ্ব সনাতন,
নির্ব্বিশেষ জগৎ কারণ।
নমস্তে ত্রিলোক পাতা, সুখমোক্ষ জ্ঞানদাতা,
নমো নমঃ পতিত পাবন॥
তুমি সূক্ষ্ম তুমি স্থূল, তুমি সকলের মূল,
তুমি ব্যাপ্ত আছ চরাচর।
তব তেজে তেজোমান, কলানিধি অংশুমান,
নক্ষত্রাদি যত ব্যোম চর॥
হয়ে তব আজ্ঞাবহ, সভয়েতে গন্ধবহ,
বহে গন্ধ সদা সর্ব্বক্ষণ।
কিবা তব সুকৌশল, খং বোম জ্বলন জল,
মিলিয়া গড়িছে জীবগণ॥
তব শক্তি চমৎকার, তব কার্য্য বুঝা ভার,
তবৈশ্বর্য্য মহিমা অপার।
অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড চয়, নিশ্বাসেতে সৃষ্টি হয়,
প্রশ্বাসেতে লয় পুনর্ব্বার॥
ব্রহ্মা বিষ্ণু উমাপতি, তোমাতে সবে উৎপতি,
তব সৃষ্টি ছাড়া কেহ নয়।
তুমিহে দেবাদি দেব, তব তত্ত্বে মহাদেব,
সদাকাল যোগে করে ক্ষয়॥
তুমি পঞ্চ ভূতাতীত, শব্দাতীত স্পর্শাতীত,
বাচাতীত মনাতীত হও।
সর্ব্বজ্ঞ সর্ব্বান্তর্যামী, তব পদে প্রণমামি,
কোন ভূত ছাড়া কভু নও॥
ভূতেশ তোমার নাম, মহা শূন্যে তব ধাম,
জ্ঞানময় তোমার স্বরূপ।
জানিবারে তব তত্ত্ব, যোগীগণ সদা মত্ত,
ধ্যানে মজে ভাবে তব রূপ॥
দুর্জ্ঞেয় সে তব অন্ত, অভ্রান্ত বেদান্ত ভ্রান্ত,
শ্রুতি সাংখ্য নাহি পায় সীমা।
মীমাংসা সংশয়াপন্ন, হয়ে করে তন্ন তন্ন,
কে বুঝিবে তোমার মহিমা॥
সর্ব্বকাল বিদ্যমান, সর্ব্ব ভূতে বর্ত্তমান,
সর্ব্ব সাক্ষী বিভু নিরঞ্জন।
সর্ব্বত্র কর ভ্রমণ, অথচ নাহি চরণ,
বিনা করে করিছ গ্রহণ॥
নেত্র নাই নেত্রকার্য্য, সকলি তব আশ্চর্য্য,
শ্রোত্র নাই করহ শ্রবণ।
সুকঠিন তব জ্ঞান, তুমি কিন্তু সবে জ্ঞান,
বুদ্ধি বৃত্তি কর নিয়োজন॥

সময়।

জগদীশ্বর এই প্রকাণ্ড ব্রহ্মাণ্ড মধ্যে যে সমস্ত বস্তু সৃজন করিয়াছেন তন্মধ্যে সময়ও জ্ঞান সর্ব্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট অতুল্য অমূল্য দ্রব্য, কিন্তু এতদুভয়ের মধ্যে ও উৎকৃষ্টত্বাপকর্ষত্ব ভেদ আছে, সময়কে জ্ঞান প্রসূ বলিতে হইবেক কেননা সময়ের সদ্ব্যয়ে বিদ্যালাভ ও বিদ্যা হইতে জ্ঞানযোগ হয় এবং সেই জ্ঞান সহায়তায় ঈশ্বরের পরম তত্ত্ব নির্ণয় করিবার শক্তি জন্মে অতএব কালকেই সকলের মূলাধার ও সর্ব্ব শ্রেষ্ঠ বলিতে হইয়াছে।

এতদবনীমণ্ডলে যেসকল দ্রব্য অতি দুর্লভ তাহাও বুদ্ধি কৌশলে বাহু বলে কি অর্থ বলে কালে

সুলভ হইতে পারে, আর হস্তগত কোন বস্তু যদি দৈবায়ত্বে নষ্ট হয় তাহাও শারীরিক মানসিক পরিশ্রমে অর্থাদি ব্যয়ে পুনঃ প্রাপ্ত হওয়া যায়. কিন্তু সময় একবার গত হইলে তাহা ভূমণ্ডলস্থ সমস্ত রত্নাদি ও শারীরিক মানসিক পরিশ্রম ব্যয়ে. সর্ব্ব শাস্ত্র দর্শী জ্ঞানিদিগের বুদ্ধি কৌশলে, রাজা মহারাজাদির পরাক্রমে কোন ক্রমেই আর পুনঃ প্রাপ্ত হওয়া যায়না, অতএব এমত উৎকৃষ্ঠ রত্ন বিশিষ্ট যত্ন সহকারে সদ্ব্যয় করা সকলেরি অতি কর্ত্তব্য, হস্তপদ ও বুদ্ধি বিশিষ্ট প্রাণী হইয়া এমত মহার্ঘ ধন বৃথা ব্যয় ও নষ্ট করা কি মূর্খতার কার্য্য ও কি আক্ষেপের বিষয়।

দৃষ্ট হইতেছে অনেক কাল গুণানভিজ্ঞ লোকেরা এই অমূল্য সর্ব্বসুখ প্রদকালকে কালজ্ঞান করিয়া অলিকামোদে ক্ষয় করেন, কোন কালেই অন্তকালের ভাবনা ভাবেন না, যখন এইকাল মহাকালরূপে কেশাকর্ষণ করিবে তখন বলিতে হইবেক হায় ২! আমার জীবন কাল বৃথা গত হইল! অতএব হে বন্ধুগণ আসন্নকাল নিকট ভাবিয়া সর্ব্বকাল কালের সদ্গতি কর তবে ইহকাল পরকালে সুখ ও মঙ্গল ভাজন হইবে।

পরিণাম দর্শিতা।

শারীরিক স্বাস্থ্য রক্ষা মনুষ্য জীবনের প্রথম ও প্রধান উদ্দিশ্য। ক্ষুধা তৃষ্ণা ও শীত বাত গ্রীষ্ম জনিত ক্লেশ নিবারণ, অসুকের কারণ পরিত্যাগ এবং যদ্দ্বারা সুখ বৃদ্ধি হয় সেই কার্য্যের প্রতি আদর প্রকাশ ইত্যাদি বুদ্ধি সকল মনুষ্য জাতির যদিও স্বভাব সিদ্ধ লব্ধ হয়, তথাচ বাল্যকালে সদুপদেশ প্রাপ্তি ও কুপথ হইতে বিরত থাকা আবশ্যক করে, তাহা হইলেই সকলে আত্ম বুদ্ধিতে স্বকীয় এবং, পরকীয় হিতাহিত বিবেচনায় সমর্থ হয়। কিন্তু উত্তম অবস্থা এবং কিঞ্চিৎ অর্থ সঙ্গতি ব্যতীত স্বচ্ছন্দে শারীরিক সুখ স্বচ্ছন্দতা লাভ ও চরিত্র শোধন হয় না। সমবস্থ লোকের নিকট আদর, মর্য্যাদা ও প্রশংসা প্রাপ্তির আশাই আমারদিগের আত্মঅবস্থা পরিবর্ত্তন ও ধন সঞ্চয় করণের মূল কারণ।

যে গুণের দ্বারা আমরা স্বভাব শোধনে, অবস্থা পরিবর্ত্তনে, অর্থ সঞ্চয়ে এবং লোক সমাজে খ্যাতি প্রতিপত্তি আদর মর্য্যাদা লাভে প্রবৃত্ত হই তাহাকেই পরিণাম দর্শিতা বলা যায়।

মনুষ্য উন্নত অবস্থা হইতে দুরবস্থায় পতিত হইলে অধিক ক্লেশানুভব করে কিন্তু দুরবস্থা হইতে

উত্তমাবস্থায় উন্নত হইলে তৎপরি মাণে সুখানুভব হয়না, তজ্জন্যই পরিণাম দর্শীরা প্রথমে নিরাপদ তার পথ পরিস্কার রাখেন, তাহারা কখন শারীরিক স্বাস্থ্য, ধন, খ্যাতি ও মর্য্যাদাক্ষয় পথে লইয়া যায়না। তাহারা সদা সাবধানে থাকে এবং করস্থ বর্ত্তমাণ সুখ রক্ষা করিতে যত্ন শীল হয়, কদাচ দুঃসাহসিক কার্য্যে প্রবৃত্ত হয়না এবং অনিশ্চিত লাভাশ্বাসে তাহার মন লোলুপ হয়না।

অবস্থা উন্নত ও ধনবৃদ্ধিকরা সংসারিক মনুষ্যের অবশ্য কর্ত্তব্য কর্ম্ম। আত্ম ব্যবসায়ে যথার্থ জ্ঞান ও পটুতা এবং তাহাতে সৌভাগ্য শালী ও যশস্বী হইবার জন্য তাহা সম্পাদনে রীতিমত পরিশ্রম, অনবরত উদ্যোগ, বিশেষ মনোযোগ এবং মিত ব্যয়িতা ও কোন ২ বিষয়ে কখন২ ব্যয় কুণ্ঠিতাও আবশ্যক করে।

পরিণামদর্শিলোকেরা যে ব্যবসায়াশ্রয় করে তাহা তাহারা উত্তম রূপে শিখিতেই যত্নকরে, কেবল লোক সমাজে আপনাকে তত্তৎকর্য্যে ব্যাহ্যিক পটু জানাইবার জন্য কদাপি ইচ্ছুক হয়না, তাহার গুণ সকল যদিও অত্যন্ত উজ্জল না হউক তথাচ তাহা সর্ব্বদা সম্পূর্ণ অকৃত্রিম হয়, সে কাহাকেও প্রতারণা করিতে বা অজ্ঞ জ্ঞানে ঘৃণা করিতে কিম্বা যে বিষয়ে তাহার বিশেষ জ্ঞান নাই, সেই বিষয়ে তাহার বিশেষ জ্ঞান আছে এই ভ্রান্ত বিশ্বাসে তর্ক করিয়া আপনার অজ্ঞতা প্রকাশ করিতে অগ্রসর হয়না। তাহার বাক্যসকল নিষ্কপট এবং বিনয় গর্ভ, জনসভায় পল্লবগ্রাহী পাণ্ডিত্য প্রকাশে সেব্যক্তি উপহাস ভাজক হয়না, স্ব ব্যবসায়ে খ্যাতি প্রতিপত্তি লাভাশয়ে পরিণামদর্শী আপন ক্ষমতা ও জ্ঞানের পরিমাণ বিবেচনা করিয়া থাকে।

পরিণাম দর্শি লোকেরা সর্ব্বদা যথার্থ পথে থাকে, মিথ্যা কহিয়া লোকসমাজে নিন্দনীয় হইতে অত্যন্ত ভয় করে, যদিও পরিণামদর্শির স্বভাব অকপট তথাচ তাহারা গুপ্ত বিষয় ব্যক্ত করেনা, যদিও সেব্যক্তি কখন মিথ্যা কহেনা তথাচ আবশ্যক না হইলে সকল বিষয় ব্যক্ত ও অনর্থক বাক্য ব্যয় করেনা এবং সকল কার্য্যে সাবধানী হয় ও কদাপি অনধিকার চর্চ্চা করেনা। তাহারা অধিক ইন্দ্রিয় সুখান্বেষী হয়না অথচ মৈত্র ব্যবহার বিলক্ষণ জানে কিন্তু সেপ্রণয় অবিবেক যুবাদিগের প্রণয়ের ন্যায় আপাতত প্রগাঢ় অথচ ক্ষণস্থায়ী প্রণয় নহে, পরিণামদর্শীরা বাহ্যিক সৌন্দর্য্য ও ঐশ্বর্য্যে মুগ্ধ হয় না, তাহারা লোকের আন্তরিক গুণ ও স্বভাব পরীক্ষাদ্বারাই বন্ধু মনোনিত করিয়া থাকে এবং তাহারদিগের প্রণয় প্রাণ থাকিতে ভঙ্গ হয়না, যদি

ও পরিণাম দর্শীরা বন্ধুতার সুখে বিরত নহে তথাচ তাহারা সর্ব্বদা সকল লোকের সঙ্গে আমোদ প্রমোদ এবং সদা আমোদী লোকের সহবাস করে না কারণ সঙ্গদোষে তাহার নিয়মিত পরিশ্রমের ব্যাঘাত ও পরিমিততার হানি হয়।

পরিণাম দর্শির কথোপকথোন যদিও সদা সরস না হউক তথাচ তাহা সম্পূর্ণ নির্দ্দোষ. সে কাহারু প্রতিরূঢ়বাক্য প্রয়োগ কিম্বা কাহারু বাক্যের প্রতি বঙ্গক করে না, এবং আপনাকে সর্ব্বদা অতি সামান্য জ্ঞান করে।

পরিণাম দর্শীরা ভবিষ্যত সুখ আশায় বর্ত্তমান ক্লেশ স্বীকার করিয়া থাকে, এবং তাহারদিগের সে ক্লেশ কদাপি বিফলে যায়না, তাহারা আত্ম মন ও রিপুকুলকে সর্ব্বদা বশে রাখে.তাহারদিগের চরিত্র ঈশ্বর সন্নিধানে ও বিজ্ঞ লোক সমীপে প্রতিষ্ঠিত হয়।

পরিণামদর্শীরা আয় বুঝিয়া ব্যয় করে এবং যদি তাহারদিগের আয় অত্যল্পও হউকনা কেন তথাচ পরিমিততাদ্বারা তাহাতেই সঞ্চয় হয়, সুতরাংআপন অবস্থায় সদা সন্তোষ থাকে, অধিক পরিশ্রম লব্ধ অল্প আয়ে তাহারা দ্বিগুণ সুখী হয় কেননা দুঃখ ভোগ ব্যতীত সুখের যথার্থ স্বাদানুভব হয়না।

পরিণাদর্শীরা কদাপি আত্ম অবস্থা পরিবর্ত্ত করিতে চাহেনা এবং বিবেচনা না করিয়া নূতন কর্ম্মে প্রবৃত্ত হয় না, কর্ত্তব্য কর্ম্ম ব্যতীত কোন অনাবশ্যক কর্ম্মেলিপ্ত হইয়া দায়িক হয় না, কেহ জিজ্ঞাসা নাকরিলে কাহাকেও কোন পরামর্শ দেয়না।

আশ্চর্য্য আবিষ্কার।

করুণা পূর্ণ পরমেশ্বর আমারদিগকে জ্ঞান রত্ন ও বুদ্ধি বৃত্তি প্রদান করিয়া কি অপার করুণা ও পিতৃস্নেহ প্রকাশ করিয়াছেন, বুদ্ধির অসাধ্য কিছুই নাই, মার্জ্জিত বুদ্ধিতে ইহ সংসারে জীব সৃষ্টি ও প্রাণ দান ব্যতীত কোন কর্ম্মই দুঃসাধ্য নহে,বুদ্ধি কৌশলে মনুষ্যেরা গগণ বিহারি পক্ষীগণকে ধৃত করিতেছে, অগাধ জলরাশিবাসিজলচরগণকে জালে বদ্ধ করিতেছে, সিংহ ব্যাঘ্র দন্তীত্যাদি ভয়ঙ্কর বর্ব্বর বনচরগণকে বশীভূত করিতেছে, অতএব বিদ্যারূপ প্রস্তরে বুদ্ধি ঘর্ষণ করিয়া যত সুক্ষ্মকরা যায় ততই তাহা হইতে নানা অদ্ভুত অলৌকিক ব্যাপার প্রকাশ পায়। পুরাকালে হিন্দু রাজারা বুদ্ধি কৌশলে শূন্য মার্গে সঘোটক রথ চালনা করিতে এবং বহুদূর পথ অত্যল্প ক্ষণে গমন করিতে পারিতেন,

ইংরাজেরাও তদ্রূপ বা ততোধিক বুদ্ধিশালী হইয়াছেন, তাঁহারাও বেলুন যন্ত্রে আকাশ মার্গে গমন করিতে এবং বাষ্প যন্ত্রের শাহায্যে বহুকাল সাধ্য পথ অল্প ক্ষণে গমন করিতে সমর্থ, এই সকল আশ্চর্য্য ক্ষমতা দৃষ্টে তাঁহার দিগকে দেবতা বলিয়া মানিতে হয়।

ইংরাজদিগের সৃষ্ট সময় নিরূপক ঘটিকা যন্ত্র মুদ্রাযন্ত্র এবং নানা প্রকার বাষ্প যন্ত্র দ্বারা সংসারের কি অনির্ব্বচনীয় উপকার সাধন এবং আমার দিগের অত্যাবশ্যকীয় দ্রব্যাদি অল্পায়াশে অল্প ব্যয়ে উৎকৃষ্টরূপে প্রস্তুত হইতেছে।

বাষ্পীয় শকট বৈদ্যুতিক বার্ত্তাবহে ইংরাজদিগের কি চমৎকার বুদ্ধি কৌশল ও শিল্প নৈপুণ্য প্রকাশ পাইয়াছে, কয়েক বর্ষগত হইল বিখ্যাত ডাক্তর ওসাগনিসি সাহেবের উদ্যোগে ভারত বর্ষে বৈদ্যুতিক বার্ত্তাবহ শ্রেণী স্থাপিত হয়, যে সৌদামিনীকে এদেশীয় লোকেরা দেবরাজের বজ্র নিঃসৃত অগ্নি জ্ঞান করিতেন সাহেবেরা সেই তড়িদালোক ঘণঘর্ষণোৎপন্ন অগ্নিরূপ প্রতিপন্ন করিয়াছেন, শাস্ত্র কারেরা সর্ব্বদাই অত্যন্ত চঞ্চলের দৃষ্টান্ত স্থলে চঞ্চলাকে ধৃত করিয়াছেন, ইংরাজ দিগের সূক্ষ্ম বুদ্ধি প্রভাবে সেই চপলার চপলত্ব ঘুচিয়া অচপলারূপে আমারদিগের কার্য্য সাধন করিতেছে। সেই ক্ষণপ্রভাই ক্ষণমধ্যে বহুদূর দূরান্তরের বার্ত্তাবহনের মূল করেণ।

যেজল অনল বাষ্প বায়ুমূর্ত্তিকাকে বহু দেশীয় লোকেরা দেবতা জ্ঞানে পূজা করিয়া থাকে এবং যে পঞ্চভূত সংযোগে বিশ্বসৃজ সমস্ত জগৎ সৃষ্টি করিয়াছেন সেই ভূতেরা ইংরাজ দিগের দাসত্ব স্বীকার করিয়া মনুষ্য বর্গের কি অসীম উপকার করিতেছে, বাষ্পীয় শকট বাষ্পীয় নৌকা বেলুন যন্ত্র টাকারকল কাগজেরকল ও বস্ত্রের কল ইত্যাদি যাবতীয় যন্ত্র জল অনল বাষ্প বায়ু যোগে চলিতেছে।

কলিকাতা নগরে আর এক আশ্চর্য্য কার্য্য সম্প্রতি প্রকাশ হইয়াছে, নগরীয় লোকেরা যেগাসালোকের কথা বহুদিনাবধি শুনিতেছেন এইক্ষণে অনেকে তাহা দেখিয়া দর্শনেন্দ্রিয়ের তৃপ্তি সাধন করিয়াছেন, অতি ত্বরায় নগরের রাজ মার্গে গাস জ্বলিবেক তাহার সমুদায় আয়োজন হইয়াছে, গাস কোম্পানিরা উপর সুরকুলর রোডের এক বাটীতে ক্রমিক ১৫ দিবস, গাস জ্বালাইয়া সাধারণকে গাসের আলো দেখাইয়াছেন তাহাতে সকলেই আশ্চর্য্য মানিয়াছেন।

গাস এক প্রকার বায়ু মাত্র পঙ্ক ও জল মধ্য হইতে উৎপন্ন হয় যাহাতে অগ্নি সংযোগ হইলেই প্রজ্বলিত হইয়া উঠে, এবং তাহার এমত শক্তিও আছে কখন২ স্বভাবতই জ্বলে, পঙ্কিল বায়ু অগ্নি

সংস্পর্শে প্রজ্বলিত হয় তাহা এতদ্দেশীয় অনেক লোকে জ্ঞাত আছেন এবং অনেকে পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছেন স্থান বিশেষের পঙ্ক মধ্য হইতে এক ঘটি জল তুলিয়া তাহাতে তৎক্ষণাৎ অগ্নি ধরাইয়া দিলে তাহা কিয়ৎক্ষণ জ্বলিতে থাকে, বাস্তবিক জল জ্বলেনা. ঐ জলানুসঙ্গী বাষ্প বা বায়ু অগ্নিস্পর্শে জ্বলিয়া উঠে, যদিও অনেকে এপরীক্ষা প্রত্যক্ষ করিয়াছেন তথাচ কি উপায়ে ঐ বায়ু ধৃত করিয়া রাখা যায় এবং কি প্রকারে তাহা জ্বালাইতে হয় তাহা জ্ঞাতা নহেন এ প্রযুক্ত ঐ বাষ্পের জ্বলন শক্তি আছে তাহা জানাও নিষ্ফল হইয়াছে।

এই প্রকার জলীয় ও পঙ্কীল বাষ্পের স্বাভাবিক জ্বলন শক্তি আছে তাহাও অনেক পল্লীগ্রামস্থ লোকের প্রত্যক্ষ হইয়া থাকিবেক। প্রান্তর মধ্যস্থ অতি প্রাচীন কোন২ বিল বা জলাশয়ে রাত্রিকালে কখন২ এক প্রকার অগ্নি স্বভাবত জ্বলিয়া থাকে এবং ক্ষণ বিলম্বে আপনিই নির্ব্বাণ হইয়া যায়, পুনরায় অন্যস্থানে জ্বলিয়া উঠে, সামান্য লোকে এ আলোকে আলেয়া অর্থাৎ এক প্রকার ভূত বলিয়া থাকে এবং শঙ্কাক্রমে তাহার নিকটে যায়না কোন২ বিজ্ঞলোকে ঐ প্রকার অগ্নি পরীক্ষাদ্বারা নিরাকরণ করিয়াছেন তাহা ভূত প্রেতাদি নহে, পঙ্কিল বা জলীয় বাষ্প স্বভাবত জ্বলিয়া উঠে ও আপনিই নির্ব্বাণ হয়।

অতএব এ প্রকাণ্ড ভূমণ্ডলে কত প্রকার অলৌকিক আশ্চর্য্য দ্রব্য আছে ও কোন পদার্থের কিগুণ আছে অদ্যাপি তাহার কিয়দংশও মনুষ্যের বোধগম্য হয় নাই, দিন২ বুদ্ধি বৃত্তি যত মার্জ্জিত হইতেছে ততই স্বভাবের নূতন২ চমৎকার শক্তি প্রকাশ পাইতেছে।

নীতি বাক্য।

ইচ্ছাপূর্ব্বক সময় নষ্ট করিলে কোন সময়ে তাহার অভাবে অবশ্য অধিক ক্লেশ হইবে।

সুরাপানে সকল বুদ্ধি নাশ হয়।

বন্ধু সমাগমে চিত্ত প্রফুল্ল হয়।

অপব্যয় না থাকিলে অভাব ও থাকেনা

লুপ্তশোক পুনরুদ্দীপন করা কর্ত্তব্য নহে

সন্তোষ সকল সুখের মূল।

কোন কর্ম্মে অতি সাহস মঙ্গল দায়ক নহে।

বুদ্ধি ব্যতীত বল বৃথা।

অনাহূত ব্যক্তির আদর হয়না।

ধনী অপেক্ষা দুঃখি বন্ধুকে প্রয়োজনে পাওয়া যায়।

দৈব সাহায্য বিনা কেবল মনুষ্য চেষ্টায় ফল লাভ হয়না।

পুরুষত্ব বিনা দেবতাও সানুকুল হননা।

নিদ্রিত সিংহ মুখে মৃগেরা ইচ্ছাপূর্ব্বক প্রবেশ করেনা।

সময় ভিন্ন পুরুষত্ব ও লব্ধ নহে।

ধর্ম্মই সুখের পথ।

পরোপকার ক্লেশমুখ দেখেনা।

যতগর্জ্জে তত বর্ষেনা।

অনুপস্থিত বাদী প্রতিবাদী অবশ্য পরাজিত হয়।

পরিমিত আহার মহৌষধ।

চেষ্টার ফল লাভ না হওয়া পর্য্যন্ত ক্ষান্ত হইওনা, তবে পরিশ্রম ব্যর্থ হইবেনা।

শয্যার দৈর্ঘতা দৃষ্টে পদ বিস্তার কর।

যাহা শীঘ্র পাকে তাহা শীঘ্র ষড়িত হয়।

সত্য বাক্যে পাপীরা লজ্জা পায়।

কার্য্য অপেক্ষা বাক্য সহজ।

আলশ্য দুঃখের জননী।

মৌনেতে হানি হয়না।

বাক্য কথনে ও কার্য্যকরণে অনেক প্রভেদ।

সূর্য্য কিরণে নক্ষত্র দৃষ্টি হয়না।

পরিস্কার জলের দ্রুত বেগ হয়

চিন্তা অল্পক্ষণ ভাল।

যেমন বৃক্ষ তেমনি ফল।

উর্ত্তপ্ত লৌহ নমনশীল হয়।

আয় বুঝিয়া ব্যয় কর।

চিন্তায় ঋণ শোধ হয় না।

সুখাপেক্ষা চিন্তা ভার অধিক বোধ হয়।

তস্কর দ্বারা তস্কর ধর।

যথার্থ পথে কন্টক থাকেনা।

রসনা ও আশাকে বশ কর।

অঙ্গীকার অপূরণে নানা দোষ ঘটে। যুবাকালকে আত্ম বশে রাখ, বৃদ্ধিকাল সহজেই বশীভূত থাকে।

গোলেবেসেনুয়া।

রাজা, কুমারের অমৃতাভিষিক্ত বাক্য শ্রবণ করিয়া সাতিশয় কুতূহলাবিষ্ট হইলেন এবং সভাসদ্গণের মুখাবলোকন পূর্ব্বক কহিলেম। বৎস আমাদিগের ধর্ম্মই সত্য বটে কিন্তু এ তরুণ বয়সে কিরূপে মৃগয়া কার্য্য সাধনে সমর্থ হইয়া দুঃসহ দুঃখ সহ্য করিবে তাহা আমার অন্তঃকরণে শেল স্বরূপ বিদ্ধ হইতেছে। যাহা হউক এক্ষণে তোমার এরূপ সৎপ্রবৃত্তি সন্দর্শনে অতি সন্তুষ্ট হইয়া অনুমতি প্রদান করিতেছি।

অনন্তর রাজকুমার সসৈন্যে মৃগয়ায় গমন করিলেন। প্রথমত এক নিবিড় অরন্যানী প্রবেশপূর্ব্বক তত্রস্থ পরম রমণীয় এক সুশোভনীয় সরোবর সন্নিকটে উপস্থিত হইলেন এবং দেখিলেন ঐ সরোবর তীরে হংসী হংস ক্রৌঞ্চ সারস প্রভৃতি জলচরগণ কলরব করিতেছে। সুকোমল কোমল সমূহের সৌরভ সকল সুস্নিগ্ধ শ্বসন সহকারে চারিদিকে সঞ্চারিত হইতেছে। অব্যাকুল অলিকুল মধু গন্ধে অন্ধ হইয়া গুণ২ ধ্বনি করত ইতস্তত ভ্রমণ করিতেছে। মনোহর পিকবর তরুবরোপরি উচ্চৈঃস্বরে

সুমধুর রব করিতেছে। চির প্রণয়িনী সারিকা সহ শুকগণ নিমিলিত নেত্রে পক্ষপুটে চঞ্চু বদ্ধ করত পরম সুখে শাখায়২ সহবাস করিতেছে। তথায় তরুণ পল্লব ফল কুসুম সমূহে সুশোভিত তরুগণের সুশীতল ছায়ায় কিয়ৎ কাল শ্রান্তি দূর করত দ্রুতগামী অশ্বারোহণ পূর্ব্বক ধনুর্ব্বাণ ধারণ করিয়া কুরঙ্গ সন্ধানে কাননে২ ভ্রমণ করিতে২ অনতিদূরে সহসা এক অত্যাশ্চর্য্যা মনোহারিণী হরিণী নিরিক্ষণ করিলেন। যেমন অচির প্রকাশিনী সৌদামিনী সন্দর্শনে ঘন২ ঘন নিনাদ হইতে থাকে সেইরূপ তাহার অলৌকিক রূপলাবন্যে বিমোহিত হইয়া ধনু হইতে শর নিক্ষেপ দ্বারা শব্দ করিতে লাগিলেন এবং অতি দ্রুত বেগে পশ্চাৎ২ ধাবমান হইলেন।

রামায়ণ আদিকাণ্ড।

ভূবন ত্রয়ের পরমপরি সুন্দর যে স্থান স্মরণে মানবগন দুস্তার ভব সাগর হইতে নিস্তার প্রাপ্ত হইতেছে কল্পতরু নামক তরুবর সকলের অভিলাষ পূর্ণকারী হইয়া সাক্ষী স্বরূপে যে স্থান আশ্রয় করিতেছে। সেই বৈকুণ্ঠ নাম্না নগরীতে বিচিত্র রত্নসিংহাসনে লক্ষ্মী সমভিব্যাহারে নারায়ন মনে২ অভিলাষ করিলেন আমি চারি অংশে অবতীর্ণ হইব অনন্তর স্বয়ং ভগবান রাম ভরত শত্রুঘ্ন এবং লক্ষণ এই চারি আখ্যা- ধারণ পূর্ব্বক উপবেশন করিলেন। লক্ষ্মীদেবী সীতা মূর্ত্তি ধারণ পূর্ব্বক বাম পার্শ্বে উপবেশন করিলেন। সুবর্ণমণ্ডিত রৌপ্যদণ্ড পরিবৃত্ত মুক্তা শ্রেণী সুসোভিত ছত্র ধারণ পূর্ব্বক লক্ষণদেব একপার্শ্বে দণ্ডায়মান রহিয়াছেন। ভরত শত্রুঘ্ন সুচারু চামর করে বিন্যস্তকরত অন্যপার্শ্বে রহিয়াছেন। অদ্বিতীয় প্রভু পরায়ণ পবননন্দন বিনীত ভাবে যোড় করে সুললিত স্তব করিতেছে। এমত সময়ে লোক ত্রতদর্শী নারদঋষি ত্রিত স্ত্রীবীনাতে তার মূর্চ্ছনা করত তান লয় শুদ্ধ বিশুদ্ধ হরি সঙ্গীতে নিমগ্ন হইয়া তথায় প্রবেশ পূর্ব্বক সেই চিত্ত চমৎকারিণী অভূত পর্ব্ব অত্যাশ্চর্য্যা শোভাসন্দর্শনে বিমোহিত হইয়া সাষ্টাঙ্গ প্রনতি পূর্ব্বক ভগবানের সমীপ হইতে প্রত্যাগত কালে মনে২ এই আন্দোলন করিতে লাগিলেন যে ভগবান নারায়ন কি নিমিত্ত অদ্য এরূপ রূপান্তর ধারণ করিলেন! যাহা হউক ইহা দেবাধিদেব মহাদেবের নিকটে জিজ্ঞাসা করিতে হইবে কারণ পঞ্চানন এবিষয়ের যথার্থ তত্ত্বজ্ঞ। পরে জগৎযোনি ব্রহ্মার সমভিব্যহারে কৈলাস পর্ব্বতে প্রস্থান করিলেন।

অনন্তর মুনিবর তথায় গমন পূর্ব্বক ত্রিলোকেশ্বরী বিশ্বেশ্বরী সমভিব্যাহারে একান্তে অসীন দেবাধিদেব মহাদেবের চরণ সরোজে

প্রণাম করিয়া কৃতাঞ্জলি পুটে দণ্ডায়মান রহিলেন এবং জগৎবিধাতা চতুরানন চতুরাননে ব্রহ্মস্বরূপে স্তুতি বাদ করিতে লাগিলেন। বিশ্বনাথ, উভয়ের প্রতি লক্ষ্য করিয়া সুমধুর বচনে জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন। বৎস নারদ, কি নিমিত্ত অদ্য উভয়ের সানন্দান্তঃকরণ সন্দর্শন করিতেছি। ব্রহ্মা বিনীতভাবে কহিতে লাগিলেন। হে বিশ্বগুরো, বৈকুণ্ঠেশ্বর কি নিমিত্ত চারিঅংশে অবতীর্ণ হইয়াছেন। ব্রহ্মার এরূপ বাক্য শ্রবণ করিয়া পঞ্চানন, ঈসদ্ধসিত পঞ্চানন বিস্তার করিয়া কহিতে লাগিলেন। ষষ্ঠিসহস্র বৎস পরে ত্রেতাযুগে এই রূপ ধরাতলে প্রকাশ হইবে। রাক্ষস বংশাবতংস দুর্বৃত্ত দশানন বধ করিবেন ও দশরথ গৃহে গর্ভত্রয়ে চারি অংশে জন্ম গ্রহণ করিবেন এবং পিতৃসত্য পালনার্থ বনে গমন করিবেন, ঘোরতর পাপপঙ্কে পঙ্কিল মানবগণ রাম নামোচ্চারণ করিয়া নিষ্পাপী হইয়া সংসার স্বরূপ জলনিধি সন্তরণ পূর্ব্বক কৈবল্য ধাম প্রাপ্ত হইবেন। ত্রিলোচনের এই মধুনিঃস্যন্দনি বাণী শ্রবণ করিয়া সুরশ্রেষ্ট ঈষৎ হাস্যকরতঃ কহিতে লাগিলেন। হে ধূর্জটি, ধরণিতলে কোন্ ব্যক্তি পাপাশক্ত হইয়া কাল যাপন করিতেছেন? বিধাতার বাক্য শুনিয়া মহাদেব কহিতে লাগিলেন। মধ্য পথে একজন মহা পাপী আছে, এই মাত্র শুনিয়া ব্রহ্মা এবং নারদ উভয়ে ভাবিয়া দেখিলেন যে চ্যবন মুনির পুত্র রত্নাকর, তাঁহার নাম পরে প্রকাশ পাইলেন, সেই রত্নাকর কানন মধ্যে দস্যু বৃত্তি দ্বারা অনেক নরহত্যা করিয়া কালাতিপাত করে অতএব তাহাকে রামনাম প্রদান করিয়া পাপরূপপিশাচের হস্তহইতে মুক্ত করিতে হইবে, এই বিবেচনা করিয়া ত্রিলোকেশ্বর মহেশ্বরের চরণ সরসীতে প্রণাম ও ভগবানকে প্রদক্ষিণ করিয়া উভয়ে সন্ন্যাসীর বেশ ধারণ পূর্ব্বক রত্নাকরের সমীপে উপস্থিত হইলেন। রত্নাকর সে দিবস কোন ব্যক্তিকেই সে পথে গমন করিতে না দেখিয়া বিষন্ন বদনে বৃক্ষ শাখার উপরিভাগে বসিয়া আছেন এমত সময়ে ঐ দুই ব্যক্তিকে দর্শন করিয়া আহ্লাদিত হইলেন।

মহাভারত।

পরম পরিশুদ্ধ সুখভাজন সর্ব্বজন মনোরঞ্জন নৈমিষ কানন যিনি স্নেহ বশীভূত তরুণ তরুগণেরশাখা বিস্তার রূপ বাহু প্রসারণ দ্বারা বোধ হয় যেন কলুষ সঙ্কুচিত মলিন বেশধারী মনুষ্যগণকে পবিত্র করিবার নিমিত্ত আহ্বান করিতেছেন। সেই পুণ্যাটবী মধ্যস্থলে শনকাদি মহর্ষি গণ দ্বাদশ বৎসর পর্য্যন্ত যজ্ঞস্থলে অগ্নি মুখে হোমকার্য্য নির্ব্বাহ করিতেছেন

এমত সময়ে পরম ধর্ম্ম পরায়ণ লোম হর্ষণ নন্দন, ব্যাসপোদেশ দ্বারা সর্ব্ব শাস্ত্র বিশারদ, সৌতি, তথায় মুনি গণের সমীপে গমন পূর্ব্বক সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করিলেন। মুনিজনেরা আশীর্ব্বাদ করিয়া আসন গ্রহণ করিতে কহিয়া কৌতুহলাবিষ্টচিত্তে কহিতে লাগিলেন। অহে সূতসুত, তোমার পিতা বহু শাস্ত্রজ্ঞ ছিলেন, নানাবিধ বিচিত্র পুরাণ কথন দ্বারা আমাদের আনন্দ সম্পাদন করিতেন, তুমি তাঁহার পুত্র, জিজ্ঞাসাকরি বল দেখি ভৃগু বংশ কিরূপে উৎপন্ন হইল? এই মাত্র করিয়া ঋষিগণ শ্রবণ করিতে লাগিলেন। মহানুভব সৌতি আপনাকে কৃতার্থম্মন্য বোধ করিয়া আনন্দোৎফুল্ল চিত্তে ব্যাস বিরচিত চিত্ত চমৎকারিণী কথা কহিতে আরম্ভ করিলেন। ভগবান ভৃগুমুনি, বিশ্বযোনি কমল যোনির সন্তান, পুলোমা নামে তাঁহার পরম সুন্দরী রমণী ছিল। কালক্রমে রূপসীর গর্ভ সঞ্চার হইলে একদা তপোধন, গর্ভবতী সেই পুলোমা সতীকে গৃহে রাখিয়া স্নান করিবার নিমিত্ত গমন করিলেন।

এমত সময়ে অতি ভয়ঙ্কর এক দৈত্যবর আগমন পূর্ব্বক গৃহ মধ্যে একাকিনী সেই সিমন্তিনীকে সন্দর্শন করতঃ মন্মথ বানে প্রপীড়িত হইয়া বলাৎকার বাসনায় সম্মুখে দণ্ডায়মান হইয়া অগ্নির প্রতি দৃষ্টি পাত্ করিয়া কহিতে লাগিল। হে বহ্নি, তুমিত জান যে এই পুলোমা রমণীর পিতা আমার সহিত ইহার বিবাহের কথা স্থির করিয়া আমাকে নাদিয়া ভৃগু মুনিকে বিবাহ দিলেন কিন্তু বিচার সিদ্ধ একামিনী আমারই গৃহিণী হইতে পারে অতএব আমি ইহাকে লইয়া যাই, এই মাত্র কহিয়া পুলোমা সতীকে স্বহস্তে ধারণ পূর্ব্বক তথা হইতে সত্বর প্রস্থান করিলেন।

অনন্তর পতি প্রাণা পুলোমা সাশ্রুপূর্ন্ন লোচনে উচ্চৈঃস্বরে বহু বিলাপ সম্বলিত রোদন করিতে লাগিলেন। পুলোমার গর্ভশয্যায় শয়ান বালক, জননীর যন্ত্রণা দেখিয়া গর্ভ হইতে প্রচণ্ড বেগে সূর্য্যেরন্যায় বহির্গত হইয়া দুর্ব্বৃত্ত দৈত্যের কেশাকর্ষণ পূর্ব্বক কালের করাল গ্রাসে নিক্ষেপ করিল। পরে সুরজ্যেষ্ঠ, সুর পুরহইতে তথায় আগমন করিয়া পুত্র বধূ পুলোমার শোকাবেগ প্রিয় বচন দ্বারা শান্ত্বনা করিয়া সুরলোক গমন করিলেন। পুলোমা তৎক্ষণাৎ প্রসূত তনয়কে ক্রোড়ে করিয়া গৃহে প্রত্যাগমন পূর্ব্বক দুঃখান্বিতা হইয়া উপবেশন করিলেন।

আরব্য উপন্যাস

পারস্যের অধিপতি যতেক রাজন।
করিতেন সসিনিয়ান উপাধি ধারণ॥
পূর্ব্বেতে ভারতবর্ষ আদি চীন দেশে।
করিয়া ছিলেন বৃদ্ধি রাজ্য পরিশেষে॥

তাঁহাদের বংশাবলী মধ্যে একজন।
সদাচার সুবিচারে অতি বিচক্ষণ॥
যেমন অর্জুন পাণ্ডুবংশে সমুদ্ভব।
সেই মত ধর্ম্ম কর্ম্মে বুদ্ধের অর্ণব॥
সু শাসনে সন্তান সমান প্রজাগণে।
পালিতেন ভূপতি সুনীতি প্রদর্শনে॥
দোর্দ্দণ্ড পরাক্রমে দণ্ডধর সম,
শঙ্কায় শঙ্কিত অন্যযত নরোত্তম,,
জন্মিল ভূপের দুই অপূর্ব্ব কুমার,
রূপে গুণে যেমন সু কুমার কুমার,,
সেই প্রজারঞ্জন রাজন কিছু কালে,
পড়িলেন কালের করাল আস্য জালে,,
শহরিয়ার নামে তাঁর অগ্রজ কুমার,
বসিলেন সিংহাসনে লয়ে রাজ্য ভার,,
কনিষ্ঠ তাহার সুত সাহজনান নাম,
অতি শিষ্ট মিষ্ট ভাষী হাস্য অভিরাম,,
রাজ্য সুখে যদিও বঞ্চিত সেতনয়,
তথাপি জ্যেষ্ঠের দ্বেষ্টা কভু সেত নয়,,
কনিষ্ঠ ভ্রাতারে দেখি অতি সদাশয়,
শহরিয়ার স্নেহ রস হইল উদয়,,
মহাতাতার নামে অধীনে যে দেশ,
প্রদান করিলা তারে হইয়া বিদ্বেষ,,
তাতারে আসিয়া সাহজনান ভূপতি,
করিলেন সমর কন্দে রাজধানী স্থিতি,,
পুত্রসম প্রজাগণে পালেন যতনে,
সত্য পরায়ণ সদা ধর্ম্ম অনুষ্ঠানে,,
অনন্তর কয়েক বৎসর হইলে গত,
শহরিয়ার পাঠান মন্ত্রীকে করি দূত,,
যাহ সেই তাতার রাজ্যে ওহে মন্ত্রিবর,
যথায় আছেন মম প্রাণের দোসর,,
দেখিতে বাসনা মোর হয়েছে অন্তরে,
ত্বরায় আনহ তারে পারস্য নগরে,,
রাজারে প্রণাম করি চলে মন্ত্রিবর,
উপনীত হৈল রাজধানীর ভিতর,,
পুরীর শোভায় মন্ত্রী মোহিত হইয়া,
নিরীক্ষণ করে চারি দিক নিরখিয়া,,
মন্ত্রীরে তথায় দেখি কোন দ্বারপাল,
আসিয়া সংবাদ দিল যথায় ভূপাল,,
মন্ত্রী আগমন বার্ত্তা শুনিয়া রাজন,
সাক্ষাৎ করিতে যান সহ বন্ধুগণ,,
সাদরে সম্ভাষি তারে আনিয়া ভবনে,
জিজ্ঞাসেন কুশল সুমধুর বচনে,,
কহ মন্ত্রী কেমন আছেন সহোদর,
কিকারণে এখানে আসিলে একেশ্বর,,
মন্ত্রী কহে বহুদিন নাহেরে তোমারে,
পাঠালেন রাজন তোমারে লইবারে,,
মন্ত্রীর শুনিয়া বাণী কহেন তখন,
আমার যাইতে তথা হয়েছে মনন,,
যথেষ্ট বাসেন ভাল অগ্রজ আমারে
ততোধিক আমি তাঁরে ভাবি নিরন্তরে
নির্বিঘ্নেতে রাজ্য মম আছয়ে সম্প্রতি
কিছু দিন এই স্থানে কর অবস্থিতি
সাহজনান মন্ত্রীরে কহিলা এইমত
চলিলেন অন্তঃপুরে হয়ে আনন্দিত
রাণীর নিকটেতে গিয়া কহেন রাজন
পারস্য নগরে মোর হইবে গমন
বিদায় করহ প্রিয়ে মধুর বচনে
কিছু দিন পরে দেখা হবে তবসনে
এতবলি রাজন শিবিকা আরোহনে
চলিলেন মন্ত্রীসহ সানন্দিত মনে
যামিনী হইল অর্দ্ধ যাইতে যাইতে
প্রিয়সির চন্দ্রানন পড়িল মনেতে
ওহে মন্ত্রী ক্ষণেক বিলম্ব তুমি কর
প্রয়োজন হইল যাইব অন্তঃপুর
অশ্ব আরোহনে যান একাকী নির্জ্জনে
এককালে অন্তঃপুরে রাণী বিদ্যমানে
হেথায় রাজায় দেখি পারস্যে গমন
মহিষী হইয়ে খুসি পরে অভরণ
অঙ্গনা অঙ্গনা করি সুরূপে মার্জ্জন
পরিলেন বহু মূল্য অপূর্ব্ব বসন
বিরল প্রণয়ি এক কর্ম্মচারী লয়ে
বসিলেন রূপসী পালঙ্গোপরি গিয়ে
আলিঙ্গনে অবশ হইয়া দুইজন
সুখে যায় নিদ্রা অতি হয়ে অচেতন
রাজন ভাবেন প্রিয়ে অতি ভালবাসে
ধীরে ধীরে গৃহে যাই প্রিয়সীর পাশে
আমাকে দেখিলে পুনঃ আহ্লাদিতা হবে
হাসি হাসি কৌশল কতই প্রকাশিবে

দেখেন রাজন গিয়া রাণীর ভবনে
পুরুষের সহরাণী আছেন শয়নে

কপট কিঙ্কর ও অসভ্য শেখর উভয়ের আক্ষেপউক্তি।

অধর্ম্মের অধীশ্বর, দোর্দণ্ড দণ্ডধর,
দণ্ডধর সমরাজ্য করে।
কিজোর শাসন তার, পুণ্যকরে হাহাকার
হুহুঙ্কার পাপ পুঞ্জে করে॥
শিষ্টের শাসনাচারী, দুষ্টদলে ইষ্টকারী
রুষ্টবাক্যে তুষ্ট সর্ব্বক্ষণ।
যত সভাসদ তার, কি আশ্চর্য্য কব কার
যে আকার যে করে ধারণ॥
ভূপতির আজ্ঞাবলে, বায়জোরে মফস্বলে
নাম ধরে অসভ্য শেখর।
কলেবলে কতছলে, দুদিকে দুজনচলে
আর নাম কপট কিঙ্কর॥
অঙ্গভঙ্গে কতরঙ্গে, কলীঙ্গে সৌরঙ্গে
অঙ্গে, রাঢ়ে বঙ্গে যত ছিল দেশ।
ক্রমে২ ভ্রমে ভ্রমে, উভয়েতে সসম্ভ্রমে,
একত্র হইল অবশেষ॥
উভয়ে প্রিয় সম্ভাষি, ঈষৎ ঈষৎ হাসি,
করে করে সেকেন করিল।
মাইগুড় ফ্রেণ্ডকম, কওদেশের কিরকম,
যেরকম সুদৃষ্ট হইল॥
পরস্পর এইরূপে, রসিকতা রসকূপে,
হাস্য রসে বিমোহিত হয়ে।
যে দেশের যে আচার, ক্রমে করে
সুপ্রচার, গুণাগুণ বিচার করিয়ে॥

পয়ার।

কপট কিঙ্কর কহে যোড় করি কর।
দেশের আচারে প্রাণ কাঁপে থর থর॥
যখন যেখানে থাকি দেখি অত্যাচার।
দেশে২ রাজার কি এত অবিচার॥
জানাব এখনি আজি রাজার নিকটে।
জানেনা পড়িবে সবে কি ঘোর সঙ্কটে॥
শুন ভাই অসভ্য শেখর প্রাণাধিক।
কি আর কহিব প্রাণে সহেনা অধিক॥
জ্বলন্ত অনল সম জ্বলিছে অন্তর।
দুঃখের উদ্রেকে দেহ দহে নিরন্তর॥
কি কব লোকের কথা প্রাণে ব্যথা পাই।
শোকাগ্নি দাবাগ্নি সম কিসে ভাই নিভাই॥

ত্রিপদী

কোথায় বলাৎকারে, পরের রমণী ধরে,
সুখে সদা করিবে রমণ
সে আচার গেল দূরে, নিজ২ রমণীরে
নিরন্তরে করে আলিঙ্গন।
দেখ ভাই অনুচিত, চামারে সেলায়যুত
সদব্রাহ্মণ রাজত্বে থাকিতে
এঅন্যায় অনাচারে, যথা আইন অনু
সারে, ভূপতিরে হবে সাজাদিতে॥
হায় একি নীচ জাতি, করিতে দেশে
বসতি; দ্বিজগণে প্রণমে সকলে
একি পাপ বাপুরে বাপ্ পদে২ মনস্তাপ
অনুতাপ ফুরাবে মরিলে॥
ধন্য২ দেশাচার, কেবা করে বিধিকার,
বুঝাতার আকার ইঙ্গিতে।
দোষ গুণ কবকার, মহারাজের অধিকার
অধিক আর না পারি কহিতে।

ইদমধিকং।

অসভ্য শেখর শুনি, কপট কিঙ্কর বাণী,
দন্তে কহেশুন প্রাণাধিক।
যা দেখেছ সত্যবটে, কহিতে হৃদয়ফাটে
যথা সোপাপিষ্ঠ স্তুতোধিক॥

অঙ্গনার আচরণে, অঙ্গনা থাকে চরণে
রঙ্গসদা, নিজ পতিসনে।
কববাকি আছে বাকি, কেবা কি রেখে-
ছে বাকি, বাকিমাত্র বারি দুনয়নে
পরিবে সিন্দূর কোথা, জঘন উপরে যথা
কেন মাথা সাজায় কিদুখে
কি দোষে কামিনীগণ, বেশেকরে অয
তন, দেখে সদা দুঃখী সেই দুখে
পৃষ্ঠের ভূষণ যাহা, নয়নে পরেছে তাহা
নেত্র মনোরঞ্জন অঞ্জন
অলক্ত কিশোভা পায়, নেত্রে যত শোভা
পায়, হাসি পায় পায়ের ভূষণ॥
দেখে করি হাহাকার, বক্ষে পরে মণি
হার, কিবাহার তাহে আছে বল।
সেহার পরিলে পদে, চমতকার পদে
পদে, পদে পদে হইত উজ্বল॥
শ্রবণ ভূষণ পরে, নাসিকার অগ্রসরে,
এহইতে আর কি যাতনা
একিরীত বিপরীত, উচিত কি অনুচিত
হিতাহিত নাহি বিবেচনা॥
সুরূপা রমণীগণে, বেশভূষা আচরণে,
উদার পিণ্ডুবুদার ঘাড়ে হেরি।
দেখে২ অবাক্ ভাই, কাশী যাই কি মক্কা
যাই, হে গৌরাঙ্গ আজইবল মরি॥

পাপ পুণ্য।

অনীশ্বর বাদি ভিন্ন পৃথিবীর সর্ব্বদেশীয় সকল জাতীয় লোকেই পাপ পুণ্য স্বীকার করিয়া থাকে, কিন্তু ভিন্ন২ জাতির ভিন্ন২ মত আছে ফলতঃ ঈশ্বর সত্তার প্রতি যাহারা দৃঢ় বিশ্বাস করে তাহারা পাপ পুণ্যও মান্য করে, নাস্তিক দলের মধ্যে চার্ব্বাক মতাবলম্বীরাও নাম ভেদে পাপ পুণ্য স্বীকার করে অর্থাৎ তাহারা পাপ ও পুণ্যকে মানসিক সুখ ও দুঃখ বলে, পাপ পুণ্যের অন্য ফলাফল গ্রাহ্য করেনা।

পাপ পুণ্যের অন্য নাম ধর্ম্ম ও অধর্ম্ম, জগদীশ্বর মনুষ্যদিগের সুখসম্পাদনের নিমিত্ত নানা উপাদেয় বস্তু সৃষ্টি করিয়াছেন এবং তাহারদিগকে বুদ্ধি বৃত্তি ও জ্ঞান প্রদান করিয়া পরীক্ষা জন্য পাপ ও পুণ্য এই দুই পথ সৃষ্টি করিয়াছেন, পাপ পথ অতি বিস্তীর্ণ এবং আপাতত দেখিতে সহজ অথচ পরিণামে দুঃখপ্রদ এবং পুণ্য পথ অতি সঙ্কীর্ণ এবং আপাতত দেখিতে কঠিন কিন্তু পরিণামে সুখদ। অধর্ম্ম পথ আপাতত দেখিতে সহজ ও ধর্ম্ম পথ আশু কঠিন বোধ হয়, তৎকারণ এই যে পরের অনিষ্ট করাপেক্ষা অধিক পাপকর কার্য্য সংসার মধ্যে আর নাই, এবং পরোপকারাপেক্ষা ধর্ম্মও নাই, কিন্তু অপকার করা অতি সহজ কথা, উপকার করা অতি কঠিন কার্য্য এই জন্য অধিকাংশ লোক ভ্রান্ত বুদ্ধিতে বৃথা সুখ প্রাপ্তি লালশায় পাপ পথের পান্থ হইয়া চরমে পার ঐহিক যাতনা ও অন্তে অনন্ত নরকাগ্নি তাড়না সহ্য করে।

জগৎ স্রষ্টার নিয়মোল্লঙ্ঘন করাই মহাপাপকর কার্য্য, দেখ, সামান্য রাজ নিয়ম লংঙ্ঘন করিলে প্রাণ পর্য্যন্ত দণ্ড হয় তাহাতে সেই বিশ্ব-

রাজের নিয়ম লঙ্ঘনে মহা পাপ জন্মে ও দারুণ শাস্তি হয় তাহার সন্দেহ কি? আর তাঁহার নিয়ম পালন করাই পুণ্য কার্য্য, সেই নিয়ম নানা প্রকার। ধৃতি, ক্ষমা, দমঃ, অস্তেয় শৌচ অর্থাৎ শুচিতা, ইন্দ্রিয় নিগ্রহ, ধীঃ, বিদ্যা, সত্য, অক্রোধ প্রভৃতি ধর্ম্মের অনেক লক্ষণ আছে, কিন্তু মালা তিলক প্রভৃতি বাহ্যিক ধর্ম্ম লক্ষণে তাঁহার নিয়ম পালন হয় না।

মনুষ্য কিজন্য অধার্ম্মিক হয়?

ইহার মূলানুসন্ধান অতি কঠিন কর্ম্ম, মূর্খতা ও ধন হীনতা অধার্ম্মিক হওনের মুখ্য কারণ, অধর্ম্ম প্রবৃত্তি মনুষ্যদিগের স্বভাবসিদ্ধ, বিদ্যা দ্বারা সেই সকল কুপ্রবৃত্তি লোপ হইয়া ধর্ম্ম বুদ্ধি উদয় হয়, কিন্তু বাল্যকালাবধি বিদ্যা শিক্ষার সঙ্গে২ ধর্ম্ম শিক্ষা নাপাইলে বিদ্যা সত্তেও লোক অধার্ম্মিক হয়, তন্নিমিত্ত বাল্যকালাবধি ধর্ম্ম প্রবৃত্তি সতেজ করা আবশ্যক।

বিদ্যা হইতেই সৎ অসৎ বিবেচনা জন্মে, পূর্ব্বে উল্লেখ করা গিয়াছে "অধর্ম্ম প্রবৃত্তি মনুষ্যদিগের স্বভাব সিদ্ধ" তাহা এক্ষণে প্রমাণ হইতেছে, যদি অধর্ম্ম প্রবৃত্তি স্বভাব সিদ্ধ না হইত তবে বিদ্যা ও জ্ঞান শিক্ষা না করিলেও মনুষ্যের মনে কদাপি অসৎ প্রবৃত্তির উদয় হইত না, তাহা হওয়াতেই সুতরাং প্রতিপন্ন হইতেছে, অসৎ প্রবৃত্তি মনুষ্যের স্বভাবসিদ্ধ, অতএব মূর্খতাই যে অধার্ম্মিক হওনের এক মূল কারণ তাহার কোন সন্দেহ নাই।

দ্বিতীয়তঃ ধনহীনতা মূর্খতা অপেক্ষাও অধিক অনিষ্টকর, বিদ্বান লোকেরাও ধন হীন হইলে অধর্ম্মাচরণ করে, অর্থের অভাবে লোকে মিথ্যা কহে, প্রবঞ্চনা করে, চুরি করে, মনুষ্য হত্যা করে, ইত্যাদি সর্ব্ব প্রকার দুষ্কৃরাচরণে রত হয়।

হিংসা।

রিপু দল মধ্যে হিংসা সর্ব্বাপেক্ষা অপকারক ও প্রবল রিপু, হিংসার পরপাপনাই, হিংসা দুই প্রকার। প্রথম দ্বেষ দ্বিতীয় হিংসা।

অন্যের সুখ দেখিলে মনো মধ্যে স্বভাবত কেবল অসুখ মাত্র বোধ হয় তাহাকেই দ্বেষ কহাযায়। আর অন্যের সুখ ভঙ্গ করিয়া আপনি সেই সুখে সুখী হইবার ইচ্ছাকে হিংসা-বলে। এই হিংসা হইতেই নানা বিষ ময় ফল উৎপন্ন হয়, অকারণে অহ রহঃ মনোমধ্যে দারুণ অসুখ উদয় হয়, যাহার সহিত কস্মিন্ কালে শাত্রবভাব নাই এবং যে ব্যক্তি উপকার ব্যতীত কখন অপকার করে নাই এমত নিরীহ লোকের সুখ হরণ করিতেও হিংসা সহসা উদ্যত হয়, অন্যের আন্তরিক সুখ দুঃখ বিবেচনা ব্যতীত হিংসা তাহার সহিত অবস্থা পরিবর্ত্তন করিতে চাহে অতএব হিংসাকে অন্ধ বলিতে হইবেক

আমরা ব্যাঘ্রাদি জন্তুকে হিংস্রক পশু বলিয়া থাকি বাস্তবিক মনুষ্য অপেক্ষা তাহারা অধিক হিংস্রক নহে, জগদীশ্বর যেই জন্তুকে মাংসাশী করিয়াছেন তাহারা উদর পূরনার্থেই অন্য জীব নষ্টকরে, হিংসা না করিলে তাহারদিগের জীবন রক্ষা হয়না এজন্য তাহারা অন্যের সুখ ভঙ্গ করিয়া আত্ম সুখ সম্পাদন করিতে বাধ্য হয়, যে পশুরা মাংসাশী নহে তাহারা যে অন্য জীবের হিংসা করে সে কেবল আত্ম রক্ষার্থে, কিন্তু মনুষ্য জাতি ব্যাঘ্রাদি অপেক্ষা ও অধিক হিংস্রক ও নৃশংস, তাহারা অকারণ প্রাণি হিংসাকরে, বনজাত শাক ও শস্যাদি দ্বারা সচ্ছন্দে উদর পূরণ ও জীবন রক্ষা হইতে পারে সেই দগ্ধ উদরের জন্য লোকে কি২ দুষ্কৃয়াচরণ না করিতেছে? কিঞ্চিৎ অলিকামোদের জন্য মৃগয়াচ্ছলে লোক কত শত প্রাণিনাশ করিতেছে। বিশ্ব সৃজ মনুষ্য শরীরে যে প্রকার সুখ দুঃখানুভবের শক্তি দিয়াছেন কীটানুকীটেরাও তত্তুল্য সুখ দুঃখ অনুভব করে, অতএব অকিঞ্চিৎকর ইন্দ্রিয় সুখ চরিতার্থে সেই অমূল্য জীব হিংসা করা কি সামান্য কলুষ কর কার্য্য? হিংসা দ্বারাই মনুষ্যেরা এই সকল ভয়ঙ্কর দুষ্কার্য্যে প্রবৃত্ত হইতেছে অতএব এমত অনিষ্টকর পাপ রিপুকে সর্ব্বতোভাবে বশীভুত করা মনুষ্যের অতি কর্ত্তব্য। কিঞ্চিৎ বিবেচনা করিয়া চলিলেই হিংসা দমন হইতে পারে, যখন মনোমধ্যে হিংসাবেগ প্রবল হয় তখন বিবেচনা করিতে হইবেক যে ইহ সংসার মধ্যে আমার অপেক্ষা কত সহস্র২ লোকের হীন অবস্থা আছে, তাহারা কেন আমার অবস্থার প্রতি হিংসা নাকরে? তবে আমি কেন অন্যের হিংসা করি? আপনা আপনি এইরূপ আলোচনা করিলেই তৎক্ষণাৎ হিংসা নিবৃত্তি হয়।

সমাচার।

ইউরোপ খণ্ডের মহাসমর আপাতত নিবৃত্তি হইয়াছে, সন্ধি বন্ধনের নিমিত্ত ফ্রেঞ্চ রাজধানী পেরিস নগরে এক সন্ধি সভা হইয়াছে, ঐ সভায় সকল রাজাদিগের সম্পূর্ণ ক্ষমতাবিশিষ্ট রাজ প্রতিনিধিরা সমাগত হইয়া সন্ধি ধার্য্য করিয়াছেন।।

লার্ড ডেলহৌসি বাহাদুর অযোধ্যার রাজাকে রাজচ্যুত ও তদ্রাজ্য ব্রিটিসাধিকার ভুক্ত করিয়া দেশ গমন করিয়াছেন, ইংলণ্ডে ঐ বিষয়ের মহা আন্দোলন হইতেছে অযোধ্যার রাজা ও কলিকাতা আসিয়াছেন, তাঁহার ও ইংলণ্ড গমনের মানস আছে, অযোধ্যার প্রধান কমিস্যনর জেনেরেল ঔটরাম সাহেব দেশ গমন করিয়াছেন।

এবর্ষে বানের প্রাবল্যে ভাগীর-

ধীতে অনেক নৌকা হানি হই তেছে। লার্ড কেনিং বাহাদুর ভার তবর্ষের গবর্ণর জেনেরেলি পদে অভিষিক্ত হইয়াছেন, বোধহয় তদ্দ্বারা ভারতবর্ষীয় প্রজাদিগের উন্নতি হইবেক।

যশোহর জেলার উত্তর পশ্চিমে এক ভয়ানক ঝড় হইয়া অতিবৃহদবৃক্ষ সকল সমূলে উৎ পাটিত ও শত২ নৌকা জল মগ্ন এবং সহস্র২ গৃহ ভগ্ন হইয়াগিয়াছে। মফস্বলের মধ্যে অনেক স্থানে ওলাউঠা ও বসন্ত রোগে অনেক প্রাণি হানি হইতেছে।

সদর আদালতের রেজিস্টেরি পদে মেং জে ওয়াকফ সাহেব নিযুক্ত হইবেন, তিনি পূর্ব্বে ডাকাইত ধৃত করণীয় কমিস্যনর ছিলেন, তাঁহার শাসনে হুগলি কৃষ্ণ নগর বর্দ্ধমান প্রভৃতি জেলার দস্যুরা দস্যু বৃত্তি ত্যাগ করিয়াছে,

বাঙ্গাল বেঙ্কের অনেক নোট এক্ষণে জাল হইতেছে, সকল সংখ্যার নোটের এক প্লেট হওয়াতে প্রবঞ্চকেরা কৃত্রিম করনের বিলক্ষণ সুযোগ পাইয়াছে

প্রাণকৃষ্ণ হালদার নামক ব্যাক্তি জাল দলিল করণাপরাধে ধৃত হইয়া শেসনীয় বিচারে অর্পিত হইয়াছেন।

গত মাসের শেষে কলিকাতা নগরে একজন আরমানি ও এক জন ব্রাহ্মণ ও কয়েক জন কিরাঙ্গী আত্মঘাতী হইয়াছে

কেরি ষ্টিমরের আঘাতে আর মানি ঘাটে একখানি ডিঙ্গি ডুবিয়া কয়েক জন লোক পঞ্চত্ব পাইয়াছে।

একটা গাড়ির ঘোড়ার পদাঘাতে তিন জন লোক মরিয়াছে।

গত অমাবশ্যার বানের বেগে ২জন লোক জলমগ্নে প্রাণত্যাগ করিয়াছে, তাহারা ঘাটে স্নান করিতেছিলেন।

ইণ্ডিগো প্লান্টরস এসোসিএসন নামক সভার মেম্বরেরা ইংলণ্ডীয় পার্লিয়ামেণ্ট সভার কমন্স হৌসে এক আবেদন পত্র পাঠাইয়াছেন, আবেদনের অভিপ্রায় এই যে, ভারতবর্ষীয় দেওয়ানি ফৌজদারাদি আদালতের রীতি নীতি সংশোধন হয়।

গত মাসাবধি ভারতবর্ষের চতুর্দ্দিকে মহামারী উপস্থিত হইয়াছে, ওলাউঠা বসন্তাদি রোগে অনেক লোক পঞ্চত্ব পাইতেছে, কিন্তু এক পক্ষ পূর্ব্বাবধি অনেক স্থানে বৃষ্টি হওয়াতে রোগ ও গ্রীষ্ম বল অনেক হ্রাস পড়িয়াছে।

অযোধ্যার পদচ্যুত রাজা টিটা গড়ের বাগানে আসিয়া অবস্থান করিতেছেন তাঁহার সহিত অধিক লোক নাই, তিনি ত্বরায় ইংলণ্ড গমন করিবেন।

৩০ মার্চ দিবসে পেরিস নগরের সন্ধি সভায় সন্ধি ধার্য্য হইয়াছে।

বিজ্ঞাপন।

ঘড়ির ন্যায় নূতন এক দিবাজ্ঞাপক ও ডেলি ইণ্ডি-কেটর ইংরাজি ও বাঙ্গালা বৃহদক্ষরে মুদ্রিত হইয়াছে তাহাতে ১২৬২ অবধি ১২৭০ পর্য্যন্ত, ইংরাজি ১৮৫৬ অবধি ১৮৬১ পর্য্যন্ত সন মাস বার ও দিন সর্ব্বক্ষণ দৃষ্ট হইবে, ইহার ঘড়ির ন্যায় কাঁটা আছে। ইহার মূল্য স্বাক্ষর কারির প্রতি ।৵ আট আনা এবং বিনা স্বাক্ষর কারির প্রতি ১ টাকা মাত্র নির্দ্ধারিত হইল

সমাচার সুধাবর্ষণ নামক প্রাত্যহিক পত্র হিন্দীতে ও বাঙ্গালাতে বিরচিত হইয়া প্রতিদিন প্রকাশ হইতেছে তাহা যদ্যপি কোন ব্যক্তির আবশ্যক হয় তিনি বাড়বাজারে সুধাবর্ষণ যন্ত্রালয়ে শ্রীশ্যাম সুন্দর সেনের নিকট পত্র লিখিলে পাইতে পারিবেন, যাঁহারা পারস্য ভাষার অনুশীলন করেন তাঁহারদিগের ও ব্যব সায়ি দিগের পক্ষেও ইহা বিশেষ উপকারে আসিবেক মাসিক মূল্য এক তঙ্কা অগ্রিম বাৎসরিক মূল্য ৮ তঙ্কা মাত্র।

আমি হাবড়ার গবর্ণমেণ্ট ইস্কুলেতে এব পুস্তকা-লয় সংস্থাপন করিয়াছি তাহাতে নানা বিধ ইংরাজি ও বাঙ্গালা ইস্কুলবৈ এবং কাগজ কলম প্রভৃতি সংগ্রহ করি য়াছি যে কোন ব্যাক্তির প্রয়োজন হইবে তথায় মূল্য কিম্বা লোক প্রেরণ করিলে সুলভ মূল্যে পাইতে পারিবেন।

শ্রী শ্রীনাথদত্ত

তৃতীয় শিক্ষক

অনুষ্ঠান পত্র।

বিদ্বজ্জনগণ সমীপে বিনয়ান্বিত নিবেদন মেতৎ বর্ত্তমান সুসভ্য ভূপালাধীনে ভারতবর্ষ মধ্যে বঙ্গ ভাষার অতীব উন্নতি হইয়াছে, রাজোৎসাহে উৎসাহী হইয়া দেশীয় লোকেরা ইংরাজী পারসী আরবী সংস্কৃত প্রভৃতি ভাষা হইতে বিবিধ সদ্গ্রন্থ বাঙ্গালা ভাষায় অনুবাদ তথা সুললিত গদ্য পদ্যে নানা পুস্তক রচনা করিতেছেন, বহু লোকে সেই সকল গ্রন্থ সাদরে পাঠ করিয়া কৃতবিদ্য হইতেছেন এবং তাহাতে গ্রন্থ কর্ত্তাদিগের ও শ্রম সফল হইতেছে।

সদ্গ্রন্থ পাঠে লোকের উৎসাহ দৃষ্টে আমরা সাহস পাইয়া সম্প্রতি টেলিমেকসের ভ্রমণ বৃত্তান্ত নামক এক ইংরাজী পুস্তক অনুবাদে প্রবৃত্ত হইয়াছি, উক্তপুস্তক বহু কালপূর্ব্বে গ্রীক ভাষায় অনুবাদিত হয়। এই গ্রন্থ নানা অদ্ভুত বৃত্তান্ত ও সদ্দেশ এবং রাজনীতি ইত্যাদি নানা সৎপ্রবন্ধ পূরিত যাহা পাঠে নিঃসন্দেহেই বালক যুবা বৃদ্ধ ত্রিবিধ লোকের মনোরঞ্জন ও উপকার হইবেক।

প্রসিদ্ধ প্রাচীন গ্রীক রাজ্যান্তর্গত ইথাকা দেশীয় বিখ্যাত রাজা ইউলিসিস ট্রয় যুদ্ধ জয় পরে মন্দ ভাগ্য ফলে অনুদ্দিশ্য হইলে তৎপুত্র টেলি মেকস মহাজ্ঞানি মেণ্টরের সহিত পিতৃ অন্বেষণে নানা দিগ দেশে গমন করেন, এই গ্রন্থে তাহারি আনু পূর্ব্বিক বৃত্তান্ত বর্ণিত আছে।

পুস্তক ২৪ অধ্যায়ে বিভক্ত, তাহার সমগ্র অনুবাদ এককালে প্রকাশ করণে দীর্ঘ কাল সাপেক্ষ করে অধিকন্তু মূল্য ও অধিক বোধ হইবেক, গ্রাহক গণের মধ্যে অনেকে একদা মূল্য প্রাদানে ক্লেশ বোধ করিতেও পারেন, তৎজন্য আমরা এক২ অধ্যায় পৃথক রূপে মুদ্রিত করনের মানস করিয়াছি। ফরমা হিসাবে মূল্য গ্রহণ করিব, পুস্তকের আকার, অকটেবো সাইজ, অর্থাৎ প্রচলিত প্রমাণ ৮ পেজী ফরমা হইবেক, প্রতি ফরমার মূল্য আনা নিরূপণ করাগেল।

এক্ষণে গ্রাহকগণের নিকট কিঞ্চিৎ সাহস ও উৎসাহ প্রাপ্তি আবশ্যক করে নচেৎ পুস্তক প্রকটনের আর কোন বিলম্ব নাই অলমিতি।

বঙ্গবিদ্যা প্রকাশিকা পত্রিকা

৬ সংখ্যা।

নির্ঘণ্ট।

বিবরণ।	পত্রাঙ্ক।
ঈশ্বর তত্ব	৮১
আশা	ঐ
সত্য	৮২
কলির মাহাত্ম্য	৮৩
মায়া কি চমৎকার) পদার্থ	৮৪
নীতিবাক্য	৮৫
মেঘ	৮৭
ন্যায়	৮৮
দৃষ্টান্ত বাক্য সংগ্রহ	৮৮
রামায়ণ আদিকাণ্ড	৮৯
মহাভারত	৯১
আরব্যউপন্যাস	৯৩
গোলবেসেনুয়া	৯৪
মহারাজা কৃষ্ণ চন্দ্র রায়ের জীবন চরিত্র	৯৫
ঢাকাস্থ বন্ধুর পত্র	ঐ

কলিকাতা।

সমাচার সুধাবর্ষণ যন্ত্রে মুদ্রিত হইল

সন ১২৬২ সাল

মূল্য / আনা

বিজ্ঞাপন।

পুস্তক বিক্রয়ের

মাজিষ্ট্রেটীয় উপদেশ ৬

আরবীয়োপাখ্যান ১ নং টি ১

ঐ দ্বিতীয় খণ্ড টি ১

ঐ তৃতীয় খণ্ড টি ১

অপূর্ব্বোপাখ্যান . . . . বা ২

শব্দাম্বুধি . . . . বা ৬

ভাষা সপ্তকাণ্ড রামায়ণ . বা ২

ঐ ঐ - টি ১৸০

গোলেবেসেনুয়া . . বা ১॥০

ইং বাং ডিকস্যনরি বা ৬

গৌড়ীয় ভাষার ব্যাকরণ . ।৵

সেণ্ডারস্ নুতন পঞ্জিকা টি ॥০

চাহার দরবেস - . বা ১

ঐ . টি ৸০

হিতোপদেশবিষ্ণুশর্ম্মাকর্ত্তৃক ॥৵

রস তরঙ্গিণী . বা ১

সার সংগ্রহঃ . বা ॥৵

উদ্ভিজ্জ বিদ্যা . টি ।৵

ভুগোল . পু বা ।০

বেতাল পঞ্চবিংশতি গদ্য বা ১।

পুরুষোত্তম চন্দ্রিকা পু টি ১

পতিব্রতোপাখ্যান টি ॥০

ইংরাজি হিতোপদেশের)
বঙ্গভাষায়অনুবাদ . বা ১

জ্ঞান কিরণোদয় পু বা ১

কৌতুক তরঙ্গিণী . বা ॥০

জ্ঞান প্রদীপ পু বা ৸০

মান ভঞ্জন পু বা ॥০

পাঠশালা বশাইবার)
ও বালকদের শিক্ষাইবার)
ধারার বিবরণ . . টি ১

দিগদর্শন নং ১১ টি ।০

ঐ নং ২ টি ।০

শিশুসেবধি টি ৵

শিশু শিক্ষা দ্বিতীয় ভাগ টি ৵

রোমিও এবং জুলি এটের)
মনোহর উপাখ্যান টি ১

নিত্য কর্ম্ম পদ্ধতি টি ৵

রসমঞ্জরী . টি ১

শিশু বোধক টি ।০

নীতি বোধ টি ।৵

নীতি কথা প্রথম ভাগ টি /৫

ঐ দ্বিতীয় ভাগ টি /১০

ঐ তৃতীয় ভাগ টি /১৫

বাঙ্গালার ইতি হাস বা ২

রতি শাস্ত্র টি ৵

উপাসনা কাণ্ড টি ।০

স্ত্রীশিক্ষা বিধায়ক টি ৸০

শকুন্তলার উপাখ্যান টি ।৵

বঙ্গবিদ্যা প্রকাশিকা পত্রিকা।

৬ সংখ্যা।

মাসিক পত্রিকা।

ঈশ্বরতত্ত্ব।

হে ভূতভাবন ভগবান, তোমার রচিত এই বিশ্ব অতি চমৎকার, মনুষ্য আয়ু সংখ্যা কোটিবর্ষ হইলেও এই জগতের সমস্ত গূঢ় মর্ম্মাবগত হওয়া যায় না তাহাতে মনুষ্যেরা এপ্রকার স্বল্প জীবিও ক্ষুদ্র বুদ্ধি হইয়াও যে তোমার সৃষ্ট এই অচিন্তনীয় পদার্থ সকলের তত্ত্বাভিসন্ধেয় হয় তাহা প্রবল ঝটিকা সময়ে ভেলা দ্বারা অপার পরাবার পার হওয়ার ন্যায় নিষ্ফল আয়াশ ভোগ মাত্র, অতি ক্ষুদ্র কীটানুকীটের শরীরে যে কত প্রকার যন্ত্রনিযন্ত্রিত আছে তাহাই বা কে বলিতে পারে? ইহ সংসারে যে কোটি২ মনুষ্য আছে ইহারদের সকলেরি শারীরিক আকৃতি, মানসিক প্রকৃতি এবং বুদ্ধি বৃত্তি ইত্যাদি সকলি পরস্পর পৃথক, একের সহিত অন্যের কোন বিষয়ের সাদৃশ্য দৃষ্ট হয় না অথচ সকলেই স্ব২ বুদ্ধিতে যথোপযুক্ত জীবিকা উপার্জ্জন করিয়া জীবন ধারণ করিতেছে, হে বিধাত, তোমার রচনার যে দিগে নেত্রপাত করা যায় সেই দিগেই কত নব২ আশ্চর্য্য ক্রিয়া দৃষ্টি গোচর হয়. অতি যৎসামান্য পদার্থেও তোমার অসীম শক্তিও অপার মহিমা প্রকাশ পাইতেছে অতএব হে বিশ্বনাথ, তোমার চরণে কোটি২ নমস্কার, হে প্রভো, প্রসীদ প্রসীদ প্রসীদ

আশা।

'সংসার স্থিতির প্রধান কারণ আশা, জগৎ প্রসবিতা আশার কি চমৎকার শক্তি করিয়াছেন, আশা না থাকিলে এজগৎ কদাপি এরূপ সুচারু নিয়মে চলিতনা, সামান্য অপমানে ও অল্প ক্লেশে মনুষ্যেরা আত্মনাশ করিত, কেহ কাহারুউপাসনা বা অধীনতা স্বীকার করিত না, ভিক্ষু উদাসীন গৃহস্থ প্রভৃতি সকলেই আশাদাস হইয়া প্রাণ পণে স্ব২ কার্য্য সাধন করিতেছে, আশা প্রয়োজকতায় লোকেরা অতি হেয়ও নীচ কর্ম্মে প্রবৃত্ত হইতেছে, আশা বলবত্তায় পিতামাতা ভ্রাতা পুত্র কলত্র স্বজনা মাত্য বিয়োগ শোক সহ্য পাইতেছে, নির্ব্বাশিত চির বন্দিদিগের কোন ভবিষ্যৎ মঙ্গলবা সুখ সম্ভাবনা নাই তথাচ তাহারাও আশা দ্বারা জীবন ধারণ ও কারাবস্থাতেও সুখানুভব

করিতেছে, মনুষ্যের অবস্থা যত হীন হউক না কেন তথাচ আশা তাহাকে কিছু না কিছু সুখ প্রদান করিয়া থাকে, মুমূর্ষু ব্যক্তিরাও আশা সূত্র ছেদনে সমর্থ হয়না, গলিতেন্দ্রিয় অশীতিপর বৃদ্ধেরা আশা পরিহার করিতে পারেনা বরঞ্চ যেমত দিবা শেষে ছায়া বৃদ্ধি হয় তদ্রূপ মনুষ্যের আয়ু যত শেষ হইতে থাকে হৃদয় ক্ষেত্রে আশা লতা ততই বদ্ধমূল হয়। মৃণাল তন্তু যেমন মৃণালের সর্ব্বত্রে ব্যাপ্ত আছে তন্ন্যায় তৃষ্টাতন্তুদেহি দিগের সর্ব্বাঙ্গ ব্যাপিয়া রহিয়াছে, মত্যু ভিন্ন সেতন্তুর বিচ্ছেদ হয় না।

সত্য

সত্যই ধর্ম্মের মূল, এক সত্য পালনেই সকল ধর্ম্ম লাভ হয়. ঐহিক পারত্রিক সর্ব্ব সুখ পাওয়া যায়, এক সত্যই যশঃসৌভাগ্য খ্যাতি প্রতিপত্তি ধন মান প্রভৃতি সাংসারিক সমস্ত সুখ এবং চরমে পরম কৈবল্যধাম প্রদান করিতে পারে, সত্যের আশ্রিত হইলে চিত্ত সর্ব্বদা নির্ম্মল ওস্বাধীন থাকে, কোন ভয়েতেই মন শঙ্কুচিত হয় না, কোন পাপ কার্য্যে রত হয়না, সত্যবাদীর এক বাক্য মিথ্যাবাদির লক্ষ মুদ্রা অপেক্ষাও অধিক মূল্যবান, সত্য বাক্য কথনে শ্রম বা অর্থ ব্যয় নাই, কোন ক্লেশ ভোগ করিতে হয় না, সত্য পথ নিষ্কণ্টক ও পরিস্কার, সত্য ধর্ম্মীর অন্তঃকরণে নিত্যং নবং অকৃত্রিম সুখের আবির্ভাব হয়,

সত্য ধর্ম্মাশ্রয়ে থাকিয়া মনুষ্যেরা সাংসারিক যে কোন ব্যবসায়বলম্বন করে অচির কালের মধ্যে তাহাতেই সৌভাগ্য শালী হয়, সত্য ব্যবসায়ে ক্রেতা বিক্রেতা উভয় পক্ষের কার্য্য সুলভও সহজহয়, অধিক বাক্য ব্যয় করিতে হয় না, সত্য পালন ব্যতীত সংসারের কোন কার্য্য ও কোন ব্যবসায় একক্ষণও চলে না, অন্য সংব্যবসায়ের কথা উল্লেখে প্রয়োজন নাই দস্যু তস্কর নর হন্তা ইত্যাদি দুষ্কর্ম্মীরা ও সত্য পালন না করিলে তাহার দিগের সঙ্গীরা অনুগত থাকেনা অতএব সকল কার্য্যেই যে সত্য আবশ্যক করে তাহার আর কোন সংশয় রহিল না।

শারীরিক দুঃসহ যাতনা ও ক্লেশ ঘটিলেও সত্য প্রভাবে অন্তঃকরণ আনন্দ পূর্ণ থাকে, সত্য রক্ষার্থে অপকর্ম্ম করিলেও নিন্দা নাই বরং প্রতিষ্ঠাই পাওয়া যায়, দেখ, পরশুরাম সত্য প্রতি পালনার্থে মাতৃবধরূপ ভয়ঙ্কর দুষ্কর্ম্ম এবং এক বিংশতিবার পৃথীবী নিঃক্ষত্রী করিয়া লক্ষং নর রক্তে কুঠার আরক্ত করিয়াছিলেন, তথাচ কেবল সত্য পালন ধর্ম্মের নিমিত্ত তাঁহার সেই দুষ্কার্য্য সকল অদ্যাপি কীর্ত্তি স্বরূপে লোক সমাজে দেদীপ্যমান রহিয়াছে, সত্য পালনার্থে শ্রীরাম চন্দ্র, রাজা যুধিষ্ঠির

এবং নলরাজা প্রভৃতি মহাত্মারা সুদীর্ঘকাল পর্ব্বত কাননে ভ্রমণ করিয়া বর্ণনাতীত ক্লেশ সহ্য করিয়াছেন তথাচ সত্য প্রভাবে ক্ষণার্দ্ধের জন্য তাঁহারদিগের চিত্ত বিকার জন্মে নাই এবং কদাপি ক্লৈব্যতা প্রকাশ করেননাই, সত্যানুরোধে গেলিলিও এবং সোক্রেটিস প্রভৃতি মহা জ্ঞানীরা প্রাণ পর্য্যন্ত পরিত্যাগ করিয়াছেন, রোম রাজ্যের বিচার কর্ত্তা ব্রুটস সত্য রক্ষার্থে পুত্রের শিরশ্ছেদ করিতেও ক্লেশ বোধ করেন নাই।

কলির মাহাত্ম্য।

ধন্যরে প্রবল কলি বলি হারি যাই।
ইচ্ছা হয় মরিতব লইয়ে বালাই॥
পাপে ভরা বসুন্ধরা রসাতল যায়।
ধর্ম্মের শাসন লোপ হলো একিদায়॥
নিবৃত্তি বিবেক সত্য বিদ্যা আদি যত।
কালের মহাত্ম্যে সবে কলি অনুগত॥
অবিদ্যা প্রভাবেবিদ্যা হয়ে সলজ্জিতা।
ভূমণ্ডল ত্যাগিয়া হয়েছে অদর্শিতা॥
মিথ্যা বলে সত্য প্রভা হয়েছে মলিন
সর্ব্বদা প্রচ্ছন্ন আছে যেন অতিদীন॥
নিবৃত্তি প্রবৃত্তি হাতে পেয়ে অপমান।
বনবাসে গিয়াছে হৈয়া ম্রিয়মাণ॥
অবিবেক অনুরক্ত হৈল সব লোক।
দেখিয়া বিবেক সদা করিতেছে শোক॥
এইরূপ যত সব ধর্ম্ম অনুচর।
অধর্ম্মের ভয়ে সদা কাঁপে থর থর।
কাম ক্রোধ আদি যত পাপ সেনাগণ॥
দম্ভামেরে প্রজাগণে করিছে শাসন।
কলি আর অধর্ম্ম মিলিয়া দুই জন।
ধর্ম্ম বংশ ধ্বংস জন্য করিছে যতন॥
নিজ২ দল লয়ে করি প্রাণপণ।
ধর্ম্ম ভক্ত জনে ক্লেশ দেয় অনুক্ষণ॥
ধর্ম্ম ভীত জন ক্লেশ পায় কাল ফলে।
প্রত্যক্ষ প্রমাণ তার দেখহ সকলে॥
ধর্ম্ম অনুগত যেই কলিকালে হয়।
তাহার মঙ্গল কভু নাহয় উদয়॥
জিতেন্দ্রিয় হয় যেই সত্য কথা কহে।
পরনিন্দা পরদ্রোহে কভু নাহি রহে॥
স্বধর্ম্মেতে রত থাকে হয় দয়াবান।
পর উপকারে যেই করে প্রাণদান॥
পিতামাতা সেবা করে যথোক্ত বিধানে
কাম দৃষ্টি নাহি করে অন্য নারী পানে
ন্যায়ে উপার্জয়ে ধন হয় প্রভু ভক্ত।
তোষামোদ চাটু বাক্যে নহে অনুরক্ত॥
পিতৃ মাতৃ ভক্ত আর পত্নী পরায়ণ।
পরমার্থ চিন্তা ভিন্ন নাহি অন্য মন।
না জানে তস্করী চুরী নাহি হিংসা লেশ।
অন্তর বাহির তুল্য নাহিক বিশেষ॥
এমন সুজন জন পায় নানা ক্লেশ।
দুর্জয় কলির দাপে ভ্রষ্ট হলো দেশ॥
ধর্ম্মের আদর নাই অধর্ম্মের জয়।
সত্যকে করিয়া ত্যাগ মিথ্যাকে আশ্রয়॥
কালের কুটিল গতি ভাব বুঝা ভার।
কুবৃত্তি প্রবৃত্তি যার উন্নতি তাহার॥
বেশ্যাশক্ত চিত্ত মত্ত নিত্য সুরাপানে।
অভক্ষ্য ভক্ষণে রত কুতত্ত্ব সন্ধানে॥
ইষ্ট প্রতি নিষ্ঠা নাই অনিষ্ট সাধন।
বশিষ্ট সন্তান সবে কলুষ ভাজন॥
ধন মদে মত্ত নর সদা কদাচার।

হর্ষে হরে পরদারা করে পরদার
হইলে সম্পত্তি পতি জন্মে অহংজ্ঞান
নিন্দা অপমান আদি করে তৃণ জ্ঞান।
যথা ইচ্ছা কার্য্য করে স্বাভীষ্ট সাধনে
ধর্ম্মা ধর্ম্ম কর্ম্মা কর্ম্ম নাহি ভাবে মনে।
ধনের গৌরবে নাহি ভাবে পরকাল
জানেনা অকালে আসি গ্রাসিবেক কাল
আশ্চর্য্য কালের ভাব সভের দুর্গতি
অধম অসৎ সঙ্গ সুখের উৎপতি।
দেখহ নগর ময় করি অনুমান
শুভ অনুষ্ঠানে পায় দুঃখ অপ্রমাণ।
হত্যা কারি লোক কত দণ্ড নাহিপায়।
পর হিতে রত জনে দুঃখ পায় পায়।
সহরের ধনি প্রায় রিপু পরবশ
তথাপি সকলে তার গায় গুণ যশ।
হোটেলে খাইয়া খানা বাবুগণ সুখী।
ধর্ম্ম কর্ম্ম করে যারা তারা অতি দুঃখী।
নাহিক ভক্তির লেশ নাহি মানে গুরু।
যাকরেন কল্প তরু নারি শয্যা গুরু।
দিন২ হইতেছে পাপের সঞ্চার।
বুঝি ক্রমে ছার খার হইবে সংসার
কেমন ধর্ম্মের মর্ম্ম নাহি পাই সীমা,
কার্য্যে মিথ্যা জ্ঞান হয় শাস্ত্রের মহিমা।
একি বিপরীত ভাব স্বভাবের গতি
সুজন সতত সহে বিড়ম্বনা অতি।
হায়২ ঘোরদায় ভেবে ম্রিয়মাণ
নাজানি কেমন এই বিধির বিধান।

মায়া কি চমৎকার পদার্থ।

পরম পুরুষ মায়াতে রমণ করিয়া এই অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড সৃজন করিয়াছেন, মায়া শক্তিতেই সংসারের শৃঙ্খলা সম্পাদন হইতেছে, ব্রহ্মাদি দেবতা অবধি ক্ষুদ্র কীট পর্য্যন্ত যে জগৎ তাহা সমস্ত মায়া দ্বারা সৃষ্ট হইয়াছে, আমরা যাহা দেখিতেছি, যাহা করিতেছি, যাহা শুনিতেছি তাহা সকলি মায়া কার্য্য, কেবল সেই বিরাট পুরুষ মাত্র অমায়িক, মায়া না থাকিলে জননী সদ্যোজাত সন্তানকে ত্যাগ করিয়া পলায়ন করিত, সন্তান চলৎ শক্তি হীন পিতামাতাকে ভরণ পোষণ করিত না, কেহ কাহারু অধীনে থাকিতনা এবং আত্ম দেহ প্রতিও মমতা হইত না।

দেবরাজ ইন্দ্রত্ব পদের প্রতি যে প্রকার মায়া করেন, ভিক্ষালব্ধ ধনেও ভিক্ষুঃদিগের তত্তুল্য বাততোধিক মায়া আছে, রাজ্যৈশ্বর্য্যে এবং কন্দর্প রূপ তুল্য রাজ পুত্রের প্রতি রাজাদিগের যেপ্রকার মায়া হয় অতি দীন হীনেরা জীর্ণ পট খণ্ড নিবদ্ধকন্থা ও আপন কুৎসিত পুত্রের প্রতি ও তদ্রূপ মায়া প্রকাশ করে।

জগদীশ্বর সংসার মধ্যে এই মায়া জাল বিস্তার করিয়া সমস্ত প্রাণির সুখ দুঃখের পরিমাণ তুল্য করিয়াছেন, যদি মায়া শক্তিতে সুখ দুঃখ সমান বোধ না হইত তবে মনুষ্য পশ্বাদি জীবেরা কদাপি আপনং অবস্থায় জীবন ধারণে সমর্থ হইত না, তবে যে অনেকে কহিয়া থাকেন" অমুক ব্যক্তি অমুক অপেক্ষা সুখী বা দুখী,, তাহা কেবল ভ্রম মাত্র, সম্রাটেরা

সৌধময় অট্টালিকায় বাস ও সুস্বাদু রাজভোগ ভক্ষণে ও বিদ্যাধরী তুল্য কামিনী সম্ভোগে এবং হস্ত্যশ্ব শকট শিবিকারোহণে যে সুখানুভব করেন দুঃখি বনবাসিরা পর্ণ কুটীরে বাস করিয়া ও কুরূপা স্ত্রীতে বিহার করিয়া এবং পদ ব্রজে ভ্রমণ করিয়াও তুল্য সুখাস্বাদ করে, শূকরও বিষ্ঠা ভোজনে ও শূকরী সঙ্গে ততোধিক তৃপ্ত হয় অতএব সুখ দুঃখ যে সর্ব্ব প্রাণি সম্বন্ধে তুল্য তাহাতে কোন সন্দেহ নাই, কেবল মায়াই ইহার মূলী ভূতা।

এই মায়ার কি আশ্চর্য্য মোহনী শক্তি, দেখ, জীব সকল মায়া জালে জড়িত হইয়া দেখিতেং জীবন বৃথা ক্ষয় করে, ষষ্ঠি দণ্ড দিবা রাত্রি মধ্যে পলার্দ্ধ কালও চরম ভাবনা ভাবেনা ভগবতী মেনকা গর্ভে জন্ম গ্রহণা ন্তরে নগাধি রাজকে কহিয়াছিলেন,

“ হে মহারাজ, দেখ দেখি, আমার মায়া কি চমৎকার, প্রাণীদিগের আয়ু পত্রগ্রভাগস্থিততোয়বিন্দুবৎ ক্ষয়-শালী, বৈষয়িক সব্ব সুখ স্বপ্নের ন্যায়, তাহা দেখিয়া শুনিয়াও দেহি দিগের অভিমান হানি হয় না, মায়া পাশে বদ্ধ হইয়া“ আমার ধন আমার জন আমার স্ত্রী আমার পুত্র,, ইত্যাদি সুখ ভোগ দেখিতেই মুগ্ধথাকে, এমত কালে যখন কাল আসিয়া(সর্প যেমন মণ্ডুক গ্রাস করে তদ্রূপ) প্রাণিদিগের কেশাকর্ষণ করে তখন চেতন্যোদয় হইয়া মনেং করে, হায়ং আমার এ জন্ম বিফলে গেল, কিন্তু হে তাত, মায়া পরবশ বিষয় সেবি প্রাণীদিগের জন্মং এই প্রকার বিফলে যায়, কখন নিষ্কৃতি হয় না,,

এই অঘট ঘটনীয়া মায়ার আর এক চমৎকার শক্তি দেখ, ইনি আত্ম নাশের দ্বারা হর্ষ দা, অর্থাৎ যখন জীব মায়া পাশ ছিন্ন করিতে সমর্থ হয় তখন তাহার জীবত্ব ঘুচিয়া শিবত্ব লাভ হয় এবং সংসার তাপ হইতে অন্তর হইয়া অচিন্তনীয় হর্ষানুভব করে, সুতরাং মায়া আপনিনাশ হইয়া অন্যকে সুখ প্রদান করেন।

আরো দেখ, এই মায়ার কি আশ্চর্য্য প্রভাব, সর্ব্বত্র ব্যাপ্ত পরমা ত্মা মায়া প্রভাবে জীব দিগের সম্বন্ধে প্রচ্ছন্ন আছেন, ভগবান বশিষ্ঠদেব শ্রীরাম চন্দ্রকে কহিয়াছিলেন “ অহো বিচিত্র মায়েয়ং তাত বিশ্ব বিমোহিনী। সর্ব্বাঙ্গ প্রোত মপ্যাত্মা য অত্মানাং ন পস্যতি,,

হে তাত, এই বিশ্ব বিমোহিনী মায়া অতি বিচিত্রা, সর্ব্ব ব্যাপক যে আত্মা তিনিও মায়া দ্বারা আবৃত আছেন, জীবেরা তাঁহাকে অনুভব করিতেও সমর্থ নহে।

নীতি বাক্য।

সৎকর্ম্মে অনেকের সাহায্য পাওয়া যায়।

অবিনীতা পত্নীর সহবাসাপেক্ষা অরণ্যেবাস শ্রেয়।

পর ধনাস্বাদাপেক্ষা ভিক্ষা বৃত্তিভাল

বরং ক্লীব হওয়াও ভাল তথাচ পরদার গমন কর্ত্তব্য নহে।

দুরবস্থা, বন্ধু ও স্ত্রীপরীক্ষার কষ্টি প্রস্তর॥

কাল সকলকে ক্ষয় করে কিন্তু কালের ক্ষয় নাই।

যদি সাকান্ন ভক্ষণে জীবন রক্ষা হয় তবে জীব হিংসায় প্রয়োজন কি?

হিংসা অপেক্ষা পাপনাই।

ধৈর্য্যতার পর ক্লেশও নাই সুখও নাই।

কালবিলম্বে কর্ত্তব্য কর্ম্মের হানি জন্মে।

বরঞ্চ পদ বিচলিত হওয়া ভাল তথাচ জিহ্বা বিচলিত হওয়া ভালনহে।

ঋণ শেষ শত্রু শেষ ও অগ্নি শেষ রাখা অনুচিত।

ব্যাধি অপেক্ষা শত্রু নাই।

বিদ্যা অপেক্ষা ধনের গৌরব অধিক কেননা ধনি দ্বারে বিদ্বানেরা কুক্কুরাপেক্ষাও হেয় হয়।

অঙ্গীকার বিলম্বে ভাল কিন্তু অঙ্গীকার পুরণ শীঘ্র কর্ত্তব্য।

দানের কালাকাল বিচার নাই।

বাল্যকালাবধি ধর্ম্ম সঞ্চয় কর্ত্তব্য।

মৃত্যু,যুবা বাল বৃদ্ধ বিচার করেনা।

সর্ব্বদা ভীত হইয়া না থাকিয়া এক বার বিপদের সহিত সাক্ষাত কর।

অবস্থা এক প্রকার থাকেনা।

প্রতারক বন্ধু অপেক্ষা স্পষ্টবাদী শত্রুভাল।

প্রাণ অপেক্ষা মান মহার্ঘধন।

কটু আমোদে বন্ধুতা নাশ হয়।

অস্থির প্রতিজ্ঞলোকের কোন কার্য্য সিদ্ধ হয় না।

সঞ্চিত এক পাই অপ্রাপ্ত এক মোহর অপেক্ষা ও অধিক।

অব্যবস্থিত চিত্তের অনুগ্রহও ভয়ানক।

আরোপিত গুণে গুণী হইবার ইচ্ছা অহঙ্কার প্রকাশ করে॥

অনুপকারির উপকার কর।

সঙ্গ দৃষ্টে লোকের চরিত্র পরীক্ষা করিতে হয়।

অপটু শিল্পী অস্ত্রের সহিত বিবাদ করে।

পরিমিততা আরোগ্যের মূল।

বাহ্যিক সৌন্দর্য্যে আন্তরিক গুণ পরীক্ষা হয়না।

আপৎকালে যে উপকার করে সেই যথার্থ বন্ধু।

লোভা লোকের সর্ব্বদা অভাব হয়।

ধন অপেক্ষা খ্যাতি অধিক মূল্যবান।

পল্লব গ্রাহি পাণ্ডিত্য বিডম্বনা মাত্র।

ক্রীত মৈথুন সুখ দায়ক নহে।

পরাধীন ভোজনে তৃপ্তি জন্মেনা।

মিষ্টবাক্য কথনে অর্থব্যয় নাই।

মিথ্যা কথনাপেক্ষা মৌনাবলম্বন ভাল।

বিপদ কালে ধৈর্য্যই পরম বন্ধু।

শ্রম ধন।

আলস্য দুঃখের মূল॥

একবার যাহার সহিত অপ্রণয় ঘটিয়াছে তাহার সহিত পুনর্ব্বন্ধুতা করা আত্মনাশের কারণ।

বিশ্বাস কাচ তুল্য, ভাঙ্গিলে আর যোড়া লাগেনা।

অনুতাপ পুনঃ২ ভাল নহে।

বোতলের নিকটে সকল বুদ্ধি পরাভব পায়।

লম্পট অপেক্ষা সুরাপায়ী ভাল।

মেঘ

এই ভূমণ্ডলস্থ সমস্ত বস্তু এতা দৃশ আশ্চর্য্য কৌশলে সৃষ্ট হইয়াছে যে নিবিষ্ট মনে নির্জ্জনে বসিয়া চিন্তা করিলে এই সৃষ্টির অতি যৎসামান্য পদার্থেও সেই মহা শিল্পীর অভাবনীয় শক্তি, অলৌকিক কৌশল এবং চমৎকার মহিমা প্রতীয়মান হয়, দেখ, ক্ষিত্যপতেজ মরুৎ ব্যোম এই পঞ্চ ভূত মধ্যেই কত আশ্চর্য্য শক্তি নিয়োজিত আছে, কীটানুকীট অবধি ব্রহ্মাদি দেব পর্য্যন্ত যে জগৎ ইহা সমস্ত পঞ্চ ভূত নির্ম্মিত।

এই পঞ্চ ভূত সংযোগে জগৎ স্রষ্টা কেবল সংসার সৃষ্টি করিয়াছেন এমত নহে, এই সকল ভূত দ্বারা ভূত সকল রক্ষা হইতেছে এবং জগতের নানা উপকার সাধন হইতেছে, জীব দিগের জীবন স্বরূপ জীবন কত প্রকারে যে সংসারের উপকার সাধন করিতেছে তাহা বাচাতীত, এইজল সূর্য্য রশ্মিতে আকর্ষিত ও বাষ্প রূপে উর্দ্ধস্থ হইয়া মেঘ হইতেছে এবং সময়ে সেই মেঘ হইতে বারিবর্ষণ হইয়া জগতের সন্তাপ হরণ করিতেছে ও শস্য বৃদ্ধি করিতেছে, পুরাতন জলে জীবদিগের অসুখ হইবেক এই জন্য সৃষ্টিকর্ত্তা পুরাতন জলকে আকর্ষণ করিয়া মেঘ হইতে নূতন বারি প্রদান করিতেছেন।

মেঘ সকল কেবল বাষ্প রাশী মাত্র অন্য কোন পদার্থ নহে, মেঘ সকল উর্দ্ধ সংখ্যা ৪ ক্রোশ পর্য্যন্ত উর্দ্ধে চলিয়া থাকে, কখন বা অর্দ্ধ ক্রোশের মধ্যেও থাকে, যে সকল লোক উচ্চপর্ব্বতে বাস করেন তাঁহার অনেকে পরীক্ষা দেখিয়াছেন যে ঐ পর্ব্বতের নিম্ন ভূমিতে বৃষ্টি হইয়াগেল, কিন্তু উপরে হইলনা, স্তবকে২ মেঘ সকলের গতি হয়, এমত অনেক সময়ে দৃষ্ট হইয়া থাকে স্বাভাবিক দক্ষিণা বায়ুতে নিম্নস্তবকের মেঘ সকল দক্ষিণ দিগে যাইতেছে কিন্তু তদূর্দ্ধস্থ কাদম্বিনীদিগের অন্যদিগে গতি হইতেছে, তদ্দারা স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় যে মেঘ মালা নানা স্তবকে২ আছে, বাস্তবিক ৪ ক্রোশের উর্দ্ধে আর মেঘের গতি নাই।

এই সকল ঐশিক পদার্থ ও ঐশিক কার্য্যের মূল কারণ নিরাকরণ

করা ক্ষুদ্র বুদ্ধি মনুজ গণের ক্ষমতার অতীত, তবে অনুমান দ্বারা যিনি যাহা সিদ্ধ করুন, যথার্থ তত্বজ্ঞ হওয়া অতি সুকঠিন কার্য্য

ন্যায়

সংসার মধ্যে ন্যায় অন্যায় দুই পথ আছে, যাহারা সুখ স্বচ্ছন্দতা ধন মান খ্যাতি প্রতিপত্তি লালসা করে তাহারা যেন কদাপি ন্যায় পথের বহির্ভূত হয়না, আরযাহারা ইহার বিপরীত ফলান্বেষী হয় তাহারা অন্যায় মার্গে গমন করুক। ন্যায় পথে থাকা সকলেরি আবশ্যক, মনুষ্য দেহ ধারণ করিয়া যে ব্যক্তি ন্যায় অন্যায় বিবেচনায় সমর্থ নাহয় সে ব্যক্তি মনুষ্য চর্ম্মে আবৃত পশু ভিন্ননহে. অন্যায়পথে চলিলে কাহার না হানি হয়, রাজাঅন্যায়াচরণ করিলে অচিরে রাজ্য নাশ হয়, রাজ কর্ম্মচারী ও বিচারকেরা অন্যায়ী হইলে প্রজা ক্লেশ ঘটে ও রাষ্ট্র বিপ্লব উপস্থিত হয়। যে ভৃত্য অন্যায়ে প্রভু ধন হরণ করে কস্মিন্ কালে তাহার সৌভাগ্যোদয় হয়না, কোন স্থানে সে ভৃত্য আদর পায়না. যে প্রভু ভৃত্য প্রতি অন্যায় ব্যবহার করেন তাঁহার কোন কর্ম্ম সুশৃঙ্খলে নির্ব্বাহ হয়না, অতি সহজ কর্ম্মে ও বিভ্রাট পড়ে, বাণিজ্য জীবিরা বাণিজ্য ব্যবসায়ে অন্যায় লাভ বা প্রতারণা করিলে কদাপি তাহার ব্যবসায়ে ভদ্র হয়না, প্রতারক ব্যবসায়ির নিকট যে গ্রাহক একবার দ্রব্য ক্রয় করে সে আর প্রাণান্তেও তাহার আপণে যায়না, অধর্ম্ম দ্বারা অন্যায়োপার্জ্জিত লাভদূরে গিয়া মূল ধন পর্য্যন্ত নষ্ট হইয়া যায়, অন্যায়ে শত মুদ্রা লাভাপেক্ষা ন্যায় পথে এক তঙ্কা উপার্জ্জন করিলে তাহাতেও মঙ্গলদর্শে, এক পয়সা অন্যায়ে গ্রহণ করিলে সঞ্চিত শত মুদ্রা নাশ হয় অতএব যদি ন্যায় পথে থাকিয়া দিনান্তে একবার মাত্র আহার হয় তাহাতেও বিজ্ঞ লোকেরা সুখবোধ করেন।

দৃষ্টান্ত বাক্য সংগ্রহ।

১ উঠিত মুলো পাতায় চেনা যায়
২ বাঘের গোবধ।
৩ ছুঁচো গন্ধে রক্ষা নাই, বোট্কা গন্ধ গায়।
৪ খুদ্ পায় না মলুকায় কাদে।
৫ ভাত দেবার ভাতার নয়, কিল মারিবার গোসাই।
৬ ভাত খাও ভাতারের, গুণ গাও নাঙ্গের।
৭ জপের সঙ্গে খোজ নাই, ফটিকে রাঙ্গা থোপ।
৮ কানা পুতের নাম পদ্মলোচন,
৯ বামন হইয়া চাঁদে হাত।
১০ মূলে মাদুরী নাই, উত্তর শিয়রী।
১১ বানরের গলায় ঘণ্টা।
১২ মাথা নেই তার মাথা ব্যাথ্যা।

১৩ বড়র পিরিতি বালির বাদ,
ক্ষণে হাতে দড়ি ক্ষণেক চাঁদ।
১৪ লাভ না ভুতো কাট পানা গুতো
১৫ গাঁ বড় তার মাঝের পাড়া।
১৬ এক গায়ে ঢেঁকি পড়ে আর গায় মাথা ব্যথা।

রামায়ণ আদিকাণ্ড।

রত্নাকর ছদ্ম বেশি ব্রহ্মা ওনারদকে দেখিয়া মনেং কহিল, দুর্ভাগ্য বশত অদ্য এপথে মনুষ্য দর্শন পাইলাম না, এই সন্ন্যাসী দ্বয়কে বধ করিয়া ইহারদিগের বস্ত্রাদি কাড়িয়া লইব, তদ্দ্বারা অদ্যকার জীবিকার সম্বল হইবেক, এমত সময়ে ব্রহ্মা ও নারদ সমুপস্থিত হইলে রত্নাকর তাহারদিগকে প্রহার করণার্থ লৌহ মুদ্গার উত্তোলন করিল, কিন্তু বিধাতার মায়ার মুদ্গার অচল হইল।

অতঃপর ব্রহ্মা রত্নাকরকে জিজ্ঞাসিলেন হে ব্রাহ্মণ, তোমার গলেযজ্ঞ সূত্র দেখিতেছি তবে কেন এ চণ্ডাল বৃত্তি আশ্রয় করিয়াছ, আমারদিগকে নাশ করিয়া তোমার কি লাভ হইবেক, এই কুবৃত্তি দ্বারা তোমার বিস্তর পাপ সঞ্চয় হইয়াছে তাহা শ্রবণ কর।

শত শত্রু বধে যে পাপঘটে এক গোবধে তত্তুল্য পাপহয়, এক নারীবধে শতগো বধের পাপহয়, শত নারী বধে এক ব্রাহ্মহত্যা পাতক হয় এক ব্রহ্মচারী বধে শত ব্রাহ্মণ বধের পাপহয়, সন্ন্যাসী বধে কত পাপহয় তাহার সংখ্যা নাই। যে পথদিয়া সন্ন্যাসী গমনকরে তাহার চতুর্দ্দিকের চারিক্রোশ পথ ব্যাপক ভূমি বারাণসী তুল্য পুণ্য ক্ষেত্র হয় অতএব এমত সন্ন্যাসী বধ করিয়া ভয়ঙ্কর পাপ সঞ্চয়ে যদি তোমার ইষ্ট সাধন হয় তবে আমাদিগের জীবন নাশ কর।

রত্নাকর কহিলেন, তোমার ন্যায় কত সন্ন্যাসী নাশ করিয়াছি তাহার সংখ্যা নাই অতএব নিশ্চয় তোমারদিগের প্রাণনাশ করিব, ব্রহ্মা কহিলেন যদি আমাদের প্রাণনাশ করা তোমার নিতান্ত শ্রেয়ঃহইয়া থাকে তবে এক কর্ম্মকর, যেস্থলে কোন কীট পতঙ্গ মশক মক্ষিকা পিপিলিকাদি নাই এমত স্থলে আমাদিগকে বধ কর যেন আমাদের দেহ পতনে কোন প্রাণি হিংসা না হয়।

ভাল, আর এক কথা জিজ্ঞাসা করি, বল দেখি, তুমি অসংখ্য প্রাণী নাশ করিয়া যে পুঞ্জং পাপ সঞ্চয় করিতেছ আর কেহ কি সেই পাতকের অংশ গ্রহণ করিবেক? রত্নাকর উত্তর করিল, আমরা চারিজন এইপাপের অংশী, আমার পিতামাতা ও বনিতার ভরণ পোষণ জন্য আমি এই দুষ্কর্ম্ম করিয়া থাকি, সুতরাং তাহারাও অবশ্য আমার এই পাপের অংশী হইবেক।

ব্রহ্মা কহিলেন, যদি এমত হয় তবে তুমি একবার বাটী যাইয়া তোমার জনক জননী ও রমণীকে জিজ্ঞাসা করিয়া আইস, তাহারা তোমার পাপ ভাগী কি না? আমরা তোমার আগমন প্রতীক্ষায় এই বৃক্ষ তলে বসিয়া রহিলাম, রত্নাকর কহিল তুমি পলাইবার নিমিত্ত এই যুক্তি করিয়াছ আমি অগ্রে তোমাকে বধ করি পশ্চাৎ গৃহে যাইয়া মাতা পিতাকে জিজ্ঞাসা করিব, ব্রহ্মা কহিলেন আমি সত্য করিয়া বলিতেছি পলায়ন করিব না, তুমি নিসঃন্দেহে বাটী গমন কর।

রত্নাকর ব্রহ্মার অনুরোধে অগত্যা অনিচ্ছা পূর্ব্বক গৃহাভিমুখে গমন করিলেন কিন্তু পাছে সন্ন্যাসীরা পলায়ন করে এই আশঙ্কায় এক২ বার পশ্চাৎ অবলোকন করিতে লাগিল।

অনন্তর রত্নাকর গৃহে উপনীত হইয়া প্রথমতঃ পিতাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, হে পিতঃ, আমি তোমাদের ভরণ পোষণ নিমিত্ত প্রত্যহ প্রাণী হত্যা করিয়া যে পাপ সঞ্চয় করিতেছি তুমি কি ইহার অংশী হইবে? রত্নাকরের বাক্য শ্রবণে তাহার পিতা কোপ যুক্ত হইয়া কহিল, দুর্মতি, তোমাকে ভরণ পোষণ ও রক্ষণাবেক্ষণ মিমিত্ত আমি কত কষ্ট ও পাপ স্বীকার করিয়াছি তুমি কি তাহার অংশী হইয়াছ? অতএব যে প্রকারে পার তোমাকে আমাদিগের ভরণ পোষণ করিতে হইবেক তাহাতে যদি পাপ সঞ্চয় হয় তুমিই সে পাপ ভাগী হইবে, আমরা কদাচ তাহার অংশী হইবনা।

রত্নাকর পিতৃবাক্য শ্রবণে ভীত ও দুঃখিত হইয়া মাতার নিকটে গমন করিল এবং প্রণাম করিয়া জিজ্ঞাসিল হে জননী, আপনারদিগের জন্য আমি যে সকল দুষ্কর্ম্ম করিয়াছি আপনি কি সেই পাপের অংশ গ্রহণ করিবেন? পুত্র বাক্য শ্রবণে প্রসূতি কহিলেন, হে নির্ব্বোধ বৎস, কোন্ অর্ব্বাচীন তোমাকে একথা বলিয়াছে, পিতমাতাও কি কখন পুত্র কৃতপাপের অংশী হয়? বিশেষতঃ তোমার জন্য আমরা যে প্রকার কষ্ট ভোগ করিয়াছি তুমি তাহার সহস্রাংশের একঅংশ ঋণও পরিশোধ করিতে পার নাই, অতএব কি বিবেচনায় আমাদিগকে তোমার পাপাংশ গ্রহণ করিতে কহিতেছ।

মাতৃ ভর্ৎসনায় রত্নাকর বিষন্ন বদনে, ক্ষিণ্ণ মনে পত্নী নিকটে যাইয়া আদ্যোপান্ত সমস্ত বৃত্তান্ত বর্ণন করিয়া জিজ্ঞাসিল, হে প্রিয়ে, পিতামাতা আমার পাপের অংশ গ্রহণ করিলেন না এক্ষণে তুমি আমার পাপ ভাগিনী বট কি না? স্বামি বাক্য শ্রবণে রত্নাকর পত্নী সহাস্য বদনে ভঙ্গী ক্রমে কহিল, হে কান্ত, তুমি কিসে এত ভ্রান্ত হইলে, আমি তোমার সহ

ধর্ম্মিণী বটি এবং শাস্ত্রানুসারে তোমার পুণ্যাপুণ্যের অর্দ্ধাংশ আমাকে অর্শে বটে কিন্তু আমার পাণি গ্রহণ কালে কুশহস্ত হইয়া গঙ্গোদক পূরিত তাম্রপাত্র স্পর্শ পূর্ব্বক কি অঙ্গীকার করিয়াছিলে তাহা কি স্মরণ নাই। তখন কি এমত প্রতিজ্ঞা কর নাই, যে প্রকারে হউক আমার রক্ষণা বেক্ষণ ওভরণ পোষণ করিবে, আমাকে তৎকৃত অন্যান্য পাপ পুণ্যের অর্দ্ধাংশ আর্শিবেক কিন্তু আমাকে পোষণার্থ তুমি যে পাপ কর্ম্ম করিবে তদংশ আমি কেন গ্রহণ করিব, আমি কি তোমাকে কহিয়াছিলাম, যে মনুষ্য হত্যা করিয়া আমাকে প্রতিপালন কর। অতএব হে প্রাণেশ্বর, সংসার মধ্যে কেহই তোমার এ পাপের অংশী হইবেনা।

রমণী বাক্যে রত্নাকরের জ্ঞানোদয় হইয়া শোক মোহে জড়ীভূত হইল এবং নয়ন যুগল বিনিঃসৃত দর দরিত অশ্রুধারায় বক্ষস্থলে ভাসিয়া যাইতে লাগিল, তখন রত্নাকর মনে২ কহিল, হায়২, কি প্রকারে এই ভয়ানক পাপ সাগর হইতে উত্তীর্ণ হইব,

মহাভারত।

পুলোমা দৈত্য স্পৃষ্টা হইয়া মনো দুঃখে ক্রন্দন করিতেছে এমত কালে ভৃগু মুনি কৃতস্নাত হইয়া গৃহাগমন করিলেন, পুলোমা স্বামীকে দেখিয়া আরও উচ্চৈঃস্বরে ক্রন্দন করিতে লাগিল, পত্নীকে হটাৎ এপ্রকার শোকাকুলী দেখিয়া ভৃগু জিজ্ঞাসিলেন হে পুলোমা, তোমার কি আকস্মিক দুর্দ্দৈব ঘটিয়াছে যে এরূপ রোদন করিতেছ? পতি প্রশ্নে পুলোমা উত্তর করিলেন, আর কি ঘটিয়াছিল, স্ত্রী লোকের পক্ষে যাহার পর আর দুর্দ্দৈব নাই তাহাই ঘটিয়াছিল, তুমি অবগাহনে গমন করিলে এক দুর্দ্দান্ত দানব আসিয়া আমাকে কহিল যে আমার পিতা প্রথমে তাহার সহিত আমার বিবাহ সম্বন্ধ স্থির করিয়া পশ্চাৎ তোমার সহিত বিবাহ দিয়াছিলেন, এই কথা বলিয়া দুরাত্মা আমার হস্ত ধারণ পূর্ব্বক শূন্যমার্গে লইয়া চলিল, অগ্নিদেব তাহার সপক্ষে সাক্ষদিলেন তাহাতে দৈত্য আরও প্রশ্রয় প্রাপ্ত হইল, আমার ধর্ম্ম রক্ষা হইবার কোন সম্ভাবনাই ছিল না কিন্তু ঈশ্বরেচ্ছায় এই সদ্য প্রসূত বালক সেই দুরন্ত দৈত্যের প্রাণ সংহার করিয়া আমার সতীত্ব রক্ষা করিয়াছে। পরে কমল যোনি আসিয়া আমাকে অনেক প্রবোধ বচনে শান্ত্বনা করিয়া গিয়াছেন।

পত্নী প্রমুখাৎ মহর্ষী ভৃগু অগ্নির সাক্ষ্য প্রদান বাক্য শ্রবণে মহা রাগান্ধ হইয়া অগ্নি দেবকে এই বলিয়া অভিশাপ দিলেন“ হে বৈশ্বানর যে হেতুক তুমি আমার পত্নীর ধর্ম্মনাশের সহকারী হইয়াছিলে সেই অপরাধে আমি তোমাকে শাপদিলাম

তুমি অদ্যাবধি সর্ব্ব ভক্ষ হও ,,

বহ্নি ভৃগুর অভিশাপ শ্রবণে কহিলেন, আমি যথার্থ বাক্য বলিয়াছি অতএব তুমি কেন অকারণে আমাকে অভিশাপ দিলে, আর আমি পৃথিবীতে থাকিবনা. এই বলিয়া বৈশ্বানর পৃথিবী ত্যজিয়া স্বর্গে গেলেন। অগ্নিদেব পৃথিবী ছাড়িয়া গেলে সৃষ্টি লোপ হইবার উপক্রম উঠিল, অগ্নি অভাবে জীবদিগের জীবন নাশের লক্ষণ হইল, দেবতারা অগ্নি মুখে যজ্ঞাদির ভাগ আহার করিতেন, অগ্নি বিনা ব্রাহ্মণেরা যাগ যজ্ঞ বিহীন হইলেন দেবতারা ও বিনা আহারে ক্লিষ্ট হইতে লাগিলেন তাহাতে সকলে পরামর্শ পূর্ব্বক অগ্নিকে সঙ্গে লইয়া বিধাতা সদনে গমন করিলেন এবং নাম করিয়া কৃতাঞ্জলি পুটে কহিতে লাগিলেন, হে জগৎ স্রষ্টা, ভৃগুমুনি বিনাপরাধে অগ্নিদেবকে অভিশাপ দিয়াছেন. বৈশ্বানর সেই মনস্তাপে পৃথিবী ছাড়িয়া আসিয়াছেন এক্ষণে আপনার সৃষ্টি লোপ হয়, আমরা আহরাভাবে অবসন্ন হইয়াছি, আপনি ভিন্ন অন্য কে ইহার উপায় কল্পনা করিবেক।

দেবতা দিগের বাক্যে ব্রহ্মা কহিলেন, ঋষি বাক্য অখণ্ডনীয় তবে আমি বর দিতেছি বৈশ্বানর ঋষি শাপে সর্ব্ব ভক্ষ হইয়াও সর্ব্বদা পবিত্র থাকিবেন।

সৌতি কহিলেন, হে মুনিগণ শ্রবণ করুণ, পুলোমার গর্ভে ভৃগুর চ্যবন নামে পুত্র জন্মে, চ্যবনের পুত্রের নাম ভ্রমতি, ভ্রমতির পুত্র রুরু। মেনকা অপ্সরীর কন্যা ভ্রমদ্বরার সহিত রুরুর বিবাহ হয়, কালক্রমে ঐকন্যা সর্পাঘাতে পঞ্চত্ব পাইলে ভ্রমতি নন্দন ভার্য্যা শোকে কাতর হইয়া বনে২ ভ্রমণ করিতে লাগিলেন

দেবতারা রুরুকে অত্যন্ত শোক বিহ্বল দেখিয়া তাঁহাকে প্রবোধ দিবার জন্য দেব দূতকে পাঠাইয়া দিলেন, দেব দূত আসিয়া কহিলেন হে ঋষি নন্দন, জ্ঞানী হইয়া মৃত পত্নীর নিমিত্ত কেন এত শোক করিতেছ, অগ্র পশ্চাৎ সকলেরই ঐপথ, যদি কলত্র বিয়োগ শোক নিতান্তই সহ্য করিতে নাপার তবে আমি যে পরামর্শ বলি তাহা কর, যদি আপনার অর্দ্ধআয়ু প্রদানে শক্ত হও তবে তোমার পত্নী পুনর্জীবিতা হইতে পারে, রুরু এইপ্রস্তাবে সম্মত হইলে দেবদূত শমনভবনে যাইয়া ধর্ম্মরাজকে কহিয়া ভ্রমদ্বরাকে পুনঃ প্রাণদান করিল, রুরু পত্নীর মুখাবলোকন করিয়া অপরিসীম আনন্দিত হইল, এবং সর্পবধে প্রতিজ্ঞা করিয়া যষ্টি হস্তে অরণ্যে২ ভ্রমণ করিতে লাগিল, এক দিন নিবিড় বন মধ্যে এক প্রকাণ্ড অজাগর দৃষ্টে তাহার প্রাণ বধার্থে দণ্ড উত্তোলন করিলেন, সর্প প্রাণ ভয়ে কাতর হইয়া কহিল, হে ব্রাহ্মণ, আমি তো·

মার কি অনিষ্ট করিয়াছি যে আমার প্রাণনাশে উদ্যত হইয়াছ? রুরু কহিলেনআমার নিকট ইষ্ট অনিষ্ট বিবেচনা নাই, প্রতিজ্ঞা করিয়াছি সর্প দিখিলেই মারিব, সর্প কহিল, আমাকে সর্পবৎ দেখিতেছ কিন্তু বাস্তবিক আমি সর্প নহি, আমি পূর্ব্বে মুনি পুত্র ছিলাম, চিত্র-সেন নামক আমার এক মিত্র ছিল, এক দিবস পরিহাস ক্রমে সখার গাত্রে একটা তালপত্র নির্ম্মিত সর্প ফেলিয়া দিবায় সখা আমাকে অভি শাপদিলেন" তুমি বিষহীন সর্প হইয়া অরণ্যে থাক,, ক্ষণ পরে সখার কোপবেগ সম্বরণ হইলে কহিলেন ভ্রমতি পুত্র রুরুর সহিত সাক্ষাত হইলে তুমি শাপ মুক্ত হইবে, অত এব আপনার দর্শনে আমি অদ্য মুক্ত হইলাম, কিন্তু আপনি ব্রহ্মকুলে জন্ম গ্রহণ করিয়া কেন জীব হিংসা মহা পাপে প্রবৃত্ত হইয়াছেন? দেখুন, সামান্যাপরাধে আমার কি শাস্তি হইয়াছে, অতত্রব হিংসা বৃত্তি পরিহার করিয়া অহিংসা ধর্ম্মাশ্রয় করুণ। ব্রাহ্মণ শরীরে দয়া নাথাকিলে সে ব্রাহ্মণ চণ্ডাল তুল্য হেয় হয়। পাণ্ডু বংশীয় রাজা জন্মেজয় সর্প সত্র যজ্ঞারম্ভ পূর্ব্বক পৃথিবীর সমস্ত সর্পনাশের প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন, জরৎকারু মুনি পুত্র আস্তিক রাজার নিকট যজ্ঞ ভিক্ষা লইয়া সর্পকুল রক্ষা করিয়া ছিলেন, অতএব হে মুনি পুঙ্গব, কদাপি জীব হিংসা করিওনা, রুরু জিজ্ঞাসিলেন, আস্তিক বিবরণ আনুপূর্ব্বিক বর্ণনা করুণ তাহা শ্রবণে আমার অত্যন্ত স্পৃহা জন্মিয়াছে? শাপ গ্রস্ত ঋষি কহিলেন যদি আস্তিক উপখ্যান শ্রবণে ইচ্ছা হইয়া থাকে তবে তাহা মুনিগণের নিকট জিজ্ঞাসিবেন। এক্ষণে আমাকে বিদায় প্রদানে অনুমতি হউক, আমি স্বদেশে যাইব। অনন্তর শাপগ্রস্ত ঋষি রুরু দর্শনে শাপমুক্ত হইলেন এবং দিব্য দেহ ধরিয়া অভিলষিত স্থানে প্রস্থান করিলেন।

মুনি বাক্যে রুরু অত্যন্ত তাপিত হইলেন এবং গৃহে আসিয়া পিতার নিকট সমস্ত বর্ণন করিলেন।

ভৃমতি রুরু বাক্য শুনিয়া কহিলেন হে বৎস, জীব হিংসা মহাপাপ, কদাচ আর এমত কর্ম্ম করিওনা, যাহা হউক আস্তিক উপাখ্যান আমি কহিতেছি শ্রবণ কর।

আরব্য উপন্যাস।

পরকান্তকোলেকোন্তা আছিলা শয়ানে।
গৃহ প্রবেশিয়া রাজা দেখেন নয়নে॥
রমণীর পররতা দেখিয়া নৃপতি।
মনেং সবিস্ময় হইলেন অতি॥
পূর্ব্বে জানিতেন রাণী পতিব্রতাসতী।
ভ্রষ্টা দোষ আদি কিছু না ছিল কুগতি॥
পতিধ্যান পতি জ্ঞান পতি পরায়ণা।
পতি ভিন্ন পুরুষেরে চক্ষে দেখিত না॥
এরূপ কপট প্রেম প্রকাশ করিয়া।
রেখেছিল ভূপতিরে ছলে ভুলাইয়া॥

হটাৎ দেখিয়া তারে উপপতি পাশে।
সবিস্ময় নরপতি হইলেন ত্রাশে॥
মনেং ভাবিলেন হইয়া বিস্ময়।
এমত সুশীলা নারী ভ্রষ্টা কভু নয়॥
বুঝি বা দৃষ্টির ভ্রম হয়েছে আমার।
নহে কেন দেখিলাম হেন চমৎকার॥
মনেং এইরূপ ভাবি কিছু কাল।
পরি শেষে তীরোহিত হলো ভ্রম জাল॥
তখন হইয়া রাজা কোপে অচেতন।
কহিলেন কিমাশ্চর্য বিধির লিখন॥
এমন পুংশ্চলী কভু না দেখি নয়নে।
ঘৃণা লজ্জা ধর্ম্মা ধর্ম্ম কিছু নাহি মানে॥
অর্দ্ধ দণ্ড পূর্ব্বে আমি হয়েছি বিদায়।
ইতি মধ্যে জার সঙ্গে সুখে নিদ্রা যায়॥
এহেন স্বৈরিণী প্রেমে হয়ে মুগ্ধ মন।
সতত তোষিতে তারে করেছি যতন॥
প্রাণ মন সমর্পণ করেছি যাহায়।
সে বনিতা পররতা হায় হায় হায়॥
ধিক ধিক বিধাতায় আমাকেও ধিক।
রমণীর প্রেমে ধিক কর্বকি অধিক॥
যাহর তাহক্ ক্ষমা নহেত উচিত।
এখনি উভয়ে শাস্তি দিব সমুচিত॥
এত বলি কোপে রাজা হইয়া অজ্ঞান।
একাঘাতে বধিলেন উভয়ের প্রাণ॥
অনন্তর উভয়ের মৃত দেহ লয়ে।
গবাক্ষের দ্বার দিয়া দেন ফেলাইয়ে॥
উভয়ের প্রাণ নাশ করি নরপতি।
শিবিরেতে আসিলেন সচিন্তিত মতি॥
প্রভাতে দিলেন আজ্ঞা করিতে গমন॥
গৃহ ছিদ্র ব্যক্ত হলে হাসিবেক লোক।
সেহেতু প্রবল হয়ে উঠিল সে শোক॥
ক্রমেং বহু রাজ্য করি পর্য্যটন।
অবশেষে ভ্রাতৃ দেশে দিলা দরশন॥

গোলেবেসেনুয়া।

ক্রমেং কপটরূপিনী কুরঙ্গ অঙ্গনা দৃষ্টিপথের অতীতা হইলে রাজকুমার নিতান্ত নিরাশ হইয়া অত্যন্ত মলীনান্তঃকরণে সন্মুখবর্ত্তী মনোহর নবীন পুষ্পোদ্যান মধ্যে উপনীত হইয়া দেখিলেন প্রফুল্ল সরসীরুহ সুশোভিত সরসী সলিলে কলহংস সকল কলরব করিতেছে, তৎপার্শ্বে পরমরমণীয় অপরূপ অট্টালিকা স্বীয় সৌন্দর্য্য প্রকাশ দ্বারা দিকসকলের শোভা সম্পাদন করিয়া চরিতার্থ হইতেছে তথায় জনগণের সমাগম বিরহ অবলোকন করিয়া ধীরেং সরোবর তীরে অপসরন পূর্ব্বক বিভাকর কিরণো ত্তাপ তাপিত দেহ সুশীতল করত অট্টালিকার অভ্যন্তরে প্রবেশ করিয়া অধীশ্বর শূন্য বিচিত্র রত্নময় সিংহাসন নিরীক্ষণ করিলেন। ইতি মধ্যে এক সন্ন্যাসী সূর্য্যের ন্যায় তেজস্বী মস্তকে আলুলায়িত জটা ভার, ললাটে ভস্মত্রিপুণ্ড্রক, বক্ষস্থলে অক্ষমালা, ব্যালম্বিত ধবলবর্ণ লোমে শ্রবণ বিবর আচ্ছাদিত, দুইচক্ষু জবা বর্ণ, অতি গম্ভীর আকৃতি, যেন কৃতান্ত ক্রোধান্বিত হইয়া পৃথিবীকে নাশ করিবার নিমিত্ত স্বয়ং আগমন করিতেছেন। এরূপ অপরূপ সন্দর্শনে সভীতান্তঃকরণে পরম করুণাকর বিশ্বকরের অসীম শক্তি কারুণ্য স্মরণ করত আত্মপরিচয় প্রদান পূর্ব্বক বিনয় বচনে কৃতাঞ্জলি পুটে জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন। হে যোগীশ্বর পরম গুরো আপনার ভয়ঙ্কর রূপ লাবণ্য অবলোকন করিয়া আশ্চর্য্যান্বিত হইয়াছি।

মহারাজ কৃষ্ণ চন্দ্র রায়ের জীবন চরিত্র।

বঙ্গ ভূমিতে হাবিল পরগনার কাঁকদি গ্রামে কাশী নাথ রায় মহাশয়ের বসতি ছিল, কিছু কালপরে রাজ করের কারণ ঢাকার শূভার সহিত বিবাদ উপস্থিত হইল সেই বিবাদে পরাভব হইয়া বনিতাকে সঙ্গে করিয়া দেশ ত্যাগ করিলেন, বহুকাল ভ্রমণ করিতে২ বাওয়াল পরগণার বিশ্বনাথ সমাদ্দারের বাটীতে উপস্থিত হইলেন সমাদ্দার যথেষ্ট সমাদর করিয়া নিজালয়েতে অপূর্ব্ব স্থান নিরূপণ করিয়া দিয়া রায়কে এবং রায়ের গৃহিণীকে যত্ন পূর্ব্বক পালন করিতে লাগিলেন কিঞ্চিৎ কালান্তরে রায়ের বনিতা গর্ভিনী হইয়া রায়কে কহিলেন হে নাথ বুঝি আমার গর্ভ হইল, ইহা শুনিয়া রায় অত্যন্ত কাতর হইয়া কহিলেন, রাজ্য চ্যুত হইয়া পরের বাটীতে থাকিয়া রাণী কি প্রকারে প্রসব হইবা? এবং অনেক২ বিলাপ করিলেন, অনেক বিবেচনানন্তর প্রভাতে সমাদ্দার কে সকল বৃত্তান্ত জ্ঞাত করিয়া কহিলেন, হে তাত, আমারা তোমার সন্তান সন্ততি, আপনি ইহাই বিবেচনা করিয়া যেউচিত হয় তাহাই করিবেন, সমাদ্দার অনেক আশ্বাস করিয়া কন্যাভাবে রাণীকে পালন করিতে প্রবর্ত্ত হইলেন, তখন রাজা চিন্তা করিতেছেন, রাজ্যগেল পরেরবাটীতে কতকাল এরূপে বাস করিব, এই চিন্তায় কাতর হইয়া বিবেচনা করিয়া দেখিলেন হস্তিনাপুরে নাগেলে আমার উপায়ান্তর হইবেক না ইহাই ধার্য্য করিয়া সমাদ্দারকে না কহিয়া এবং আত্ম বনিতাকেও নাবলিয়া হস্তিনাপুরে প্রস্থান করিলেন।

ঢাকাস্থ বন্ধুর পত্র অবিকল।

এই ভারৎবর্ষে মানব মণ্ডলী মানব দেহ ধারণ করিয়া আপন২ চিত্ত ক্ষেত্র সুচারুরূপে কর্ষণ করত অমূল্য বিদ্যা বীজ বপন করিলে কত শত সুখের উদয় হইত তাহা লেখনী লিখনাশক্ত। ইংলণ্ডীয় ধবলাঙ্গ সুবিজ্ঞ পুরুষেরা আপন২ বুদ্ধি কৌশলে কিরূপে সর্ব্বার্থ সাধন করিতেছে, ও কিরূপে এই তিমিরাবৃত ভারত ভূমির স্বপ্ন অগোচর কর্ম্ম সকল সম্পাদন করিয়া এই ভূমণ্ডলের অতুল সুখ সাধন করিছেন তদ্বিষয় আলোচনা করিলে আমারদিগকে আসামান্য হর্ষ ও বিস্ময়ার্ণবে নিপতিত হইতে হয়।

তাহারদিগের এইরূপ অসম্ভাবিত শ্রীবৃদ্ধির অঙ্কুর সিমন্তিনীদিগের বিদ্যাভ্যাসের দ্বারাই ঘটিয়াছে। কারণ অপত্য দিগের পিতা সংসারিক বিষয়ে রত থাকা প্রযুক্ত আপন২ সন্তানের অমলাঃন্তকরণে বিমলবিদ্যা বীজ রোপণ করিতে অক্ষম। সুতরাং শিশু বর্গের মাতৃ সতর্কাধীন ও তন্ম

তানুসারে আচরণ করিতে হয়; কামিনীরা যদ্যপি নানা বিধ কুসংস্কার ঘটিত মনান্ধকারকে বিদ্যার উজ্জ্বল শিখার দ্বারা তিরোহিত না করিত, এবং সন্তান গণকে সুনীতি প্রদানে অশক্তা হইত তবে তাহার দিগের এইরূপ অত্যাশ্চর্য্য সুখোন্নতির আকার কখনই হইতে পারিত না॥ সর্ উইলিয়ম জোনস্ যিনি অষ্ট বিংশতি বিদ্যায় সুবিজ্ঞ ছিলেন এবং যাঁহার কীর্ত্তিধ্বজা অদ্যাবধি গগণ মণ্ডলে উড্ডীয় মানা রহিয়াছে তাঁহার মাতৃ কোলে সুনীতি প্রাপ্ত হওয়াই প্রধান কারণ॥ আহা কি খেদের বিষয়! যে বঙ্গ অঙ্গনারা মানসিক সুখচিন্তায় একেবারে অচিন্ত হইয়া নিত্য নীতি বিরুদ্ধাচারিণী সহগামিনী হওত কোন্দল কলহ ও পরাপবাদে রত থাকে এবং আপনং অপত্য বর্গের চিত্ত ক্ষেত্রে নানা বিধ কুসংস্কারের সঞ্চার করত অকলঙ্ক চিত্তকে দুরূহ কলঙ্কে কলঙ্কিত করে।

কুসংস্কারাবৃত বৃদ্ধ মানবেরা কামিনী দিগের এইরূপ অজ্ঞানান্ধের প্রধান কারণ। এইস্থলে রাজা রাম মোহন রায়ের গুণ স্মরণ করিলে স্তব্ধ ও হত বুদ্ধি হইতে হয়। তাঁহাকে ধন্যবাদ প্রদানে অগণ্য রসনা নিযুক্ত করিতে হয়। তিনি যদ্যপিও নির্দ্দোষ যোষাদিগের দেহ অগ্নিসাৎ করিতে বাধা জন্মাইয়াছেন তথাপি তাহার দিগের দঃসহ দঃখ নিবারণের কোন উপায় করেন নাই॥ অধুনা বহুবিধ মানবগণ যদ্যপিও স্ত্রী শিক্ষা বিষয়ে সাতিশয় যত্নবান তত্রাপি বঙ্গ মানবদের জন্যে ইহা সুপ্রতুল রূপে নির্ব্বাহ হইতে পারিতেছেনা॥

আমরা পুলক চিত্তে এই ঢাকা নিবাসি মানবগণকে অগণ্য ধন্যবাদ প্রদানে অহঃহঃ নিযুক্ত আছি এইরূপ কুসংস্কার তাঁহাদের চিত্ত ক্ষেত্র হইতে একিবারে বিলুপ্ত হইয়াছে। তাঁহারা এইক্ষণে এক অবলা পাঠ শালা স্থাপন করিয়া স্বীয়ং বালিকা গণকে তন্মধ্যে পাঠাইয়াছেন। তাঁহাদের কোন রূপেই নিরুৎসাহের চিহ্ন প্রকাশ পাইতেছেনা বরং ক্রমেং বিদ্যানুশীলনে অধিক অনুরাগ দেখা যাইতেছে। বোধ হয় এই নগরী সর্ব্বাগ্রে আনন্দ তরুর সুস্বাদু ফল ভোগে বঞ্চিত হইবেনা।

শ্রীযুক্ত বাবু আনন্দ মোহন দাস এই অবলা পাঠশালার প্রধান কারণ। তাঁহার অশেষ যত্ন দ্বারাই ঢাকা অঙ্গনাদের চির মনান্ধকার বিনষ্ট হইল যেং যুবকগণ এইসকল সীমন্তিনী দিগের পাণি গ্রহণ করিবেন তাঁহারা অহরহঃ উপরোক্ত বাবুকে অশেষ ধন্যবাদ প্রদানে নিযুক্ত থাকিবেন। তাঁহাদের যত সুখের উন্নতি হইবে ততই বাবু আনন্দ মোহনের কীর্ত্তি ধ্বজা গগণে সঞ্চালিত হইবে॥

গৌং হং সে
ঢাকা কালেজ

বিজ্ঞাপন।

হিত কথা	টি	।০
বর্ণ মালা ২৪ পেজে	তা	৵
অজ্ঞান তিমির নাশক পু	টি	।।০
প্রশ্নাবলী	টি	।০
কুলীন কুল সর্ব্বস্ব নাটক বা		১।।০
শাস্তি শতক	টি	।০
ঋতু সংহার	টি	।০
ত্রিতাপ হারিণী	টি	।।০
সত্য নারায়ণোপাখ্যাণ	টি	।০
গোপাল স্তোত্র	টি	৵০
অদ্ভুত রামায়ণ	টি	১
গীতাবলী	টি	।৵০
গুরুতত্ত্ব	টি	।।০
শান্তি শতক পু	বা	।।
বঙ্গভাষা বর্ণমালা	টি	৵
ভারত রষীয় সভার) তৃতীয় বা ীক বিবরণ	টি	।০
সন্তান প্রতি পালন) করিবার নিয়ম পু	টি	৵

ছোট জাগুলীয়া হিতৈষি সভার বক্তৃতা	টি	।৹
ফারমেসি নাগরি	টি	।।০
ঐ বাঙ্গালা	টি	।।০
পতিতোদ্ধার	টি	১
বিধবা বিবাহ প্রচলিত হওয়া উচিত কি না ১ নং	টি	।০
ঐ ঐ নং২	টি	২
বিধবা বিবাহ নিষেধক প্রমানা বলি নং১	টি	।০
ঐ ঐ নং২	টি	১
মোহ মুদ্গার পু	টি	৵
ব্রেমলি সাহেবের বক্তৃতা পু	টি	।০
ধারাপাত পু	টি	৵
শ্রীমদ্ভাগবদ্গীতা নং১	টী	।৵
ঐ ঐ ২ নং	টী	১
ঐ ঐ ৩ নং	টী	।৴
ঐ ঐ ৪ নং	টি	।।০
ঐ ঐ ৫ নং	টি	।৵

দিবাজ্ঞাপক।

ঘড়ির ন্যায় নূতন এক দিবাজ্ঞাপক ও ডেলি ইণ্ডিকেটর ইংরাজী ও বাঙ্গালা বৃহদক্ষরে মুদ্রিত হইয়াছে তাহাতে ১২৬২ অবধি ১২৭০ পর্য্যন্ত, ইংরাজি ১৮৫৬ অবধি ১৮৬১ পর্য্যন্ত সন মান বার ও দিন সর্ব্বক্ষণ দৃষ্ট হইবে, ইহার ঘড়ির ন্যায় কাঁটা আছে ইহার মুল্য স্বাক্ষর কারির প্রতি ।।০ আট আনা এবং বিনা স্বাক্ষর কারির প্রতি ৶০ আনা মাত্র নির্দ্ধারিত হইল।

বিজ্ঞাপন।

সমাচার সুধাবর্ষণ নামক প্রাত্যাহিকপত্র। হিন্দীতে ও বাঙ্গালাতে বিরচিত হইয়া প্রতিদিন প্রকাশ হইতেছে তাহা যদ্যপি কোন ব্যক্তির আবশ্যক হয় তিনি বড বাজারে সুধাবর্ষণ যন্ত্রালয়ে শ্রীশ্যাম সুন্দর সেনের নিকট পত্র লিখিলে পাইতে পারিবেন, যাঁহারা পারস্য ভাষার অনুশীলন করেন তাঁহারদিগের ও ব্যবসায়িদিগের পক্ষেও ইহা বিশেষ উপকারে আসিবেক মাসিক মূল্য এক তঙ্কা অগ্রিম বাৎসরিক মূল্য ৮ তঙ্কা মাত্র॥

পুস্তকালয়।

আমি হাবডার গবর্ণমেন্ট ইস্কুলেতে একং পুস্তকালয় সংস্থাপন করিয়াছি তাহাতে নানা বিধ ইংরাজি ও বাঙ্গালা ইস্কুলবৈ এরং কাগচ কলম প্রভৃতি সংগ্রহ করিয়াছি যে:কোন ব্যাক্তির প্রয়োজন হইবে তথায় মূল্য কিম্বা লোক প্রেরণ করিলে সুলভ মূল্যে পাইতে পারিবেন।

শ্রী শ্রীনাথ দত্ত
তৃতীয় শিক্ষক

এই পত্রিকার মাসিক মূল্য ।০ ও অগ্রীম বার্ষিক ৸০ আনা এবং উপস্থিতক্রেতা দিগের নিমিত্তে প্রতি সংখ্যাব দুই আনা মাত্র নির্দ্দিষ্ট করা গেল। আমরা কেবল সর্ব্বসাধারণের উপকারার্থ এবং বঙ্গভাষার প্রতি অনুরাগ বশতঃই এই পত্রিকা প্রকাশে প্রবৃত্ত হইয়াছি। নচেৎ এত অল্প মূল্যে আমাদিগের বিশেষ লাভের প্রত্যাশা নই। অতএব গুণজ্ঞ বিজ্ঞ গ্রাহকগণ সমীপে সবিনয়ে এই নিবেদন করিতেছি যে তাঁহারা প্রতি মাসে এই পত্রিকা প্রাপ্ত হইয়াই অনুকম্পা পূর্ব্বক মূল্য প্রদান করিবেন, কেননা ।০ আনার নিমিত্তে সর্ব্বদা সরকার গতাআত করিতে হইলে আমাদিগের অনেক ব্যয় হইয়া কেবল ক্ষতি হইবার সম্ভাবনা। অতএব আমারা ভরসা করি। যে বিদ্যানুরাগি বিবেচক গ্রাহক মহাশয়েরা এবিষয়ে বিবেচনা করিবেন। আর যাঁহারা অনুগ্রহ পূর্ব্বক অগ্রীম বার্ষিক মূল্য দিতে ইচ্ছা করেন, তাঁহারা পত্রিকা এক বর্ষর নীয়মীত রূপে পত্রীকা পাইয়া পরে মূল্য প্রদান করীবেন।

বঙ্গবিদ্যা প্রকাশিকা পত্রিকা

৭ সংখ্যা।

নির্ঘণ্ট।

বিবরণ।	পত্রাঙ্ক।
তত্ত্ব প্রকরণ	৯৭
দান	৯৮
স্ত্রীদিগের কথোপকথন	৯৯
নীতিবিষয়	১০০
জ্ঞান	১০২
প্রেম	১০৩
দয়া	ঐ
টেলি মেকসের ভ্রমণ বৃত্তান্ত	১০৪
প্রশ্নাবলী	১০৬
মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র রায়ের জীবন চরিত্র	১০৭
বাক্যবিন্যাস	ঐ
দৃষ্টান্ত বাক্যসংগ্রহ	১০৮
মহাভারত	ঐ
আরব্য উপন্যাস	ঐ
রামায়ণ	১০৯
গোলবেসেনুয়া	১১০
গ্রীষ্ম বর্ণন	ঐ
প্রেরিতপত্র	১১১

কলিকাতা।

সমাচার সুধাবর্ষণ যন্ত্রে মুদ্রিত হইল।

সন ১২৬২ সাল

মূল্য / আনা

বিজ্ঞাপন ।

পুস্তক বিক্রয়ের

মাজিস্ট্রেটীয় উপদেশ	বা ৬
আরবীয়োপাখ্যান ১ নং	টি ১
ঐ দ্বিতীয় খণ্ড	টি ১
ঐ তৃতীয় খণ্ড	টি ১
অপূর্ব্বোপাখ্যান	বা ২
শব্দাম্বুধি	বা ৬
ভাষা সপ্তকাণ্ড রামায়ণ .	বা ২
ঐ ঐ -	টি ১৸০
গোলেবেসেন্নুয়া . .	বা ৩৷০
ইং বাং ডিকস্যনরি	বা ৬
গৌড়ীয় ভাষার ব্যাকরণ .	৷৴
সেণ্ডারস্‌নূতন পঞ্জিকা	টি ৷৵০
চাহার দরবেস - .	বা ১
ঐ . .	টি ৸০
হিতোপদেশবিষ্ণুশর্ম্মাকর্তৃক	৷৷৵
রস তরঙ্গিণী .	বা ১
সার সংগ্রহঃ .	বা ৷৷৵
উদ্ভিজ্জ বিদ্যা.	টি ৷৵
ভূগোল - . পু	বা ৷০
বেতাল পঞ্চবিংশতি গদ্য	বা ১৷
পুরুষোত্তম চন্দ্রিকা পু	টি ১
মনতত্ত্ব সারসংগ্রহ	বা ১
ইংরাজি হিতোপদেশের বঙ্গভাষায়অনুবাদ .	বা ১

জ্ঞান কিরণোদয় পু	বা ১
কৌতুক তরঙ্গিণী .	বা ৷৷০
জ্ঞান প্রদীপ পু	বা ৷৷০
মান ভঞ্জন পু	বা ৷৷০
পাঠশালা বশাইবার ও বালকদের শিক্ষাইবার ধারার বিবরণ . .	টি ১
দিগদর্শন নং ১১	টি ৷০
ঐ নং ২	টি ৷০
শিশুসেবধি	টি ৵
শিশুশিক্ষা দ্বিতীয় ভাগ	টি ৵
রোমিও এবং জুলিয়েটের মনোহর উপাখ্যান	টি ১
নিত্য কর্ম্ম পদ্ধতি	টি ৵
রসমঞ্জরী .	টি ১
শিশুবোধক	টি ৷০
নীতি বোধ	টি ৷৴
নীতি কথা প্রথম ভাগ	টি ৴৫
ঐ দ্বিতীয় ভাগ	টি ৴১০
ঐ তৃতীয় ভাগ	টি ৴১৫
বাঙ্গালার ইতিহাস	বা ২
রতি শাস্ত্র	টি ৵
উপাসনা কাণ্ড	টি ৷৷০
স্ত্রীশিক্ষা বিধায়ক	টি ৸০
শকুন্তলার উপাখ্যান	টি ৷৵

বঙ্গবিদ্যা প্রকাশিকা পত্রিকা।

৭ সংখ্যা।

মাসিক পত্রিকা।

তত্ত্ব প্রকরণ।

জয়২ জগৎপতি জগৎ কারণ।
শান্তকর ভ্রান্তমন প্রমত্ত বারণ ।।
বিষয় উদ্যানে সদা চরিতেছে সুখে।
চরম ভাবনা কভু আনেনাকো মুখে ।।
পরমার্থ তত্ত্ব দলদলে কুতুহলে।
আনন্দে সাঁতার দেয় ভবসিন্ধু জলে ॥
অজ্ঞান মদেতে মত্ত সদাক্ষরে মদ।
সম্পদ আপদ ভাবে বিপদ সম্পদ ।।
এইরূপে ভ্রমবোধে হয়ে ভ্রাম্য মান।
ভ্রমেমন অনুক্ষণ নাহিপায় স্থান ॥
কাম ক্রোধ লোভ মোহআদি রিপুগণ।
মিলিয়াছে তার সঙ্গে এই ছয়জন ॥
রিপুসঙ্গে সৌখ্যভাব করি মূঢ় মন।
রঙ্গরসে মত্তহয়ে থাকে অনুক্ষণ ।।
আহার বিহার নিদ্রা ব্যসনে আশক্ত।
সুখজ্ঞানে পাপকর্ম্মে সদা অনুরক্ত ॥
আমার এধন জন আমার সম্পদ।
চিরকাল সুখেরব নাহবে বিপদ ॥
পুত্র মিত্র কলত্র লইয়া সদা পাশে।
করিব বিষয়ভোগ মনের আবেশে ॥
রোগ শোক জরাআদি ক্লেশের কারণ।
কভু না ঘটিবেমন না হবে মরণ ॥
এইরূপ অভিমানে হৈয়া জ্ঞানহত।
বিষয়ের সেবামন করে অবিরত ॥
নাভাবে পরম পদ জনম মরণ।
কেমনে হইবে মুক্ত এভব বন্ধন ।।
কোনক্ষণে যাবে তনু নাহি নিরূপণ।
প্রতিক্ষণে যায়জীব সমন ভবন ।।
দেখিয়া শুনিয়াতবু নাহি জন্মে জ্ঞান।
কেমন মায়ারকর্ম্ম কিমাশ্চর্য্য ভান ।।
অতএব বিশ্বনাথ হইয়া সদয়।
মমাকাশে কর প্রভু জ্ঞান চন্দ্রোদয় ।।
দয়াকরি দীননাথ দীন হীন প্রতি।
দেওহে অভয়পদ হউক সদ্গতি ।।
পড়েছি ভবসাগরে নাজানি সাঁতার।
দেখিতে নাপাই কুল অকুল পাথার ।।
তাহে ভগ্নতনু তরী অতি জীর্ণতর।
পাপভারে ভারী তাতে স্রোত খরতর ।।
আশাবায়ু বহে সদা অতি বেগ বান।
প্রবৃত্তি তরঙ্গরঙ্গে প্রবল তুফান ।।
ঘোরতর মায়া তম দৃষ্টি নাহি চলে।
ভয় হয় পাছে তরী ঠেকেবা অচলে ।।
প্রবল তরঙ্গ বেগে কাটে ধৈর্য্য হাল।
এলোমোনে বায়ুবলে ছেড়ে শান্তিপাল
দেখিয়া তরঙ্গ রঙ্গ বিবেক কাণ্ডারি।
রাখিতে নাপারে তারে প্রাণ পনকরি ।।
এরূপ তুফানে পড়ি জীব দুরাশয়।
হাবু ডুবু খায় তবু নাছাড়ে বিষয় ।।
রক্ষ২ জগৎপতি এঘোর সংঙ্কটে।
কটাক্ষে ঈক্ষণ করি আন তরী তটে ।।
অনুক্ষণ পাপ প্রাণ কাঁপে দুর২।

কতক্ষণে দিবে কূল দুঃখ যাবে দূর ।।
ভাবিতে২ তাই হতেছে বিকল।
যেছিল সম্বল বল হইল বিকল ।।
নাজানি ভজন পূজা নাহি কোনজ্ঞান।
কেমনে পাইব নাথ ভবাব্ধিতে ত্রাণ ।।
ভরসা কেবল মাত্র তবকৃপা বশী।
পামরে উদ্ধার কর অহে পরমেশী ।।

দান।

আমাশ গত লব্ধস্য প্রাণেভ্যোপি গরীয়শঃ। একৈব গতি রর্থস্য দানমন্যে বিপত্তয় ।।

বহু পরিশ্রম ক্লেশ ব্যয় ব্যতীত অর্থ উপার্জ্জন হয়না, সেই অর্থ জীবদিগের জীবনাপেক্ষাও প্রিয় কেবল দান এমত অর্থের সদ্গতি, অন্য কার্য্যে যে ব্যয় তাহা অপব্যয়।

অর্থই সংসারের সুখ দুঃখ পাপ পুণ্যের কারণ, অর্থের সদ্ব্যবহারে ইহকালে সকল সুখ করস্থ থাকে এবং পরকালে অক্ষয় স্বর্গ ভোগ হয়, অর্থের অসদ্ব্যয়ে ইহলোক নানা শারিরীক মানসিক ক্লেশ ও পরলোকে অনন্ত নরকাগ্নি ভোগ হয় অতএব এমত আশ্চর্য্য দ্রব্যের সদ্গতি ও সদ্ব্যবহার করা অতি আবিশ্যক।

জগদীশ্বর মনুষ্যদিগের পরীক্ষা জন্য ও সংসারের শৃঙ্খলা সম্পাদন নিমিত্ত মনুষ্যের অবস্থা নানাপ্রকার করিয়াছেন, কেহবা অতুল ঐশ্বর্য্যের অধিপতি হইয়াছে, কেহবা দিনান্তে একবার সাকান্ন ভক্ষণ করিতেও পায় না, কেহ একদণ্ড শ্রম করিয়া সহস্র মুদ্রা উপার্জ্জন করিতেছে কেহবা সমস্তদিনে পরিশ্রমে একআনাও উপার্জ্জন করিতে পারেনা, কেহ বা সহস্র লোককে ভরণ পোষণ করিতেছে, কেহবা আত্মোদর পূরণেও অসমর্থ. সকলের অবস্থা সমান গমন হইলে কেহ কাহারঅধীনতা স্বীকার বা কোন কর্ম্ম করিতনা সুতরাং জগতের শৃঙ্খলা ভঙ্গ হইয়া যাইত, এই জন্যই সর্ব্বজ্ঞবাতা এই অপূর্ব্বকৌশল রচনা করিয়াছেন।

তিনি একব্যক্তির হস্তে প্রচুর ক্ষমতা ও বিপুলবিত্ত প্রদান করিয়া তদ্দ্বারা শত২ লোককে জীবিকা দিতেছেন. অতএব সংসার মধ্যে যাঁহারা ক্ষমতা ও ধনশালী হয়েন তাহারদিগের কর্ত্তব্য যে অর্থের ও ক্ষমতার সদ্ব্যবহার করণে সর্ব্বদা যত্ন করেন।

পরোপকার করাই ক্ষমতার সদ্গতি. এবং দানই অর্থের সদ্গতি, সংসারে যত যাগ যজ্ঞ শ্রাদ্ধ পূজাদি ধর্ম্ম। ধর্ম্ম দৃষ্ট হইতেছে তাহা সকলি দানমূলক দেখ শ্রাদ্ধের অঙ্গ ব্রাহ্মণভোজন দানোৎসর্গ কাঙ্গালি ভোজন ইত্যাদি কার্য্যের মূল উদ্দেশ দান, পূজার অঙ্গ নৈবেদ্য ভোগ ব্রাহ্মনাদি ভোজন যাত্রা, নাচ, তামাসা ইত্যাদি ইহাও সকলই দান মূলক অতএব সংসারে যে কোন

ক্রিয়াকাণ্ডোপলক্ষে যে ব্যয় করা যায় তাহার অধিকাংশ (সৎপাত্রেই হউক বা অসৎ পাত্রেই হউক) দানে পর্য্যবসান হয় সুতরাং অর্থের সদ্গতি দান তাহার আরকোন সংশয় নাই।

দান তিনপ্রকার সাত্ত্বিক রাজসিক তামসিক শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনকে যোগোপদেশ কালে উক্ত ত্রিবিধ দানের ভেদ করিয়াছেন, যথা অর্থাৎ দান অবশ্য কর্ত্তব্য এই নিশ্চয় বোধে প্রত্যুপকার করণে অসমর্থ এবং যে কখন উপকার করেনাই অথচ দুঃখিপাত্রে তীর্থাদি পবিত্রস্থলে পুণ্যকালে যে দানকরা যায় তাহাই সত্ত্বিক দান।

অর্থাৎ কোনকালে প্রত্যুপকার হইবেক এইবোধে অথবা স্বর্গাদি ফলোদ্দেশে ক্লেশ পূর্ব্বক যে দান করাযায় তাহাকে রাজসিক দানকহে।

অর্থাৎ। অশুচিস্থলেও অশৌচাদি সময়ে ও অপাত্রে যে দান আর উত্তম দেশকাল পাত্র পাইয়াও অবজ্ঞা তিরস্কার পূর্ব্বক যে দান তাহা তামসিক দান হয়।

বিদ্যাভ্যাস, ধনোপার্জ্জন, আহার, নিদ্রা, স্ত্রীসঙ্গ ইত্যাদি সকল কার্য্যেই কাল নিয়ম আদি কিন্তু দানের কালাকাল নাই অশুচি শরীরে অকালে অন্য কোন ধর্ম্ম কর্ম্ম করিলে অধর্ম্ম সঞ্চয় হয়, কিন্তু অকালে অশুচি শরীরে দান করিলেও পাপ নাই, তবে কালাকাল ভেদে পুণ্যের ফল কিঞ্চিৎ হ্রাস বৃদ্ধি হয় মাত্র। অন্য সকল পুণ্য কর্ম্মাপেক্ষা দানে অধিক মনঃপ্রীতি পাওয়া যায়, যাঁহারা কখন কখন সাধ্যমতে দীন দুঃখি অনাথ দিগকে কিঞ্চিৎ২ দান করিয়া থাকেন তাঁহারাই দানের সুখানুভব করিতে সমর্থ। দিব্যাঙ্গনা, সঙ্গে উপাদেয় দ্রব্যাহারে, মনোহর অটালিকায় যে সুখানুভব হয় কোন অন্ধাতুরকে একটী পয়সা দান করিলে তাহার শতগুণ আন্তরিক সুখ পাওয়া যায়।

স্ত্রীদিগের কথোপকথন।

সম্পাদক মহাশয় আমি এক দিবস কোন কার্য্যানুরোধে জনৈক বন্ধু ভবনে গমন করিয়াছিলাম, তথায় যাইয়া দেখিলাম বন্ধু কোন কর্ম্মানুরোধে স্থানান্তর গমন করিয়াছেন, তাহাতে একবার ভাবিলাম ফিরিয়া যাই আবার মনে করিলাম, দূরহউক বাটী গিয়াই বা কি করিব. বন্ধুর অপেক্ষায় এই খানেই বসিয়া থাকি, ইহা স্থির করিয়া বন্ধুর বৈঠকখানায় শয়ন করিয়া একখান পুস্তক পাঠ করিতে লাগিলাম. এমতকালে পার্শ্ববর্ত্তী অন্তঃপুর সংলগ্ন গৃহ হইতে দুইটি রমনীর কথোপকথন আকর্ণন করিলাম, তাহারদিগের পশ্চাল্লিখিত কথাবার্ত্তা দ্বারা বুঝিলাম একটী রমণীর নাম কামিনী, অন্যের নাম মোহিনী, কামিনী কুলীন কন্যা, মোহিনী বংশজ কন্যা, কামিনীর বাক্য দ্বারা বোধ হইল তাহার আন্ত

রিক সুখ নানা ক্লেশে এককালে নষ্ট হইয়া গিয়াছে, নিম্নস্থ পঁক্তিচয়ে তাহা স্পষ্টিভূত হইবেক, এই রমণীদ্বয়ের কথোপকথন অত্যন্ত রহস্য জনক বিবেচনায় আপনার সমীপে প্রেরণ করিতেছি, অনুগ্রহ পূর্ব্বক বঙ্গবিদ্যা প্রকাশিকা পার্শ্বে স্থান দানে বাধিত করিবেন, বোধকরি আপনার পাঠক মহাশয়েরা এ প্রবন্ধ পাঠে আমোদ পাইবেন।

রমণীদ্বয়ের কথোপকথন।

মোহিনী। এসো২ কামিনী দিদি ভাল আছিস্‌তো।

কামিনী। আর ভাই. ভালমন্দ কি, শালগ্রামের শোয়া বসার ন্যায়, আমারদের বাঁচা মরা তুল্য কথা।

মোঃ। কেন২ দিদি, এত খেদ কেনগো।

কাঃ। আর বন্, খেদের কথা কি বলিস্. জন্মটাই খেদ করিতে করিতে গেল।

মোঃ। কামিনী দিদি. ভেঙ্গেচুরেই বল্‌না কেন, আমি এত ঠারেঠোরের কথা বুঝিতে পারি না।

কাঃ। দুঃখের কথা বলবোকি, পূর্ব্ব জন্মের বিস্তর পাপ না থাকিলে হিন্দুকুলে রমণী জন্ম হয় না।

মোঃ। কেন কেন দিদি. হিন্দু ঘরে জন্মিলে কি পাপ হয়।

কাঃ। ওরে না, হিন্দু ঘরে জন্মিলে পাপ হয় না, পূর্ব্ব জন্মের পাপ থাকিলই হিন্দু কুলেস্ত্রী জন্ম হয়।

মোঃ। সে কেমন, ভেঙ্গে চুরে বল।

কাঃ। হিন্দু রমণীরা সংসারের কোন সুখ ভাগিনী নহে।

মোঃ। কেন দিদি, আমরাতো বেশ সুখে আছি, কেমন কোঠায় থাকি- এত অলঙ্কার পরেছি তবে অসুখ কি?

কাঃ। দূর পাগ্‌লি, কোটায় বাস করিলে ও অলঙ্কার পরিলেই সুখ হয়, মনের সুখেই সুখ, হিন্দুকুলবালারা সংসারে জন্ম পরিগ্রহ করিয়া এই বিচিত্র জগতের কোন শোভা সন্দর্শনে দর্শনেন্দ্রিয়ের চরিতার্থ করিতে পারে না. অন্য দেশ দেশান্তর দেখা দূরে থাকুক চন্দ্র সূর্য্যকেও ভাল করিয়া দেখিতে পায় না।

নীতি বিষয়।

হে? পরাৎপর পরম পুরুষ সর্ব্বা. ন্তর্যামি পরমাত্মন, তোমার পরমারাধ্য পূজ্যপদে সহস্র সহস্র প্রণাম করি, কত শত সুরেন্দ্র যোগীন্দ্র মুনীন্দ্রগণ বাতাশন হইয়া যুগযুগান্তর পর্য্যন্ত ঘোরতর কঠোর তপস্যা দ্বারা শরীর শীর্ণ করিয়াও তোমার পথের পথিক হইতে পারেন না, তদ্বিষয়ক জ্ঞান সীমার নিকটস্থ হওয়া দূরে থাকুক তোমার এই আশ্চর্য্য বিশ্ব. রাজ্যের যৎসামান্য পদার্থের ও তত্ত্ব নিরূপণ করিতে অসমর্থ হন, অতএব

আমি বুদ্ধিরূপ ক্ষুদ্র তরী দ্বারা কি রূপে তোমার অপার স্তুতি বদার্ণ্য বেপার প্রাপ্ত হইব। কিন্তু আমাদিগকে সৃজন করিয়া প্রতি দিন প্রতিপালন করিতেছ এবং আমাদের কল্যানের নিমিত্ত যথোচিত জল পরিমিত অগ্নি নিয়মিত বায়ু, ও ভোজনোপযোগী বিবিধ ফলমূল ও শস্য সমুৎপাদন করিয়াছ, ও আমাদের বিবিধ প্রকার ব্যাধি নিবারক ঔষধি সৃজন করিয়াছ, আহো, অজ্ঞান তিমিরাবৃত মানবগণ অনেকেই তাহা বিশিষ্ট রূপ বিবেচনা করেন না যে তাঁহার হিতকর নিয়ম সকল নিরূপণ ও প্রতিপালন করিয়া সুখ সানন্দে জীবিকা নির্ব্বাহ করিব এই অভিপ্রায়ে তিনি করুণা করিয়া আমাদিগকে বুদ্ধি বৃত্তি ও ধর্ম্ম প্রবৃত্তি প্রদান করিয়াছেন। যে যে ব্যক্তি আপন আপন স্বভাবগুণের দ্বারা জন্মাবধি মরণ সময় পর্য্যন্ত পরম শোভাকর অট্টালিকা অতি মনোহর সরোবর সুস্নিগ্ধ বায়ু সুসেবিত সুরম্য উদ্যান অত্যুচ্চ তেজস্বী অশ্বযুগল সংযোজিত দ্রুতবেগ সুসম্পন্ন মুকুরবৎ চিক্কণ শকটাদি ঘটিত অন্য অন্য নানাবিধ কারণ বশতঃ যত কিছু সুখ সম্ভোগ করিয়া থাকেন তিনিই তাঁহার কারণ স্বরূপ। আর পিতা, মাতা, পুত্র, কন্যা প্রভৃতি ও অন্যান্য হিতৈষী পরোপকারী মহাশয় ব্যক্তিগণের সমীপ হইতে যাহা উপকার বিশিষ্ট হইতে হয় তিনিই তাহার মূলাধার। অপর্য্যাপ্ত ভোজন, মাদক দ্রব্য ভক্ষণ, নিয়মাতীত রজনী জাগরণ, অত্যন্ত সংকীর্ণ দুর্গন্ধময় স্থানে বাস, অপরিমিত পরিশ্রম ইত্যাকার নানা প্রকার অহিতাচার জন্য চির পীড়িত হইয়া যে অশেষ রূপ দুঃসহ ক্লেশ প্রাপ্ত হইতে হয় সে কেবল আপন আপন দোষ বশত ভুতভাবন ভূতাতীত ভবনাথ ভগবানের সুচারু নিয়ম উল্লঙ্ঘনের প্রতি ফল স্বরূপ। অতএব পরম তত্ত্ব পরমার্থ অখণ্ড ব্রহ্মাণ্ডাধীশ অঘটনা ঘটন জনক বিশ্বজনকের প্রতি সরলান্তঃকরণে আনন্দ প্রবাহিত ভক্তি ও অনির্ব্বচনীয় শ্রদ্ধা করিবে সেই করুণাময় জনকের নিকট সতর্কে সতত কৃতজ্ঞ থাকিবে, এবং সাবধানে একান্ত অন্তঃকরণে প্রসন্নময় পিতার রুচির নিয়ম পরিপালনে চির প্রযত্নশালী হইয়া আপনাকে চরিতার্থ বোধ করিবে।

পয়ার।

অপার তোমার চিন্তা চিন্তা কে করিবে।
নিরাকার তবাকার কেবল বর্ণিবে॥
অভাব্য মহিমা ভাবা কার সাধ্য হবে।
অনুমানের অবিষয় কার্য্য কে বুঝিবে॥
কেনা হয় শক্তি সীমা করিতে অযোগ্য।
করুণা অর্ণব নীরে কে নামিতে যোগ্য।
কি বুঝিবে বিশ্বরাজ্য আশ্চর্য্য ব্যাপার।
সতত সর্ব্বদা যারা করে অত্যাচার॥

ত্রিপদী।

তব ভব জল, অতি সুবিমল,
কৌশল শৈবাল ভাসে।
বুঝিবে কেবল, কার আছে সেবল,
না থাকিলে তার আসে॥
ধন উপার্জ্জন, সদা প্রয়োজন,
বলিয়া যেজন জানে।
ইকি বিপরীত, সুমধুর গীত,
শ্রবণ রহিতে শোনে॥
সদা যে যৌবন, বলিয়া রতন,
মনন করিয়া থাকে।
না শুনি কখন, বিধুকে বামন,
ধারণ করিয়া থাকে॥
প্রায় বহু জন, লৌকিকাচরণ,
কপটে সাধন করে।
জলে তনু মন, যেন হুতাশন,
পাপ প্রতিফল শরে॥
অতএব বলি, করি কৃতাঞ্জলি,
সাধারন পুরঃসরে।
যেরূপে তাঁহার, মহিমা প্রচার,
হয় কর চরাচরে॥

জ্ঞান।

পরম পিতা করুণাময় পরমেশ্বর মানবজাতিকে যে সমস্ত উৎকৃষ্ট গুণে বিভূষিত করিয়াছেন জ্ঞানই তাহার সর্ব্বাপেক্ষা প্রধান সাধন। তিনি ধরারোহী সমস্ত জন্তুকে ইন্দ্রিয়াদি সুখ সম্ভোগে আশক্ত করিয়া ও কেবল মনুষ্যকে প্রচ্ছন্ন জ্ঞানরত্ন লাভে অধিকারি করতঃ সর্ব্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট করিয়াছেন, কিন্তু এই বিষয়ে কৃতকার্য্য হইলেই মনুষ্যের যথার্থ মনুষ্যত্ব ও মহত্ত্ব রক্ষা পায়। যিনি পরিশুদ্ধ জ্ঞানরূপ মহারত্নোপার্জ্জনে শত শত সুখ বিসর্জ্জন ও দুঃসহ ক্লেশ স্বীকার করেন. আমরা স্বভাবতঃ তাঁহারই শ্রেষ্ঠত্ব অঙ্গীকার করি এবং তাঁহাকে একান্ত অন্তঃকরণে কত শত অগণ্য ধন্যবাদ প্রদান করি, আর যিনি অতি অকিঞ্চিৎকর সুখাশয়ে জ্ঞানোপার্জ্জনে বিরত হন তাহার সহিত সদালাপ কলাপ অশ্লীল দুর্গন্ধবৎ অসহ্য হইয়া উঠে। ক্ষুধাতুরকে অন্ন প্রদান, বিপন্ন ব্যক্তির বিপদুদ্ধার, উপকারির প্রত্যুপকার প্রভৃতি সৎক্রিয়াকে জ্ঞান সুধাংশুর উদয়াচল স্বরূপ এবং অর্থাপহরণ, পর পীড়ন, প্রতারণা এই সমুদায় অসৎকর্ম্মকে উক্ত শশির অস্তাচল স্বরূপ বিবেচনা করিতে হইবে। আর ইতস্তত প্রায়ই দেখা যায় যে কোন কোন মহাত্মা পরম শোভাকর অপূর্ব্ব অট্টালিকার আমোদেই আটখানা হইয়া অনায়াসে সময়াতীত করিয়া থাকেন এবং ইচ্ছানুরূপ বিবিধ ভোগাশক্ত কোন কোন মহানুভব ব্যক্তিরাও বহু মূল্য উত্তম বেশ ভূষায় ভূষিত হইয়া মুহুর্মুহুঃ অঙ্গ প্রত্যঙ্গ অবলোকন করত কালযাপন করেন। কিন্তু কিছুই কিছু নয় সকলই স্বপ্নবৎ মানবগণের পক্ষে জ্ঞান রূপ মহারত্ন সর্ব্বোৎকৃষ্ট পরম পদার্থ। আহা, যাহার অমূল্যধন জ্ঞানধন

আছে, তাঁহার কি ধন না আছে, তিনিই ধরারাজ্যে ধন্য পঞ্চ ভৌতিক দেহ ধারণ তাঁহারই যথার্থ। বিশুদ্ধ জ্ঞান পরতন্ত্র ব্যক্তি অজ্ঞানাচ্ছন্ন ইতর ব্যক্তির ন্যায় অন্ধতমসে বাস করেন না, নিয়তই আলোকময় আনন্দ মন্দিরে অধিষ্ঠান করেন। কিন্তু জ্ঞান রূপ কেশরী যে ব্যক্তির শরীরারণ্যে হৃদয় স্বরূপ লতা গহ্বরে সততই বাস করে সে ব্যক্তি সহসা সেই কেশরীর প্রাদুর্ভাব অনুভব করিতে পারেন না যেমন কোন২ মৃগ বিশেষের বস্তু বিশেষ, অর্থাৎ মৃগনাভি, প্রভৃত হইলে আত্মদেহে এরূপ ঘটনার কিছু মাত্র অনুভব করিতে না পারিয়া মৃগ তনয় পবনরাশি সহকারে সুস্নিগ্ধ সৌরভরাশির আঘ্রাণে ব্যাকুলান্তঃকরণে অরন্য মধ্যে ইতস্তত পরিভ্রমণ করিতে থাকে, জ্ঞানাস্পদীভুত ব্যক্তি দিগেরও সেইরূপ ঘটনা ঘটিয়া থাকে, অতএব মানবগণ জ্ঞান সীমার সমীপবর্ত্তী হইতে সতত বাসনা করিলে জগতের প্রসংশা ভাজন হইতে পারিবে।

প্রেম।

একাবলীর ছন্দ।

প্রেমিকেই বুঝে প্রেমের ভাব।
অপ্রেমী সে ভাবে না পায় ভাব॥
সে ভাব হইলে কতই ভাব।
নিত্য উঠে মনে নূতন ভাব॥
সে ভাবের ভাব ভাবকে জানে।
থাকয়ে সর্ব্বদা পুলক মনে॥
বিধির সৃজন সুখের প্রেম।
প্রেম ছাড়ি প্রেমী না লয় হেম॥
প্রেমেতে সরল হয় যেমন।
শঠতা চাতুরী করে পলায়ন॥
যথার্থ প্রেমিক যে জন হয়।
কভু দুঃখ সহ দেখা না হয়॥
প্রেমরসে মন মগন রয়।
অন্তরে আনন্দ সদা উদয়॥
প্রেমভাবে উঠে কতই ভাব।
দুঃখ কভু মনে নহে আবির্ভাব॥
প্রেমিকের নাহি কিছু অভাব।
সদাই সন্তোষ থাকে স্বভাব॥
প্রকৃত প্রণয় জানে যেজন।
দুঃখেতে সে কভু না থাকে মগন॥
প্রেম মলয়া পরে করে স্থাপন।
প্রাণ দেয় তারে অকাতর মন॥
প্রেম ভাব কভু না থাকে গোপন।
কলঙ্ক রটয়ে নাহতে মিলন॥
কলঙ্কেরে করে ভূষণ জ্ঞান।
কভু নাহি ভাবে মনে অপমান॥
কত মত কত কুকথা রটে।
তাতে নিরানন্দ কভু না ঘটে॥
যুতি প্রেমস্বাদ যেজন পায়।
তাহার অন্তর অমর প্রায়॥
প্রেমেতে প্রেমীর এমনি জ্ঞান।
অনায়াসে করে জীবনদান॥

দয়া।

দয়ার সমান ধর্ম্ম নাহি ভূমণ্ডলে।
সর্ব্ব সুখ দয়াবান পায় করতলে॥
নির্ম্মল আনন্দে মগ্ন সদা থাকে মন।
দুস্প্রবৃত্তি আদি সদা করয়ে দমন॥
শোক তাপ দূরে যায় দয়ার প্রভায়।

কাম ক্রোধ রিপুদল ভয়েতে পলায়।।
নির্ভয় শরীর তার যেই দয়াবান।
শত্রু মিত্র প্রিয়াপ্রিয় সকল সমান।।
প্রাণান্তে সে নাহি করে পরের অনিষ্ট।
অবাধে সর্ব্বস্ব দেয় সাধনেতে ইষ্ট।।
পর নিন্দা পরদ্রোহে কভু নাহি রহে।
শত্রুরে দেখিলে ক্লেশ তবু মন দহে।।
সর্ব্বদা প্রফুল্ল মুখ নাহি দুঃখ লেশ।
গুণের কি ব্যাখ্যা হবে নাহি তার শেষ
দয়ার সহিত সেই করয়ে রমণ।
সর্ব্ব সুখ তার গৃহে করে আগমন।।
ইহকালে স্বর্গভোগ অন্তে হয় মুক্ত।
চিরকাল থাকে সেই দয়া অনুরক্ত।।
কোন দুঃখী অন্ধারে কিছু দিলে দান।
অন্তরে প্রবল হয় আনন্দ তুফান।।
বহু অর্থ লাভে হয় যত সুখ জ্ঞান।
অতএব জনগণ হয়ে এক মন।
অমীয় দয়ার সঙ্গে করহ রমণ।।

টেলিমেকসের ভ্রমণ বৃত্তান্ত অনুক্রমণিকা ;

প্রসিদ্ধ প্রাচীন রাজ্য গ্রীক দেশীয় রাজ্যচক্রবর্ত্তি আগামাসননের ভ্রাতা মানি নিয়সের পরমাসুন্দরী রমণী হেলেন ট্রয়দেশের রাজা প্রাই এনের পুত্র পেরিস কর্ত্তৃক হৃত হইলে আগেমাসনান তৎপ্রতি হিংসা সাধন ও ঐ রমণীকে প্রতি গ্রহনার্থে দেশস্থ সমস্ত ভূপাল বৃন্দ সমভিব্যাহারে অর্ণব পোতা হরণে ট্রয় দেশে গমন পুরসর ভীষণ সংগ্রাম আরম্ভ করেন, ক্রমিক দশবর্ষ পর্য্যন্ত উভয় পক্ষে তুল্য সংগ্রামে সহস্র সহস্র সৈন্য গত প্রাণ ও বহুতর রাজ মহারাজ ও বীরগণ শর সয্যা শায়ী হইলে ট্রোজেনরা এক প্রকার পরাভূত হইয়া প্রান্তর যুদ্ধ ত্যাগ পূর্ব্বক দুর্গাশ্রেয় করিলেক কিন্তু তদ্বারা সমর নিবর্ত্তি সগ্রীকেদের অভীষ্ট সিদ্ধ অর্থাৎ হেলেনকে পুনঃ প্রাপ্ত হইল না তদন্তরই থাকা দেশীয় রাজা বিখ্যাত ইউলিসিস যিনি শূরতা বিজ্ঞতা ও পরিণাম দর্শিতা প্রভৃতি সকল গুণে অন্বিত ছিলেন, তাঁহার পরামর্শে গ্রীকেরা কলে কৌশলে ট্রয় নগর ভস্মসাৎ করত হেলেনকে *গ্রহণ করিয়া স্বং দেশে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন।

* স্ত্রী সঙ্গ ব্যতীত সংসার যাত্রা নির্ব্বাহ ও প্রজা বৃদ্ধি হয় না কিন্তু সেই মনো মুগ্ধ কারিণী রমণী সাংসারিক যাবতীয় অনর্থের মুল, এক নারীর লোভে দশাননে অতুল বৈভব ধ্বংস স্ববংশ নিবংশ এবং পরিনামে স্বকীয় দশমুণ্ড পর্য্যন্ত প্রদান করিয়াছে, দ্রৌপদির অপমান জন্য ভীষণ ভীমসেন শত ভ্রাতা দুর্য্যোধনকে সদা মুষ্টি প্রহারে সংহার ও ভ্রাতৃ শোনিত পান করিয়াছিল, সমুদ্র মন্থনান্তে অমৃতোৎপন্ন হইলে মোহিনীর মোহে মোহিত হইয়া অসুরেরা অমৃতাস্বাদনে নিরাশ ও অমরত্ব প্রাপ্তে বঞ্চিত হইয়াছে হিরণ্য গর্ভ ব্রহ্মা প্রথমে পঞ্চানন ছিলেন শিব বিবাহ কালে পরাশক্তির প্রতি কটাক্ষ করিয়া শণী দ্বারা ছিন্ন তুণ্ড হইয়া তদবধি চতুরানন হইয়াছেন ভগবানচন্দ্র কৃষ্ণাবতারে নারী তৃপ্ত্যর্থে গোকুলে গোকুলপানন ও গোপ পাদুকা ও পোগী পদ মস্তকে ধারণ এবং ভস্মভূষণ করিয়াছিলেন অদ্যাপিও পৃথিবী মধ্যে যে সকল অবৈধ বধ ব্যাপার ঘটিতেছে তাহার অধিকাংশ রমণী ঘটিত অতএব সৃষ্টির আদিকালাবধি অদ্য

অনন্তর আহবানল অসৃক বারি-তে নির্ব্বাণ করিয়া অতৃপ্ত করায়ে কালের ভুক্তাবসিষ্ট ভূপালেরা স্বং নিলয়ে উত্তীর্ণ হইয়া ঘণনিঃসৃত বারিভক চাতকের বারি প্রত্যাশাবৎ চির প্রত্যাশিত ভগ্নমনা পুত্র কলত্রের মুখাবলোকনে রণশ্রান্তি শান্তি করিলেন কিন্তু মহারাজ ইউলিসিস অদৃষ্ট বিপাকে ও দৈব বিড়ম্বনায় সেসুখে বিডম্বিত হইলেন, প্রবল বায়ু প্রাবল্যে তত্তরী বিমার্গগামী হইয়া সুদূর দেশান্তরালে নীত হইল। গ্রীশ দেশে এইপ্রথা প্রচলিত ছিল স্বামির মৃত্যু কি অনুদ্দেশ হইলে তদ্দেশজ অঙ্গনারা পুনঃ পরীনীতা হইত, ইউলিসিস অনুদ্দিশ্য হইলে তৎ পত্নী পেনিলোপ যদিও পুত্রবতী ও গত যৌবনা হইয়াছিল তথাচ তাহার সৌন্দর্য্য গন্ধে মুগ্ধ নৃপকুল আকুল হইয়া তৎপাণি গ্রহনার্থে ব্যগ্র হইতে লাগিল কিন্তু রাজমহিষী স্বামীর প্রেমপাশে ও প্রত্যাগমন আশ্বাসে বদ্ধ থাকায় নবধব গ্রহণেচ্ছু হইলেন না, তথাচ অনঙ্গ বাণবিদ্ধ প্রমত্ত ধরণী ধরেরা ভগ্নোদ্যম না হইয়া বরঞ্চ প্রেমগুণে গুণবতী রাণীকে মুগ্ধ করণ মানসে প্রত্যহ তন্নিকেতনে প্রমদামোদক আমোদারব্ধ করিল, ইউলিসিসের পুত্র টেলিমেকস তৎকালে যদিও প্রাপ্ত ব্যবহার হয় নাই তথাচ মাতৃ অপমানে অপমানিত ও পিতৃ বিরহ শোক সহনে অসহিষ্ণু হইয়া প্রচ্ছন্নভাবে পিত্রান্বেষনে যাত্রা করিলেন এবং মিনরবা অর্থাৎ স্বরস্বতী দেবী মেণ্টর নামক নরবরের রূপ ধরিয়া তৎসহবর্ত্তীনী হইলেন, কেননা ইউলিসিস তাঁহার বরপুত্র প্রায় প্রিয়পাত্র ছিলেন সেই স্নেহ বসতঃ তদাত্মজকে লোক সমাজে সুখ্যাত করণার্থে প্রতিজ্ঞাতা হইয়াছিলেন। অনন্তর টেলিমেকস মেণ্টর সঙ্গে নানা বাক্য প্রসঙ্গে কত শতং দ্বীপোপদ্বীপ নদ্যাদ্রি সমুদ্রাদি পরিভ্রমণান্তে কতং বার পোত ভগ্নে অগাধ জল রাশীতে পতিত ওপুনরায় বাগবাদিনীর কৌশলে তদাপৎ উর্ত্তীর্ণ হইয়া পরিশেষে কালিপসো নাম্নী দেবীর উপদ্বীপে উপনীত হইলেন, টেলিমেকসের ভ্রমণ বৃত্তান্ত পশ্চালিখিত চতুর্ব্বিংশাধ্যায়ে ক্রমে ব্যক্ত হইবে ইতি।

পর্য্যন্ত দৃষ্টান্ত দ্বারা দেখা যাইতেছে যে অবলারা অনর্থ বহুলা তদ্রূপে এক হেলেনের নিমিত্ত ট্রয় দেশ সম্পূর্ণ ধ্বংস ও গ্রীক দেশ উচ্ছিন্ন হইল কেননা তদ্দেশীয় পুরুষ মাত্র দশ বর্ষকাল ব্যাপিয়া এই ভয়ানক যুদ্ধে লিপ্ত থাকায় অনেকের বংশলোপ হয় ও রমণীরা স্বেচ্ছাচারিণী ও রাজাভাবেরাজ্য অরাজক হইয়াছিল অতএব সর্ব্বদা স্ত্রীসঙ্গ ত্যাগ করাই পুরুষের পুরুষত্ব তাহা হইলে শৌর্য্য বীর্য্য বল বুদ্ধি বৃদ্ধি পায়, স্বাভাবিক নিয়মানুগামী হওয়াই কাম রোগের ঔষধ অর্থাৎ প্রজা উৎপাদনার্থে নিয়ম মত বিবাহিতা স্ত্রীতে উপগত হওয়াই কর্ত্তব্য, স্ব স্ত্রীতেও অতি সঙ্গ ঘটিলে যখন নানা দুর্ঘট ব্যাধি ঘটে তখন পরকীয়া সঙ্গের কাকথা।

প্রথম অধ্যায়।

ইউলিসিসের তরী দৈবযোগে কেলিপসো দেবীর উপদ্বীপের নিকট জল মগ্ন হইলে তিনি তদ্দ্বীপে উঠিলেন, তাঁহার সুচারু সুদীর্ঘ সুন্দর শরীর সন্দর্শেন স্মরসরে সংবিদ্ধ স্মেরাননা সরোজ নয়না সুরাঙ্গনা সামান্য সীমন্তিনির ন্যায় স্বভবনে তাঁহাকে আবাস দিয়া হাবভাব রূপলাবণ্যে ও কটাক্ষ ঈক্ষণে চিত্তাকর্ষণে যত্নবতী হইবেন, পরম রমণীয়া রমণী প্রপ্তে ইউলিসিস আপনাকে ধন্য মানিলেন এবং দেব মহিলার প্রেম নিগড়ে বদ্ধ হইয়া কাম ক্রিয়া কলাপালাপে কাল কর্ত্তন করিতে লাগিলেন, ভ্রান্তি ক্রমেও স্বদেশে কি স্ত্রী পুত্রাদির বার্ত্তা তাঁহার স্মরণ পথে আসিত না, এই রূপে কএক বর্ষ গত হইলে দেবতারা কৃপা পূর্ব্বক নারী রাজ্য হইতে তাঁহাকে স্থানান্তরিত করিলেন, তাঁহার গমনে কেলিপসো সর্ব্বসুখে বিরতা ও শোক বিভূতা এবং অমরত্ব হইতে পরিত্যক্তা হইয়া নশ্বরত্ব বাঞ্ছিতা হইলেন কেননা চিরজীবীতা থাকিলে প্রেম বিচ্ছেদ অসহ্য যন্ত্রনাও চিরানুসঙ্গী হইবে প্রাণ প্রয়াণের সম্ভাবনা থাকিলে বিরহ জন্য দুঃখ হইতে অচিরাৎ মুক্তি পাইবার আশা বলবতী হয়, কিন্তু এই নিরাশার সুখ লাভের আশাতেও নিরাকৃতা অর্থাৎ কিছুতেই প্রাণ বিয়োগ না হইবায় ত্রিদশ বালাশোক বিহ্বলা হইয়া সর্ব্বদা একাকিনী দ্বীপের নির্জ্জন স্থানে ও সমুদ্রতীরে ভ্রমণ করিতেন, প্রতি নিয়ত যে কুঞ্জবনে গুঞ্জায়মান ভ্রমর গণ গুণ২ স্বরে এবং কোকিলকুল কল স্বরে বসন্ত গুণ গান করিয়া ও নানা জাতীয় সুগন্ধ পুষ্পগণ বিকসিত হইয়া গন্ধবহকে সুগন্ধে গন্ধবাহক করিয়া কামোদ্দীপন করিত, প্রফুল্ল লোচনা সঙ্গিনিরা মুনি মনোমাদক নৃত্য গীতাদি দ্বারা মনোমত্ত করিত এক্ষণে সেই নিকুঞ্জস্থলী বিষস্থলী তুল্য বিষ বোধ হইতে লাগিল, সেই সহচরিরা দেবী সঙ্গে বাক্‌বিন্যাসে ও অসমর্থা হইল।

প্রশ্নাবলী।

এই দেশের মধ্যে এমত কোন্ বৃক্ষ আছে, যাহা ছয় মাসের মধ্যে দশ হস্ত উচ্চ হইয়া উঠে।

কোন্ কীট স্বজাতীয়কে ভক্ষণ করে।

হস্তের পরিবর্ত্তে ভ্রমরের কি আছে।

মনুষ্য ও মৎস্যের পঞ্জরের কি প্রকার ভিন্নতা।

মৎস্যের নাসিকা ও মনুষ্যের নাসিকার মধ্যে কি ভিন্নতা আছে।

বৃষ্টি হইবে ইহা গ্রীষ্ম দ্বারা বোধ হয় কেন।

কোন্ কাগজ উদ্ভিজ্জ বস্তু দ্বারা নির্ম্মিত হয়।

কোন্ পত্রের উপরি জল পতিত হইলে তাহা আর্দ্র হয় না।

কোন্ প্রকার উদ্ভিজ্জ, মৃত্তিকাতে রোপিত না হইলেও, বৃদ্ধি পায়।

উদ্ভিজ্জ কি কি পাঁচ প্রকার পশুর ন্যায় হয়।

মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র রায়ের জীবন চরিত্র।

সমাদ্দার রায়কে না দেখিয়া অত্যন্ত উদ্বিগ্ন হইলেন, এবং রায়ের গৃহিণী রায়ের অন্বেষণ না পাইয়া বিপদ সাগরে মগ্না ও ক্ষুণ্নমনা হইয়া রোদন করিতে লাগিলেন। সমাদ্দার রাণীকে অতিশয় কাতরা দেখিয়া কহিলেন, তুমি আমার কন্যা, যদ্যপি রায় এরূপ করিলেন আমি তোমাকে প্রতিপালন করিব তুমি কদাচ চিন্তা করিবা না। তখন রাণী সমাদ্দারের কথা শ্রবণ করিয়া সুস্থিরা হইয়া কহিলেন পিতা, তোমা ব্যতিরেকে আমার আর অন্য গতি নাই, সমাদ্দার সর্ব্বদা রাণীকে অধিক স্নেহেতে পালন করেন, সময়ক্রমে রায়ের বনিতা প্রসব হইলেন, এবং অপূর্ব্ব বালক দর্শন করিয়া পরম হৃষ্টা হইয়া কহিলেন, পিতাকে ডাক, সমাদ্দার উপস্থিত হইলেই কহিলেন পিতা দৌহিত্র দর্শন কর। সমাদ্দার দর্শন করিলেন সুলক্ষণাক্রান্ত পুত্র জন্মিয়াছে, দৌহিত্রভাবে সমদ্দার ঐ শিশুকে পালন করিতে লাগিলেন, সময়ক্রমে অন্নপ্রাশন দিয়া নাম রাখিলেন শ্রীরাম, সকল লোক তাহাকে সমাদ্দারের পরিবার ভাবিয়া রাম সমাদ্দার বলিয়া ডাকিতে লাগিল।

বাক্য বিন্যাস।

শিব শিব শিব।

স্মরণে শিবের নাম প্রাপ্ত হয় শিব।
শিবত্ব পাইলে আনায়াসে মুক্ত জীব।
জগদ্বন্ধু বলিয়া জমেরে ফাঁকি দিব।
সর্ব্বদা বলহ মন শিব শিব শিব॥

হর হর হর।

রাগ শোক বিঘ্ন পীড়া তাপ পাপ যত।
কুজ্ঞান কুগ্রহ রিপু দুঃখ নানা মত॥
যে জন হরণ কর্ত্তা তাঁর ধ্যান কর।
সর্ব্বদা বলহ মন হর হর হর॥

হরি হরি হরি।

পাতকির পাপচয় হরণের হেতু।
প্রকাশ করিলা হরি হরিনাম সেতু॥
অবহেলে যাবে সেই ভবসিন্ধু তরি।
সর্ব্বদা বলহ মন হরি হরি হরি।

হরি হরি বোল।

নিত্য রূপ নহে এই অনিত্য সংসার॥
পুত্র কন্যা দারা স্বামী কেহ নহে কার॥
মোর২ করি মিথ্যা কর গণ্ডগোল।
সর্ব্বদা বলহ মন হরি হরি বোল॥

হরিবোল হরিবোল।

মহা মায়ার মায়াতে মোহিত ত্রিভুবন
জ্ঞান অস্ত্রে কাটে তারে জ্ঞানী যেই জন
ঐহিক সম্পদে অতি না হও বিহ্বল।
সর্ব্বদা বলহ মন হরিবোল হরিবোল।

হায় হায় হায়।

বাল্যকাল গেল মিছা বাল্য খেলারঙ্গে॥
যুবাকাল মজাইলাম যুবতির সঙ্গে॥
বৃদ্ধকালে বুদ্ধি হীন জীর্ণ হেন কায়।
না ভজিলাম লক্ষ্মীকান্ত হায় হায় হায়।

দৃষ্টান্ত বাক্য সংগ্রহ।

১৭ কোথা রাম, রাজা হয় না, কোথা রাম বনে।
১৮ পাগলা ভাত খাবি না, হাত ধোব কোথায়।
১৯ মোল্লার দৌড় মশিদ অবদি।
২০ পাগলে কি না বলে, অকালে কি না খায়।
২১ গোড়া কেটে আগায় জল ঢালা।
২২ খোষকে তেল নাই, কলার বড়ার সাধ।
২৩ বড বিয়ে তার দুই পায় আল্‌তা।
২৪ পথ ছেড়ে অপথে গেলে, কাঠি দিয়া কেহ ছোঁয়ে না।
২৫ এতো ছেলের হাতের পিটে নয়, যে ভোগা দিয়া খাবে।
২৬ অন্ধ জাগো, না কিবা রাত্রি কিবা দিন।
২৭ চোরের উপরে বাটপাড়ী।
২৮ হাতের শাঁখা দর্পণে দেখা।
২৯ হাতির সঙ্গে বেঁডেবলদের টেস।
৩০ জাহাজের কাছে জেলেডিঙ্গি।
৩১ জাহাজের মাস্তুলের ভর জেলে ডিঙ্গিতে সহে।
৩২ ছাতার বলে গাঁ আমার।

মহাভারত।

ভ্রমতি কহিতে লাগিলেন, জটাচার্ব্ব বংশে জরৎকারু মুনির জন্ম হয়, তিনি যোগে মত্ত হইয়া উন্মত্তের ন্যায় উলঙ্গ বেশে দেশে২ ভ্রমণ করিয়া বেড়ান, বিবাহ সংস্কার পর্য্যন্ত করিলেন না, এই প্রকারে মুনি বনে২ ভ্রমণ করিতে২ দেখিলেন কতক গুলিন লোক এক গর্ত্ত মধ্যে পতিত হইয়া একটী উলাগাছ অবলম্বন করিয়া ঝুলিতেছেন, আবার ঐ উলা তৃণমূল উন্দুরে ছেদন করিতেছে, জরৎকারু এই আশ্চর্য্য ব্যাপার দৃষ্টে ঐ গহ্বরস্থ ব্যক্তিদিগকে কহিলেন, অহে মূর্খেরা, তোমাদিগের কি বুদ্ধি লেশও নাই, তোমরা বহু লোকে যে এক তৃণ মূল ধরিয়া লম্বায়মান আছ তাহাও মূষিকে ছেদন করিতেছে, ক্ষণ মধ্যেই তোমরা অগাধ গর্ত্তে পতিত হইবে।

আরব্য উপন্যাস।

সমর্কন্দ অধীশ্বর, চিন্তাযুক্ত নিরন্তর,
নানা স্থল করি পর্য্যটন।
ক্রমে আসি উপনীত.ভ্রাতৃরাজ্য সন্নিহিত, হেরি রায় হরষিত মন॥
কনিষ্ঠের আগমনে.শাহরিয়ার ফুল্লমনে,
সমাদরে করিতে আহ্বান।
পাত্র মিত্র প্রিয়জনে, লইয়া আপন সনে
দেখা দিল অনুজের স্থান॥
পরস্পর চারিনেত্রে,দৃষ্টিমাত্রহৃদিক্ষেত্রে
উপজিল ভাব চমৎকার।

আনন্দে বিহ্বল অতি, হয়ে দুই মহামতি
আলিঙ্গন দিল দোঁহাকায়।।
সোদর স্নেহের ভাব, উভয়ের আবির্ভাব
হেরি ভাব সভাসদ গণে।
ধন্য২ সবে বলে, পরে চলে কুতূহলে,
নানাবিধ মিষ্ট আলাপনে ।।
দেখে গিয়া নৃপালয়, রাজপুরি হর্ষময়,
উভয়ের প্রণয় কুশলে।
নানাবিধ নৃত্যগীত, হইল সে যথোচিত,
পরে সবে নিজ স্থানে চলে ।।
কুসুম আরামমাঝে, অতিরম্য হর্ম্ম্যসাজে,
সুশোভিত সুসজ্জিত ছিল।
অনুজেরে লয়ে সঙ্গে, চলিল পরম রঙ্গে,
সুখাসনে একত্রে বসিল।
পরস্পর স্নেহ ভক্তি, দোঁহে দোঁহা অনু
রক্তি, একিভাব ভাব সমভাব।
পারিসদ জনগণ, নিরক্ষি সে আলাপন,
চমৎকার করে অনুভব ॥

রামায়ণ।

তদন্তর রত্নাকর শোকে আর্ত্ত হইয়া মস্তকে লৌহ মুদ্গার মারিয়া রোরুদ্য বদনে ব্রহ্মা সদনে উপস্থিত হইল এবং আনুপূর্ব্বিক বৃত্তান্ত বর্ণন পূর্ব্বক তাঁহার চরণে নিপতিত হইয়া কাঁদিতে২ কহিল হে গুরো, কিসে এপাপাত্মার পরিত্রাণ হইবেক, অনন্ত নরকাগ্নি আমার নিমিত্ত প্রজ্বলিত হইতেছে।

ব্রহ্মা কহিলেন, হে অবোধ, এখন যে তোমার জ্ঞান জন্মিল ইহাই পরম মঙ্গলের বিষয়, যাহাতে তোমার কলুষাপনোদন হয় আমি তাহার পথ প্রদর্শন করিব, তুমি অগ্রে এই সরোবরে স্নান করিয়া আইস, পিতামহের আদেশানুসারে রত্নাকর সরোবরে অবগাহন করিতে গেল, কিন্তু রত্নাকরের পাপ দৃষ্টিতে সরোবর বারি শুষ্ক হইয়া গেল এবং মৎস্য মকরাদি জলচর সকল জীবন শূন্য স্থলে জীবন ত্যাগ করিতে লাগিল, তাহাতে রত্নাকর বিস্ময় হইয়া ম্লান বদনে হিরণ্য গর্ভ নিকটে প্রত্যাগমন করিল, পরে সুরজ্যেষ্ঠ্য তাহার মস্তকে কমণ্ডলুবারি দিয়া তাহার কর্ণকুহরে তারকব্রহ্ম রামনাম প্রদান করিলেন, কিন্তু রত্নাকরের জিহ্বা পাপে জড়ীভূত ছিল সুতরাং মহামন্ত্র উচ্চারণে সমর্থ হইল না, রত্নাকর বাক্য শ্রবণে বিধাতা চিন্তিত হইয়া কহিলেন, বাপুহে, মনুষ্য দেহ জীব শূন্য হইলে তাহাকে কি বলিয়া ডাক? রত্নাকর কহিল মৃত মনুষ্যকে মরা কহে, চতুরানন কহিলেন তুমি অগ্রে মরা২ জপ কর তাহা হইলেই ক্রমে রাম নামোচ্চারণ হইবেক। বিরিঞ্চির উপদেশে রত্নাকর মরা২ বলিতে২ রাম নামোচ্চারণে সমর্থ হইল। তাহার মুখ হইতে মহামন্ত্র স্ফূর্ত্তি হইবা মাত্র অগ্নিতে যেমন তুলা রাশি ভস্ম হয় তদ্রূপ তাহার পুঞ্জ২ পাপরাশি রাম নাম গুণে ক্ষয় হইয়া দিব্য জ্ঞানোদয় হইল।

গোলেবেসেনুয়া।

আপনি কে, কি নিমিত্ত কাননে আগমন কেনইবা দ্বিতীয় ব্যক্তি সমভিব্যাহারে নাই। অতি তেজস্বী তপস্বী কিঞ্চিৎকাল নিস্তব্ধ হইয়া প্রভূত পবন রাশির ন্যায় দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ পূর্ব্বক উচ্চৈঃস্বরে বাষ্পাকুললোচনে রোদন করিতে লাগিলেন। রাজকুমার কানন বাসী ফল মুলাশী সন্ন্যাসীর সজল নয়ন সমীক্ষণে মনে২ চিন্তা করিলেন, হায়, একি, সকল শরীরই কি শোকতাপের আধার, যাহা হউক ইহাঁর শোকের কোন মহৎকারণ থাকিবে, সামান্য তাপ এরূপ বিশব্দ মূর্ত্তিকে অভিভূত করিতে পারে না. বাড়বানলে কি সাগর সলিল উত্তাপিত হয়। ভগবন মহাভাগ, আপনার কি অজ্ঞান তিমিরাবৃত ইতর ব্যক্তির ন্যায় শোক তাপ করা উচিত, জ্ঞানাভ্যাস ও তপস্যায় অভিনিবেশের কি এই ফল. ইন্দ্রিয়গণের অবাধ্যতাইকি ধৈর্য্য গাম্ভীর্য্য গুণের শোভা সম্পাদক হইল, এইরূপ প্রবোধ বাক্যে বিবিধ প্রকার বুঝাইলেপর তপস্বী রাজপুত্রের সান্ত্বনা বাক্যে রোদনে ক্ষান্ত হইয়া শোক সম্বরণ পূর্ব্বক কহিলেন, রাজতনয়, এই পাপিষ্ঠ হত ভাগ্যের কেবল শোকানল ও দুঃখার্ণব পরিবর্দ্ধক বৈরাগ্য বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া কি হইবে। যদি শুনিতে একান্ত বাসনা হইয়া থাকে শ্রবণ করুণ। অমরপতি ইন্দ্রের অমরাবতী নগরী সুরপুর যাদৃশী সুশোভনীয়া, তাদৃশী বাবুধ নাম্নী নগরী আমার অতি রমণীয়া রাজধানী ছিল। আমি প্রবল প্রতাপশালী ও সকল মহীপাল মণ্ডলে যাঁহাশিব নামে বিখ্যাত ছিলাম। আমার সপ্তম পুত্র জন্মে, পুত্রেরা সকলেই সুপণ্ডিত মহাবল পরাক্রান্ত ছিলেন। এক দিবস আমি অমাত্যের সহিত রত্নসিংহাসনে বসিয়া আছি কুমারেরাও চতুঃপার্শ্বে উপবেশিত আছে। তৎকালে অপরূপ রূপশালী এক উদাসীন রক্ত কৌপীন পরিধান বক্ষস্থলে স্ফাটীকমালা ভস্মাচ্ছাদিত রুচির কলেবর, হস্তে বিচিত্র চিত্রপট ধারণ পূর্ব্বক অরুনোদয়ের ন্যায় সভামণ্ডপে সমুপনীত হইলেন।

গ্রীষ্মবর্ণণ।

বসন্ত করিয়া অন্ত নিদাঘ রাজন।
সামন্ত সহিত আসি দিল দরশন॥
প্রবল প্রতাপ তার অতি ভয়ঙ্কর।
সাধ্যকার তার সঙ্গে যুঝে নিরন্তর॥
খরতর দিবাকর প্রচণ্ড অশেষ।
দহে জীব জন্তু যেন অনল বিশেষ॥
বারি শূন্য সরোবর নহে মনোহর।
সারস বিরস মনে যায় স্থানান্তর॥
কমলিনী শোভাহীন মুকুলে দহিছে।
কুমুদ কহ্লার আদি প্রমাদ গণিছে॥
মধুর বসন্তকালে তরুলতা গণ।
পল্লবিত মুকুলিত ছিল সুশোভন॥
ঋতুর প্রভাবে সবে হয়েছে মলীন।
জীবন অভাবে যেন জীবন বিহীন॥
বিহঙ্গ না করে গান বসিয়া শাখায়।
অনল অধিক জ্বালা জ্বলে সর্ব্বকায়॥

দারুণ তপন তাপে তাপিত অবনী।
জল বিনে জ্বলে জীব দিবস রজনী॥
দারুণ মধ্যাহ্নকাল মহা তেজোময়।
শ্রমবারি অনিবারি বহে অঙ্গময়॥
প্রবল পবন তায় মহাবেগ বান।
তথাপি অন্তর জ্বালা নাহয় নির্ব্বাণ॥
চাতক চাতকী গণ ভ্রমিছে গগনে।
জলদে জলদে বলে ডাকে ঘনে২॥
আশ্রিত জনের প্রতি নাহি দয়ালেশ।
বরং বজ্র বরিষণে কর প্রাণ শেষ॥
দিবসে বিরস সবে অলস অন্তর।
তৃষ্টায় সুখায় কায় কণ্ঠ ওষ্ঠাধর॥
দাবানলে বন দহে ভয়ঙ্কর অতি।
তৃষ্ণায় কুরঙ্গ শিশু ব্যাকুলিত মতি॥
নানা জাতি পশু পক্ষী তরুলতা গণ।
বিষম অনলে সবে হতেছে দাহন॥
বিযোগি সংযোগী যোগী সবে উচাটন।
নিরন্তর অভিলাষ হয় বরিষণ॥
যদিবা গগণে ঘন২ দেখা যায়।
প্রবল পবন করে ছিন্ন ভিন্ন তায়॥
এইরূপ চরাচর জীব জন্তু যত।
উত্তাপে তাপিত চিত নির্জ্জীবের মত॥
তপন সমনাধিক যন্ত্রনা আকর,।
কিঞ্চিৎ নিশীথ কাল হয় সুখকর॥
বিরহে বিরহি গণ একে জ্বালাতন।
দ্বিগুণ আগুন দহে গ্রীষ্মের কারণ॥
আকাশে প্রকাশে যবে সুখ সুধাকর।
হিম করে করে কিছু স্নিগ্ধ চরাচর॥
চন্দনে চর্চ্চিয়া অঙ্গ কুশুম কাননে।
কুশুম বেষ্ঠিত হয়ে প্রিয়জন সনে॥
শীতল সৌরভে পূর্ণ বায়ু মন্দ বয়।
এমন ঘটন হলে সুখ উপজয়॥
সুশীতল উপভোগে মজে নিত্য মন।
জীবন হয়েছে সার জীবন কারণ॥
কেমন কালের ভাব নহে অনুভব।
অনঙ্গ প্রভাব যত হয় পরাভব॥
রতিতে না থাকে মতি কাম দূরে যায়।
সুস্নিগ্ধ সলিলে সবে জীবন জুড়ায়।
বার বধু বঁধু সনে মত্ত যারা পানে।
রমনে বিমনা হয়ে স্থির নহে প্রাণে॥
আশ্চর্য্য কালের গতি কহিতে বিস্তর।
স্বভাবে অভাব সবে ক্ষীণ কলেবর॥

প্রেরিত পত্র।

মান্যবর শ্রীযুত বঙ্গবিদ্যা প্রকাশিকা

সম্পাদক মহাশয় সমীপেষু।

সুইডেন্ দেশের নর শার্দ্দুল।

ইউরোপ খণ্ডের উত্তর অংশে সুইডন্ নামে এক প্রসিদ্ধ দেশ আছে, কোন সময়ে তথায় এক অশেষ গুণ সম্পন্ন অতি প্রতাপান্বিত নরপতি ছিলেন। তাঁহার কোন সন্তান সন্ততি ছিল না। বহুকালের পরে তাঁহার এক মাত্র পরমা সুন্দরী দুহিতা জন্মে। সুতরাং ঐ দুহিতাই রাজা ও রাণীর সমূহ স্নেহ পাত্রী হইলেন। তাঁহারা সর্ব্বক্ষণ এই বলিয়া সুখ অনুভব করিতেন যে কন্যাটী বয়ঃ প্রাপ্তা হইলে তাঁহাদের সকল সুখের আস্পদ হইয়া উঠিবে। ফলতঃ কন্যাকে তাহারা যৎপরোনাস্তি ভাল বাসিতেন। কিন্তু কালক্রমে তাঁহাদের সকলপ্রত্যাশার বিপর্য্যয় ঘটিয়া উঠিল। রাজবালার দুরদৃষ্ট বশতঃ শৈশবকাল অতি বাহিত না হইতে হইতেই তাহার অশেষ প্রণয়াস্পদ প্রসূতি রাজমহিষীর পরলোক প্রাপ্তি হয়। এই অনপেক্ষিত দুর্ঘটনায়রাজ্যস্থিত প্রজাপুঞ্জ বর্ণনাতীত দুঃখে পতিত হইল, ও রাজাও নিতান্ত শোক পরবশঃ হইয়া মনে মনে সঙ্কল্প করিলেন যে আর পুনর্ব্বার দার পরিগ্রহ করিব

না। পরে রাজা শোক সম্বরণ পূর্ব্বক কুমারীকে অশেষ স্নেহের সহিত প্রতিপালন করিয়া কাল যাপন করিতে লাগিলেন।

বয়োবৃদ্ধি সঙ্গে দিন দিন নৃপসুতার রূপ মাধুরি ও লাবন্য বৃদ্ধি হইতে লাগিল। তাঁহার যখন যে দ্রব্য গ্রহণ করিবার অভিলাষ হইত রাজা তাহা দুষ্প্রাপ্য হইলেও বহু কষ্টে সংগ্রহ করিয়া তাঁহাকে প্রদান করিতেন, শত শত পরিচারিকা তাঁহার অভিমত কর্ম্ম নির্ব্বাহ করিবার নিমিত্ত নিযুক্ত হইল, তাঁহার পরিচারিকা মধ্যে একটি অঙ্গনার অঙ্গ প্রত্যঙ্গ সমস্ত সর্ব্বাপেক্ষা সৌষ্ঠবান্বিত ছিল, তাহার দুই বিরূপা দুহিতা ছিল, পরিচারিকা স্তুতিবাদে বিলক্ষণ নিপুণা ছিল, চাটু বচন দ্বারা লোকের মন সহজে বিচলিত করিতে পারিত ফলতঃ তাহার অন্তর চাতুরী ও শঠতা পূর্ণ ছিল সে আপন কন্যাদ্বয়কে রাজকন্যার ন্যায় মান্যবতী করিবে বলিয়া রাজমহিষীর মরনাবধি তদুদ্দেশ সাধনার্থে সচেষ্টিতা থাকিত, আপনার এই অভিপ্রেত সফল করিবার আশয়ে রাজবালাকে তদবধি অনুপযুক্ত রূপে স্তুতিবাদ করিতে লাগিল, এবং ঐ দুষ্টা কপট মিষ্ট ভাব সহকারে তাঁহার অত্যন্ত স্নেহের পাত্রী হইয়া উঠিল, সে নরেন্দ্র নন্দিনীর সকল বিষয়ের পক্ষপাতিতা দর্শাইতে লাগিল, তাঁহার বাক্য প্রয়োগ না হইতে হইতেই সে অন্যায় স্তুতি বাদ করিয়া বলিত রাজবাটীতে সকল প্রকার সুখই আছে কিন্তু রাজা পুনর্ব্বার বিবাহ করিলে আমরা সকল সুখের পরাকাষ্ঠা প্রাপ্ত হই তাহার আর সন্দেহ নাই, ক্রমেং ঐ দুষ্টা তাঁহার ঈদৃশী প্রত্যয় ভাজন হইয়া উঠিল যে তাহার কোন কর্ম্মে রাজবালার আর অমত রহিল না, একদা কথা প্রসঙ্গে রাজকুমারী উক্ত পরিচারিকাকে কহিলেন যে মহারাজের পুনশ্চ স্ত্রী গ্রহণ করিবার বিরাগ দূর করিবার নিমিত্ত পিতার নিকট কিরূপ পত্নীর কথা উত্থাপন করা কর্ত্তব্য, দাসী ঐ কথা শ্রবণে পুলকিতা হইয়া মধু তুল্য মিষ্টভাষে বলিল, হে রাজদুহিতে, উক্ত বিষয়ের ভার আমাকে প্রদান করিলে আমার ইচ্ছা এই, যে নারী আমাদের ঈশ্বরী রাজকন্যাকে স্নেহ করিবেন তাঁহারাই পানি পীড়ন করা মহারাজের সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য, ফলতঃ সৌভাগ্যক্রমে আমিই যদি রাজ সীমন্তিনী হইতে পারি তাহা হইলে কিসে তোমার সন্তোষ জন্মিবে তাহাই আহরণে দিন যামিনী তৎপর থাকিব। আর ঠাকুরাণীর ইচ্ছা হইলে মদীয় কন্যাদ্বয় ভবদীয় পরিচারিকা হইবে, ঋজু স্বভাবা রাজকন্যা পরিচারিকার কপট বাক্যে বিনাআপত্তে সম্মতি দান করিলেন।

শ্রীবিপিনবিহারি ভাদুড়ী।
হাবড়া স্কুল প্রথম ক্লাশ।

বিজ্ঞাপন।

হিত কথা টি ।০

বর্ণমালা ২৪ পেজে তা ৵

অজ্ঞান তিমির নাশক পু টি ॥০

প্রশ্নাবলী টি ।০

কুলীন কুলসর্ব্বস্ব নাটক বা ১॥০

শান্তি শতক পু বা ॥০

শান্তি শতক টি ।০

ঋতু সংহার টি ।০

ত্রিতাপ হারিণী টি ॥০

সত্য নারায়ণোপাখ্যাণ টি ।০

গোপাল স্তোত্র টি ৵০

অদ্ভুত রামায়ণ টি ১

গীতাবলী টি ।৵০

গুরুতত্ত্ব টি ॥০

বঙ্গভাষা বর্ণমালা টি ৵

ভারত বর্ষীয় সভার তৃতীয়
বার্ষিক বিবরণ টি ।০

সন্তান প্রতি পালন করিবার
নিয়ম পু টি ৵

ছোট জাগুলীয়া

হিতৈষি সভার বক্তৃতা টি /০

ফারমেসি নাগরি টি ॥০

ঐ ঐ বাঙ্গালা টি ॥

পতিতোদ্ধার টি ১

পাঁচালী .... বা ॥০

বিধবা বিবাহ প্রচলিত হওয়া
উচিত কি না ১ নং টি ।০

ঐ ঐ নং ২ টি ২

বিধবা বিবাহ নিষেধক
প্রমাণা বলি নং১ টি ।০

ঐ ঐ নং২ টি ১

মোহ মুদ্গার পু টি ৵

ব্রেমলি সাহেবের
বক্তৃতা পু টি ।০

ধারাপাঠ পু টি ৵

দায় কৌমুদি .... বা ৪

সার কৌমুদি........ বা ২

দিবাজ্ঞাপক।

ঘড়ি ন্যায় নূতন এক দিবা জ্ঞাপক ও ডেলি ইণ্ডিকেটর ইংরাজী ও বাঙ্গালা বৃহদক্ষরে মুদ্রিত হইয়াছে তাহাতে ১২৬২ অবধি ১২৭০ পর্য্যন্ত, ইংরাজি ১৮৫৬ অবধি ১৮৬১পর্য্যন্ত সন মাস, বার, ও দিন, সর্ব্বক্ষণ দৃষ্ট হইবে, ইহার ঘড়ির ন্যায় কাঁটা আছে ইহার মুল্য স্বাক্ষর কারির প্রতি। আট আনা এবং বিনা স্বাক্ষর কারির প্রতি ৶০ আনা মাত্র নির্দ্ধারিত হইল।

বিজ্ঞাপন।

সম্যাচার সুধাবর্ষণ প্রাত্যহিক পত্র। হিন্দীতে ও বাঙ্গালাতে বিরচিত হইয়া প্রতিদিন প্রকাশ হইতেছে তাহা যদ্যপি কোন ব্যক্তির আবশ্যক হয় তিনি বড বাজারে সুধাবর্ষণ যন্ত্রালয়ে শ্রীশ্যাম সুন্দর সেনের নিকট পত্র লিখিলে পাইতে পারিবেন, যাঁহারা পারস্য ভাষার অনুশীলন করেন তাঁহারদিগের ও ব্যবসায়িদিগের পক্ষে ও ইহা বিশেষ উপকারে আসিবেক মাসিক মূল্য এক তঙ্কা অগ্রিম বাৎসরিক মূল্য ৮ তঙ্কা মাত্র॥

পুস্তকালয়।

আমি হাবড়ার গবর্ণমেণ্ট ইস্কুলের এক পুস্তকালয় সংস্থাপন করিয়াছি তাহাতে নানা বিধ ইংরাজিও বাঙ্গালা ইস্কুলবৈএবং কাগচ কলম প্রভৃতি সংগ্রহ করিয়াছি যে কোন ব্যক্তির প্রয়োজন হইবে তথায় মূল্য কিম্বা লোক প্রেরণ করিলে সুলভমূল্যে পাইতে পারিবেন।

শ্রী শ্রীনাথ দত্ত

এইপত্রিকার মাসিক মূল্য।/০ও অগ্রীম বার্ষিক ৸০ আনা এবং উপস্থিতক্রেতাদিগেরনিমিত্তেপ্রতি সংখ্যার দুই আনা মাত্র নির্দ্দিষ্ট করা গেল। আমরা কেবল সর্ব্ব সাধারণের উপকারার্থ এবং বঙ্গ ভাষার প্রতি অনুরাগ বশতঃই এই পত্রিকা প্রকাশ প্রবৃত্তহইয়াছি। নচেৎ এত অল্প মূল্যে আমাদিগের বিশেষ লাভের প্রত্যাশা নাই। অতএব গুণজ্ঞ বিজ্ঞ গ্রাহকগণ সমীপে সবিনয়ে এই নিবেদন করিতেছি যে তাঁহারা প্রতি মাসে এই পত্রিকা প্রাপ্ত হইয়াই অনুকম্পা পূর্ব্বক মূল্য প্রদান করিবেন, কেননা /০ আনার নিমিত্তে সর্ব্বদা সরকারগতাআত করিতে হইলে আমাদিগের অনেক ব্যয় হইয়া কেবল ক্ষতি হইবার সম্ভাবনা। অতএব আমারা ভরসা করি। যে বিদ্যানুরাগি বিবেচকগ্রাহক মহাশয়েরা এবিষয়ে বিবেচনাকরিবেন। আর যাঁহারা অনুগ্রহ পূর্ব্বক অগ্রীম বার্ষিক মূল্য দিতে ইচ্ছা করেন, তাঁহারা এক বর্ষকাল নিয়মিতরূপে পত্রিকা পাইয়া পরে মূল্য প্রদান করিবেন।

বঙ্গবিদ্যা প্রকাশিকা পত্রিকা

৮ সংখ্যা।

নির্ঘণ্ট।

বিবরণ।	পত্রাঙ্ক।
ঈশ্বর মহিমা,	১১৩
দেশাচার,	ঐ
এদেশের অধিকাংশ লোক কি জন্য মূর্খ হয়,	১১৪
ধন,	ঐ
বাক্যবিন্যাস,	১১৫
নির্ধনের ধন হইলে কেন অহঙ্কার জন্মে	১১৬
পূর্ব্বাপেক্ষা লোকের আয়ু কেন হ্রাস হইতেছে,	ঐ
রমণীদ্বয়ের কথোপকথন,	১১৭
দেহাভিমান,	১১৮
টেলিমেকসের ভ্রমণ বৃত্তান্ত,	ঐ
মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্র রায়ের জীবন চরিত্র,	১২০
দৃষ্টান্ত বাক্য সংগ্রহ,	ঐ
মহাভারত,	১২১
রামায়ণ,	ঐ
গোলেবে সেমুয়া,	১২২
চিকিৎসা বিষয়,	ঐ
আরব্য উপন্যাস,	১২৩
প্রেরিত পত্র,	১২৪
আলাদিন ও আশ্চর্য্য প্রদীপের বিষয়,	১২৫
সুইডেন দেশের নরশার্দ্দূল,	১২৬
বর্ষা বর্ণন,	১২৭
সমাচার,	১২৮

কলিকাতা।

সমাচার সুধাবর্ষণ যন্ত্রে মুদ্রিত হইল।

সন ১২৬৩ সাল।

মূল্য / আনা।

বিজ্ঞাপন।

পুস্তক বিক্রয়ের

মাজিস্ট্রেটীয় উপদেশ		বা ৬
আরবীয়োপাখ্যান ১ নং		টি ১
ঐ দ্বিতীয় খণ্ড		টি ১
ঐ তৃতীয় খণ্ড		টি ১
অপূর্ব্বোপাখ্যান		বা ২
মহাভারত অষ্টাদশ পর্ব্ব		বা ৪
রামায়ণ সপ্তকাণ্ড		বা ২
ঐ ঐ -		টি ১৸০
গোলেবেসেনুয়া . .		বা ১॥০
ইং বাং ডিকস্যনরি		বা ৫
গৌড়ীয় ভাষার ব্যাকরণ		বা ।৵
মনোহরা উপাখ্যান		বা ১
চাহার দরবেস - .		বা ১
ঐ .		টি ৸০
চাণক্য শ্লোক		বা, ॥০
রস তরঙ্গিণী .		বা ১
বাঙ্গালা অঙ্ক পুস্তক	পু	বা ১
শব্দ সাধন মুক্তাবলী		বা ১॥০
ভূগোল .	পু	বা ।০
বেতাল পঞ্চবিংশতি গদ্য		বা ১॥
পুরুষোত্তম চন্দ্রিকা	পু	টি ১
মনতত্ত্ব সারসংগ্রহ		বা ১
ইংরাজি হিতোপদেশের বঙ্গভাষায়অনুবাদ .		বা ১

জ্ঞান কিরণোদয়	পু	বা ১
কৌতুক তরঙ্গিণী .		বা ॥০
জ্ঞান প্রদীপ প্রথম খণ্ড		বা ॥০
মান ভঞ্জন	পু	বা ।০
পাঠশালা বশাইবার বিবরণ		টি ১
গণিতাঙ্ক	পু	বা ॥০
দিগদর্শন নং ১১		টি ৵০
ঐ নং ২		টি ৵০
বঙ্গভাষার ব্যাকরণ		বা ।০
শিশুশিক্ষা দ্বিতীয় ভাগ		টি ৵
বর্ণ পরিচয় প্রথম ভাগ		১৫
ঐ ঐ দ্বিতীয় ঐ		১৫
নিত্য কর্ম্ম পদ্ধতি		টি ৵
রসমঞ্জরী .		টি ১
শিশুবোধক		টি ৶০
বর্ণমালা		বা ৵০
নীতি কথা প্রথম ভাগ		টি /৫
ঐ দ্বিতীয় ভাগ		টি /১০
ঐ তৃতীয় ভাগ		টি /১৫
বাঙ্গালার ইতিহাস		বা ২
বেতাল পঞ্চবিংশতি	পু	টি ।০
উপাসনা কাণ্ড .		টি ।০
স্ত্রীশিক্ষা বিধায়ক		টি ৸০
শকুন্তলার উপাখ্যান		টি ।৵

বঙ্গবিদ্যা প্রকাশিকা পত্রিকা।

(২ খণ্ড।)　　মাসিক পত্রিকা।　　(৮ সংখ্যা।)

ঈশ্বরের মহিমা।

হে বিশ্বাত্মা বিশ্ববন্ধু! তোমার চরণে কোটি২ নমস্কার, তোমার রচিত এই বিশ্বকার্য্য কি আশ্চর্য্য, যুগযুগান্তর বসিয়া একমনে চিন্তাকরিলেও ইহার সীমা বুদ্ধিতে আইসে না, নিরূপণ করা দূরে থাকুক. তাহাতে যে অবোধেরা তোমাকে চিন্তাগম্য করিতেও তোমার তত্ব নিরূপণে প্রবৃত্ত হয় তাহারদিগের কি ভ্রান্তি, মনুষ্য মহাজ্ঞানী ও অত্যুন্নত অবস্থাবিশিষ্ট এবং মহা পরাক্রমশালী হউক না কেন তথাচ তাহারা অসম্পূর্ণও ভ্রান্তি পরবশ এবং সদোষ থাকে. ন্যায় মীমাংসা সাংখ্য পাতঞ্জলাদি ষড়দর্শন কারেরাও "তুমি যে কি পদার্থ" তাহা নির্ণয় করিতে পারেন নাই, কেহ শব্দব্রহ্ম, কেহ স্বভাব ব্রহ্ম, কেহ আকাশ ব্রহ্ম ইত্যাদি প্রকার আরোপিতগুণে তোমাকে অন্বিত করিয়াছেন, বাস্তবিক যথার্থ তত্ব নিরূপণ হওনের বিষয় কি? এই ভূমণ্ডলমধ্যে বিবিধপ্রকার মনুষ্যজাতি আছে তাহারা সকলেই তোমার ভিন্ন ভিন্ন মূর্ত্তি কল্পনাকরিয়া ভিন্ন২ নামে আরাধনা করে, নাস্তিকেরা তোমার সত্তা মানে না অতএব হে বিভু তুমি কেবল আপনিই আত্মতত্বজ্ঞ, ক্ষীণবুদ্ধি ভ্রান্ত মনুষ্যেরা যদি তোমার কি তোমার সৃজিত এই সংসারের কোন পদার্থের মূল নিরূপণে সমর্থ হইত তবে তাহারাও কোন না কোন কালে তোমার তুল্য ক্ষমতাশীল হইতে পারিত।

দেশাচার।

দেশাচার শাস্ত্র অপেক্ষাও প্রবল, শাস্ত্রকারেরা কহিয়াছেন, সাধুদিগের আচার ব্যবহার বেদের ন্যায় প্রমাণ, দেশাচারের অনুরোধে অনেক বিষয়ে শাস্ত্র শাসনও হেলন হয়, দেশাচারের দাসহইয়া অনেক লোক দুষ্কর্ম্ম করিয়াথাকে, বহুকালের অভ্যাস বলিয়া তাহা কুকার্য্য বোধ হয় না, একদেশের কোন আচার ব্যবহার যাহা বাস্তবিক মন্দ অথচ দেশীয় লোকের নিকট মহা আদরনীয়, দেশান্তরীয় লোকে তাহা অতি ঘৃণিত ব্যবহার বলিয়া ব্যাখ্যা করে, বঙ্গদেশের অধিকাংশ লোকে স্বিন্ন তণ্ডুল ও মৎস্য ভক্ষণ করিয়াথাকে, বস্তুত এতদুভয় কার্য্য লোকত ধর্ম্মত বিরুদ্ধ, সিদ্ধ তণ্ডুল ভক্ষণে যবনান্ন ভক্ষণের পাপ ও মৎস্য ভক্ষণে প্রত্যহ অকারণ শত২ জীবনাশ পাপ

অর্শে, হিন্দুস্থানীয় লোকেরা অনেকে যবনস্পৃষ্ট পান জল ব্যবহার করে, উড়িষ্যা দেশে দেবর বিবাহ প্রথা প্রচলিত আছে, কোন কোন দেশের লোকেরা কন্যা জন্মিলে তৎক্ষণাৎ তাহার প্রাণনাশ করে এইরূপ সকল দেশেই কোন না কোন কুব্যবহার প্রচলন আছে, দেশাচার বলিয়া তত্তৎদেশীয় লোকেরা ঐ সকল ভ্রষ্টাচারকে কদাচার বলিয়া স্বীকার করে না।

এদেশের অধিকাংশ লোক কি জন্য মূর্খ হয়?

নানাকারণে এদেশীয় লোকের বিদ্যার্জ্জন হয় না, এতদ্দেশে নিস্ব লোকেরভাগ অধিক, তাহারা অর্থ ব্যয় করিয়া বিদ্যা শিখিতে পারে না, যাঁহারদিগের অর্থ সঙ্গতি আছে তাঁহারা ধনমত্ততায় ও আলশ্য পরবশতায় বিদ্যার্জ্জনে মনোযোগী হন না। পিতার অশাসনে এবং মাতার সোহাগে অনেক বালকের বিদ্যাভ্যাসের ব্যাঘাত জন্মে, হিন্দুরমণীরা বিদ্যাবতী নহে সুতরাং বালকেরা শিশুকালাবধি কোন প্রকার সুশিক্ষা পায় না প্রত্যুত কুসংস্কার বদ্ধ হয়, বয়োবৃদ্ধি সহকারে সেই সকল কুসংস্কার আরো বদ্ধমূল হইতে থাকে তাহাতে বিদ্যাভ্যাসের মহতি বিঘ্ন ঘটায়।

এই সকল কারণ সমষ্টি যে পরিমাণে বালকাবলীর বিদ্যাভ্যাসের বিঘ্নকর হয় এক বাল্যবিবাহ তাহাহইতে ও অধিক হানি কর, মাতা পিতাও বন্ধুবর্গ বালক বালিকাদিগের বাক্ স্ফূর্ত্তি না হইতেই বিবাহের আয়োজন করেন, রমণী সঙ্গ জনিত সুখাস্বাদ পাইলে আর বিদ্যার্জ্জনে বালকদিগের মন রত হয় না, কোন রসিক কবি কহিয়াছিলেন "বালকেরা একস্তন ছাড়িয়া অন্যস্তনে হস্তার্পণ করিতে শিখিলে আর কিছুতেই তাহারদিগের বিদ্যালাভ হইতে পারে না" রমণীসঙ্গ সুখে অনুরক্ত হইলে তাহার আনুসাঙ্গিক আর আর ব্যসনে সহজেই আশক্ত হয়, ব্যসনাশক্ত যুবকদিগের বিদ্যাবুদ্ধি যে রূপ বৃদ্ধিপায় তাহা সাধারণের অগোচর নাই, অধিক আন্দোলনের প্রয়োজন কি?

ধন।

সংসারের মধ্যে ধনই সংসারিক লোকের প্রধানবস্তু, ধনহইতে ধর্ম্মাধর্ম্ম সুখ দুঃখ সকলি উৎপন্ন হয়, অর্থের সদ্গতিতে স্বর্গলাভ ও অসদ্গতিতে নরকভোগ হয়, অতএব এমত যে উপাদেয় বস্তু তাহার সদ্গতি করা উচিত, বিস্তর শ্রমব্যয় ও নীচতাস্বীকার না করিলে অর্থার্জন হয় না, অর্থজন্য লোকে দাসত্ব স্বীকার, শরীর বিক্রয়, স্বাধীনতা লোপও ধর্ম্ম নাশ করিতেছে, অর্থলোভে মনুষ্যে মনুষ্য হত্যা করিতেছে, তস্করী জুয়াচুরি

করিতেছে, মিথ্যাবাক্য কহিতেছে, এবং সর্ব্বপ্রকার দুষ্কর্ম্মে প্রবৃত্ত হইতেছে,সুতরাং অর্থ যেমন সুখের আকর তেমনি অনর্থেরও আমূল, অর্থব্যতীত গৃহী লোকেরা এক নিমেষকালও সংসারে তিষ্ঠিতে পারে না, অর্থহীন লোক যদি শত ২ গুণে অন্বিত হয় তথাচ লোকসমাজে তাহার আদর হয় না. বিদ্বানব্যক্তিরা ধনী অপেক্ষাও পূজ্য বটেন কিন্তু ধনীদ্বারে পণ্ডিত দিগকে কুক্কুরবৎ থাকিয়া অসহ্য অপমান সহ্যকরিতে হয়, কুবংশজাত অতিমূর্থ যদি ধনবান হয় তথাচ লোকে তাহাকে আদর মর্য্যাদা করে, দরিদ্রলোক সমস্ত পৃথিবী শূন্য দেখে, পণ্ডিতগণের গুণগণ অর্থ চিন্তায় মলীন হইয়াযায় ও মেঘাচ্ছন্ন চন্দ্রমার ন্যায় প্রচ্ছন্ন থাকে, বিষ্ণুশর্ম্মা পণ্ডিত কহিয়াছেন, যথা।

"দারিদ্র্যাদ্ধ্রিয়মেতি হ্রী পরিগতঃ স্বত্বাৎ পরিভ্রশ্যতে, নিঃ স্বত্বঃ পরিভূয়তে পরিভবান্নির্ব্বেদমাপদ্যতে। নির্ব্বিণ্ণঃ শুচমেতি শোকনিহতো বুদ্ধ্যা পরিত্যজ্যতে, নির্ব্বুদ্ধিঃক্ষয়মেত্যহো নিধনতা সর্ব্বাপদামাস্পদং।"

দরিদ্রতা হেতুক লজ্জাদূর হয়, ত্যক্ত লজ্জ লোকের স্বত্বনাশ হয়, নিঃস্বত্ব হইলে সকল উদ্যমে পরাভব পায়, পরাভব প্রাপ্ত লোক বেদনাশূন্যহয় নির্ব্বিণ্ণ ব্যক্তি শোক পায়, শোকসন্তপ্ত লোকের বুদ্ধি লোপ পায়, বুদ্ধি শূন্য হইলে সহজেই নাশ হয় অতএব দেখ কি আশ্চর্য্য. এক ধনহীনতা সকল আপদের স্থান।

ধনহীন গৃহব্যক্তির সংসারে থাকা কর্ত্তব্য নহে, অর্থহীন হইয়া সংসারাশ্রমে থাকাপেক্ষা বনবাস শ্রেয়স্কর, ধনহীন হইলে সংসারমধ্যে কোন স্থানেই আদর পাওয়া যায় না, পিতা মাতা স্ত্রী পুত্র বন্ধুবর্গ সকলেই ধনহীনকে অশ্রদ্ধা করে।

অত্যন্ত বিজ্ঞও জ্ঞানী লোকেরাও নির্দ্ধন হইলে তাহার বুদ্ধিস্ফূর্ত্তি হয় না পরমধার্ম্মিক মনুষ্যের অর্থ না থাকিলে সে ব্যক্তি নানা গর্হিত কর্ম্ম করিতে বাধ্য হয়।

বাক্যবিন্যাস।

আহা মরি মরি।

নিকষা বলেন শুন লঙ্কা অধিকারী।
জনক দুহিতা সীতা অতি সুকুমারী॥
কত দুঃখ দেহ তাঁরে হরি হরি হরি।
ক্লেশিত বিবর্ণা দেবী আহা মরি মরি॥

মরি মরি মরি।

প্রহ্লাদের প্রাণদান কয়াধু মাগিল।
শুনি দৈত্য বধিবারে দূতে আজ্ঞাদিল॥
পুনর্ব্বার কহে বাণী স্বামি পদে ধরি।
কেমনে বধিবে সুতে মরি মরি মরি॥

দায়ের উপর দায়।

সীতেহারা হৈয়া রাম ব্যাকুলিত মন
তারপরে হনুমান বধিল লক্ষ্মণ॥
দেখি প্রভু কান্দিয়া বলেন হায় হায়।
সর্ব্বনাশ হলো একি দায়ের উপর দায়।

নিয়তিঃ কেন বাধ্যতে।

মাতুলো যস্য গোবিন্দ পিতা যস্য ধনঞ্জয়। সোহভিমন্যু রণেশেতে নিয়তিঃ কেন বাধ্যতে॥

যতোধর্ম্ম স্ততোজয়।

কুরুক্ষেত্র যাত্রাকালে কুরুনরেশ্বর। প্রণমিয়া মাতৃ পদে মাগিলেন বর॥ আশীর্ব্বাদ কর যেন শত্রু হয় ক্ষয়। গান্ধারী বলেন যথা ধর্ম্ম তথা জয়॥

নির্ধনের ধন হইলে কেন অহঙ্কার জন্মে?

নির্ধনের ধন হইলে এবং নীচলোক উচ্চপদস্থ হইলে তাহার অহঙ্কার জন্মিবে সন্দেহ কি? ধন ও মূর্খতাই অহঙ্কারের মূল. নীতিশাস্ত্রকারেরা কহিয়াছেন। "অধনেন ধনংপ্রাপ্য তৃণবন্মন্যতে জগৎ" ধনহীন লোকেরা ধনের অধিকারী হইলে পৃথিবীকে তৃণতুল্য লঘু জ্ঞান করে, পণ্ডিতেরাও ধন পাইলে অহঙ্কার বেগসহ্য করিতে পারেন না, তাহাতে সামান্য লোকে ধনমত্ত হইবে কোন্ বিচিত্র কথা? এমত অনেক দেখা যায়, যে লোক দরিদ্রাবস্থায় অতি শান্তমূর্ত্তি ও নম্র-প্রকৃতি এবং ধার্ম্মিকছিল, ধন পাইয়া সেই লোক মহাগর্ব্বী উগ্রস্বভাব, কর্কশভাষী, এবং অধার্ম্মিক হইয়া উঠিল, ধনের সহিত দম্ভের কি রূপ দৃঢ় প্রণয় আছে তাহা বলা যায় না, অতি সুবিদ্বান লোকেরও কিছু না কিছু ধনমত্ততা জন্মে।

পূর্ব্বাপেক্ষা লোকের আয়ু কেন হ্রাস হইতেছে?

পরিমিত আচারী হইয়া ঐশিক নিয়ম রক্ষা করিলেই লোকে দীর্ঘজীবি হয়, শরীরের সহিত মানসিক বৃত্তির যে যোগ আছে তাহা বুঝিয়া তদনুসারে চলিতে পারিলে অবশ্য দীর্ঘায়ু হইবে, শাস্ত্রকারেরা লিখিয়াছেন, মনুষ্যের আয়ু সত্যযুগে চারিশত বৎসর, ত্রেতাযুগে তিনশত বৎসর, দ্বাপরযুগে দুইশত বৎসর এবং কলিযুগে শতবৎসর নিয়ম আছে, কিন্তু পাপ পুণ্যেরদ্বারা ইহারও হ্রাস বৃদ্ধি হয়, সত্য ত্রেতাদি যুগের লোকেরা বর্ত্তমান কালাপেক্ষা ধার্ম্মিক ছিলেন তজ্জন্য তাঁহারা তপোবলে এবং শারীরিক নিয়মরক্ষা ফলে চারি শত বৎসরাপেক্ষাও দীর্ঘায়ু ভোগ করিতেন, বর্ত্তামন কলিযুগের লোকেরা অত্যন্ত অধার্ম্মিক ও অপরিমিতাচারী সুতরাং আয়ু ও তৎপরিমাণে হ্রাস হইয়া আসিতেছে. অতি মৈথুন, অতি পান, অত্যাহার, রাত্রি জাগরণ ইত্যাদি কার্য্যে আয়ুক্ষয় হয়, এক্ষণকার অধিকাংশ লোকে এই প্রকার দুষ্কৃয়াচরণে রত হওয়াতে স্বল্পজীবি হইয়াছে, শতবর্ষ জীবিত থাকা দূরের কথা; অনেক লোকে পঞ্চাশের মধ্যেই মানবলীলা সম্বরণ করেন, অতএব পাপ ও অপরিমিতাচারকেই আয়ু ক্ষয়ের কারণ বলিতে হয়, বর্ত্তমান কালেও পুণ্যশীল ও পরিমিতাচারী

হইলে শতবর্ষের অধিক কাল জীবিত থাকে তাহার সন্দেহ নাই।

রমণীদ্বয়ের কথোপকথন।

পূর্ব্ব প্রকাশিতের শেষ।

মো। হে দিদি! চন্দ্র সূর্য্য দেখিতে পায়না কেন? আমিতো নিত্য সকালে সূর্য্য ও সন্ধ্যাবেলা চাঁদ দেখি।

কা। আরে না পাগলী; চন্দ্র সূর্য্য দেখা যায় না সেটা কেবল কথার কথা, আসল কথাটা কি, হিন্দু মহিলারা সংসারের কোন সুখ ভাগিনী নহে, আজন্মকাল চিরবন্দিনীর মত এক স্থানেই আবদ্ধা থাকে, ঘরের বাহিরে দাঁড়াইলে লোকে নিন্দা করে, অন্যে পরে কাকথা বধূরা যদি শাশুড়ী বড়ননদ ইত্যাদি স্ত্রীলোকের সহিত কথা কহে তবে তাহার নিন্দার পরিসীমা থাকে না, জীবনের প্রধান সুখ বিদ্যোপার্জ্জন তাহাতেও বঞ্চিত, গো মেষাদি পশুর ন্যায় চির জীবন আহার নিদ্রাভয় মৈথুন বৎস পালনাদি সাংসারিক কার্য্যেই রত থাকে, মনুষ্য শরীর ধারণের প্রধান কার্য্য পরমার্থ চিন্তা তদ্বিষয়ের কিছু মাত্র জ্ঞান পায় না, পরমার্থ যাউক মরুক, যদি সাংসারিক সুখ লাভহয় তাহা হইলেও আপনারদিগকে ধন্য বলিয়া মানি, তাহাই বা কৈ? জগতের কোন সুখ হিন্দু রমণীদিগের নিমিত্ত সৃজন হয় নাই, হায়, শাস্ত্র কর্ত্তাদিগের কি পক্ষপাতিতা, তাঁহারা পুরুষদিগকে পত্নীসত্ত্বে ও শত ২ বিবাহের বিধি দিয়াছেন, কিন্তু হিন্দু অবলা দিগকে স্বামী অবর্ত্তমানে কঠিন ব্রহ্মচর্য্য ব্রতাচারিণী হইয়া চির জীবন নিদারুণ বৈধব্য যন্ত্রণাভার বহিতে রাখিয়াছেন, পুরুষেরা বহু বিবাহেও তৃপ্ত না হইয়া স্বেচ্ছামতে পরদার গমন করিতেছে, পোড়া দেশাচারের নিয়মে তাহাতে কোন দোষ হয় না, বরঞ্চ অনেকে পরনারী হরণ ও বেশ্যা গমন পাপকে পুরুষত্ব বলিয়া মানেন, কিন্তু যোষারা পর পুরুষের প্রতি দৃষ্টি করিলেই পরিবার কর্ত্তৃক তিরস্কৃতা হয়, এবং স্বামী তাহাকে যৎপরো নাস্তি দৈহিক যাতনা দেয়, হায় রে এক চকো বিধাতা, তুমি কেন আমার দিগকে স্থাবর জঙ্গম না করিয়া চক্ষু কর্ণ বিশিষ্ট প্রাণি করিয়াছ? আমরা চক্ষু থাকিতেও অন্ধ, কর্ণসত্ত্বেও বধির, হস্ত পদাদি থাকিতেও অচল. কেবল লাঞ্ছনা গঞ্জনা সহিতে সহিতেই চিরকালটা বিফলে গেল, আবার জ্বালার উপর জ্বালা, আঁটকুড়ো বল্লাল সেন আমারদিগের মাথা খাইতেই এক পাপ কৌলিন্য নিয়ম নিবদ্ধ করিয়া গিয়াছে, ঐ পোড়া নিয়মানুবন্ধানে ও জাত্যভিমানে পিতামাতারা বালিকা দিগের চির জীবনের সুখের প্রতি দৃষ্টি না করিয়া হস্তপদ বন্ধন পূর্ব্বক অকুল সাগর জলে ফেলিয়া দেয়।

(কামিনী বহুক্ষণ পর্য্যন্ত মোহিনীর বাক্য শুনিয়া ২ আর নিস্তব্ধ থাকিতে

না পারিয়া কহিল।) কৈ ২ দিদি: আমার বাবা আমাকেতো সমুদ্রের জলে ফেলিয়া দেয়নাই, তোর সকল কথা সত্য নহে।

কাঃ। ওলো, তা নয়, তুই যে মাথা মুণ্ড কিছুই বুঝিস্‌নে, তুই নিতান্ত আবর, শোন্, আমি ভেঙ্গেচুরে বলি তেছি। অসৎ ও অযোগ্য পাত্রে অর্পণ করিলেই কন্যা জলে ফেলা বলে, কুলীনেরা কুলরক্ষার্থে গলিতে ন্দ্রিয় জীর্ণকলেবর মুমূর্ষু পাত্রে কন্যা সম্প্রদান করিয়া আপনাকে চরিতার্থ জ্ঞান করে, কুলীনদিগের নিশ্চয় বোধ আছে অতি দুষ্কর্ম্মান্বিত কুলীন পাত্রে কন্যাদান করিলেও অক্ষয় স্বর্গভোগ হয়, কুলমর্য্যাদা ও পাল্‌টী রক্ষার্থে কুলীনেরা কোন এক কুব্জ খঞ্জ মূর্খ পাত্রে শত কন্যাদান করেন, হা ধিক্ বিধাতা, বলিতে দুঃখ ও হয় হাসি ও পায়, ঐ সকল কুলীন পুত্রদিগকে শয়নে ভোজনে প্রতি পদে টাকা না দিলে তাহারা শ্বশুরালয়ে পদার্পণ করে না।

ক্রমশ প্রকাশ্য।

দেহাভিমান।

দেহাভিমানকে মনুষ্যদিগের স্বভাব সিদ্ধ একপ্রকার শারীরিক ধর্ম্ম বলিতে হয়, এজীব লোকে অভিমান শূন্য মনুষ্য দৃষ্ট হয় না, মায়া হইতে অভিমানের উৎপত্তি হয়, বিবেকাস্ত্রে মায়াপাশ ছেদন করিতে না পারিলে অভিমান হানি হয় না, প্রতিক্ষণ প্রাণি সকল যমমন্দিরে যাইতেছে, অদ্য যে লোক ধনমত্ততায় দেহ গর্ব্বে এবং পদ গৌরবে ধরাকে সরা জ্ঞান করিতেছে, কল্য তাহাকেই দারুণ ব্যাধি যাতনায় ধরাবলুণ্ঠিত ও উত্তানলোচন হইয়া প্রাণ ত্যাগ করিতে দেখা যাইতেছে, তথাচ অভিমান নাশ হয় না ইহাই আশ্চর্য্য, রোগী, ভোগী, রাজা, প্রজা, ভিক্ষুঃ প্রভৃতি সর্ব্বপ্রকার মনুষ্যেরা "আমার ধন, আমার জন, আমার স্ত্রী, আমার পুত্র" ইত্যাদি সাংসারিক বৃথা অভিমানে মজিয়া চির জীবন বৃথা ক্ষয় করে, রাজচক্রবর্ত্তীদিগের শরীরে যে রূপ অভিমান আছে, কুটীরবাসিও তত্তুল্য দেহাভিমান করে, অভিমানের নিকট পাত্রাপাত্র ভেদ বা অবস্থা বিবেচনা নাই, যে লোক মৃত্যু গ্রাসে যাইতেছে সেও অভিমান ত্যাগে সমর্থ হয় না, ব্রহ্মা বিষ্ণু রুদ্রাদি দেবতারাও অভিমান শূন্য নহেন, কেবল সেই সর্ব্বশক্তিমান ঈশ্বর অভিমান রহিত।

টেলিমেকসের ভ্রমণবৃত্তান্ত।

পূর্ব্ব প্রকাশিতের শেষ।

কেলিপ্‌সো যে জলধীতীরে যৌবন জলধীর অমূল্য রত্ন হারাইয়াছিলেন প্রতি নিয়ত সেই শোকোদ্দীপক স্থানে যাইয়া নেত্রাম্বুসংযোগে লবনাম্বুধির লবনাম্বুবৃদ্ধি করিতেন, এইরূপে শোকসলিলে নিমজ্জিতাবস্থায় কিয় দ্দিন গত হইলে বিচ্ছেদানলে সন্তপ্তা

ত্রিদশকান্তা এক দিবস রত্নাকরতীরে ভগ্ন জাহাজের কাষ্ঠাদি দর্শনে ও কিঞ্চিদ্দূরে জনেক প্রাচীন ও এক নবীন পুরুষ দেখিয়া চমকিতা হইলেন, ঐ যুবা সর্ব্বাবয়বে ইউলিসিস তুল্য ছিল; যুবাকে দর্শনমাত্রে তাহাকে প্রিয়তমের পুত্র বোধ করিলেন, কিন্তু দৈব শক্তিসত্বেও তৎসঙ্গী প্রাচীনকে চিনিতে পারিলেন না, কারণ শ্রেষ্ঠ দেবেরদের ক্রিয়া ক্ষুদ্র দেবতারা অনু ভব করিতে পারেন না, টেলিমেকসের তরণী নাশে দেবতরুণী হর্ষান্বিতা হই লেন, এবং তাঁহার মনে বিকৃত ভাবের উদয় হইল, কিন্তু এই অন্তরানন্দ বাহ্যিক ভাব দ্বারা গোপন করণ মানসে ঐ প্রফুল্ল লো চনা সস্মিত বদনা বামা কিঞ্চিৎ অগ্র বর্ত্তিনী হইয়া টেলিমেকসকে জানি য়াও অজ্ঞাতাবৎ ছলনাপূর্ব্বক কহি লেন, "হে নশ্বর জীবেরা, কি সাহসে তোমরা এই দ্বীপে উঠিলা? তোমরা কি জান না যে আমার বিনানুমতিতে যাহারা এতদ্দ্বীপে আইসে তাহারা অবশ্য দণ্ডার্হ হয়?" টেলিমেকস উত্তর করিলেন, আপনি দেবী বা দেব চিহ্ন যুক্ত মানবীই হউন, আপনার ইহা কি নয়ন গোচর হয় নাই যে এই সমুদ্র তীরস্থ পর্ব্বতে আঘাৎ লাগিয়া জাহাজ ভঙ্গে আমরা প্রবল তরঙ্গে পতিতও মুমূর্ষু হইয়া ঈশ্বরানুকম্পায় জীবন পাইয়াছি, পিত্রান্বেষণে আসি য়া এই সকল দুর্ঘনা ঘটিতেছে। দেবী কহিল, তোমার পিতা কে? টেলিমেকস উত্তর করিলেন, ইথাকার রাজা ইউলিসিস, যাঁহার বুদ্ধিকৌশলে ট্রয়নগর ভস্মসাৎ হইয়াছে, এবং শূরত্বে যিনি জগদ্বিখ্যাত, ট্রয়নগর ধ্বংস পরে বিগুণ গ্রহফলে তিনি দেশ দেশান্তরে পায়োরাশিতে ভ্রমণ করি তেছেন কি সমনভবনে নীত হইয়া ছেন তাহা দুর্জ্জেয়, তৎশোকে আমার জননী পেনিলোপ দিবা রাত্রি নেত্র নীরে ভাসিতেছেন এবং আমিও তাঁহার অন্বেষণে তৎভাগ্য এবং পথা নুগামি হইয়াছি বটে, কিন্তু (এই কথা বলিতে বলিতে অন্তর্ব্বাষ্পভরে টেলিমেকসের বাক্য রোধ হইল ও নয়নযুগল হইতে দরদরিত বারিধারা নির্গত হইতে লাগিল, ক্ষণবিলম্বে আত্মসম্বরণ করিয়া কহিতে লাগি- লেন,) পুনর্ব্বার সেই জন্মদাতা ও জন্মদাত্রীর চরণ দর্শন করিয়া চিত্তচকোরকে ভক্তিরস পান করা ইয়া পরিতৃপ্ত করিব এমত প্রত্যাশা নাই, আশালতিকা সমূলে উন্মূল হইয়া হৃদয়ক্ষেত্রে নিরাশা বীজ অঙ্কু রিত হইতেছে, শোক সলিল সিঞ্চনে ক্রমে সেই লতা পল্লবিত ও বর্দ্ধিত হইয়া তনুতরুতে পরিবেষ্টিত হই য়াছে, আধারপ্রাপ্তে অচিরাৎ পুষ্পিত ও ফলিত হইলে সেই ফলান্তর্ব্বর্ত্তী গরলে দেহবৃক্ষ ভস্মীভূত হইবে। হে বিশ্বপাতা জগদ্বন্ধু! তুমি কি সেই পরমবন্ধু জনক জননী অঙ্কে আমাকে

পুনঃস্থান দিয়া শোকসিন্ধু হইতে উদ্ধারিবে, হে দীননাথ, এদীনের দুর্দ্দিন দিন ২ ক্ষীণ করিয়া সুদিনদানে কি দৈন্যতা দূর করিবে? আর কি এমত ভাগ্যোদয় হইবে যে নেত্র বারিতে তাঁহারদিগের চরণ ধৌত করিব? যাঁহারদের সেবায় ইহকালে পরম প্রীতি ও পরকালে জগৎপিতার সন্নিধানে অক্ষয় পরমানন্দ লাভহয়, হে দেবি, যদি তাঁহারদের জীবিত থাকার বা নিষ্ঠুর যম মন্দিরে নীত হওয়ার কোন বার্ত্তা জ্ঞাতাথাক তাহা ব্যক্ত করিয়া চরিতার্থ কর।

মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্র রায়ের জীবন চরিত্র।

এই রূপে বহুকাল গত হইল তথাচ রায় হস্তিনাপুর হইতে প্রত্যাগমন করিলেন না, সমাদ্দার বিবেচনা করিলেন, বালকের যজ্ঞোপবীতের সময়ে উপস্থিত হইল, অতএব প্রধান প্রধান পণ্ডিতের স্থানে জিজ্ঞাসা করি, তাঁহারা যেমত কহেন, সেই মত কার্য্য করিব। এই সকল বিবেচনা করিতে ২ রায়ের দ্বাদশ বৎসর গত হইল, পরে পণ্ডিতের ব্যবস্থা মতে রায়ের শ্রাদ্ধ করাইয়া শ্রীরামের যজ্ঞোপবীত দিয়া বিবাহ দিলেন।

কিছু কালানন্তরে শ্রীরাম সমাদ্দারের জায়া গর্ব্ভিনী হইলেন, সময় ক্রমে রাম সমাদ্দারের বণিতা প্রসব হইলেন, সর্ব্ব লক্ষণাক্রান্ত অতিশয় রূপবান অপূর্ব্ব বালক জন্মিল, রাম সমাদ্দার পুত্রকে দেখিয়া বিবেচনা করিলেন, বুঝি এই পুত্র হইতে আমাদিগের কুল উজ্জ্বল হইবেক। পুত্র দিনে ২ চন্দ্রকলার ন্যায় বৃদ্ধি পাইতে লাগিল, সোমাদ্দার পুত্রের অন্নপ্রাশনাদি দিয়া ভবানন্দ নাম রাখিলেন।

দৃষ্টান্ত বাক্য সংগ্রহ।

৩৩ বড় গাছেই ঝড় লাগে।

৩৪ নটের বৃদ্ধি হয় না কেন, থাকিবে দুই ঘড়ি।

৩৫ কাক মরে ঝড়ে, পেচা বলে আমার শাঁপে।

৩৬ যে দেশে কাক নাই, সে দেশে কি রাত্রি পোয়াবে না।

৩৭ বিশ্বকর্ম্মা যত কারিকর তাহা জগন্নাথ দিয়া জানাযায়।

৩৮ ঠক বাছিতে গাঁ উজাড়।

৩৯ কাহারো সর্ব্বনাশ, কাহারো ভাদ্র মাস।

৪০ ছাগল বলে প্রাণে মলাম, গৃহস্থ বলে আলুনি খেলাম।

৪১ শেয়ানে ২ কোলাকোলি, মুটুম হাত ছাড়াছাড়ি।

৪২ চাটায় শুইয়া লক্ষ টাকার স্বপ্ন দেখে।

৪৩ না পড়াবি পো, সভায় নিয়া থো।

৪৪ হিন্দুর দেবতা উপরে চিকন-চাকন ভিতরে খড়।

৪৫ গাই নাই তো, বলদ দোয়া।

৪৬ লঙ্কায় গিয়া হলুদের গুঁড়া।

৪৭ যার ছেলে যত খায়, তার ছেলে তত লালায়।

৪৮ লাক টাকা লাক টাকা, তুই কুড়ি দশ টাকা।

৪৯ চাঁদের গায় থুথু ফেলিতে আপন গায় লাগে।

মহাভারত।

পূর্ব্ব প্রকাশিতের শেষ।

জরৎকারু বাক্য শ্রবণে গর্ত্তমধ্যস্থ ব্যক্তিরা উত্তর করিলেন, আমরা পিতৃগণ, জটাচার্ব্ব বংশে আমার দিগের উৎপত্তি হইয়াছিল, ঐ বংশে জরৎকারু নামক এক দুরাচার জন্মিয়াছে, সে পাপাত্মা দার পরিগ্রহ পূর্ব্বক বংশ রক্ষা করিল না তাহাতেই আমারদিগের এই দুর্দ্দশা উপস্থিত হইয়াছে।

পিতৃলোকের বাক্য শুনিয়া জরৎকারু বিস্ময় হইয়া কহিল, আমারই নাম জরৎকারু, আমি কি করিলে আপনারদিগের তুষ্টি জন্মে আজ্ঞা করুন। পিতৃগণ কহিলেন, তুমি বিবাহ করিয়া পুত্রোৎপাদন কর, বংশ রক্ষা হইলেই আমারদিগের অধোপতন নিবারণ হইবেক।

জরৎকারু কহিলেন, আমি অঙ্গীকার করিতেছি বংশরক্ষার্থে বিবাহ করিব, কিন্তু বিবাহার্থে স্বয়ং প্রার্থিত হইব না, অনন্তর পিতৃগণ অন্তর্ধ্যান হইলে জরৎকারু মহাবনে প্রবেশ পূর্ব্বক তিনবার উচ্চস্বরে কহিলেন, "যদি কাহারু অদত্তা কন্যা থাকে আমাকে প্রদান কর"

বাসুকীর অনুচর ঐ বনে ছিল, তাহারা বাসুকীকে জরৎকারু বিবরণ জ্ঞাপন করিল, বাসুকী তৎক্ষণাৎ আপনার অবিবাহিতা ভগ্নী সহিত জরৎকারু সমীপে উপনীত হইয়া কহিলেন, হে মুনিবর! আমার এই ভগ্নীর নাম জরৎকারী, আপনার নিমিত্তই আমি এপর্য্যন্ত তাহার বিবাহ দিই নাই অতএব আপনি জরৎকারীর পাণি গ্রহণ করুন, অনন্তর মুনিকে ভগ্নিদান করিয়া বাসুকী স্বস্থানে প্রস্থান করিলেন।

ক্রমশঃ প্রকাশ্য।

রামায়ণ।

পূর্ব্ব প্রকাশিতের শেষ।

অনন্তর রত্নাকার নিরাহারে রাম নাম করিতে লাগিলেন, কালক্রমে তাঁহার গাত্রে বল্মীকস্তম্ভ জন্মিল, শরীর অস্থিচর্ম্ম সার হইল, প্রাণমাত্র মজ্জাগত রহিল এই প্রকারে ক্রমিক ষষ্ঠিসহস্র বর্ষগত হইলেপর রত্নাকরের তপস্যায় সন্তুষ্ট হইয়া কমলাসন তাহার সমীপে উপস্থিত হইলেন, কিন্তু রত্নাকরকে দেখিতে পাইলেন না কেবল স্তম্ভ মধ্যহইতে রাম নাম শুনিলেন, পরে মেঘ সকলকে সপ্ত দিবা রাত্রি বর্ষণ করিতে আজ্ঞা দিলেন, বারিধারায় বল্মীক স্তম্ভ দ্রব হইয়াগেলে ব্রহ্মা রত্নাকরকে

চেতন করিয়া কহিলেন, তোমার নাম রত্নাকর, অদ্যাবধি আমি তোমাকে বাল্মীকি আখ্যা দিলাম, তুমি যে রাম নাম গুণে মুক্ত হইলে সেই রামচন্দ্রের লীলা বর্ণন কর। রত্নাকর কহিল, হে গুরো! আমি বর্ণজ্ঞান বিহীন; কি প্রকারে রামগুণ লিখিব, পিতামহ কহিলেন, আমার বরে সরস্বতী তোমার রসনাগ্রে বিরাজমানা থাকিবেন, তোমার বাক্য কবিতারস পূর্ণ হইবে, তুমি যাহা রচনা করিবে ভগবান রামাবতারে সেই সকল লীলা করিবেন।

ক্রমশঃ প্রকাশ্য।

গোলেবে সেনুয়া।

পূর্ব্ব প্রকাশিতের শেষ।

আমি সহসা গাত্রোত্থান পূর্ব্বক প্রণাম ও যথাযোগ্য আতিথ্য স্বীকার এবং করপুটে স্বাগত জিজ্ঞাসা করিয়া বসিতে আসন প্রদান করিলাম। তখন জ্যেষ্ঠ রাজকুমার অপরূপ চিত্রপট সমীক্ষণে একাগ্রচিত্তে বিনীত বচনে জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন, হে বিশ্বদেব তপস্বিন্! আপনকার করকমলে অতি কমনীয় যে আশ্চর্য্য চিত্র উহা কোন্ ব্যক্তির প্রতিমূর্ত্তি, আহা কি মনোহর! সুধাংশুকে অকিঞ্চিৎকর বোধ হইতেছে, ভগবান্ যদি করুণাকণা বিতরণে বিস্তার করিয়া সমস্ত বৃত্তান্ত বর্ণন করেন, তাহা হইলে আমি চিরবাধিত এবং চরিতার্থ হই। ব্রহ্মচারী, রাজকুমারের এই রূপ অমৃতাভিষিক্ত বাক্য শ্রবণে সাতিশয় সন্তুষ্ট হইয়া কহিতে লাগিলেন, বৎস শ্রবণ কর, আমি বহুতর তীর্থ পর্য্যটন করিয়া প্রত্যাগমন কালে ঘটনাক্রমে চীনরাজ্যে সমুপস্থিত হইয়া দেখিলাম, রাজধানীর অনির্ব্বচনীয় অপরূপ শোভাযুক্ত নির্ম্মল সরস্‌সলিলে দিব্যাঙ্গনাগণ অবগাহন করিতেছে। স্থানে ২ অশ্বারোহী গজারোহীগণ শূল শার্ঙ্গী মুদ্গর ধারণ পূর্ব্বক আরক্ত বর্ণ বিশাল লোচনযুগল ঘূর্ণায়মান করত শমন কিঙ্করের ন্যায় ইতস্তত গমনাগমন ও রক্ষণাবেক্ষণ করিতেছে। কিয়ৎ প্রদেশে নীলকান্ত মণি সূর্য্যকান্ত মণি প্রভৃতি জ্যোতির্ব্বিশিষ্ট মহামূল্য রত্ন সকল স্বকীয় প্রভাপ্রভাবে সুরপুরীর ন্যায় সৌন্দর্য্য প্রকাশ করিতেছে। অনন্তর মনোহর নানা স্থান নিরীক্ষণে নেত্রযুগল পরিতৃপ্ত করত "মহারাজের জয় হউক" বলিয়া রাজ সভায় সমুপগত হইলাম। সভামণ্ডপের উপরিভাগ শ্বেত, রক্ত, পীত প্রভৃতি বিচিত্রিত চন্দ্রাতপে সুশোভিত এবং চন্দ্রাতপের চতুর্ধারে প্রস্ফুটিত কুসুমবৎ স্ফটিক মণি পশ্চাৎবর্ত্তী মুক্তাকলাপ, মালার ন্যায় দোদুল্যমান হইয়াছে।

ক্রমশঃ প্রকাশ্য।

চিকিৎসাবিষয়।

রোগের লক্ষণ।

রোগের নানাপ্রকার লক্ষণ আছে। যথা, প্রথম নাড়ী। দ্বিতীয় প্রস্রাব।

তৃতীয় মল। চতুর্থ জিহ্বা। পঞ্চম নিশ্বাস। ষষ্ঠ চর্ম্ম। সপ্তম চক্ষু। ইত্যাদি কএক প্রকারের মধ্যে নাড়ী ও জিহ্বা এবং মলদ্বারা বিশেষরূপে রোগ নির্ণীত হয়।

নাড়ীর গতির বিষয়।

সুস্থ লোকের নাড়ী বয়ঃক্রমানুসারে এক মিনিটের মধ্যে নীচের লিখিত ধারানুসারে গতি অর্থাৎ ধুক ২ করে, যথা।

জন্মের সময়ে প্রায় ১৪০ বার ধুক ২ করে।

১ বৎসরের সময়		১৩০	ঐ	ঐ
২	ঐ	ঐ ১১০	ঐ	ঐ
৩	ঐ	ঐ ১০০	ঐ	ঐ
৭	ঐ	ঐ ৯০	ঐ	ঐ
১৪	ঐ	ঐ ৮৫	ঐ	ঐ
৩০	ঐ	ঐ ৮০	ঐ	ঐ
৫০	ঐ	ঐ ৭৫	ঐ	ঐ
৮০	ঐ	ঐ ৬০	ঐ	ঐ

নানাপ্রকার রোগ জন্য নাড়ীর গতি সময়ানুসারে ভিন্ন ভিন্ন হয়। নাড়ী ধুকধুকের কারণ এই অন্তঃকরণের বড়ভাগ আপন ইচ্ছায় সঙ্কুচিত হইয়া শরীরের সকল প্রস্থান নাড়ীতে অন্তঃকরণের রক্তকে ঠেলিয়া দেয়, এই নিমিত্তে প্রস্থান নাড়ীসমূহ ধুক ২ করে। এবং ঐ নাড়ীর গতিদ্বারা রোগের নানাপ্রকার চিহ্ন জানিতে পারাযায়।

ক্রমশঃ প্রকাশ্য।

আরব্য উপন্যাস।

পূর্ব্ব প্রকাশিতের শেষ।

ভোজনান্তে পুনর্ব্বার উভয়ে বসিলা।
সাংসারিক নানাকথা পরে আরম্ভিলা॥
এই রূপ শিষ্টালাপে দিবা হৈলশেষ।
কমল মুদিল মুখ রজনী প্রবেশ॥
সুধাকার সুধাকর প্রকাশে ত্বরিৎ।
কুমুদিনী প্রমোদিনী হৈল বিকশিত॥
কথায় ২ প্রীতি পাইয়া প্রচুর।
শয়ন করিতে জ্যেষ্ঠ গেল অন্তঃপুর॥
শয্যায় সাহাজিনান করিলে শয়ন।
দ্বিগুণ বাড়িল চিন্তা পাইয়া নির্জ্জন॥
রমণীর আচরণ ভাবে মনে মনে।
নিদ্রা নাহি হয় রয় জাগ্রত শয়নে॥
সন্তাপে তাপিত চিত ম্রিয়মান অতি।
ঘৃণায় ব্যাকুল আরো হয় মহামতি॥
এই রূপ চিন্তাচক্রে গত বিভাবরী।
প্রভাতে বসিল প্রাতঃক্রিয়া সাঙ্গ করি॥
আইল শহরিয়ার ভ্রাতৃ সন্নিধান।
অনুজে সচিন্ত হেরি করে অনুমান॥
বিদেশে আসিয়া বুঝি মম সহোদর।
প্রিয়সী অভাবে আছে ঔদাস্য অন্তর॥
যে রূপ করেছি আমি কল্য সম্ভাষণ।
তাহাতে আমার ত্রুটি নাহি কদাচন॥
অনুজে সাহারিয়ার হেরিয়া বিমর্ষ।
নানামতে চেষ্টাপায় করিবারে হর্ষ॥
ধরার আশ্চর্য্য কত অমূল্য রতন।
ভ্রাতার তোষিতে মন করয়ে অর্পণ॥
নৃত্য গীত বাদ্য আদি বিবিধ উৎসব।
আমোদ প্রমোদ নানা রসের উদ্ভব॥
সাহাজিনানের তবু অন্তর বিকার।
কোন ক্রমে নাহি তার হয় প্রতিকার॥

অতঃপর মহারাজ চিন্তে মনে মনে।
কুতূহলে যাব কল্য মৃগ অন্বেষণে॥
এত বলি আজ্ঞাদিল ডাকিয়া স্বগণ।
ত্বরায় প্রস্তুত হও মৃগয়া কারণ॥
সোদরে আদরে তবে কহিলেন রায়।
রজনী প্রভাতে চল যাব মৃগয়ায়॥
বিনয়ে সাহরিয়ার করে নিবেদন।
সুস্থ নহি কেমনেতে করিব গমন॥
অনুমতি কর আমি থাকি এই স্থান।
আপনি স্বগণ সহ করুন প্রয়ান॥

ক্রমশঃ প্রকাশ্য।

মান্যবর শ্রীযুৎ বঙ্গবিদ্যা প্রকাশিকা পত্রিকা সম্পাদক মহাশয় বিজ্ঞবরেষু।

মল্লিখিত কতিপয় পংক্তী সংশোধন পূর্ব্বক আপনকার জগৎব্যাপক অমূল্য পত্রিকায় প্রকাশ করিয়া পরম পরিতোষ করিবেন।

মহাপ্রদর্শনের দ্রব্যাদি বাচনী করিবার ভ্রম।

যে মক্ষিকাটী একবৎসর ময়মনসিংহ রাঘবগঞ্জ ইত্যাদি জিলা পরিভ্রমণ পূর্ব্বক তত্রত্য সুমিষ্টদ্রব্যাদির রসপান করিয়া উদর পূর্ত্তিকরত কাল কর্ত্তন করিতে ছিলেন, যিনি আয়াজির সেবায় মগ্ন হইয়া গবর্ণমেন্ট পর্য্যন্ত সুখ্যাতিবিস্তারপূর্ব্বকতিরষ্কৃতওঘৃণিত হইয়াছেন, তিনি তথায় স্থানাভাবে এজেলার মিষ্ট কমলা মধুর রসাস্বাদন আশ্বাসে কয়েক মাস যাবত এথাকার আড় বারিতে বসিয়াছেন কিন্তু পূর্ব্ব মত উত্তম আহার না পাইয়া সামান্য আহারে দিন ক্ষেপন করিতেছেন, যাহা হউক সম্পাদক মহাশয় এমত মুখশ্রী কোথাও দর্শন হয়নাই এবং হইবেকও না। বোধ হয় এই মক্ষিকার বদন খানি বিশ্বকর্ম্মা অতি মনোযোগের সহিত প্রস্তুত করিয়া ছিলেন, ঈশ্বর কি জগন্নাথ মূর্ত্তির চক্ষু ও ইহার ভ্রূকুটী বদন তাঁহার শিল্পকর্ম্মের নিপুণতার চিহ্ন রাখিবার জন্য এবম্প্রকার প্রস্তুত করিয়া ছিলেন, এ আশ্চর্য্যের বিষয়, যে এমত মুখখানির ছবি কেন পেরিস মহা নগরের মহা প্রদর্শনে গেলনা, আমি নিঃসন্দেহে বলিতেছি এমত মূর্ত্তি মহামান্য শ্রীযুৎলুইস্ নেপোলিয়ান দৃষ্টি করিলে অত্যন্ত আশ্চর্য্য হইতেন ইতি।

জিলা শ্রীহট্ট।

প্রেরিত পত্র।

নিবেদনঞ্চ মেতত্। মদ সুহৃৎ বিরচিত কতিপয় পংক্তি ভবদীয় ভব মান্য পত্র প্রাপ্তে স্থান প্রদানে চির বাধিত রাখিবেন।

কালের কুটিলগতি হেরেপ্রাণ যায়॥

এ বিশ্ব মণ্ডলে প্রভু তুমি অধিকারী।
তোমা হৈতে হইয়াছে দিবস সর্ব্বরী।
সুখ মোক্ষ দাতা তুমি নির্ব্বাণের হেতু।
তোমা হৈতে হইয়াছে তরিবারসেতু॥
দিবাকর প্রভাকর তোমারি কারণ।
বিভু রূপে খ্যাত আছ এই ত্রিভুবন॥

নরগণ অগণন হয়ে মতি ভ্রম।
ইন্দ্রিয় রসেতে হয় তোমা বিস্মরণ ॥
নারী তন্ত্রে সদা পাঠ করে যন্ত্রসার।
পর নিন্দা পর দ্বেষে আছে অনিবার॥
মাদকেতে তাহাদের রুচি অতিশয় ॥
মাদক বিহিনে কভু ভোজ নাহি হয়।
ব্রহ্মময়ী নারী রূপ করে উপাসনা।
সফল জীবন ধরে যত বীর জনা ॥
এইরূপ অপরূপ হেরি বিশ্বময়।
কালের কুটিল গতি হেরে প্রাণযায় ॥

কলিকাল সমকাল আর কবে হবে।
পর নারী কবে হরি নিয়ে যাবে ভবে॥
শিশুগণ অগণন প্রেমের তরঙ্গে।
আর কবে হবে সবে মোহিতঅনঙ্গে।
ধন্য ২ কলি তুমি কোন গুণে ন্যন।
শিশুকে সপিতে পারআবেস আগুণ।
অধর্ম্মেতে ধর্ম্ম আর ধর্ম্মেতে অধর্ম্ম।
বুঝিবারেনারেকেহতোমারি যে মর্ম্ম ॥
সকল আশ্চর্য্য তবমাধুরি অপার।
শতে একসতীনারীখুজে পাওয়াভার
নরলোক হইয়াছে শঠ চূড়ামণি।
নাহি মানে মাসী পিশীদুহিতাজননী
তব লীলা হেরে মম বিস্ময় উদয়।
কালের কুটিল গতি হেরে প্রাণ যায়

শিশুগণ অগণন পড়ে স্কুলেতে।
নামেতেবালককিন্তুপিতা মহেরপিতে
পাঠছলে পাঠশালায় যায় অনিবার।
কিবা পাঠ পড়ে তারা বুঝেউঠাভার ॥
গুণে হারে সুরগুরু বুদ্ধে বিচক্ষণ।
নারীরূপ মীণ পেলে করয়ে ভক্ষণ ॥

হাস্য পরিহাস কত গাওন বাজন।
করিয়া ফিরেন সদা ভবনে ভবন ॥
যদি কোন লোক হয় মতের বিরুদ্ধ।
নিশ্চয় হইবে সেই পাগলের হদ্দ ॥
আপনি আপন কীর্ত্তি কবয়ে ঘোষণ।
অন্যেতে কি কভু তাহা হয়হে রটন ॥
এক পংক্তি কম্পোজ করিতে যবে হয়।
আকাশ ভাঙ্গিয়া পড়ে মাথায় নিশ্চয়॥
ইংরাজি ভাষায় বটে অতি সুশিক্ষিত।
দুই এক অক্ষর জানে কিন্তু নিশ্চিত ॥
যদ্যপিও বঙ্গভাষা জানেন কিঞ্চিত।
সেই গৌরবেতে ধরা সদত কম্পিত ॥
এইরূপ অপরূপ হেরি বিশ্বময়।
কালের কুটিল গতি হেরে প্রাণযায় ॥

আলাদিন ও আশ্চর্য্য প্রদীপের বিষয়।

চীন রাজ্যে মচটাকা সৌচিক একজন।
সূচি কর্ম্মে নিপুণ ছিলেন বিলক্ষণ ॥
তার পুত্র আলাদিন নামে নরাধম।
দুর্নীত দুর্বৃত্ত অতি পাষণ্ড অধম॥
অহ রহঃ অপ কর্ম্মে রত অনুক্ষণ।
স্বীয় বৃত্তি অনুবর্ত্তি না হয় কখন ॥
হেরিয়া সন্তান রীত জনক সুধীর।
অন্তরেতে মহা চিন্তা নেত্রেবহেনীর॥
কমনীয় প্রিয় ভাষে সন্তানের প্রতি।
মচটাকা কহিছে শুনআমার ভারতি॥
কালগ্রাসে কবলিত হব আমি যবে।
কেমনে পোষিবে বাছা পরিবারসবে॥
জীবনের বাকী মম কত দিন আছে।
কাল রথে কাল দূত ফিরে পাছে ২ ॥

অতএব বাছা ধন শুনহ বিশেষ।
স্বীয় ব্যবসায়ে মন করহ নিবেশ।।
এইরূপে কত শত সুবোধ বচন।
কহিল সৌচিক তবু নাহলো শোধন।।
ভাবিতে ২ দর্জি অবশ হইল।
অবশেষে মহাকাল তাহাকে গ্রাসিল।।
আলাদিন হেরিয়ে জনক লোকান্তর।
প্রেমনীরে ভাসে সদা পুলক অন্তর।।
স্বাধীন হইয়ে স্বীয় বয়স্যের সঙ্গে।
দিনপাত করে সদা কৌতুক তরঙ্গে।।
দেখিয়া পুত্রের ভাব প্রসূতি তাহার।
মনে ২ এই চিন্তা করে অনিবার।।
পুত্র মম কুলাঙ্গার অতি দুরাচার।
এয়ার সহিতে রঙ্গে আছে অনিবার।।
পূর্ব্বের নাহিক কিছু উপার্জ্জিত ধন।
কি রূপেতে পালিত হইব দুই জন।।

শ্রীগৌরহরি সেন।
ঢাকার কালেজ।

মান্যবর শ্রীযুত বঙ্গবিদ্যা প্রকাশিকা
সম্পাদক মহাশয় সমীপেষু।

সুইডেন দেশের নরশার্দ্দূল।

গত মাসের শেষ।

নৃপকুমারী বিষণ্ণবদনে পিতার সমীপে নিত্য নিত্য উপস্থিত হইয়া অনবরত অনুনয় করিয়া সবিনয়ে বলিতেন। মহারাজ, আমার এই পরিচারিকাকে বিবাহ করুন। কিন্তু রাজা তদ্বাক্যে নিত্য ২ অসম্মতি প্রকাশ করিতেন, তথাচ রাজকন্যা ঐ দুষ্টার পরামর্শ অনুবর্ত্তিনী হইয়া বারম্বার ভূপাল সমীপে ঐ কথাই উত্থাপন করিতেন। একদা নৃপনন্দিনী কথা প্রসঙ্গে নৃপতিকে বিশেষ রূপে অনুরোধ করায় রাজাবলিলেন, তুমি একটি অঙ্গীকার করিলে আমি এ বিষয়ে স্বীকৃত হইতে পারি; নরেন্দ্র নন্দিনী তদ্বাক্যশ্রবণে আনন্দ পায়োধি জলে নিমগ্না হইয়া বলিলেন, পিতঃ কি অঙ্গীকার করিতে হইবেক। রাজা কন্যার এতাদৃশ উৎসাহ দেখিয়া বলিলেন, কুমারী দেখ, তোমার বারম্বার অনুরোধে আমি অনিচ্ছা সত্ত্বেও পুনর্ব্বার বিবাহ করিতে বাধিত হইতেছি। কিন্তু তোমাকে এই সত্য করিতে হইবেক, যদি উত্তর কালে তোমার বিমাতা অথবা বৈমাত্র ভগ্নি তোমার প্রতি প্রতিকূল হয়েন তাহা হইলে সে সময়ে তুমি অসন্তুষ্টী প্রকাশদ্বারা আমাকে বিরক্ত করিতে পারিবে না। ভূপতি পুত্রী অগ্রপশ্চাৎ বিবেচনানাকরিয়া "মহারাজের যাহা অভিরুচি" বলিয়া অঙ্গীকার করিলেন, পরে ঐ পরিচারিকা রাজমহিষী হইল। অনন্তর কালসহকারে রাজ সুতা যৌবন সীমায় সমুপনীতা হইলে সকলে তাঁহারই রূপ লাবন্যের প্রশংসা করিত, কিন্তু অভিনব মহিষীর তনয়াদ্বয়ের অন্তর বাহিক আকারের ন্যায় কুৎসিৎ ছিল। রাজা, কন্যাকে বাল্যাবস্থায় নানাবিদ্যায় সুশিক্ষিতা করাইয়া ছিলেন, তাহাতে যৌবন প্রারম্ভে কন্যা যেমন রূপবতী তেমনি গুণবতী হইলেন। অধিকন্তু তিনি

গান, বাদ্য, নৃত্য এই সমস্ত বিদ্যায় বিলক্ষণ নিপুণাছিলেন। ক্রমে ২ তাঁহার রূপের ও গুণের সৌরভ দেশ বিদেশে ব্যাপ্ত হইল। রাজা কন্যা গণকে বয়স্থা দেখিয়া স্বয়ম্বরের সভা করিতে আদেশ করিলেন, এবং দিগ্‌দিগন্তরস্থিত নৃপগণ সমীপে নিমন্ত্রণ পত্র পাঠাইলেন। ঐ সমস্ত নৃপতি রাজবালার অতুল্য রূপ মাধুরি ও অসামান্য গুণসৌরভ পূর্ব্বাবধি শ্রুত ছিলেন, তাঁহার স্বয়ম্বরের সম্বাদ পাইবামাত্র পুলকিত চিত্তে রাজ সভায় আগমন করিতে লাগিলেন। পরন্তু তাঁহারা সকলেই রাজবালাকে বিবাহ আশায় সভাস্থ হইয়াছেন, তাহাই ব্যক্ত করিতে লাগিলেন। কিন্তু নবীনা রাণী দুহিতাদ্বয়কে পরিণয় করিবেন এমত অভিলাষ কেহই প্রকাশ করিলেন না, তাহাতে রাণী অন্তরে অত্যন্ত পরিতাপিতা হইল, কিন্তু পূর্ব্বমত ভাবভক্তি প্রকাশের কোন ব্যতিক্রম করে নাই।

বিদেশীয় নৃপসমূহের মধ্যে এক তরুণ বয়স্ক পরম সুন্দর এবং গুণবান রাজকুমার নরেন্দ্র নন্দিনীর অপরূপ রূপ দর্শনে বিমোহিত হইয়া দিন যামিনী রাজবালার গুণচিন্তনে সদা সর্ব্বক্ষণব্যাকুলওবিচলিত চিত্তহইতে লাগিলেন। তৎসহচরগণ যুবরাজের এতাদৃশী বিরহ বিকার দর্শনে প্রথমত নানাপ্রকার সান্ত্বনা করিতেলাগিলেন, তাহা বিফল দেখিয়া উপায়ান্তর চেষ্টা করিতে বাধ্যহইলেন। এদিগে রাজবালাও ঐ যুবরাজের মনোহর রূপ দর্শনে তাঁহার প্রেমপাশে আবদ্ধ হইয়াছিলেন, তাহাতে ভূপতি পুত্রী গোপনে ২ তাঁহার ভাব ভক্তি বুঝিয়া তাঁহাকে মনে মনে পতিত্বে বরণ পূর্ব্বক অকপট হৃদয়ে তাঁহার প্রতি প্রেমমন সমর্পণ করিলেন। রাজার নব নায়িকা রাজকন্যার মানসিক প্রেম জানিতে পারিয়া অন্তর মধ্যে নিতান্ত ক্ষুব্ধ হইয়া যাহাতে রাজকন্যার বিবাহ না হয়, মনে মনে সেই সঙ্কল্প করিলেন।

ক্রমশঃ প্রকাশ্য।

বর্ষা বর্ণন।

নিদাঘ হইল অস্ত সামন্ত সহিত।
মহা জোরে ডঙ্কামেরে বর্ষা উপনীত॥
প্রভাকর কর এবে দারুণ মলিন।
সর্ব্বদা প্রচ্ছন্ন আছে যেন অতি দীন॥
নিশানাথ নিশামানে উঠিয়া গগণে।
মেঘের প্রতাপে সদা ভীত মনেমনে॥
পূর্ণিমাতে অমারাত্রি তুল্য অন্ধকার।
মধ্যে ২ হয় মাত্র তড়িৎ সঞ্চার॥
ঘন ঘন গর্জে ঘন হইয়া প্রবল।
মুষলধারেতে সদা ঢালিতেছে জল॥
হইয়া উল্লাস মন সৌদামিনী মালা।
মেঘসঙ্গে করে ক্রীড়া হইয়া চঞ্চলা॥
দেখিয়া তাদের রঙ্গ অশনি কুপিত।
মহাকোপে ভাঙ্গে মেঘ শব্দ বিপরীত॥
জলে পূর্ণ সরোবর সাগর সরিৎ।
নানাবর্ণে পুষ্পগণ হয় বিকশিত॥

অপরূপ নবরূপ ধরিলা মেদিনী।
সবুজ বর্ণেতে শোভে বিটপীর শ্রেণী॥
ধরিয়া বিবিধ বেশ নাগর নাগরী।
সুখভোগে মত্ত থাকে দিবস সর্ব্বরী॥
রতিশ্রান্তে কান্তকোলে কান্তা নিদ্রা যায়।
ভীষণ মেঘের ডাকে কম্পান্বিত কায়॥
শিহরিয়া উঠি ধনি পতি কণ্ঠধরে।
সেই ছলে একবার কামযাগ করে॥
এইরূপ সুখাবেশে বিবিধ বন্ধনে।
মদনে মাতিয়া সদা থাকয়ে দুজনে॥
বিরহিনী নারীগণ শোকেতে কাতরা।
কি কব তাদের দুঃখ জিয়ন্তেতে মরা॥
পতিহারা শোকে জরা কুলবালা যত।
রোদন বিলাপে কালকাটে অবিরত॥
সুখের বরষা কালে সংযোগির সুখ।
দারুণ বিচ্ছেদে ফাটে বিযোগীর বুক॥
ধরাধরে ধারাধর ধারা নিরাধারা।
বিরহীর নেত্রে বর্ষে শ্রাবণের ধারা।
লোকে বলে সব জ্বালা জলেতে শীতল
বিরহ বিসম জ্বালা দ্বিগুণ প্রবল॥

সমাচার।

খয়ের পুরের আমীর ইষ্টইণ্ডিয়া কোম্পানির বিরুদ্ধে অভিযোগ করণার্থে ইংলণ্ড গমন করিয়াছেন।

অযোধ্যার রাজমাতা ভ্রাতাপুত্ত্রাদি এডেন নগরে উপনীত হইয়াছেন।

অযোধ্যার রাজমন্ত্রী আলী নকী খাঁ বাহাদুর কলিকাতায় আসিয়াছেন।

ফ্রান্স রাজ্যের দক্ষিণ প্রদেশ জল প্লাবনে উচ্ছন্নগিয়াছে, তত্তদ্দেশীয় নিরাশ্রয় লোকদিগকে অর্থ সাহয্য প্রদান জন্য ইংলণ্ডে ও ভারতবর্ষে চাঁদাদ্বারা অর্থ সংগ্রহ হইতেছে।

রেবেরেণ্ড লালবেহারী দে অরুণোদয় নামক এক পাক্ষিক পত্র প্রকাশারম্ভ করিয়াছেন।

দক্ষিণ বাঙ্গালার গবর্ণেমেণ্ট স্কুলের ইনিস্পেকটর সাহেবের অধীনে এডুকেসন গেজেট ও সপ্তাহিক বার্ত্তাবহ নামক এক সাপ্তাহিক পত্র প্রকাশ হইতেছে।

বিদ্যোৎসাহিনী সভা সম্পাদক সর্ব্ব তত্ব প্রকাশিকা নামক এক মাসিক পত্রিকা প্রকাশ করিয়াছেন।

অযোধ্যার সকল জমীদারেরা তোপাদি যুদ্ধদ্রব্য ত্যাগ করিয়াছে, কেবল তুলসীপুরের রাজা গবর্ণমেণ্ট আজ্ঞা হেলন করিয়াছেন।

এতদ্দেশের ব্যবস্থাপক মহাশয়েরা বিধবা বিবাহ আইন প্রচার করিয়াছেন।

বহু বিবাহ প্রথা নিবারণার্থ ব্যবস্থাপক সমাজে আবেদন অর্পিত হইয়াছে, তাহাও শীঘ্র নিবারণ হইতে পারে।

সিটিজন নামক ইংরাজী দৈনিক পত্র উঠিয়াগিয়াছে।

গবর্ণমেণ্টের অধীনে "মেণ্টাপলিলেন ফিমেল স্কুল" নামক এক বিদ্যালয় স্থাপন হইবেক, তজ্জন্য এক কমিটী বসিয়াছে।

যসোহর জেলার স্থানে ২ অনেক ডাকাইতি হইয়াছে।

বিজ্ঞাপন।

হিত কথা	টি	।০
বর্ণমালা ২৪ পেজে	তা	✓
ধর্ম্মাঞ্জন	টি	।।০
যিহূদীয় লোকদিগের বৃত্তান্ত	টি	১
নবদ্বীপাধিপতি মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্র রায়ের বংশাবলি	টি	।০
শান্তি শতক	টি	।০
ঋতু সংহার	টি	।০
ত্রিতাপ হারিণী	টি	।।০
সত্য নারায়ণোপাখ্যাণ	টি	।০
সত্যনারায়ণ ব্রত কথা	টী	।০
গোপাল স্তোত্র	টি	৵০
অদ্ভুত রামায়ণ	টি	।০
গীতাবলী	টি	।০
গুরুতত্ত্ব	টি	।।০
বর্ণমালা অর্থ সংযুক্ত	টী	।০
বঙ্গভাষা বর্ণমালা	টি	✓
ভারত বর্ষীয় সভার তৃতীয় বার্ষিক বিবরণ	টি	।০
ছোট জাগুলীয়া হিতৈষি সভার বক্তৃতা	টি	/০
ফারমেসি নাগরি	টি	।।০
ঐ ঐ বাঙ্গালা	টি	।।
পতিতোদ্ধার	টি	১
পাঁচালী	বা	।।০
বিধবা বিবাহ প্রচলিত হওয়া উচিত কি না ১ নং	টি	।।০
ঐ ঐ নং ২	টি	২
বিধবা বিবাহ নিষেধক প্রমাণা বলি নং১	টি	।০
ঐ ঐ ২ নং	টি	৶০
মোহ মুদ্গার পু	টি	✓
ব্রেমলি সাহেবের বক্তৃতা পু	টি	৵০
ধারাপাঠ পু	টি	✓
দায় কৌমুদি	বা	৪
সার কৌমুদি........	বা	২

দিবাজ্ঞাপক।

ঘড়ি ন্যায় নূতন এক দিবাজ্ঞাপক ও ডেলি ইণ্ডিকেটর ইংরাজী ও বাঙ্গালা বৃহদক্ষরে মুদ্রিত হইয়াছে তাহাতে ১২৬২ অবধি ১২৭০ পর্য্যন্ত, ইংরাজি ১৮৫৬ অবধি ১৮৬১পর্য্যন্ত সন মাস, বার, ও দিন, সর্ব্বক্ষণ দৃষ্ট হইবে, ইহার ঘড়ির ন্যায় কাঁটা আছে ইহার মুল্য স্বাক্ষর কারির প্রতি ।।০ আট আনা এবং বিনা স্বাক্ষর কারির প্রতি ৶০ আনা মাত্র নির্দ্ধারিত হইল।

বিজ্ঞাপন।

NOTICE.

The undersigned has taken an Office at No 5 Commercial Buildings, for the transactiowof a General American Commission Business.

J. D. BRACKETT

বিজ্ঞাপন।

সর্ব্বসাধারণকে জ্ঞাত করা যাইতেছে যে নিম্ন লিখিত সাহেব ৫ নম্বর কমর্সিএল বিল্‌ডীংঙ্গে মারকিন কমিসন এজিনসি খুলিয়াছেন।

জে ডি ব্র্যাকেট।

विज्ञापन।

सर्वसाधारणोंको जनावते है कि नीचेके लिखे साहाबने ५ नम्बर कमर्सिएल बिलडी मार्किन् कमिसन एजिनसि खुला है।

सहि जे डि ब्र्याकेट।

পুস্তকালয়।

আমি হাবড়ার গবর্ণমেণ্ট ইস্কুলেতে এক পুস্তকালয় সংস্থাপন করিয়াছি তাহাতে নানা বিধ ইংরাজি ও বাঙ্গালা ইস্কুলবৈ এবং কাগজ কলম প্রভৃতি সংগ্রহ করিয়াছি যে কোন ব্যাক্তির প্রয়োজন হইবে তথায় মূল্য কিম্বা লোক প্রেরণ করিলে সুলভমূল্যে পাইতে পারিবেন।

শ্রীশ্রীনাথ দত্ত

এইপত্রিকার মাসিক মূল্য ৴০ ও অগ্রীম বার্ষিক ৸০ আনা এবং উপস্থিতক্রেতা দিগেরনিমিত্তেপ্রতি সংখ্যার দুই আনা মাত্র নির্দ্দিষ্ট করা গেল। আমরা কেবল সর্ব্ব সাধারণের উপকারার্থ এবং বঙ্গ ভাষার প্রতি অনুরাগ বশতঃই এই পত্রিকা প্রকাশ প্রবৃত্তহইয়াছি। নচেৎ এত অল্প মূল্যে আমাদিগের বিশেষ লাভের প্রত্যাশা নাই। অতএব গুণজ্ঞ বিজ্ঞ গ্রাহকগণ সমীপে সবিনয়ে এই নিবেদন করিতেছি যে তাঁহারা প্রতি মাসে এই পত্রিকা প্রাপ্ত হইয়াই অনুকম্পা পূর্ব্বক মূল্য প্রদান করিবেন, কেননা ৴০ আনার নিমিত্তে সর্ব্বদা সরকারগতাআত করিতে হইলে আমাদিগের অনেক ব্যয় হইয়া কেবল ক্ষতি হইবার সম্ভাবনা। অতএব আমারা ভরসা করি। যে বিদ্যানুরাগি বিবেচকগ্রাহক মহাশয়েরা এবিষয়ে বিবেচনাকরিবেন। আর যাঁহারা অনুগ্রহ পূর্ব্বক অগ্রীম বার্ষিক মূল্য দিতে ইচ্ছা করেন, তাঁহারা এক বর্ষকাল নিয়মিতরূপে পত্রিকা পাইয়া পরে মূল্য প্রদান করিবেন।

বঙ্গবিদ্যা প্রকাশিকা পত্রিকা

৯ সংখ্যা।

নির্ঘণ্ট।

বিবরণ।	পত্রাঙ্ক।
তত্ত্বপ্ররকণ,	১২৯
পাঠকবর্গের প্রতি,	ঐ
এদেশের লোকেরা কেন বাবু হয়,	১৩০
বাণিজ্য,	১৩১
বৌদ্ধদিগের উৎপত্তি,	১৩২
রমণীদ্বয়ের কথোপকথন,	১৩৩
টেলিমেকসের ভ্রমণ বৃত্তান্ত,	১৩৬
দৃষ্টান্তবাক্য সংগ্রহ,	১৩৭
মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র রায়ের জীবন চরিত্র,	১৭
বাক্যবিন্যাস,	১৩৮
মহাভারত,	ঐ
আরব্য উপন্যাস,	১৩৯
রামায়ণ,	১৪০
গোলেবেসেনুয়া,	১৪১
চিকিৎসা বিষয়,	১৪২
প্রেরিত পত্র,	১৪৩

কলিকাতা।

সমাচার সুধাবর্ষণ যন্ত্রে মুদ্রিত হইল।

সন ১২৬৩ সাল।

মূল্য /০ আনা।

বিজ্ঞাপন।

পুস্তক বিক্রয়ের

মাজিষ্ট্রেটীয় উপদেশ বা ৬
আরবীয়োপাখ্যান ১ নং টি ১
ঐ দ্বিতীয় খণ্ড টি ১
ঐ তৃতীয় খণ্ড টি ১
অপূর্ব্বোপাখ্যান ..... বা ২
মহাভারত অষ্টাদশ পর্ব্ব বা ৪
রামায়ণ সপ্তকাণ্ড ..... বা ২
ঐ ঐ - টি ১৷৷০
গোলেবেসেন্নুয়া . . বা ১৷৷০
ইং বাং ডিকস্যনরি বা ৫
গৌড়ীয় ভাষার ব্যাকরণ বা ।৵
মনোহরা উপাখ্যান বা ১
চাহারদরসেব . বা ১
পাঞ্জাবেতিহাস বা ১
চাণক্য শ্লোক বা ৷৷০
রস তরঙ্গিণী . বা ১
বাঙ্গালা অঙ্ক পুস্তক পু বা ১
শব্দ সাধন মুক্তাবলী বা ১৷৷০
ভুগোল . পু বা ।০
বেতাল পঞ্চবিংশতি গদ্য বা ১৷৷
পুরুষোত্তম চন্দ্রিকা পু টি ১
মনতত্ত্ব সারসংগ্রহ বা ১
ইংরাজি হিতোপদেশের বঙ্গভাষায়অনুবাদ বা ১
জ্ঞান কিরণোদয় পু বা ১
কৌতুক তরঙ্গিণী. বা ৷৷০
জ্ঞান প্রদীপ প্রথম খণ্ড বা ৷৷০
মান ভঞ্জন পু বা ।০
পাঠশালা বশাইবার বিবরণ টি ১
গণিতাঙ্ক পু বা ৷৷০
দিগদর্শন নং ১১ টি ৵০
ঐ নং ২ টি ৵০
বঙ্গভাষার ব্যাকরণ বা ।০
শিশুশিক্ষা দ্বিতীয় ভাগ টি ৵
বর্ণ পরিচয় প্রথম ভাগ ১৫
ঐ ঐ দ্বিতীয় ঐ ১৫
নিত্য কর্ম্ম পদ্ধতি টি ৵
রসমঞ্জরী . টি ১
শিশুবোধক টি ৶০
বর্ণমালা বা ৵০
নীতি কথা প্রথম ভাগ টি /৫
ঐ দ্বিতীয় ভাগ টি /১০
ঐ তৃতীয় ভাগ টি /১৫
বাঙ্গালার ইতিহাস বা ২
বেতাল পঞ্চবিংশতি পু টি ।০
উপাসনা কাণ্ড টি ৷৷০
স্ত্রীশিক্ষা বিধায়ক টি ৸০
শকুন্তলার উপাখ্যান টি ।৵

বঙ্গবিদ্যা প্রকাশিকা পত্রিকা।

২ খণ্ড।] মাসিক পত্রিকা। [৯ সংখ্যা।

তত্ত্বপ্রকরণ।

যিনি সর্ব্ব মূলাধার, রূপ যাঁর নিরাকার,
নির্ব্বিকার নিত্য নিরঞ্জন।
অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডচয়, যাঁহার ইঙ্গিতে হয়,
সেই পদে মজ মূঢ়মন॥
শমন বিজয়ী হবে আসিতে না হবে
ভবে, শোক তাপ ভয় যাবে দূরে।
ধন জন সুখ আশে,বদ্ধহয়ে মায়াফাঁসে,
কেন মিছা মরিতেছ ঘুরে॥
অনিত্য বিষয়ে রত, আছ মন অবিরত,
পরিহরি চরম ভাবনা।
হইয়া মোহেতে মত্ত, না চিন্তিলে সার
তত্ত্ব, শেষে পাবে দারুণ যাতনা॥
হইয়া রিপুর দাস, কেন কর আত্ম
নাশ, কাঁচ মূল্যে বেচিলে কাঞ্চন।
এখন বচন ধরি, জ্ঞানাঙ্কুশ করে করি,
সান্ত কর প্রমত্ত বারণ॥
করিয়া ইন্দ্রিয় বশ, পানকর শান্তিরস,
হেলায় তরিবে ভবার্ণব।
না হইবে গর্ব্ভভোগ, দূরে যাবে ভব
রোগ, পাপ তাপ নাশ হবে সব॥
শুন শুন এইবেলা, ত্যজিয়া ভবের
খেলা, এক চিত্তে চিন্ত সেই পদ।
সে পদে রাখিলে মতি, ঘুচে যাবে
গতাগতি, লাভ হবে অটল সম্পদ।
ক্রমে আয়ু হয় শেষ, ভাব সত্যনির্ব্বি
শেষ, নহে শেষ হইবে দুর্গতি।
ফেলিয়া নরক কুণ্ডে, প্রহার করিবে
ভুণ্ডে, সে সময়ে কি হইবে গতি॥
অতএব কথা রাখ, ভক্তিভাবে তাঁরে
ডাক, তবে মন হইবে মঙ্গল।
যদি ইচ্ছ মোক্ষধাম, সদা স্মর ব্রহ্ম
নাম, ভবনদী পারের সম্বল॥

পাঠকবর্গের প্রতি।

স্বদেশীয় লোকের উৎসাহ ও যত্ন ব্যতীত কদাপি বিদ্যার উন্নতি হয় না, হিন্দু সাম্রাজ্য লোপাবধি সংস্কৃত ভাষার ক্রমেই অধঃপতন হইতেছে। এক্ষণে লুপ্ত ভাষা বলিলেও বলাযায়, বিজাতীয় রাজার অধীনে দেশীয় ভাষার উন্নতি থাকে না একথা সত্য কিন্তু আমারদিগের বর্ত্তমান রাজ্যাধীপ যদিও বিজাতীয় তথাচ বিদ্যোৎসাহী বটেন, কিন্তু হইলে কি হয়, স্বদেশীয় মহাশয়েরা দেশীয় ভাষা লোপ করণের প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন, বরঞ্চ তাঁহারা বিদেশীয় ভাষার আদর করেন, তথাচ মাতৃ ভাষার অনুরাগ বর্দ্ধন করেন না, অনেকে বাঙ্গালা ভাষায় পত্রাদি লিখিতে এবং মাতৃ ভাষায় কথা কহিতে লজ্জা বোধ করেন, মাসিক ৮ টাকা বা ৪ টাকা মূল্য দিয়া ইংরাজী পত্র অক্লেশে

গ্রহণ করিতে পারেন, কিন্তু বাঙ্গালা পত্রের দুই চারি আনা বা ঊর্দ্ধ সংখ্যা ১টাকা মুল্য দিতে হইলে বোধ করেন ঐ পয়সা কয়েক আনা জলে পড়িল, দেশীয় লোকের এই রূপ অনাদর ও অশ্রদ্ধা দৃষ্টে আমরা যত অল্প হইতে পারে তত অল্পমূল্যে এই বঙ্গবিদ্যা প্রকাশিকা প্রকাশ করিয়াছি, বোধ ছিল মাসিক এক আনা মূল্য দিয়া দুই ফরমা কাগজ লইতে কেহ ক্লেশ বোধ করিবেন না, কিন্তু বিদ্যানুরাগিতা গুণ যে এককালে ভারত বর্ষের সীমা ছাড়িয়া পলায়ন করিয়াছে তাহা অগ্রে বুঝিতে পারি নাই, আমরা পাঠক মহাশয়েরদিগের মনোরঞ্জনার্থে প্রাণপণে যত্ন করিতেছি তথাচ অনেক গ্রাহক মহোদয়েরা ⁄০ আনা মুল্য দিতে মহাকষ্ট পান ও কষ্ট দেন, চারি পয়সার জন্য আমারদিগের সরকারেরা চারিমাস গতায়াত করিয়া ও মাথায় ইট মরিয়াও আদায় করিতে পারে না, কি আশ্চর্য্য, যাঁহারা প্রত্যহ অনেক অপব্যয় করেন তাঁহারা এক আনা দিতে কেন এত বেগ দেন, বঙ্গভাষার প্রতি অশ্রদ্ধাই ইহার মূল কারণ।

এদেশের লোকেরা কেন বাবু হয়?

আলস্য দুঃখের প্রসূ, আলস্যেতে নষ্ট বসু, আলস্যেতে অসু হয় নাশ।
হইলে অলস বশ, লোপ হয় ধর্ম্ম যশ, সর্ব্বরোগ দেহে করে বাস॥
অঙ্গে নাহি থাকে বল, হরে বিদ্যা বুদ্ধিবল, স্বাধীনতা হয় পরাভব।
সকল শোকের সেতু, আলস্য অনিষ্ট হেতু, মূঢ় লোক নাহি বুঝে সব॥
হইলে অলস দাস, পদে ২ সর্ব্বনাশ, দুর্দ্দশার নাহি থাকে বাকি।
উপার্জন শক্তি হরে, সঞ্চিতার্থ হরে পরে ছলে বলে দেয় তারে ফাঁকি॥
কি কব অধিক আর, আছে সব সুবিস্তার, জ্ঞান চক্ষে কর নিরীক্ষণ।
পাইবে পরম বোধ, আলস্য হইবে রোধ, মনতোষ হবে সর্ব্বক্ষণ॥
দেখহ প্রমাণ তার, পূর্ব্বে এই অধিকার, ভারদ্রাজ্য সবে যারে বলে।
পূর্ণছিল ধনে জনে, নানাবিধ বুধগণে, সুখে বাস করিত সকলে॥
কালে ২ গেল সব, কোথায় বা সে বিভব, পরাভব হইল সকল।
আলস্য বিষম ব্যাধি, হইয়া পরম বাদী, হরে নিল সমস্ত সম্বল॥
এদেশের লোক যত, আলস্যের অনুগত, দেখ সবে করিয়া বিচার।
বৃথা গল্পে কাল হরে, হিত কার্য্য নাহি করে, হায় ২ একি চমৎকার॥
দেখহ নগর ময়, কত ভদ্র মহাশয়, শ্রেষ্ঠ সবে কুলে শীলে ধনে।
সদা পারিষদ সঙ্গে, কৌতুক প্রসঙ্গে রঙ্গে, মহাসুখ মানে মনে ২॥
পরউপকার প্রতি, কদাপি না হয় মতি, নিদ্রাহারে করে কাল ক্ষয়।

নিষ্কর্ম্ম পরম সুখ, পরিশ্রমে মানে দুঃখ,
কল্পিত বচনে তোষ হয়।।
চাটুবাক্যে আত্মকার্য্য, ভুলে থাকে
অনিবার্য্য, সে ভাব না ভাবে একদিন।
অধিক কি প্রকাশিব, নাহি চিন্তে নিজ
শিব, অলসের হইয়া অধীন।।
পিতার থাকিলে ধন, অল্পকালে পুত্র
গণ, হয় ঘোর বাবু অতিশয়।
বিদ্যায় না হয় মতি, ক্রীড়ায় আশক্ত
অতি, সুখ আশে ব্যস্ত সদা হয়।।
রমণ পরম তত্ব, তাহাতে সদত মত্ত,
বিদ্যা বুদ্ধি হরে যার বলে।
দুরে থাক্ উপার্জন, সঞ্চিতার্থ বিসর্জন,
এই রূপে দিতেছে সকলে।।
অতএব বন্ধুগণ, করি এই নিবেদন,
রাখ সবে সাধুর বচন।
আলস্যেরে পরিহরি, পরিশ্রমে সার
করি, বিদ্যাবুদ্ধি কর আহরণ।।

বাণিজ্য।

বাণিজ্যই ধনের আকর, বাণিজ্য হইতেই শীঘ্র শীঘ্র সৌভাগ্যশালী হওয়া যায়, বাণিজ্য সূত্রে নানা দিগদেশীয় লোকের সহিত আলাপ ও বহু অজ্ঞাত দেশ দর্শন হয় এবং তত্তৎদেশীয় লোকের আচার ব্যবহার বিদ্যা সভ্যতাদি অবগত হওয়া যায়, তদ্দ্বারা লোক সভ্য হইতে পারে, বাণিজ্য ব্যবসায়াশ্রয়ব্যতীত প্রায় কেহই অধিক ধনী হইতে পারে না, চাকরীদ্বারা মাসে লক্ষমুদ্রা আয় হইলেও অধিক ধন সঞ্চয় হয় না, কারণ চাকরীতে যেমত আয় তেমনি ব্যয়, অতিরিক্ত সঞ্চয় থাকে না, কিন্তু বণিকেরা একদিনে লক্ষমুদ্রা লাভ করিতে পারে, যেদেশে বাণিজ্য ব্যবসায় প্রচল নাই সে দেশের লোকেরা সাংসারিক অনেক সুখে বঞ্চিত থাকে, সেদেশ কদাপি সভ্য হয় না। পুরাকালে আফ্রিকাখণ্ডে ফিনিসিয়ান নামক এক প্রাচীন জাতি ছিল, তদ্দেশীয় সকল লোকেই বাণিজ্য ভিন্ন অন্য কোন ব্যবসাবলম্বন করিত না তাহাতে ফিনিসিয়ানেরা ভূমণ্ডলের সকল জাত্যপেক্ষা ধনী ও পরাক্রমী হইয়াছিল অদ্যাবধি পৃথিবী মধ্যে তদ্রূপ ধনি জাতি দৃষ্ট হয় না, কতকগুলিন ফিনিসিয়ান লোক ঐ আফ্রিকাখণ্ডের সমুদ্রতীরে আসিয়া কারথেজ নামে এক নগর পত্তন করে, বাণিজ্য পরিচালনায় ঐ নগর ধনে বলে ক্ষৌণীমণ্ডল মধ্যে অদ্বিতীয় হইয়াছিল, ইউরোপখণ্ডের রোমদেশীয় লোকেরা ঐকালে মহা পরাক্রমী হইয়া পৃথিবীর অধিকাংশ স্বরাজ্যভুক্ত করে, কারথেজিনিয়ানদের সহিত রোমানদিগের ক্রমিক ৫০।৬০ বর্ষ ঘোরতর তুমুল সংগ্রাম হয়, কত ২ বার কার্থেজিনিয়ান বিক্রমে রোমীয় সিংহাসন কম্পিত হইয়াছিল অবশেষে দৈবকোপ ও গৃহ বিচ্ছেদে কার্থেজনগর ছিন্নভিন্ন হইলে রোমানেরা ঐ নগর এককালে ভস্মসাৎ

করিয়াদেয়, লণ্ডুননগর এক্ষণে কেবল বাণিজ্য দ্বারাই পৃথিবীমধ্যে শ্রেষ্ঠ পদবী পাইয়াছে, তথাপি অদ্যাপি কার্থেজ নগরের তুল্য কক্ষ হয় নাই, এই ভারতবর্ষে পূর্ব্বকালে বাণিজ্য ব্যবসায় অধিক প্রচলিত ছিল চণ্ডীপ্রভৃতি প্রাচীন গ্রন্থ সকলে তাহার প্রমাণ পাওয়া যায়, চাঁদ সওদাগর শ্রীমন্ত সওদাগর প্রভৃতি বণিকেরা সিংহলাদি নানাদ্বীপোপদ্বীপে বাণিজ্য করিতে যাইত তাহাতেই এদেশ এত ধনপূর্ণছিল, যবন রাজত্ব কালে লোক সকল অলস স্বভাব হইয়া একদা বাণিজ্য ব্যবসায় ত্যাগ করিয়াছিল, বিশেষত রাজ অত্যাচারে ও দস্যু তস্কর উপদ্রবে বাণিজ্য কার্য্য নির্ব্বিঘ্নে পরিচালনা করিতে পারিত না। দেখ আমারদিগের বর্ত্তমান রাজ্যেশ্বরেরা তিন চারিশত বর্ষপূর্ব্বে কি অবস্থায় ছিলেন, এক্ষণেই বা কি হইয়াছেন, কেবল বাণিজ্য ব্যবসায়ের দ্বারাই তাঁহারা ধনবান বিদ্যাবুদ্ধি সভ্যতা ইত্যাদি সর্ব্ব বিষয়ে শ্রেষ্ঠ হইয়াছেন, অতএব ইংরাজ দিগকে দৃষ্টান্ত স্থলে আনিয়া বিবেচনা করিলে অবশ্য প্রতীত হইবেক যে বাণিজ্যই ধন ও সভ্যতার আকর, নীতিশাস্ত্রজ্ঞেরা কহিয়াছেন কেবল বাণিজ্যদ্বারাই লক্ষ্মী বশে থাকেন।

বাণিজ্য কার্য্যেতে লক্ষ্মী সদা বশে রয়।
তার অর্দ্ধ ভাগ্যবন্ত কৃষীকার্য্যে হয়
সেবাতে তাহার অর্দ্ধ লাভ হয় বসু।
ভিক্ষায় না মিলে সুখ নষ্ট হয় অসু॥

বৌদ্ধদিগের উৎপত্তি ।

একদা মায়ামোহ পৃথিবীতে আসিয়া নর্ম্মদা নদীতীরে অসুরদিগকে তপঃ পরায়ণ দেখিলেন, তাহারদিগকে যোগভ্রষ্ট করিবার অভিপ্রায়ে ছদ্মবেশী যোগীরূপ ধারণপূর্ব্বক দনুজগণের সমীপে উপস্থিত হইয়া কহিলেন, “অহে দিতিপুত্রেরা, তোমরা কি স্বর্গকামনায় না রাজ্যভিলাষে তপস্যা করিতেছ” দৈত্যেরা কহিল “আমরা অক্ষয় সুখ কামনায় তপস্যা করিতেছি” মায়ামোহ কপট বাক্যে কহিলেন “তোমরাই সাধু, যদি মোক্ষ প্রাপ্তির কি স্বর্গলাভের ইচ্ছা হয় তবে আমার উপদেশানুসারে তপশ্চর্য্যা কর, তাহাতে অতিশীঘ্র অনায়াসে কৃতকার্য্য হইতে পারিবে”

অনন্তর মায়ামোহ নানাপ্রকার কপট রোচক বাক্যে অসুরগণের চিত্তগ্রহণ করিয়া কত মত ভাক্তধর্ম্ম উপদেশ দিতেলাগিলেন, দৈত্যগণ মায়ামোহের প্রতারণাপূর্ণ মিথ্যা ধর্ম্মোপদেশ সত্য জ্ঞানে যোগভ্রষ্ট হইয়া কাল্পনিক ধর্ম্ম আশ্রয় করিল, তদবধি তাহারা আর্হত নামে বিখ্যাত হইয়াছে। মায়ামোহ আপনার উদ্দেশ সিদ্ধ জানিয়া স্বস্থানে প্রস্থান করিলেন, অসুরেরা স্বজাতি মধ্যে মায়া-

মোহের ভাক্তধর্ম্ম প্রচার করিতে লাগিল, এইরূপে ক্রমে ২ দৈত্যকুল ধর্ম্মচ্যুত হইল।

আর্হত জৈনদল প্রবল হইলে মায়া মোহ পুনরায় রক্তবস্ত্র পরিধান এবং রুদ্রাক্ষ মালা ধারণপূর্ব্বক যোগীবেশে অন্য একদল যোগাচারি দৈত্যগণ নিকটে যাইয়া কহিতে লাগিলেন. "হে শুক্রশিষ্য সকল! তোমরা কি অভিপ্রায়ে এ কঠোর তপশ্চর্য্যা করিতেছ, যদি স্বর্গবাসে বা মোক্ষলাভে ইচ্ছা থাকে তবে এই সকল জপ তপ যোগ যাগ পশুহিংসাদি কার্য্য ভাক্ত ধর্ম্মজ্ঞানে পরিহার পূর্ব্বক আমার বক্তুবিনির্গত সত্যধর্ম্ম শ্রবণ কর। এই সংসারের যাবতীয় পদার্থ বিজ্ঞান ময়, জগৎনিরাধার, লোক সকল ভ্রান্ত বুদ্ধিতে অধর্ম্মকে ধর্ম্ম, ধর্ম্মকে অধর্ম্ম, অবিদ্যাকে বিদ্যা বোধকরিয়া বৃথা ক্লেশ ভোগ ও পাপাচরণ করিতেছে, অতএব আমার বাক্য বুদ্ধি গোচর কর,, অসুরেরা মাহামোহের বাক্যে প্রতারিত হইয়া কহিল "বুধ্যতে" অর্থাৎ বুঝিলাম, তদবধি তাহারা বৌদ্ধনামে প্রসিদ্ধ হইল এবং তাহার দিগের উপদেশে অল্পকালাত্যয়েই অসুরবংশ সনাতন বৈদিক ধর্ম্মচ্যুত হইয়া বিমার্গগামী হইল। অনন্তর মায়ামোহ নানা ভণ্ডরূপ ধরিয়া দৈত্য পুরে এইরূপে মিথ্যা ধর্ম্ম প্রচার করিতে লাগিলেন, যথা। "শ্রাদ্ধ তপ জপ যজ্ঞ সকলি বৃথা, বিবেচনা কর, যজ্ঞে যে পশু বধ করাযায় ঐ পশুর যদি যজ্ঞে বধ হওয়া হেতুক স্বর্গলাভ হয় তবে যাজ্ঞিকেরা কেন আপন ২ পিতাকে যজ্ঞে বলি না দেয়? মৃত ব্যক্তির উদ্দেশে শ্রাদ্ধ করিলে যদি মৃতের তৃপ্তি জন্মে তবে বিদেশ হইতে জীবিত পিতামাতার শ্রাদ্ধ করিলে কেন তাঁহারদিগের তৃপ্তি জন্মে না? অতএব এই প্রকার অযৌক্তিক মিথ্যা ধর্ম্মত্যাগ করিয়া আমি যে যুক্তিযুক্ত ও সত্য ধর্ম্মোপদেশ দিতেছি তাহারি অনুগামী হইয়া ধর্ম্ম অর্থ কাম মোক্ষ লাভ কর।"

মায়ামোহের কুপরামর্শে একদা সমস্ত দৈত্যগণ ধর্ম্মপথ ভ্রষ্ট হইয়া পাপাচারে রত হইল, এই সুযোগে দেবতারা আসিয়া অসুরদিগকে যুদ্ধে পরাজয় ও নিহত করিলেন, ঐ কালাবধি বৌদ্ধ ও জৈন মত পৃথিবীতে প্রচার হয়।

কোন ২ গ্রন্থকার লেখেন ৩০০০ বর্ষ পূর্ব্বে এই কাল্পনিক ধর্ম্ম সৃষ্টি হইয়াছে।

রমণীদ্বয়ের কথোপকথন।

পূর্ব্ব প্রকাশিতের শেষ।

মোঃ। কামিনী দিদি, তুইকড় এক চকো, তুই কেবল কুখানাই ভাল বুঝিস, মানুষ কি সবদিগে সুখী হয়, সবারি সুখ দুঃখ আছে; যে রাজার রাণী তাকেও কত দুঃখ ভুগিতে হয়,

দেখদেখি আমারদের যেমন একটু অসুখ আছে তেমন আমরা কত সুখভোগ করি, আমারদিগকে টাকার ভাবনা ভাবিতে হয় না, ঘরে বসিয়া "নাই" বলিলেই পুরুষেরা চুরী করে হউক, ডাকাইতি করে হউক, যেমন করে পারে টাকা আনিয়া দেয়, খাবার জিনিস কিনিতে বেচিতে আমার দিগকে হাটে বাজারে যাইতে হয় না, পুরুষদের টাকা দিয়াও এড়ান নাই, খাদ্য দ্রব্যাদি সমস্ত আহরণ করিয়া দিতে হয়, আমরা ঘরে বসিয়া ২ মজাকরে খাই আর শুই, কোন স্থানে যাইতে হইলে পুরুষেরা রৌদ্র বৃষ্টি ভুগিয়া হাটিয়া যায়, আমারদেরজন্য গাড়ি পাল্কি করিয়া দেয়, কোন আপদ বিপদ পড়িলে আমারদিগের উপর কোন দায় পড়ে না, রাজদণ্ড ভুগিতে হয় না, পুরুষেরা আপনপ্রাণ দিয়াও আমারদিগের প্রাণ মান রক্ষা করে, এইরূপ আমারদিগের কত সুখ আছে অতএব স্ত্রীলোকেরা কেবল দুঃখ ভুগিতেই জন্মিয়াছে একথা বড় অসঙ্গত।

কাঃ। তোর তো বুদ্ধি সুদ্ধি কিছুই নাই, তুই কোন কথাই বুঝিয়ে বুঝিস্ না, কেবল ফড় ২ করে বকিস, তুই ভাই হিন্দু স্ত্রীলোকদিগের যে সকল সুখের কথা কহিলে এ সুখ সর্ব্বদেশীয় রমণীরা ভোগ করে, ইহা এক প্রকার ঈশ্বরদত্ত বলিতে হইবেক, জগদীশ্বর স্ত্রীপুরুষদিগের স্বভাব যেমত ভিন্ন ২ করিয়াছেন তেমনি তাহারদিগের পর স্পর কার্য্যও ব্যবসায় ভিন্ন ২ করিয়া দিয়াছেন, কোনদেশের স্ত্রীলোককেই টাকার ভাবনা ভাবিতে হয় না ও সংসারের কোন দায়ে ঠকিতে হয় না, ঈশ্বর ইচ্ছায় ঘরে বসিয়াই তাহারা আহার পায়, আপদ বিপদেস্ত্রীরক্ষাও অর্থাজন করা এবং দায়েঠেকা ইত্যাদি কার্য্য পুরুষের কর্ত্তব্য কর্ম্মমধ্যে পরি গণিত, তোর অদ্যাপি সুখ দুঃখ বোধ হয় নাই, এছাই সুখে কি করে, এক বৈধব্য যাতনা ও সপত্নী জ্বালাতেই সকল সুখ নষ্ট করিয়া রাখিয়াছে, যাহারা বাল্যকালে বিধবা হইয়া মৃত্যুপর্য্যন্ত দারুণ বৈধব্য ক্লেশ ভোগ করে তাহারদিগের কি যন্ত্রণা, আহা, তাহারদিগের দুঃখ মনে হইলে বুক ফাটিয়া যায়, পাষাণ তুল্য কঠিন অন্তঃকরণেও করুণা সঞ্চার হয়, সমস্ত জগৎ তাহারদিগের সম্বন্ধে অন্ধকার ময়, প্রজ্বলিত মনাগুণে অহঃরহঃ সর্ব্বসুখ দাহ হয়, স্বামীই রমণীদিগের সর্ব্বসুখের আকর, সেই ভর্ত্তা বিরহে অতুল ঐশ্বর্য্য বেষ্টিত থাকিলেও তিলার্দ্ধ সুখ বোধ হয় না, মনোবেদনা প্রকাশ করিবার লোক পায় না, যদি শত পরিবার মধ্যে থাকে তথাচ পতি না থাকিলে স্ত্রী দিগের দুঃখে কেহ কাতর হয় না, যেমন লতা সকল কোন অবলম্বন ভিন্ন বর্দ্ধমানা হয় না তদ্রূপ পুরুষ বিহনে তরুণীদিগের সুখ লতিকা সুষ্ক হইয়া

যায়, সংসারের জীব মাত্রেই কোন না কোন আশাবলম্বনে জীবন ধারণ করে কিন্তু বিধবাদিগের হৃদয়ক্ষেত্র হইতে আশালতিকা এককালে উন্মূল হইয়া যায়। সংসারমধ্যে প্রাণই প্রাণী দিগের পরমপ্রিয় পদার্থ কিন্তু বিধবারা এমত অমূল্য জীবনকেও সর্ব্বদা ভার বোধ করে, সে ভারহইতে বিমুক্তি পাইলেই তাহার দিগের সুখ হয়, দিবাভাগে নানা সাংসারিক কার্য্য ব্যাঘাতে ও লোক লজ্জা ভয়ে বিধবারা মনোবেদনা ব্যক্ত করিতে পারে না, রজনী গভীরা হইলে যখন সমস্ত জীবজন্তু নিদ্রায় অচেতন হয়, স্থিরমূর্ত্তি ধারণ করেন, ঝিল্লীরবেতে দিক্ পূরিত হয়, বন্য হিংস্রক জন্তু সকল অরণ্য হইতে নির্গত হইয়া আহারান্বেষণে গ্রাম নগরে প্রবেশ করে, সেই ঘোরতর নিশীথ সময়ে বিধবাদিগের শয্যাকণ্টক উপস্থিত হয়, তখন নির্জ্জন পাইয়া তাহারদিগের শোকসিন্ধু উথলিতে থাকে, অশ্রুজলে শয্যা ভাসিয়া যায় এবং জগৎপিতা সমীপে পুনঃ মৃত্যুজন্য প্রার্থনা করে, কথায় বলে "ছাই ফেলিতে ভাঙ্গা কুলো" তদ্রূপ বিধবারাই পরিবারের মধ্যে তিরস্কার ও দোষভাগিনী, শাশুড়ী ননদ ভ্রাতৃবধু ভগিনী সকলেই বিধবাদিগের উপর শ্লেষও কটুবাক্য প্রযোগকরে, সেই সকল মনঃস্তাপ তখন মনোমধ্যে উদিত হয়, বন্, সে দুঃখ মনে হইলে ইচ্ছাহয় গলায় ছুরিদিই কি গরল খাই অথবা জল প্রবেশ করিয়া এ জ্বালা নিবারণ করি, স্বামী সোহাগে অদ্য যাহাকে লোকে সংসারের লক্ষ্মী বলিয়া ব্যাখ্যা করিতেছে এবং পরিবারের অন্যান্য রমণীরা যাহার প্রীতি লাভজন্য নানা চাটুবাক্য কহিতেছে, বিধবা হইলে কল্য তাহাকেই লোকে সংসারের আপদ বালাই বলিবে এবং অন্যান্য পরিবারেরা পদতলে দলন করিবে, লোকের পালিত একটা বিড়াল কুকুর মরিলেও লোকে দুঃখ করিয়া থাকে কিন্তু বিধবা মরিলে পরিবারের আনন্দের পরিসীমা থাকে না, পীড়া হইলে চিকিৎসা করায় না, ঔষধ পথ্য দেয় না, অতএব বন্, এমত ছার স্ত্রীজন্মে সুখ কি? তুমি বালিকা বই তো নও, অদ্যাপি তোমার এসকল পরিজ্ঞান জন্মে নাই তাহাতেই বলিতেছ হিন্দু রমণীরা সুখিনী, সপত্নী জ্বালাও কমজ্বালা নহে, কল্য অবকাশ ক্রমে তাহা বলিব, বকে ২ মুখব্যথা করিতেছে, চ, এখন শুইগে।

সম্পাদক মহাশয়, রমণীদ্বয়ের এই বিলপনীয় কথোপকথন শ্রবণে আমার মনে কি দুঃখোদয় হইয়াছে তাহা ব্যক্ত করিতে পারি না, আর তাহারদের কথাগুলিন এমনি মিষ্ট লাগিয়া ছিল যে সমস্ত রাত্রি বসিয়া তাহা শুনিলেও তৃপ্তি জন্মে না, ঐদিন আমার ইচ্ছাছিল আরও কিছু তাহার

দিগের কথোপকথন শ্রবণ করি, কিন্তু তাহারা শয়ন করিতে গেল, আমিও অনিচ্ছা পূর্ব্বক গৃহে আসিয়া আহারান্তে শয়ন করিলাম কিন্তু সমস্তরাত্রি নিদ্রা হইল না, পরদিন স্নানভোজনান্তে পুনরায় বন্ধুর বাটীতে গেলেম. সে দিবসও বন্ধু গৃহে ছিলেন না, আমি তাঁহার বৈঠকখানায় শুইয়া রহিলাম, দিবাবসান প্রাক্‌কালে রমণী দ্বয় ঐ কথা পুনরারম্ভ করিল।

ক্রমশঃ প্রকাশ্য।

টেলিমেকসের ভ্রমণবৃত্তান্ত।

পূর্ব্ব প্রকাশিতের শেষ।

টেলিমেকসের বাক্‌পটুতা শ্রবণে রমণী চমৎকৃতা হইয়া কহিলেন, ইউলিসিসের বৃত্তান্ত পরে তোমাকে বলিব, তাহা অতিদীর্ঘ প্রস্তাব, এক্ষণে শ্রান্ত কলেবরকে বিশ্রাম প্রদান কর, এই নির্জ্জন স্থানে তুমি আমার শোকাপনোদক হইবে এবং যদি স্বেচ্ছা পূর্ব্বক দুঃখার্ণবে মগ্ন না হও তবে আমিও তৎসম্বন্ধে পরমানন্দ প্রদায়িনী হইব।*

অনন্তর টেলিকেমস বিদ্যাধরী পরিবেষ্টিতা দেবীর পশ্চাদ্গমন করিলেন, যাঁহার রূপমাধুর্য্য দর্শনে তিনি মকরধ্বজ বাণে ব্যথিত হৃদয় হইয়াছিলেন, মেণ্টর নম্রভাবে অধোদৃষ্টি করিয়া তৎপশ্চাৎ চলিলেন, তৎপরে তাঁহারা নিকুঞ্জদ্বারে উপনীত হইয়া ঐ স্থানের সৌন্দর্য্য দৃষ্টে আরো মোহিত হইলেন, ঐ স্থান মণি মাণিক্যাদি খচিত কি রত্নরাজি রাজিত কিম্বা চিত্র বিচিত্র প্রতিমূর্ত্তিদ্বারা সুশোভিত বা শ্বেত প্রস্তরে মণ্ডিত অথবা

---

* এইবাক্যে ঐ পুংশ্চলীর আন্তরিক ভ্রষ্টভাব দেদীপ্যমান হইতেছে কেন না "আকারৈ রিঙ্গিতৈর্গত্বা চেষ্টয়া ভাষণেন চ। নেত্রবক্ত্র বিকারেণ গৃহ্যতেন্তর্গতংমনঃ" রমণীরা কি স্বেচ্ছাচারিণী, তাহাদের শরীরে পুরুষাপেক্ষা কাম ভাব অষ্টগুণ, চাণক্য পণ্ডিত যাহা লিখিয়াছেন তাহা অতি যুক্তিযুক্ত বাক্য, বরঞ্চ অতিরিক্তও সম্ভবে, মিথুন ক্রিয়ায় অত্যন্ত বলবান পুরুষও দুর্বল হয়, কিন্তু নামমাত্র অবলা অথচ প্রবলা জাতিরা তদ্দারা আরো সবলা হয়, পুরুষ সঙ্গে রমণীর কখন তৃপ্তি জন্মে না, "নাগ্নিস্তৃপ্যতি কাষ্ঠানাং নাপগানাং মহোদধি। নান্তকঃ সর্ব্বভূতানাং নপুংসাং বামলোচনা" অর্থাৎ অগ্নি যদি দহন কর্ম্মে, সাগর যদি সরিতাদির বারি গ্রহণে এবং অন্তক যদি প্রাণি ধ্বংসে তৃপ্তি পান তথাচ বাম লোচনারা পুরুষে তৃপ্ত হয় না, তাহারা যাহাকে পুত্র সম্বোধন করে তৎপ্রতিও কাম দৃষ্টি করিতে ক্ষান্ত থাকে না, শ্রীকৃষ্ণ নারদকে কহিয়াছিলেন; যথা "সুবেশং পুরুষং দৃষ্টা ভ্রাতরং যদি বা সুতং। যোনি ক্লিদ্যন্তি নারীনাং সত্য সত্যং হিনারদঃ" অতএব নারী চরিত্র

পট্টবস্ত্রাদিতে ভূষিত ছিল না, কেবল স্বভাব জাতবস্তু দ্বারা ঐ স্থানকে পরম শোভাকর করিয়াছিল। মলয়া মরুত প্রভাবে গ্রীষ্মপ্রভা হ্রাস হইয়াছিল, এবং চির বিকসিত পুষ্পবন মধ্যে ক্ষুদ্র তটিনী সকল প্রবাহিত হইয়া পরম শোভা প্রকাশ করিতেছিল, কিঞ্চিদ্দূরে অমৃত তুল্য রসাল ফলোৎপাদক বৃক্ষের মুকুলগন্ধে দিগামোদ হইতেছিল, যেখানে শাখী শাখাবলম্বনে নানাজাতীয় দ্বিজগণ গান করিতেছিল।

এই আবাস এক পর্ব্বতোপরি স্থাপিত, যেখান হইতে সমুদ্রের তরঙ্গ রঙ্গ লহরী এবং অন্য দিগে এক বৃহৎ নদী দৃষ্ট হইত ঐ নদী মধ্যে ক্ষুদ্র ২ দ্বীপ সকল আছে। উপদ্বীপের চতুর্দ্দিগে নানাজাতীয় পনসাম্র, দাড়িম্ব, তাল, খর্জুর, নারিকেল, গুবাক, শাল, তাল, তমাল, হিন্তাল প্রভৃতি বৃক্ষসকল ফলভরে নতশাখা হইয়া কি চমৎকার শোভা প্রকাশিতেছিল।

ক্রমশঃ প্রকাশ্য।

দৃষ্টান্তবাক্য সংগ্রহ।

৫০ সেকরার ঠুকঠাক কামারের এক ঘা।

৫১ দশের লাঠি একের বোঝা।

৫২ বোঝার উপর শাক আঁটি।

৫৩ ছ রত্তি বিষ নাই কুলোপানা চক্র।

৫৪ সর্ব্বাঙ্গে ঘা ঔষধ দিতে ঠাঁই নাই।

৫৫ যারে যখন মজেমন কিবা হাড়ি কিবা ডোম।

৫৬ জন্ম গেল ছেলে খেতে আজি বলে ডাইন।

৫৭ পেটে ক্ষুধা মুখে লাজ, সে লাজে কি কাজ।

৫৮ নেড়ে নহে ইষ্ট, তেঁতুল নহে মিষ্ট।

৫৯ নায় না ধোয়, মাঝখানে শোয়।

মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র রায়ের জীবন চরিত্র।

ক্রমে ২ রাম সমাদ্দারের তিনপুত্র হইল। জ্যেষ্ঠ ভবানন্দ, মধ্যম হরিবল্লভ, কনিষ্ঠ সুবুদ্ধি। ভবানন্দ মধ্যাহ্ন সূর্য্যের ন্যায় অতিশয় তেজস্পুঞ্জ। কিঞ্চিৎ কাল গৌণে ভবানন্দ বিদ্যা অভ্যাস করিতে প্রবর্ত্ত হইলেন, শ্রুতিধরের ন্যায় যাহা শুনেন তৎক্ষণাৎ তাহাই অভ্যাস হয়। প্রথম বাঙ্গালা লিখন পঠন পশ্চাৎ শাস্ত্রপাঠ এবং পারসি ও আরবি ইত্যাদি বিদ্যাভ্যাস করিলেন। অস্ত্র বিদ্যাতে পরশুরামের ন্যায় এবং অশ্বচালনে নল রাজার ন্যায় নিপুণও সর্ব্ব বিদ্যায় বৃহস্পতি তুল্য হইলেন, রাম সমাদ্দার বিবেচনা করিলেন, পুত্র সর্ব্ব বিদ্যায় অতিশয় গুণবান হইয়াছে এখন রাজধানীতে গমন করিলে ভাল হয় কিন্তু পুত্রের বিবাহ অতিত্বরায় দিতে হইয়াছে ইহাই স্থির করিয়া

ভবানন্দের বিবাহ দিলেন তৎপরে আর দুই পুত্রের উদ্বাহ ক্রিয়া সমা পন করিলেন।

বাক্য বিন্যাস।

পাতক থাকিলে ভোগ হইবে নিশ্চয়।

গৌতমের শাপে ইন্দ্র ভগাঙ্গ হইল।
পুনরপি বরে তাঁর লোচন জন্মিল॥
নিজ অঙ্গ দেখি শক্র অধোমুখে রয়।
পাতক থাকিলে ভোগ হইবে নিশ্চয়॥

পাপাচারে অবশ্যই থাকে জন্ম ভয়।

পাপেতে জন্মিয়ে ব্যাধি দেহহয় জ্বরা।
সর্ব্ব সুখে উদাসীন জিয়ন্তেতে মরা
মরিলে নরক ভোগ খণ্ডন না হয়।
পাপাচারে অবশ্যই থাকে জন্ম ভয়॥

নচদৈবাৎ পরং বলং।

নচ বিদ্যা সমোবন্ধু, নচ ব্যাধি সমোরিপুঃ। নচাপত্য সমস্নেহ নচ দৈবাৎ পরং বলং॥

সাত কথার উপর পাঁচ কথা।

ছয় মুখে মহাসেন দেবী এক মুখে।
মায়ে পোয়ে কথাকন পরম কৌতুকে
হেনকালে জিজ্ঞাসেন হর আসি তথা
হৈল তখন সাত কথারুপর পাঁচ কথা॥

মহাভারত।

পূর্ব্ব প্রকাশিতের শেষ।

মুনিগণ সৌতিকে জিজ্ঞাসিলেন, বাসুকী কিনিমিত্ত এত আগ্রহ পাইয়া মুনিকে কন্যাদান করিলেন এবং জরৎ কারুর নিমিত্তই জরৎকারীর জন্ম হইয়াছিল ইহার কারণ কি? সৌতি কহিলেন, হে মুনিগণ! অব ধান করুন, দক্ষ প্রজাপতি কয়েকটী কন্যাকে কশ্যপ ঋষিকে প্রদান করেন, তন্মধ্যে কদ্রু ও বিনতা স্বামীর তুষ্টি জন্য বিস্তর সেবা করিবায় কশ্যপ তাহারদিগের সেবায় তুষ্ট হইয়া উভয়কেই বর দিতে চাহিলেন, তাহাতে কদ্রু কহিল, হে প্রভো! আমার গর্ব্ভে সহস্র নাগ উৎপন্ন হউক, বিনতা কহিল, আমার গর্ব্ভে যেন দুইটী বলবান পুত্র জন্মে, এবং তাহারা কদ্রুনন্দন গণ অপেক্ষা যেন বলবান হয়, কশ্যপ কহিলেন, তথাস্তু, উভয়েরি মনস্কামনা পূর্ণ হইবেক।

কালক্রমে উভয়েই অন্তর্বত্নী হইল কিছুদিন পরে কদ্রু সহস্র ডিম্ব, ও বিনতা দুই ডিম্ব প্রসব করিল, কদ্রুর গর্ব্ভজাত ডিম্ব সকল পঞ্চশত বৎসরান্তে ভঙ্গ হইয়া তন্মধ্য হইতে সহস্র নাগোৎপন্ন হইল, বিনতার গর্ব্ভজাত ডিম্বদ্বয় তৎ সময়ে ভঙ্গ হইল না, তাহাতে বিনতা সপত্নীর সহস্র পুত্র দৃষ্টে ঈর্ষান্বিতা হইয়া একটী ডিম্ব ভাঙ্গিয়া ফেলিল, অণ্ড ভঙ্গ হইবামাত্র তন্মধ্য হইতে লোহিত বর্ণ অর্দ্ধাঙ্গহীন পক্ষীর আকার একটী পুত্র বাহির হইয়া ক্রোধবচনে এই বলিয়া জননীকে অভিসম্পাৎ করিল "হেমাতা! যেহেতু তুমি পরপুত্র দৃষ্টে হিংসা পরবশ হইয়া অকালে ডিম্ব ভঙ্গ করাতে আমি অর্দ্ধাঙ্গহীন হই

লাম, এজন্য আমি শাপ দিতেছি, তুমি কদ্রুর দাসী হইয়া দিনযাপন কর, এই দ্বিতীয় অণ্ডমধ্য হইতে এক মহাবলবন্ত পক্ষী জন্মিবে, তাহার দ্বারা তুমি শাপ বিমুক্তা হইবে, কিন্তু ঐ ডিম্ব ৫০০ বৎসর পরে আপনি ভগ্ন হইবে, কদাচ অকালে ভগ্ন করিবেন না।"

কিছু দিন গত হইলে পর এক দিবস কদ্রু ও বিনতা এক স্থানে বসিয়া আছেন এমত সময়ে শূন্যমার্গে উচ্চৈঃশ্রবা নামক দেবরাজের অশ্ব তাঁহারদিগের নয়নগোচর হইল, উচ্চৈঃশ্রবা সমুদ্র মন্থনে উৎপত্তি হইয়াছিল, তাহার দেহ প্রভায় গগণ মণ্ডল দীপ্তমান হইল, মুনিরা সৌতিকে জিজ্ঞাসিলেন, কিনিমিত্ত সমুদ্র মন্থন হইয়াছিল ?

ক্রমশঃ প্রকাশ্য।

আরব্য উপন্যাস।

পূর্ব্ব প্রকাশিতের শেষ।

বুঝিয়া ভ্রাতার মন আপনি রাজন।
পারিষদগণ সঙ্গে প্রবেশে কানন॥
এখানে শাহাজীনান একাকি ভবনে।
গবাক্ষ দ্বারেতে বসে বিষণ্ন বদনে॥
তথাহৈতে দেখাযায় উদ্যানের শোভা
বিহঙ্গ করিছেধ্বনি অতি মনোলোভা॥
কুসুম সুগন্ধ নানা গন্ধবহে বয়।
তাহাতে নিশ্চয় হয় হর্ষের উদয়॥
কিন্তু রমণীর কার্য্যে চিন্তায় ব্যাকুল।
ঘৃণায় জ্বলিছে অঙ্গ বিমর্ষ বিপুল॥
সতত অন্তরে ব্যথা স্থির নহে মন।
ইতঃস্তত চতুর্দ্দিক করে নিরীক্ষণ॥
অদ্ভুত ঘটনা তবে শুন অতঃপর।
হটাৎ খুলিল দ্বার রাজার অন্দর॥
সহচরী সঙ্গে রঙ্গে ভ্রাতার রমণী।
সমীপ উদ্যানে তবে প্রবেশিল ধনী॥
রাজ মহিষীর মনে ছিল এই স্থির।
পতি সঙ্গে গিয়াছেন দেবর সুধীর॥
ইহাতে সঙ্কোচ কিছু নাভাবি অন্তরে।
মসুদ বলিয়া রাণী ডাকিল সত্বরে॥
বৃক্ষহৈতে ভূমিতলে নামি একজন।
মহিষী সমীপে গিয়া দিল দরশন॥
নায়কে পাইয়া রাণী প্রেম রসভরে।
আলিঙ্গন দিল তারে প্রফুল্ল অন্তরে॥
নানাবিধ রঙ্গরসে লীলা আরম্ভিল।
পরম আনন্দে দোঁহে মদনে মজিল॥
রাণীর সঙ্গিনী যত এসেছিল সঙ্গে।
তাহারা নায়ক সনে মাতিল অনঙ্গে॥
কামানলে পূর্ণাহুতি করিয়া প্রদান।
তার পরে জল ক্রীড়া করে সমাধান॥
অনন্তর বাসপরি অতি সন্তর্পণে।
গুপ্ত দ্বার দিয়া সবে প্রবেশে ভবনে॥
দেখিয়া অদ্ভুতকাণ্ড কনিষ্ঠ ভূপতি।
মনে ২ সবিস্ময় হইলেন অতি॥
ভাবিলেন কিমাশ্চর্য্য রমণীর রীত।
অন্তরে গরল পূর্ণ মুখেতে পিরীত॥
অতএব মিছে কেন খেদ করি আর।
এক রূপ দেখি সব জগৎ সংসার॥
সতী সাধ্বী নারী নাহি পৃথিবী ভিতর।
সুযোগ পাইলে সবে ভজে অন্যনর॥
এত ভাবি ম্লান ভাব ত্যজিলা রাজন।
তৃপ্ত মনে আহারাদি কৈলা সমাপন॥
অনন্তর গীত বাদ্যে হয়ে আমোদিত।

মনো সুখে সেই দিন হইলা নিদ্রিত।
মৃগয়া হইতে আসি জ্যেষ্ঠ মহীধর।
কনিষ্ঠের ভাব দেখি প্রফুল্ল অন্তর ॥
অনন্তর দুই ভাই বসি এক স্থলে।
নানা কথা আলাপন করে কুতূহলে।
সাদরে কনিষ্ঠ প্রতি সহারিয়ার কন।
কি জন্য আছিল তব মন উচাটন।
এবে দেখি ভাই সদা সহাস্য বদন।
ইহার বৃত্তান্ত ভাই করহ বর্ণন ॥
শুনিয়া জ্যেষ্ঠের বাণী কনিষ্ঠ রাজন।
অতিশয় চিন্তাকুল হইলা তখন ॥
ভাবিলেন কিরূপেতে করিব উত্তর।
এসব লজ্জার কথা অতি ভয়ঙ্কর ॥
জ্যেষ্ঠ কাছে হেনকথা কহিব কেমনে
শুনিলে সেসব কথা কি ভাবিবেন মনে।
না বলিলে পাছে তিনি হন রাগান্বিত।
অতএব আদ্যোপান্ত বলাই উচিত।

ক্রমশঃ প্রকাশ্য।

রামায়ণ।

পূর্ব্ব প্রকাশিতের শেষ।

একদিবস বাল্মীকি এক বৃক্ষতলে বসিয়া তপস্যা করিতেছেন, ঐ বৃক্ষোপরে ক্রৌঞ্চ মিথুন সুখে বাস করিতে ছিল, এমতকালে এক ব্যাধ আসিয়া অলক্ষিতরূপে ঐ পক্ষি দম্পতির প্রতি সরসন্ধান করিল, বাণাঘাতে ক্রৌঞ্চ ক্রৌঞ্চি অবসন্ন হইয়া বাল্মীকের ক্রোড়ে পতিত হইল, মৃত পক্ষী গাত্রে পতিত হইবায় বাল্মীকের ধ্যান ভঙ্গ হইল এবং নেত্রোন্মীলন করিয়া ইতঃস্তত অবলোকন পূর্ব্বক অদুরে সাক্ষাৎ দ্বিতীয়-শমন তুল্য ব্যাধকে দেখিলেন, তাহাতে রাগান্ধ হইয়া ব্যাধকে বিস্তর তিরস্কার করিলেন, পরে একটী পদ্যে ঐ ব্যাধ উপাখ্যান লিখিলেন, কিন্তু আপনি লিখিয়া ঐ শ্লোকের অর্থ বুঝিতে পারিলেন না, পরে বাল্মিকী ঐ কবিতার অর্থ জ্ঞাতা হইবার জন্য ভরদ্বাজ ঋষির নিকট গমন করিলেন, তাঁহারা উভয়ে বসিয়া ভাবিতেছেন এমৎ কালে দেব ঋষী নারদ তথায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন, নারদকে দেখিয়া বাল্মিকী কৃতাঞ্জলী পুটে দণ্ডায়মান হইয়া তাঁহাকে ঐ শ্লোক শ্রবণ করাইলেন তাহাতে নারদ কহিলেন, তুমি এই শ্লোকছন্দে রামায়ণ রচনা কর, ভগবানচন্দ্র সূর্য্যবংশীয় রাজা দশরথের ঔরসে তাহার তিন পত্নীর গর্ব্ভে শ্রী রাম লক্ষ্মণ ভরত শত্রুঘ্ন এই চারি অংশে জন্ম গ্রহণ করিয়া রাবণ বধ করিবেন, বাল্যকালে জনক গৃহে ধনুক ভঙ্গ করিয়া জনক কন্যা লক্ষ্মী রূপা সীতাকে বিবাহ করিবেন, তদনন্তর পিতৃ আজ্ঞায় লক্ষ্মণ সহিত বন বাসী হইবেন, পঞ্চবটী বনহইতে রাবণ নামে রাক্ষস সীতাকে হরণ করিয়া লইবেক, রামচন্দ্র রাবণ বধার্থে কপিরাজ বালিকে বধকরিয়া সুগ্রীবের সহিত মৈত্রতা করিবেন, সুগ্রীব রুদ্র অবতার হনুমান ও অন্য অন্য কপিগণ সাহায্যে সমুদ্র বন্ধন করিবেন তৎপরে রামচন্দ্র কটক সহিত লঙ্কায় যাইয়া দশাননকে সবংশে

মারিয়া সীতাকে উদ্ধারিবেন, তৎপরে অযোধ্যায় আসিয়া রাজা হইবেন, রাজা হইলে পর অগস্ত্য মুনি আসিয়া তাঁহারসমীপে রাবণের দিগ্বিজয় কহিবেন, রামচন্দ্র রাজা হইয়া লোক বাক্যে সীতার সতীত্বের প্রতি সন্দীহান হইয়া তাঁহাকে বনে পাঠাইবেন, লক্ষ্মণ শ্রীরামের আজ্ঞায় পঞ্চমাস অন্তর্বত্নী রামপত্নীকে ছলক্রমে তপোবনে রাখিয়া যাইবেন, ঐ গর্ব্ভে লবকুস নামে দুই পুত্র জন্মিবে তুমি ঐপুত্রদ্বয়কে শাস্ত্র ও শস্ত্র বিদ্যা শিক্ষা দিবে, রামচন্দ্র একাদশ সহস্র বৎসর রাজত্ব করিয়া স্বর্গমন করিলে লবকুস অযোধ্যায় রাজা হইবেন। হে বাল্মিকী! ভগবান পৃথিবীতে জন্ম গ্রহণ করিয়া যে২ লীলা করিবেন তাহা আমি সংক্ষেপে বর্ণনা করিলাম, তুমি এতদনুক্রমে বাহুল্য রূপে রামায়ণ রচনা কর, সংপ্রতি আমি স্বরলোকে গমন করি।

ক্রমশঃ প্রকাশ্য।

গোলেবেসেনুয়া।

পূর্ব্ব প্রকাশিতের শেষ।

প্রবল প্রতাপশালী মহারাজ কয়মুছ, বিচিত্র রত্নময় সিংহাসনে অমাত্যের সহিত উপবেশন করিয়াছেন। আমাকে দর্শনমাত্র গাত্রোত্থান পূর্ব্বক স্বাগত জিজ্ঞাসা করিয়া প্রণাম ও বসিতে আসন প্রদান করিলেন। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, কেমন মহারাজ আপনারতো সাম্রাজ্যের কুশল। চীনাধিপতি কহিলেন, হাঁ মহাশয়! আপনার আগমনেই সমস্ত কুশল। এইরূপ কথোপকথন হইতেছে এমত সময়ে চীননাথ, যোগাসনোপবিষ্ট যোগীগণ কুম্ভক সমানান্তে সমীরণ রাশির ন্যায় যেরূপ দীর্ঘ নিঃশ্বাস প্রক্ষেপ করেন, সেইরূপ অপ্রফুল্ল বদনে ভূয়োভূয়ঃ নিশ্বাস পরিত্যাগ করিতে লাগিলেন। আমি আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া কহিলাম, মহারাজ আপনার হৃদয় মধ্যে কি রূপে প্রবল চিন্তারূপ অনল সঞ্চার হইতেছে। চীনাধীশ্বর কহিলেন, হে তাপস! আমার পরমসুন্দরী মেহের অঙ্গেজ নামে এক কন্যা পরিণয় যোগ্যা হইয়াছে। কিন্তু ভবিতব্যের অবশ্যম্ভাবিতা প্রযুক্ত এক প্রতিজ্ঞা করিয়াছি, তাহ এই, গোল নামে অতি সুরূপা রাজতনয়া সেয়ানুর নামে পরম সুন্দর রাজতনয়ের সহিত কি রূপ ব্যবহার করিয়াছিলেন তাহা যে ব্যক্তি আদ্যোপান্ত সমস্ত বর্ণন করিতে পারিবে সেই ব্যক্তিই আমার দুহিতা পরিণয়োপযোগ্য পাত্র হইবে। অদ্যাপি এই প্রতিজ্ঞা পরিপূরণ হইতেছে না, অতএব মহাশয় করুণাকণা বিতরণ দ্বারা তনয়ার প্রতিরূপ চিত্রিত এই চিত্রপট গ্রহণপূর্ব্বক যে রূপে আমি পরিতাপ রূপ তরঙ্গিনী পতির পার পাই করুন, কারণ আপনি নানাবিধ তীর্থপর্য্যটন নিমিত্ত নানা দিগ্‌দেশ ভ্রমণ করত

কালাতিবাহন করিয়া থাকেন। আমি চীনরাজের এইরূপ অচাতুরী বচন মাধুরী শ্রবণে এবং অকপট প্রকট হৃদয় সমীক্ষণে মনেমনে কারুণ্য রসাভিষিক্ত হইয়া বিশ্বাসোপযুক্ত আশ্বাস প্রদান করিয়া তথা হইতে পর্য্যটন ক্রমে এই স্থানে আগমন করিয়াছি, বৎস রাজকুমার, সেই মোহিনী কামিনীলতা বিধাতার মনঃকল্পিতা। আমি নেত্র যুগলে দর্শন করিয়া কি বর্ণন করিব? সে সীমন্তিনী কি কোন ব্যক্তির নেত্র পুটের নিকটে অদর্শনীয় আছে। তাহার কিছুই গোপনীয় নাই। যে ব্যক্তি বিদ্যুল্লতা দেখিয়াছেন সেই ব্যক্তি তরিষীসমানা সেই তরুণীর তনুলতা অবশ্যই অবলোকন করিয়াছেন।

চিকিৎসাগর।

পূর্ব্ব প্রকাশিতের শেষ।

প্রথম নাড়ীর চিহ্ন।

নাড়ীর গতি চারি প্রকার।

১ চঞ্চল নাড়ী।

যদি রক্ত অতি শীঘ্র চল, তবে তাহাতে জানা যায়, যে শরীরের রক্ত গমন হইয়াছে। নানা প্রকার জ্বরের দ্বারা নাড়ী শীঘ্র চলে।

২ তেজঃপুঞ্জ নাড়ী।

শরীরের রক্ত যদিস্যাৎ অতি প্রবল রূপে চলে, কিন্তু শীঘ্র নহে ধীরেও নহে, অর্থাৎ সমভাবে চলে, ইহাকে তেজঃপুঞ্জ নাড়ী বলাযায়। আর ইহার দ্বারা জানিতে পারা যায় যে অন্তঃকরণের রক্ত অতিশয় জোরে সংক্ষেপ হইতেছে। নাড়ীর এই প্রকার গমনের দ্বারা জ্বরের আরম্ভ ও বাত এবং অন্তঃকরণের রোগাদি জানিতে পারা যায়।

৩ দুর্ব্বল নাড়ী।

নাড়ী অতি ক্ষীণেতে চলে, ও অতিশয় দুর্ব্বল বোধ হয় ইহাতে জানিতে পারা যায়, যে শরীরে অল্প রক্ত আছে। ইহাতে জ্বরের ও ভেদের এবং নানাপ্রকার দুর্ব্বল রোগের চিহ্ন জানা যায়।

ধীর নাড়ী।

যখন নাড়ী অতি আস্তে২ চলে তাহাকেই ধীর নাড়ী বলা যায়, ঐ নাড়ীর দ্বারা বহু দিনের দুর্ব্বল রোগাদির চিহ্ন জানিতে পারা যায়।

উপরে লিখিত চারি প্রকার নাড়ী নিম্নলিখনানুসারে কখন২ এক সঙ্গে যুক্ত হইয়া চলে অর্থাৎ জ্বর আরম্ভের সময়ে তেজঃপুঞ্জ ও চঞ্চল, আর জ্বরের শেষেতে চঞ্চল ও দুর্ব্বল নাড়ী এক সঙ্গে যুক্ত হইয়া চলে আর কোন২ দুর্ব্বল রোগেতে দুর্ব্বল ও ধীর নাড়ী একত্র যুক্ত হইয়া চলে নাড়ীর বিষয়েতে লোকেরা যাহা কহেন, যে শরীরের মধ্যে পবন গতায়াত করিতেছে, সে কেবল ভ্রান্তি। নাড়ীতে কেবল রক্ত চলে, আর বাত ও পিত্ত এবং শ্লেষ্মা অর্থাৎ বাই ও পিত্ত ও কফযুক্ত নাড়ী যাহা কহেন।

সে সত্য নহে। আর হস্তে ও পদে এবং মস্তকে নাড়ী টিপিবার দ্বারা রোগাদির চিহ্ন জানা যায়।

ক্রমশঃ প্রকাশ্য।

প্রেরিত পত্র।

মান্যবর শ্রীলশ্রীযুক্ত বঙ্গবিদ্যা প্রকাশিকা পত্রিকা সম্পাদক মহাশয় সমীপেষু।

গুণমালা।

পূর্ব্বকালে অসাধারণধী শক্তিসম্পন্ন পরম রূপবান গুণবান অতি বদান্য প্রবল প্রতাপান্বিত গুণধর নামে এক নৃপতি ছিলেন। এই পরম পবিত্র কর্ম্মক্ষেত্র ভারত ভূমির দক্ষিণাংশের অন্তঃপাত অর্ণবতটে সুন্দরপুরী নাম্নী মহানগরী তাঁহার রাজধানী ছিল। যে স্থানে ত্রেতাযুগে ভূতভাবন ভগবান রামচন্দ্র স্বীয় ধর্ম্মজায়াকে দুর্ব্বৃত্ত দশাননের করাল হস্ত হইতে মুক্ত করিবার পূর্ব্বে মহাকায় মহাবল কপিবল সাহায্যে শত ২ সুরালয় সংস্থাপন করিয়াছিলেন, ভূপাল স্বকীয় বাহুবলে ক্রমে ২ সমস্ত দিগ্বিজয় করিয়া অখণ্ড সাম্রাজ্য ভোগ করিতেন। তিনি সংসার সুখসম্ভোগে বিরত হইয়াও গাঢ়তর প্রযত্ন সহকারে পরম পূজনীয় পরমেশ্বরের প্রতী লাভ করিবার বাসনায় সতত ধর্ম্ম কর্ম্মে অনুরক্ত থাকিতেন, তৎকালে এই সসাগরা ধরামণ্ডলে তাঁহারন্যায় কেহই সর্ব্বশাস্ত্রে সুপণ্ডিত লোক ছিল না, বোধ হয় যেন করুণানিধান প্রজাপতি নিজ প্রজাপুঞ্জের উপকারার্থে এই মহাত্মাকে সৃজন করিয়াছিলেন, রাজেশ্বর দিনযামিনী সর্ব্বব্যাপি সর্ব্বজ্ঞ সনাতনের আরাধনা ব্যতীত পাপ কর্ম্মে লিপ্ত থাকিতেন না, তাঁহার রাজ্যের প্রজাদিগের সুখ চন্দ্রিমা কখন দুর্দিনরাহু দ্বারা গ্রাস হইত না, মহামতি সর্ব্বদা দীন হীন ব্যক্তিদিগকে অনেক বিত্তবিভব প্রদান করিতেন, রাজা এক দিবস প্রত্যূষে দুগ্ধফেণনিভ ধবল পরিষ্কৃত শয্যা হইতে গাত্রোত্থান পুরঃসর প্রাতঃকৃত্য সমাপনান্তে আপনার অমাত্য বিদ্যাকর ও অন্যান্য সমাগত নৃপতনয়ের সহিত সভামণ্ডপে উপবেশন করিয়া নিরুদ্বেগে রাজকার্য্য পর্য্যালোচনা করিতে ছিলেন এমত সময়ে এক নিষাদ তনয় রাজভবনের দ্বার দেশে দণ্ডয়মান হইয়া গললগ্নী কৃতবাসে অঞ্জলিবদ্ধকর যুগলে অতি বিনীত ভাবে আবেদন করিল। হে মহারাজ! আপনি এই সুবিশাল মহীমণ্ডলের অধিপতি হইয়া তাবজ্জীবকে নিয়মানুসারে শাসন ও পালন করিতেছেন। এইক্ষণে আমি দুঃখিতান্তঃকরণে ভবৎসন্নিধানে এক অসন্তোষদায়িনী বার্ত্তা ব্যক্ত করিতে বাসনা করি। আমার কহিতে শঙ্কা হইতেছে, এক আকস্মিক দুর্ঘটনায় আপনার সাম্রাজ্য অকালে নাশ হইবেক সন্দেহ নাই। ইহা কহিয়া নিষাদ তনয় সভার এক পার্শ্বে দণ্ডায়মান রহিল।

এতচ্ছ্রবণে গুণধর সাতিশয় বিস্ময়াপন্ন ও দুঃখান্বিত হইয়া সেই হিতকর আগন্তুক যুবাকে সভামধ্যে উপবেশন করিতে অনুরোধ করিলেন। অতঃপর নিষাদতনয় রাজাজ্ঞামতে সভার একদেশে বসিয়া সভার অসামান্য সৌন্দর্য্য সমীক্ষণে নয়নদ্বয় চরিতার্থ করত মনে ২ চিন্তা করিতে লাগিল; এরূপ অপরূপ রাজসভা কুত্রাপি নয়নগোচর হয় নাই। ইহা অনিমিষ লোচনে নিরীক্ষণ করিলে কাহার হৃদয় না আনন্দে পুলকিত হয়; অনুমান করি, ভুবনেশ্বর ত্রিভুবনের সৌন্দর্য্যরাশি একত্র করিয়া এই অমরপতি স্বরূপ বিরাটকে বিরলে সৃজন করিয়াথাকিবেন। সুররাজ সুরবেষ্টিত বিচিত্র রত্নময় সিংহাসন পরিত্যাগ পূর্ব্বক এই বিশ্ববিমোহিনী সভায় স্বয়ং বিরাজ করিতেছেন। অনন্তর সভাস্থ সম্রাট তনয়দিগের চন্দ্রবদন অবলোকন করিয়া ভাবিল, বুঝি সুরপুর নিবাসী অজরেরা চির আনন্দদায়িনী ধাম বর্জ্জন পুরঃসর এই রাজসভায় ছদ্মবেশে থাকিয়া স্ব ২ ধীকৌশলে নরেন্দ্রকে নানা সদুপদেশ প্রদান করিতেছেন। হায় ২ এই ধরণীমণ্ডলমধ্যে যে কতশত অত্যাশ্চর্য্য বস্তু আছে, তাহা আমাদিগের নয়ন ও জ্ঞানপথের অতীত।

শ্রীনীলমাধব দাস।
সাং আহিরি টোলা।

সম্পাদক মহাশয় মল্লিখিত কতিপয় পঁক্তি ভবদীয় পত্রেকপার্শ্বে স্থানদানে মান দান করিতে আজ্ঞা হয়।

পয়ার।

কর্ম্মক্ষেত্রে জন্মলয়ে যে অধম নর।
মিছাসুখে লিপ্তহয়ে রহে নিরন্তর॥
নিরমল নিত্যানন্দ বিশ্বের কারণ।
ভাবনা করে না যেবা তাঁহার চরণ॥
সেই জন জনপদে জঘন্য অধম।
অন্তিমে অনন্ত দুঃখ নাহি তাহে ভ্রম॥
যদি থাকে ইচ্ছাগাঢ় ওরে মূঢ়মন।
প্রকৃত সুখের মূল করিতে রোপণ॥
এই যে বিশ্বের শোভা হেরিতেছ যত।
ফল ফুলে আচ্ছাদিত বৃক্ষ কতশত॥
অগণন জীবগণ স্বগণ সহিত। [দিত॥
ত্যজে ব্রীড়া করে ক্রীড়া হয়ে আহ্লা
দিবাকর নিশাকর দীপ্তিকর যত।
তারাগণ অগণন গগণ আবৃত॥
সকলের মূলবিভূ অনাদি অনন্ত।
স্থূল সূক্ষ্ম সব তিনি তিনি তাঁর অন্ত॥
নিরাপদে যদি চাহ থাকিতে এখন।
একভাবে ভাব তবে নিত্য নিরঞ্জন॥
অম্ভোধির ঘোরনাদ করিয়া শ্রবণ।
জীবজন্তু আদি সব হয় উচাটন॥
দ্বিজগণ নিজ নীড় করিয়া বর্জ্জন।
নীরহৈতে নিরাপদ করে অন্বেষণ॥
দলে দলে দলবদ্ধ হইয়া ত্বরিত।
ছাড়ে সব নিজস্থান যে বুঝে বিহিত॥
বনে বনচরগণ হইয়া ত্রাসিত।
একশ্বাসে নিজবাসে প্রবেশে ত্বরিত॥
এমত ভীষণ কালে তারণ কারণ।
একভাবে ভাব তবে নিত্য নিরঞ্জন॥

সাকিম ঢাকা। ভৈং চং চং।

বিজ্ঞাপন।

হিত কথা টি ।০
বর্ণমালা ২৪ পেজে তা ৵
ধর্ম্মাঞ্জন টি ।।০
যিহূদীয় লোকদিগের বৃত্তান্ত টি ১
নবদ্বীপাধিপতি মহারাজা
কৃষ্ণচন্দ্র রায়ের বংশাবলি টি ।০
শান্তি শতক টি ।০
ঋতু সংহার টি ।০
ত্রিতাপ হারিণী টি ।।০
সত্য নারায়ণোপাখ্যান টি ।০
সত্যনারায়ণ ব্রত কথা টী ।০
গোপাল স্তোত্র টি ৵০
অদ্ভুত রামায়ণ টি ।।০
গীতাবলী টি ।০
গুরুতত্ত্ব টি ।।০
বর্ণমালা অর্থ সংযুক্ত টী ।০
বঙ্গভাষা বর্ণমালা টি ৵
ভারত বর্ষীয় সভার তৃতীয়
বার্ষিক বিবরণ টি ।০
ছোট জাগুলীয়া
হিতৈষি সভার বক্তৃতা টি /০
ফারমেসি নাগরি টি ।।০
ঐ ঐ বাঙ্গালা টি ।।
পতিতোদ্ধার টি ১
পাঁচালী ....বা ।।০

বিধবা বিবাহ প্রচলিত হওয়া
উচিত কি না ১ নং টি ।।০
ঐ ঐ নং ২ টি ২
বিধবা বিবাহ নিষেধক
প্রমাণা বলি নং১ টি ।০
ঐ ঐ ২ নং টি ৸০
মোহ মুদ্গার পু টি ৵
ব্রেমলি সাহেবের
বক্তৃতা পু টি ৵০
ধারাপাঠ পু টি ৵
দায় কৌমুদি .... বা ৪
সার কৌমুদি........ বা ২

দিবাজ্ঞাপক।

ঘড়ি ন্যায় নূতন এক দিবা জ্ঞাপক ও ডেলি ইণ্ডিকেটর ইংরাজী ও বাঙ্গালা বৃহদক্ষরে মুদ্রিত হইয়াছে তাহাতে ১২৬২ অবধি ১২৭০ পর্য্যন্ত, ইংরাজি ১৮৫৬ অবধি ১৮৬১পর্য্যন্ত সন মাস, বার, ও দিন, সর্ব্বক্ষণ দৃষ্ট হইবে, ইহার ঘড়ির ন্যায় কাঁটা আছে ইহার মূল্য স্বাক্ষর কারির প্রতি ।।০ আট আনা এবং বিনা স্বাক্ষর কারির প্রতি ৸০ আনা মাত্র নির্দ্ধারিত হইল।

বিজ্ঞাপন।

NOTICE.

The undersigned has taken an Office at No 5 Commercial Buildings, for the transaction of a General American Commission Business.

J. D. BRACKETT

বিজ্ঞাপন।

সর্ব্বসাধারণকে জ্ঞাত করা যাইতেছে যে নিম্ন লিখিত সাহেব ৫ নম্বর কমর্সিএল বিল্ডীংঙ্গে মারকিন কমিসন এজিনসি খুলিয়াছেন।

জে ডি ব্র্যাকেট।

बिज्ञापन।

सर्वसाधारणोंको जनावते हैं किनीचेके लिखे ऊयहाबस ५ नम्बर कमर्सि एल बिलडीं मारकिन् कमिसन एजिनसि खुला है।

सही जे डि ब्याकेट।

পুস্তকালয়।

আমি হাবড়ার গবর্ণমেণ্ট ইস্কুলেতে এক পুস্তকালয় সংস্থাপন করিয়াছি তাহাতে নানা বিধ ইংরাজি ও বাঙ্গালা ইস্কুলবৈ এবং কাগজ কলম প্রভৃতি সংগ্রহ করিয়াছি যে কোন ব্যাক্তির প্রয়োজন হইবে তথায় মূল্য কিম্বা লোক প্রেরণ করিলে সুলভমূল্যে পাইতে পারিবেন।

শ্রীশ্রীনাথ দত্ত

এই পত্রিকার মাসিক মূল্য /০ ও অগ্রীম বার্ষিক ৸০ আনা এবং উপস্থিতক্রেতা দিগেরনিমিত্তেপ্রতি সংখ্যার দুই আনা মাত্র নির্দ্দিষ্ট করা গেল। আমরা কেবল সর্ব্ব সাধারণের উপকারার্থ এবং বঙ্গ ভাষার প্রতি অনুরাগ বশতঃই এই পত্রিকা প্রকাশ প্রবৃত্ত হইয়াছি। নচেৎ এত অল্প মূল্যে আমাদিগের বিশেষ লাভের প্রত্যাশা নাই। অতএব গুণজ্ঞ বিজ্ঞ গ্রাহকগণ সমীপে সবিনয়ে এই নিবেদন করিতেছি যে তাঁহারা প্রতি মাসে এই পত্রিকা প্রাপ্ত হইয়াই অনুকম্পা পূর্ব্বক মূল্য প্রদান করিবেন, কেননা /০ আনার নিমিত্তে সর্ব্বদা সরকার গতাআত করিতে হইলে আমাদিগের অনেক ব্যয় হইয়া কেবল ক্ষতি হইবার সম্ভাবনা। অতএব আমারা ভরসা করি। যে বিদ্যানুরাগি বিবেচকগ্রাহক মহাশয়েরা এবিষয়ে বিবেচনাকরিবেন। আর যাঁহারা অনুগ্রহ পূর্ব্বক অগ্রীম বার্ষিক মূল্য দিতে ইচ্ছা করেন, তাঁহারা এক বর্ষকাল নিয়মিতরূপে পত্রিকা পাইয়া পরে মূল্য প্রদান করিবেন।

বঙ্গবিদ্যা প্রকাশিকা পত্রিকা

১০ সংখ্যা।

নির্ঘণ্ট।

বিবরণ।	পত্রাঙ্ক।
পরমাত্মনেনমঃ	১৪৫
ধনবড় কি ধর্ম্ম বড়	ঐ
ভারতবর্ষের দুরাবস্থা	১৪৭
মাগেলনের পৃথিবী বেষ্টনের বৃত্তান্ত	ঐ
যোগীরা সুখী কি সংসারী লোক সুখী	১৪৮
ইংরাজ রাজ্যে প্রজারা কি প্রকার অবস্থায় আছে	১৪৯
রমণীদ্বয়ের কথোপকথন,	১৫০
টেলিমেকসের ভ্রমণ বৃত্তান্ত	১৫২
দৃষ্টান্ত বাক্য সংগ্রহ	১৫৪
মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র রায়ের জীবন চরিত্র	১৫৪
বাক্যবিন্যাস	১৫৫
মহাভারত	ঐ
রামায়ণ	১৫৬
গোলেবেসেনুয়া	১৫৮
আরব্য উপন্যাস	১৫৯
প্রেরিত পত্র	১৬০
বিলাতীয় সমাচার	ঐ

কলিকাতা।

সমাচার সুধাবর্ষণ যন্ত্রে মুদ্রিত হইল।

সন ১২৬৩ সাল।

মূল্য ✓০ আনা।

বিজ্ঞাপন।

পুস্তক বিক্রয়ের

মাজিষ্ট্রেটীয় উপদেশ	বা	৬
আরবীয়োপাখ্যান ১ নং	টি	১
ঐ দ্বিতীয় খণ্ড	টি	১
ঐ তৃতীয় খণ্ড	টি	১
অপূর্ব্বোপাখ্যান.....	বা	২
মহাভারত অষ্টাদশ পর্ব্ব	বা	৪
রামায়ণ সপ্তকাণ্ড.....	বা	২
ঐ ঐ -	টি	১৸০
গোলেবেসেনুয়া . .	বা	১৷০
ইং বাং ডিকস্যনরি	বা	৫
গৌড়ীয় ভাষার ব্যাকরণ	বা	।৶
মনোহরা উপাখ্যান	বা	১
চাহারদরসেব .	বা	১
পাঞ্চাবেতিহাস	বা	১
চাণক্য শ্লোক	বা	৷০
রস তরঙ্গিণী .	বা	১
বাঙ্গালা অঙ্ক পুস্তক পু	বা	১
শব্দ সাধন মুক্তাবলী	বা	১৷০
ভূগোল . পু	বা	।০
বেতাল পঞ্চবিংশতি গদ্য	বা	১৷৷
পুরুষোত্তম চন্দ্রিকা পু	টি	১
মনতত্ব সারসংগ্রহ	বা	১
ইংরাজি হিতোপদেশের বঙ্গভাষায়অনুবাদ	বা	১
জ্ঞান কিরণোদয় পু	বা	১
কৌতুক তরঙ্গিণী.	বা	৷০
জ্ঞান প্রদীপ প্রথম খণ্ড	বা	৷০
মান ভঞ্জন পু	বা	।০
পাঠশালা বশাইবার বিবরণ	টি	১
গণিতাঙ্ক পু	বা	৷০
দিগদর্শন নং ১১	টি	৶০
ঐ নং ২	টি	৶০
বঙ্গভাষার ব্যাকরণ	বা	।০
শিশুশিক্ষা দ্বিতীয় ভাগ	টি	৶
বর্ণ পরিচয় প্রথম ভাগ		১৫
ঐ ঐ দ্বিতীয় ঐ		১৫
নিত্য কর্ম্ম পদ্ধতি	টি	৶
রসমঞ্জরী .	টি	১
শিশুবোধক	টি	৶০
বর্ণমালা	বা	৶০
নীতি কথা প্রথম ভাগ	টি	৴৫
ঐ দ্বিতীয় ভাগ	টি	৴১০
ঐ তৃতীয় ভাগ	টি	৴১৫
বাঙ্গালার ইতিহাস	বা	২
বেতাল পঞ্চবিংশতি পু	টি	।০
উপাসনা কাণ্ড	টি	৷০
স্ত্রীশিক্ষা বিধায়ক	টি	৸০
শকুন্তলার উপাখ্যান	টি	।৶

বঙ্গবিদ্যা প্রকাশিকা পত্রিকা।

২ খণ্ড।] মাসিক পত্রিকা। [১০ সংখ্যা।

পরমাত্মনেনমঃ।

জ্ঞানময় বিশ্বকর্ত্তা মনুষ্য জাতির সর্ব্বসুখ সম্পাদনের উপযোগী সমস্ত বস্তু সংসারমধ্যে সৃজন করিয়াছেন, কাহারও কিছুর অভাব হয় না। বুদ্ধিবৃত্তি চালনা ও পরিশ্রম করিলেই সকলি সুলভ হয়, যাহার যেমত অবস্থা তিনি তাহাকে তদুপযুক্ত বিত্ত প্রদান করেন, কিন্তু মনুষ্য জাতি কি কৃতঘ্ন, এই সকল ঈশ্বরদত্ত বিত্ত বিভব সুখ সম্পত্তি পাইয়াও আমার দিগের চিত্ত তৃপ্ত হয় না, আমরা দিন যামিনী অর্থ চিন্তায় ব্যাকুল থাকি, আত্ম অবস্থায় কদাপি তৃপ্ত হই না, মন কিছুতেই সন্তোষ হয় না; ধনৈশ্বর্য্য মান মর্য্যাদা পদ যত বৃদ্ধি হয় ততই আশা বাড়িতে থাকে। শারীরিক মানসিক কি সাংসারিক কোন ক্লেশ ঘটিলে সেই বৈষম্যদোষ বর্জ্জিত নির্ম্মল পরমাত্মার উপর দোষারোপ করি, আত্ম কর্ম্ম ও বুদ্ধিদোষে যে ক্লেশ ঘটে তাহা কদাপি চেতনাপথে আইসে না, কিন্তু কোন বিষয়ে কিছু লাভ কি কৃতকার্য্য হইলে তখন অম্লান মুখে বলিয়াথাকি "আমার বুদ্ধিবলে ও পুরুষত্ব দ্বারাই কার্য্যসিদ্ধি হইয়াছে" হায়, কি ভ্রান্তি, সেই বিরাটমূর্ত্তির নিয়োগ ভিন্ন মনুষ্য ক্ষমতায় একটি শ্বেত কেশশ্যাম হয় না ইহাতে আমরা যে এত অভিমান করি তাহা কেবল অজ্ঞানান্ধতার কার্য্য। হে গজৎ প্রসবিতা! পুত্র শতদোষ করিলেও পিতা তাহাকে একেবারে ত্যাগ করে না, আমরা তোমার আজ্ঞার প্রতিকূলাচরণে প্রত্যহ শত২ অপরাধ করিতেছি, অতএব হে কৃপানিধান, করুণা কটাক্ষে ঈক্ষণ করিয়া পাপ, তাপ, অকৃতজ্ঞতা দোষ পরিহার কর, তোমার চরণে কোটি২ নমস্কার।

ধনবড় কি ধর্ম্ম বড়।

ধন ও ধর্ম্মে বিস্তর অন্তর, ধর্ম্মদ্বারা ঐহিক পারমার্থিক উভয় সুখ লাভ হয়, আর ধনের দ্বারা কেবল লোক মান্য ও অভিমান সুখ পাওয়া যায় অতএব ধন ধর্ম্মে বিস্তর প্রভেদ। ফলত ধনের সদ্ব্যয়েতে অনেক ঐহিক সুখ এবং স্বর্গাদি ভোগ হইতে পারে কিন্তু অসদ্ব্যবহারে তাদৃশ অনিষ্ট ঘটে, সংসারের যাবতীয় দুষ্কর্ম্ম ধন হইতেই ঘটে। ধনী লোকেরাই অধিক পাপাচারণ করে, ধনমত্ততায় লোকের ধর্ম্মভয় দূরে যায়, কেবল ইন্দ্রিয় সুখ সম্পাদনে সতত রত থাকে;

বিষয় চিন্তায় মন জড়ীভূত থাকে, পরমার্থ চিন্তার অবকাশ পায় না। ধনীরা অল্পাপরাধে অন্যের আন্তরিক পীড়া দেয় অতএব ধন হইতেই অধিক অনর্থের মুল উত্থিত হয়, ধনাধিকারী হইলে পরম জ্ঞানী লোকেরও মত্ততা জন্মে। ধনের দ্বারা কোন মতেই সত্যসুখ লাভ হয় না, কিছুতেই ধনাশা তৃপ্তি হয় না, যে ব্যক্তির কিছুমাত্র সঙ্গতি নাই শতমুদ্রা পাইলেই তাহার সন্তোষ হইবে এমত মনে করে, কিন্তু শত তঙ্কা হস্তবশ হইলে তাহাতে আর তৃপ্তি বোধ হয় না, তখন সহস্র মুদ্রা প্রাপ্ত্যাশা হৃদয়ে বলবতী হয়, সহস্র টাকা পাইলে লক্ষটাকা লাভেচ্ছা করে, লক্ষপতি হইলে রাজা হইতে চাহে, রাজ্যেশ্বর হইলে সম্যক পৃথিবীর কর্ত্তৃত্ব বাঞ্ছা করে, সম্রাট হইলে ইন্দ্রত্ব ইচ্ছা করে, সুরপতি হইয়াও আবার ব্রহ্মা হইতে চাহে, যদিই বা ব্রহ্মা হয় তথাচ আশাবেগ নিবৃত্তি হয় না, তখন ব্রহ্মপদ প্রার্থনা করে অতএব এইরূপে আশাসমুদ্র পারে কেহ যাইতে পারে না। যতধনৈশ্বর্য্য বাড়ে আশাও তাহার সঙ্গে২ বর্দ্ধমানা হয়, সুতরাং ধনের দ্বারা সত্য সুখ, কদাপি লব্ধ নহে। সন্তোষ সত্য সুখ, রমণীয় রমণী ও রাজ্যৈশ্বর্য্য প্রভৃতি সাংসারিক কোন বস্তু দ্বারা তাহা পাওয়া যায়না কেবল ধর্ম্মহইতেই চিত্ত সন্তোষ জন্মে, সন্তোষ চিত্ত লোকের সমস্ত জগৎ সুধাসিক্ত বোধ হয়, যেমত পদে চর্ম্মপাদুকা থাকিলে তৎসম্বন্ধে পৃথিবী চর্ম্মাচ্ছাদিত বোধহয় তদ্রূপ সন্তোষচিত্ত লোক অতি যৎসামান্য বস্তুতেও সুখানুভব করে, বিপদ সাগরে পতিত হইলেও তাহার চিত্তানন্দ তিরোহিত হইবার নহে, ধনীদিগের শারীরিক কি মানসিক কিঞ্চিৎ ক্লেশ ঘটিলেই তাহারা মহান্ অসুখী হয়, রাজ সিংহাসনে বা দ্রবিণ রাশির উপরে বসিয়া থাকিলেও তাহারা অক্ষয় চিত্তানন্দ পায় না কিন্তু ধার্ম্মিকদিগের যদি এক দিবসে পুত্র কন্যা ও পিতা মাতা স্বজনামাত্য নাশ হয়, সর্ব্বস্বান্ত হইয়া উদর পূরণ নিমিত্ত দ্বারে ২ ভিক্ষা করে. উৎকট ব্যাধি যাতনায় বিকলাঙ্গ হয় তথাচ তাহারদিগের চিত্তানন্দ ক্ষয় বা ধৈর্য্যতা ভঙ্গ হয় না অতএব ধর্ম্মই সত্য ও নিত্য সুখের আকর, অজ্ঞানান্ধ ভ্রান্ত লোকেরাই ধনকে সর্ব্বসুখের কারণ বলিয়া থাকে যাহারা কখন ধর্ম্মের অমীয়া সুখাস্বাদ জানে নাই তাহারাই ধর্ম্মাপেক্ষা ধনকে প্রাধান্যতা দেয়, ফলতঃ পদ্মরাগ মণিতে ও কাচেতে, প্রভাকরে ও খদ্যোতে, সমুদ্রে ও গোষ্পদে, হস্তিতে ও মসকে এবং মনুষ্যে ও ঈশ্বরে যত প্রভেদ ধন ধর্ম্মে তাহা অপেক্ষাও অধিক অন্তর।

ভারতবর্ষের দুরবস্থা।

মনুষ্যদিগের বুদ্ধিবৃত্তি দিন ২ যত সতেজ হইতেছে, পৃথিবী ততই পাপ পূর্ণা হইতেছেন। এই ভারতবর্ষীয় লোকেরা পুরাকালে কি প্রকার সুখী ছিল, এখনি বা কি রূপ হইয়াছে। হিন্দু রাজাদিগের রাজত্ব সময়ে এদেশ মধ্যে ধন ধর্ম্ম বিদ্যা স্বাধীনতা বিরাজ মানা ছিল, ক্রমে তাহা সকলি তিরোহিত হইতেছে। পূর্ব্বে এদেশে যে ধনছিল,তাহার শতাংশের একাংশও এখন নাই। অন্নাভাবে সকল লোক হাহাকার করিতেছে, সনাতন হিন্দু ধর্ম্ম পাতালগামী হইয়াছেন। প্রাচীনা সংস্কৃত বিদ্যা লুপ্ত ভাষামধ্যে পরিগণিতা হইয়াছে, স্বাধীনতা সিন্ধুমাঝে মগ্ন হইয়াছে। অধিকাংশ লোক উদর পূরণার্থে কত কষ্ট পাইতেছে; যবনেরা যে এত অত্যাচারী ছিল এবং তাহারদের রাজত্ব সময়ে লোকেরা যৎপরোনাস্তি কষ্ট পাইয়াছে তথাচ এত আহারীয় কষ্ট ছিল না। এক্ষণে আমারদিগের বিদ্যা বুদ্ধি সভ্যতা বৃদ্ধি পাইতেছে, একথা অবশ্য মান্য করিতে হয় কিন্তু দিন২ অর্থও খাদ্য দ্রব্যের অনাটন হইতেছে।

মাগেলনের পৃথিবী বেষ্টনের বৃত্তান্ত।

"মাগেলন নামক খ্যাতাপন্ননাবিকাধ্যক্ষ খ্রীষ্টীয় ১৫১৯ সালে সেপ্টেম্বর মাসীয় বিংশাহে (কাহারু মতে এক বিংশাহে)জাহাজারোহণ করিয়া সান লুকান হইতে অবনিমণ্ডল পরিভ্রমণার্থে যাত্রা করিলেন। তিনি প্রথমতঃ কেনেরি নামক উপদ্বীপে গমন করিয়া তথায় জল এবং কাষ্ঠ আহরণার্থ কিয়দ্দিবস বিলম্ব করিলেন। পরে ডিসেম্বর মাসের ১৩ দিবসে ২৩।। দক্ষিণ অক্ষাংশে ব্রেজিল দেশের সান্টালুসিয়া নামক বন্দরে উপস্থিত হইয়া জাহাজ লঙ্গর করিলেন। কেহ কেহ অনুমান করিয়াছেন, পোর্ত্তুগীশ লোকেরা ঐ বন্দরকেই রাইওডি জেনিরো কহে, কিন্তু আধুনিক ভ্রমণ কারিদের বচনানুসারে ঐকথা সত্য বোধ হয় না। তদ্দেশ বাসিরা সরল চিত্ত এবং বিশ্বাসি লোকের ন্যায় আচরণ করে, সত্বর হইয়া বিদেশীয় নাবিকগণকে অতি সামান্য বস্তুর বিনিময়ে উত্তম২ খাদ্যদ্রব্য প্রদান করিল। কথিত আছে; ইস্কাপনের সাহেব নামে প্রসিদ্ধ একটা পট পাইয়া ছয়টা কুক্কুট দিয়াছিল। এপ্রকার দ্রব্যাদির বিনিময়ে উভয়পক্ষে মহা সন্তোষ হইল। পিগাফেটা ঐলোক দিগের বিষয়ে লিখেন, তাহারা অতি দীর্ঘায়ুছিল, সকলেই প্রায় ১০৫ বৎসর বাঁচিত এবং কেহকেহ ১৪০ বৎসর পর্য্যন্তও জীবিত থাকিত। উক্ত নাবিকেরা ঐমাসের ২৭ দিবসে লঙ্গর তুলিয়া দক্ষিণাভিমুখে যাত্রাকরত ১৫২০ সালের ১১ জানুয়ারি তারিখে রাইওডিলাপ্লাটা নদীকূলস্থ সান্তা

মেরিয়া নামক অন্তরীপে উপনীত হইয়া খাদ্যদ্রব্যাদি আহরণ করিল, পাঁচ বৎসর পূর্ব্বে জুয়ান ডিয়াজডি সোলিস নামক একব্যক্তি ঐ অঞ্চলস্থ লোকদ্বারা হত হইয়াছিল, একারণ নাবিকেরা তথাকার জনগণের নিকটস্থ হইল না। অনন্তর সেখানহইতে যাত্রা করিয়া অন্যান্য কয়েক জনপদের নিকট কিয়ৎকাল বিলম্বকরত পেস্কাপর্ব্বাহের পূর্ব্বদিবসে সানজুলিয়ন নামক বন্দরে উপনীত হইয়া লঙ্গর করিল, মাগেলন ঐস্থানে পঞ্চমাস ব্যাপিয়া বাস করিলেন। জাহাজস্থ লোকেরা তৎকালে অসন্তোষ প্রকাশ করিয়া স্পষ্ট বিদ্রোহিতা করিতে লাগিল, কয়েকজন স্পেনদেশীয় কর্ম্মাচারী নাবিক পোর্ত্তুগীশ অধ্যক্ষের শাসনে ক্ষুব্ধ হইয়া ঐ বিদ্রোহিগণের দলপতি হইয়াছিল, মাগেলন বিদ্রোহিগণকে দমন করণার্থে প্রথমত যে উপায় স্থির করেন, তাহা তৎকালিক চলিত ব্যবহারের বিপরীত না হইয়া থাকিবে কিন্তু এক্ষণে অতিশয় দুষ্যবোধ হয়। তিনি বিদ্রোহিদিগের দলপতি একজন কাপ্তেনের নামে পত্র লিখিয়া একজন দূতকে কহিলেন, "উহার নিকটে গিয়া এই পত্র প্রদান কর এবং সেব্যক্তি পত্রপাঠ করণে মনঃসংযোগ করিলে তাহাকে ছুরিকাঘাতে বধ কর।" তাহাতে সেই দূত প্রভুর আজ্ঞানুসারে উক্ত কাপ্তেনকে নষ্ট করিল; পরে অন্যান্য কয়েক বিদ্রোহিগণকেও ঐরূপ শাস্তি দেওয়াতে সকলেই ভীত হইয়া তাঁহার বশীভূত হইল।" বিঃ কঃ।

ক্রমশঃ প্রকাশ্য।

যোগীরা সুখী কি সংসারী লোক সুখী।

জগদীশ্বর জগতের শোভা বর্দ্ধন নিমিত্ত মনুষ্য সৃষ্টি করিয়াছেন, মনুষ্যদ্বারা প্রজাবৃদ্ধি হইবেক ইহাই তাঁহার অভিপ্রেত; এই উদ্দেশে রমণী সৃজন করিয়াছেন, অতএব মনুষ্যেরা জন্মগ্রহণ পরে উদাসীন হইবে এযুক্তি কদাপি সঙ্গত বোধ হয় না। গৃহী উদাসীন বানপ্রস্থ্য ভিক্ষু এই আশ্রম চতুষ্টয়ের মধ্যে গৃহস্থাশ্রম সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ; গৃহাশ্রমে থাকিয়া সৎপথাবলম্বী হইতে পারিলে চরমে পরমপদ পাওয়া যায়। ন্যায়োপার্জ্জিত ধনে পিতৃ মাতৃ সেবা, অতিথী সৎকার, পোষ্যবর্গ পালন, স্বধর্ম্মে মতি রাখন, এই সকল গৃহীর ধর্ম্ম। এই প্রকার সৎপথে থাকিলে গৃহাশ্রমে সুখ আছে, গৃহস্থাশ্রমে যেমত সুখ আছে তেমনি দুঃখও আছে; বরঞ্চ সুখ অপেক্ষা দুঃখের ভাগ অধিক। সমুদ্রে যেমত সর্ব্বদা তরঙ্গ উত্থিত হয়, তদ্রূপ সংসার সমুদ্রে দিবারাত্রি দুঃখ তরঙ্গ অবিশ্রামে বহিতেছে। শরীরাময়, অর্থনাশ, মানহানি, পুত্র কলত্র বন্ধুবিয়োগ এই সকল গৃহীদিগের অসুখ, ছোট বড় সমস্ত গৃহী-

শ্রমী দিগকে এইসকল দুঃখভার বহন করিতে হয়, তবে যাহারা সৎপথে বিচরণ করে তাহারদিগের অল্প ক্লেশ ঘটে; আর যাহারা অসৎমার্গানুগামী হয়, তাহারা অধিক ক্লেশে পড়ে,কাহারু এড়ান নাই, এই নিমিত্তে শাস্ত্রকারেরা "পঞ্চাশোর্দ্ধং বনংব্রজেৎ" অর্থাৎ পঞ্চাশৎবর্ষ বয়ঃক্রম পর্য্যন্ত গৃহধর্ম্মে লিপ্ত থাকিয়া পরে বনে গিয়া তপস্যাচরণ করিবে, তাহা করিলে সংসার তাপে বিমুক্ত হইয়া স্বর্গলাভ করিতে পারে।

উদাসীনাশ্রম সংসারাশ্রম হইতে শ্রেষ্ঠ বটে কিন্তু প্রকৃত উদাসীন হওয়া বড় কঠিন কথা, বৃদ্ধ পিতা মাতা, সাধ্বী স্ত্রী, শিশু সন্তান এবং অসমর্থ বন্ধুবর্গে যে ব্যক্তি বেষ্টিত সে কখন উদাসীন ধর্ম্মাশ্রয় করিতে পারে না, করিলেও তাহা স্বর্গ বা মোক্ষ ভোগের পরিবর্ত্তে নিরয়গমনের কারণ হয়। সংসারীলোক পরিবার ত্যাগ পূর্ব্বক বনগমন করিলে তাহার মন কদাপি স্থির থাকে না, তাহাতে তপস্যার ব্যাঘাত জন্মে। বিশেষত ক্লেশী পোষ্যবর্গের অভিশাপ স্বর্গপথের কণ্টক স্বরূপ হইয়া অধোপতন করে।

ইংরাজ রাজ্যে প্রজারা কি প্রকার অবস্থায় আছে।

ব্রিটিস গবর্ণমেণ্টের অধীনে এদেশীয় লোকেরা কি প্রকার অবস্থায় আছে? তাহা সকলেই মনে মনে বুঝিতেছেন, হিন্দু সাম্রাজ্য লোপ পরে যবন রাজত্ব সময়ে হিন্দু নাম একদা হিন্দুস্থান হইতে লোপ হইয়াছিল, হিন্দুদিগের ধন ধর্ম্ম স্বাধীনতা মানসম্ভ্রম সকলি ক্ষয়পথে গিয়াছিল, ধনসত্তেও লোক সুখভোগে বঞ্চিত ছিল, দস্যু তস্করভয়ে সর্ব্বদা সশঙ্কিত থাকিত, সংস্কৃত ও বাঙ্গালা ভাষা একদাতিরোহিত হইয়াছিল, অতি ভদ্রলোকেরাও শুদ্ধ বাঙ্গালায় পাঁচটি কথা কহিতে পারিতেন না, রাজ্য মধ্যে এত বিচারক ও বিচারালয় ছিল না এবং যে দুই চারিজন কাজি ও ফৌজদার ছিল তাহারাই প্রজাদিগের ধন প্রাণের উপর কর্ত্তৃত্ব করিত, এক্ষণে ইংরাজদিগের রাজত্বে দেশ সভ্য হইয়া উঠিয়াছে, সকলেই পরিশ্রমার্জ্জিত ধন নির্ব্বিঘ্নে স্বাধীনতার সহিত ভোগ করিতেছে, সর্ব্বত্রে বিদ্যার চর্চ্চা হইয়াছে, লুপ্ত সংস্কৃত ও বাঙ্গালা ভাষা ভারতভূমিতে পুনর্দর্শন দিয়াছে, দেশীয় অনেক লোক সুবিদ্বান হইয়া উচ্চ ২ রাজকর্ম্ম সম্পাদন করিতেছেন, বাণিজ্য ব্যবসায়ের অতীব উন্নতি হইয়াছে, আমরা একস্থানে বসিয়া অল্পমূল্যে বহুদেশীয় উৎকৃষ্ট দ্রব্যাদি ভোগ করিতেছি, দেশমধ্যে বহুতর দেওয়ানি ফৌজদারি বিচারালয় স্থাপিত হইয়া প্রজাদিগের সত্ত্ব রক্ষা ও রাজ্যের শান্তি রক্ষা হইতেছে, সর্ব্বত্র গমনাগমনের উত্তম পথ

ও নদীর উপর সংক্রম হইয়াছে, তদ্দ্বারা লোকেরা একস্থান হইতে অন্যস্থানে যাইতেছে, এক ঘন্টার মধ্যে তিনমাস পথ ব্যবহিত স্থানের সংবাদ পাওয়া যাইতেছে, একমাসের পথ একদিনে গমনাগমনের উপায় হইয়াছে, অনেক বিষয়ে প্রজারা স্বাধীনতা পাইয়াছে।

ইংরাজ রাজ্যে এই প্রকার প্রজা দিগের কতমত সুখস্বচ্ছন্দতা বৃদ্ধি হইতেছে, তাহা শতমুখে বর্ণনা করিয়াও শেষকরা যায় না। ইংরাজেরা সর্ব্বাংশেই শ্রেষ্ঠ রাজা বটেন, কেবল ধন শোষকতাই তাঁহারদিগের প্রধান দোষ। কলে কৌশলে কি প্রকারে এদেশীয় লোকের অর্থশোষণ করিয়া আপনারা ধনী হইবেন সর্ব্বদা ইহাই অভিসন্ধি করেন, এই ভারত্রাজ্যে নবাবী আমলে বার্ষিক দুই কোটী টাকাও উৎপন্ন হইত না, সেই রাজ্যে ইংরাজেরা ৩০।৪০কোটী টাকা উৎপন্ন করিতেছেন, পূর্ব্বাপেক্ষা এক্ষণে শস্যাদি প্রচুর পরিমাণে জন্মিতেছে, তথাচ বিদেশীয় বণিকদিগের জ্বালায় ও রাজ্যেশ্বরদিগের দারুণ অর্থ শোষকতা দোষে প্রজারা সর্ব্বদাই আহার কষ্ট পাইতেছে, যে তণ্ডুল পূর্ব্বে টাকায় দুইমান পাওয়া যাইত, এক্ষণে তাহাই দুইটাকা মোন লইতে হয়; এই প্রকার সকল দ্রব্যই মহা দুর্মূল্য; তাহাতে ধনী দুঃখী সকলেই যৎপরোনাস্তি কষ্ট পাইতেছে এদেশে আহারীয় দ্রব্যের এরূপ অনাটন হইয়াছে, যদি আর দুইবর্ষ শস্য না জন্মে তবে দুর্ভিক্ষ উপস্থিত হইবে।

রমণীদ্বয়ের কথোপকথন।

পূর্ব্ব প্রকাশিতের শেষ।

মোঃ। কামিনী দিদি, সপত্নী জ্বালা কাকে বলে দিদি ?

কাঃ। তুই কি জাহাজ হতে নেমে এলি, এক পুরুষের দুই বা ততোধিক পত্নী থাকিলেই তাহারদিগকে সপত্নী বলা যায়, যাহাকে লোকে সতীন বলে।

মোঃ। এক পুরুষের দুই স্ত্রী হইলে ক্ষতি কি, তাতে আবার জ্বালা পোড়াই বা কি ?

কাঃ। তাতো বটে, তুমি তা কেমন করে বুঝিবে, কখন তো সে দায়ে ঠেক নাই, ও না করেন, যদি কখন ঠেকিতে হয়, তবে তখন জানিতে পারিবে, সতীনের পোড়ানি কত।

কেমনে বর্ণিব আমি সতিনী আগুণ।
আগুণ হইতে তার পোড়ানি দ্বিগুণ॥
চিতানল হতে এই অনল প্রবল।
চিরকাল দহে দেহ না হয় শীতল॥
জীবশূন্য দেহ দাহ হয় চিতানলে।
এ অনলে জীবযুক্ত তনু যায় জ্বলে॥

দেখদেখি ভাই, সর্ব্ব দেশীয় লোকের ধর্ম্মশাস্ত্রে কথিত আছে, জগদীশ্বর জগৎ সৃষ্টি পরে যখন মানব সৃষ্টি করিলেন তখন এক পুরুষের এক মাত্র প্রকৃতি সৃষ্টি হইয়াছিল। দেখ,

ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর, এবং ইন্দ্র, চন্দ্র, বায়ু, বরুণাদি দেবতারা এক পত্নী পরায়ণ, তাঁহারা কি দুই বা ততোধিক পত্নী গ্রহণ করিতে পারেন না? না, তাঁহারা ভরণ পোষণে অসক্ত? ঐশিক নিয়ম রক্ষার্থেই তাঁহারা এক মাত্র স্ত্রী উপভোগে সন্তুষ্ট আছেন, বিবেচনা কর, প্রণয় এক ব্যক্তির উপরেই স্থাপন হইতে পারে, অতএব এক পুরুষের দুই বা ততোধিক পত্নী হইলে সেই এক প্রেম দ্বিধা ত্রিধা বা চতুর্ধা হইয়া যায় অথবা এক রমণীর প্রতিই প্রেম স্থাপন হয়, অপর স্ত্রীদিগকে দেখিতে পারে না। দুই ব্যক্তি কোন এক সামান্য বস্তু অভিলাষী হইলে তাহারদিগের পরস্পর মনোমালিন্য ও বিবাদ বিসম্বাদ ঘটে তাহাতে দুই কি ততোধিক জনে অমূল্য প্রেমাধনাভিলাষিণী হইলে কত কলহ বিবাদ বিশৃঙ্খল ঘটিবার সম্ভাবনা, সতিনী জ্বালায় কতশত রমণীরা আত্মঘাতিনী হইতেছে, অনেক রমণী হিংসা পরবশ হইয়া সপত্নীর পুত্রকন্যা নাশ করিতেছে, অনেকে স্বামীকে বশী করণ মানসে ঔষধ ভক্ষণ করাইয়া পতি ঘাতিনী হইতেছে, অতএব বন্, সপত্নী ক্লেশ স্ত্রীদিগের পক্ষে নিতান্ত অসহ্য।

মোঃ। কামিনী দিদি, তোকে আর একলের জন্য বড় ভাবিতে হবে না, বিদ্যাসাগর ভট্টাচার্য্যের কল্যানে রাঁড়ের বিয়ার আইন হইয়াছে, আবার হিন্দুদিগের বহুবিবাহ নিবারণ হওন প্রার্থনায় এদেশের সমস্ত হিন্দুরা আইনের সভায় আবেদন করিয়াছেন, এআইন ও শীঘ্র জারী হইবে, তবে আর ভয় কি? তোকে আর বৈধব্য যাতনা ভুগিতে হইবে না, মনোমত দিব্যবর পাইবি, সতীনও হইবে না।

কাঃ। আ তোর মুখে আগুণ, আমার জন্যই কি বিধবাবিবাহ আইন প্রচল হইয়াছে, আর সে পোড়া আইন হইয়াই বা কি সুখ হইল, আগে শুনা গিয়াছিল, কত ২ রণ্ডা ও ষণ্ডারা প্রস্তুত হইয়া আছে, আইনজারী হইলেই বিবাহ চলিবেক, ২।৩ মাস গত হইল আইনজারী হইয়া গিয়াছে এখন আর কেহ বিবাহের নাম মুখেও আনে না, যে দেশহিতৈষী গুণরাশীরা উদ্যোগী হইয়া বিধি প্রচার করাইলেন তাঁহারা এখন কুর্ম্মবৎ অঙ্গ শঙ্কোচ করিয়াছেন, তাঁহারা যদি আপনাপন ঘরের বিধবাবিবাহ দিয়া দৃষ্টান্ত দেখান তবে তদনুযায়ি অনেক লোকে তৎকর্ম্মে প্রবৃত্ত হয়, তাহা হইলে অচিরেই এহতভাগিনীদিগের দুর্দ্দশা খণ্ডন হইয়াযায়, প্রধান মহাশয়েরা কেবল অন্য লোককে প্ররোচনা দিতে পারেন, আপনারা জাতি ভয়ে মাথা হেট করিয়া আছেন, অতএব বন্, এপাপ দেশের বিধবাদিগের সে সুদিন কদাপি হইবে না, বহুবিবাহ নিবারণ আইন যদিই বা

প্রচার হয় তাহাও এতদ্রূপ অফল-দায়ক হইবে, আমারদের এখন মরিলেই সুখ, ভগবান মুখ তুলিয়া যে দিন সেই সুদিন দান দান করিবেন সেইদিন এদীনহীনারা দুর্দ্দিনরাহু গ্রাস হইতে বিমুক্তি পাইবে।

সম্পাদক মহাশয়, কামিনী এই কথা বলিতে ২ ধরাতলে পতিত হইয়া মুর্চ্ছাগতা হইল, মোহিনী তাহার মুখে বারি সিঞ্চন ও বায়ু সঞ্চালন করিতে লাগিল, আমি ক্ষুন্নমনে বিষন্নবদনে আস্তে২ গৃহে আসিয়া শয়ন করিলাম কিমধিক মিতি।

টেলিমেকসের ভ্রমণ বৃত্তান্ত।

পূর্ব্ব প্রকাশিতের শেষ।

কেলিপ্সো টেলিমেকসকে উপদ্বীপের শোভা দেখাইয়া কহিলেন, এইক্ষণে তুমি আর্দ্র বাস ত্যাগ করিয়া শ্রান্তি দুর কর? পশ্চাৎ আমি তোমাকে এমত বিষয় জ্ঞাত করিব যাহাতে তোমার চিত্ত সন্তোষ হইবে, অনন্তর স্বীয়াবাসের পার্শ্ববর্ত্তী গৃহে অতিথিদিগকে আবাস দিলেন। যেখানে পরিচারিকারা সৌগন্ধ কাষ্ঠের অগ্নিজ্বালিয়া তদামোদে দিক্ আমোদ করিয়াছিল, তাহারা টেলিমেকসকে ধূম্রবর্ণ স্বর্ণের বুটীদার রাজ পরিচ্ছদ প্রদান করিল, রাজপুত্র বাল বুদ্ধিবশতঃ বিচিত্র বস্ত্র দৃষ্টে হৃষ্ট হইলেন।

মেণ্টর তাঁহার অন্তঃকরণের ক্ষীণতা-নুভবকরতঃ তৎ সিয়া কহিলেন, "এই কি ইউলিসিসের পুত্রের যোগ্য কর্ম্ম? তোমার পিতৃ স্বভাবানুগামী হও এবং দুর্ভাগের তাড়নাকে জয় কর? যে যুবা যুবতীর ন্যায় বেশ বিন্যাসে রত ও কেবল শারীরিক সুখান্বেষী হয়, জ্ঞান ও মহিমা তাহাকে আশ্রয় করেন না। পৃথিবী মধ্যে পুরুষাকার অনেক আছে কিন্তু যে শারীরিক সুখাভিলাষকে পদতলে ফেলিয়া ক্লেশের সহবাসী হইতে সাহসী হয় সেই যথার্থ পুরুষ।" টেলিমেকস দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করিয়া কহিলেন, স্ত্রৈণতা ও ইন্দ্রিয় সুখের দাস হইয়া জীবিত থাকা পেক্ষা মৃত্যু শ্রেয়স্ক; ইউলিসিসের পুত্র বৃথা সুখসৌন্দর্য্যে মুগ্ধ হইয়া ক্ষীণতা প্রকাশ করিবে না, কিন্তু ধন্য জগদীশ্বর, যিনি আমারদের এই দুর্দ্দশার পর এই গুণবতী দেবীর আশ্রয় প্রদান করিয়াছেন, যদ্দারা আমরা মহোপকৃত হইয়াছি; মেণ্টর কহিলেন, তাহার চাতরীকে ভয় কর, নচেৎ তদ্দারা তুমি নাশ হইবে। যে পর্ব্বতে আমারদের তরী নাশ হইয়াছে, তাহা অপেক্ষাও এই ধূর্ত্তা রমণীর প্রিয়বাক্য শঙ্কনীয়, যে সুখে ধর্ম্মধ্বংস হয়, তাহাহইতে মৃত্যু ভয়ানক নহে; তাহার গল্পে বিশ্বাস করিও না। মনুষ্যেরা যৌবনমদে মত্ত হইয়া ক্ষমতাশূন্য হইলে দুষ্কর্ম্ম কার্য্যে অল্পায়াস সাধ্য এবং সম্পূর্ণ বিপদ

মধ্যে নিরাপদ বোধ করে, তাহারা বঞ্চনাবাক্য শ্রবণে সন্দেহ করে না, এই রাক্ষেক্ষণার বিষপূর্ণ অমৃতাক্ত বাক্যে কদাচ প্রতীত হইও না, তাহার বাক্য পুষ্পাচ্ছাদিত সর্পদংশনের ন্যায় পরিণাম দারুণ দুঃখ প্রদ হইবে, আত্মবুদ্ধিতে বিশ্বাস না করিয়া আমার প্রতি সম্পূর্ণ নির্ভর করিবে।"

তৎপরে তাঁহারা শ্বেত পরিচ্ছদ ধারিণী বিদ্যাধরী বেষ্টিতা সর্ব্বেশ্বার নিকট গমন করিলেন, সহচরিরা তাঁহারদিগের সম্মুখে সামান্য অথচ উপাদেয় ভোজ্য ও সুধাপেক্ষা সুমধুর সুরা এবং নানাজাতীয় অমৃত ফল আনিয়া দিল, ভোজন সমাধান্তে জনচতুষ্টয় অপ্সরী বীনাযন্ত্রে মধুর স্বরে টীটানদের সহিত দেবগণের যুদ্ধ, সিমিলির সহিত জুপিটরের প্রেম, বেকসের জন্ম, সিনিলসের অধীনে তাঁহার শিক্ষা, আটোনান্টার সহিত হিপোমিনিসের অস্ত্রচালনা পরীক্ষা ট্রয়নগরের সংগ্রাম এবং পরিশেষে ইউলিসিসের অসীম ক্ষমতা ও অগাধ জ্ঞান বিষয়ক গান আরম্ভিল, টেলিমেকস পিতৃনাম শ্রবণে অশ্রুপূর্ণ নয়ন হইলেন, কেলিপসো তাঁহার শোকানুভব করিয়া অন্যপ্রকার গান করিতে আজ্ঞা দিলেন।

গীতাদি সমাধা হইলে তিনি কহিলেন "হে নরশ্রেষ্ঠ! ইউলিসিসের পুত্র, দেখ, আমি কি প্রকার অনুগ্রহ তোমার প্রতি বিতরণ করিয়াছি; কোন মনুষ্য দণ্ড না পাইয়া এদ্বীপকে অপবিত্র করিতে পারে না, সুপ্রফুল্লোৎপল তুল্য তোমার বদনকমল দৃষ্টে আমার মনে যদি আহ্লাদ সঞ্চার না হইত তবে তোমার দুরবস্থাকেও তোমাকে আমার কোপ হইতে রক্ষা করিতে পারিত না, তোমার পিতা আমার অনুগ্রহীত ও প্রিয়পাত্র হইয়াছিলেন কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে তিনি সৌভাগ্য বৃদ্ধি করিতে জানিলেন না, এই মনোরম নির্জ্জন স্থানে তাঁহাকে অনেক দিন রাখিয়াছিলাম, এবং তিনি এখানে অমর হইয়া চিরকাল আমার সহিত থাকিতে পারিতেন, স্বদেশে যাইবার কুবাসনায় অন্ধ হইয়া তিনি এমত শ্রেষ্ঠ সুখনষ্ট করিয়াছেন, ইথাকার রাজ্যলোভে তিনি আমার এই অমূল্য যৌবন রাজ্যের রাজত্ব ত্যাগ করিয়াছেন, কিন্তু হায়, তিনি আর সেরাজ্য দর্শন পাইবে না, আমার প্রতি হিংসা পূরণার্থে জলধি তাঁহার জাহাজ গ্রাস করিয়াছেন, অতএব তুমি পিতৃ দৃষ্টান্তে কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য বিবেচনা কর, পুনরায় পিতৃদর্শন কি তৎসিংহাসনারোহণ আশাকে দূরে পরিহার কর, ফলতঃ তজ্জন্য খেদিত হইওনা কেননা তুমি তদ্রাজ্যাপেক্ষা চির সুখপ্রদ শ্রেষ্ঠ রাজ্য ও সুরবাঞ্ছিত দেবাঙ্গনা লাভ করিতেছ" অনন্তর কেলিপসো নানাপ্রয়োচনা বাক্যে ইউলিসিস তৎসঙ্গে যে সকল সুখ

ভোগ করিয়াছিলেন তাহা ব্যক্তকরিল এবং পলিফিমির গহ্বরে, লেষ্ট্রিগণ-দিগের রাজা আস্তিকেটের দেশে, এবং সূর্য্য কন্যা সারসি উপদ্বীপে তাঁহার ভ্রমণ বৃত্তান্ত এবং সিলা ও কেরিব ডিস স্থানীয় মধ্যপথে বিপদ ব্যাপার এবং এই উপদ্বীপ হইতে গমন করিলে নেপচিউন দেবের কোপে তাঁহার জাহাজ জলমগ্ন ও বাক্ কৌশলে মৃত্যু ঘটনা ব্যক্ত করিলেন, কিন্ত ফিনিসিআন উপদ্বীপে তাঁহার গমন সংবাদ গোপন রাখিলেন। টেলিমেকস কেলিপসোর অনুগ্রহের পরিবর্ত্তে এইক্ষণে দুর্জ্জেয় কপট অভিপ্রায় এবং মেণ্টরের পরামর্শের পরিণাম-দর্শিতা অনুভব করিয়া কহিলেন, হে দেবী! এক্ষণে আমাকে ক্ষমা কর, আমার অন্তঃকরণ সংপ্রতি পিতৃ শোকে আচ্ছন্ন হইয়াছে, বোধ করি পরে সুখানুভব করিতে পারিব। কেলিপসো তাঁহার শোকানুভব করতঃ স্বাভীষ্ট সাধনার্থে অধিক যত্ন তৎকালে না করিয়া উইলিসিসের বিচ্ছেদ ও নাশজন্য বাহ্যিক শোক করিতে লাগিলেন এবং টেলিমেকসের ভ্রমণ বৃত্তান্ত জিজ্ঞাসিলেন, তিনি বলিলেন তাহা অতি সুদীর্ঘ, কিন্ত রমণী পুনঃ২ ব্যগ্রতার সহিত শ্রবণেচ্ছা প্রকাশ করিবায় তিনি বর্ণনা করিতে বাধ্য হইলেন।

ক্রমশঃ প্রকাশ্য।

দৃষ্টান্তবাক্য সংগ্রহ।

পূর্ব্ব প্রকাশিতের শেষ।

৬০ বারহাত কাপড়ের তেরহাত দশী।
৬১ এঁঠো খায় মিঠার লোভে।
৬২ পেটে খেলে পিঠে সয়।
৬৩ কামারকে কুমারবৃত্তি সাজে না।
৬৪ যাহার কর্ম্ম তারে সাজে, অন্যের যেন লাঠি বাজে।
৬৫ মনে করি করি ২ হয় ২ হয় না।
৬৬ খোঁড়ার পা খালেই পড়ে।
৬৭ কানাগরু বামনকে দান।
৬৮ ভালমন্দ বোঝা যায়না ও দেঁতোর হাঁসি।
৬৯ রাজার কাছে কোটালের দোহাই।

মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র রায়ের জীবন চরিত্র।

ভবানন্দ অন্তঃকরণে নানাপ্রকার বিবেচনা করিলেন, আমার বাটীতে আসা পরামর্শ নহে, আমি রাজধানীতে গমন করিব, ইহাই স্থির করিয়া পিতাকে কহিলেন। পিতা, আমি বাটীতে থাকিব না, রাজধানীতে গমন করিব। রাম সমাদ্দার কহিলেন, উপযুক্ত পরামর্শ করিয়াছ, ভাল দিন স্থির করিয়া যাত্রা কর। পিতার অনুমতি পাইয়া ভবানন্দ কিঞ্চিৎ অর্থ লইয়া বিদ্য যানে রাজধানীতে গমন করিলেন, তখন রাজধানী ঢাকায় ছিল, ভবানন্দ ঢাকায় উপস্থিত হইয়া এক উত্তম স্থানে রহি-

লেন এবং সর্ব্বত্রে গমনাগমন করিতে লাগিলেন, বঙ্গাধিকারির নিকট যাতায়াত করিতে করিতে ক্রমে প্রতিপন্ন হইলেন, বঙ্গাধিকারি মহাশয় দেখিলেন, ভবানন্দ অতিবড় গুণবান তাঁহাতে অত্যন্ত তুষ্ট হইয়া এক প্রধান কার্য্যে ভবানন্দকে নিযুক্ত করিলেন এবং রায় মজুমদার খ্যাতি দিলেন, সেই অবধি ভবানন্দ রায় মজুমদার খ্যাতি হইল।

বাক্য বিন্যাস।

ভালোর ভালো সর্ব্বকাল।

পাণ্ডুপুত্র পঞ্চভাই সুশীল সুজন।
গৃহদাহে বিষপানে না হয় মরণ॥
বনবাসে দুঃখী নহে বিক্রমে বিশাল।
নিশ্চয় ভালোর ভালো আছে সর্ব্ব কাল।

মড়ার উপর খাঁড়ার ঘা।

রণে আসি কুম্ভকর্ণ, কটক করিল চূর্ণ, কীল লাথি মুষল আঘাতে।
বানর কটক মারি, বিস্তর সংগ্রাম করি, প্রাণত্যাজে শ্রীরামের হাতে॥
পূর্ব্বের দুখ স্মরিয়া, যতেক বানর গিয়া, দন্ত করে ফুলাইয়া গা।
যার অগ্রে যেতে নারে, তখন সকলে মারে, মড়ার উপর খাঁড়ার ঘা।

আসন্ন কালে বিপরীত বুদ্ধি।

তসরের কীট সদা থাকিয়া সচ্ছন্দ।
কালপূর্ণ হৈলে নিজ সুত্রে পড়ে বন্ধ।
বাল্য যুবা কালে নাহি গেল দুদ্ধি সুদ্ধি।
হইল আসন্ন কালে বিপরীত বুদ্ধি॥

আহ্লাদে আটখানা।

রাজা দশরথে শাঁপ দিল অন্ধমুনি।
পুত্র শোকে মৃত্যু হইবে এই কথা শুনি॥
শাঁপে বর হৈল মোর পূরিল কামনা।
মনে ২ হৈল রাজা আহ্লাদে আটখানা॥

মহাভারত।

পূর্ব্ব প্রকাশিতের শেষ।

সমুদ্র মন্থন।

সূত কহিলেন, হে মুনিগণ! যে জন্য সমুদ্র মন্থন হইল তাহা শ্রবণ করুন। পুরাকালে গদাধর ব্রহ্মাকে কহিলেন, কমলযোনি, মন্দর পর্ব্বত লইয়া সমুদ্র মন্থন কর, তাহাতে অমৃত উৎপত্তি হইবে এবং সেই অমৃত পানে দেবতারা অমর হইতে পারিবেন। বিষ্ণুর আজ্ঞায় দেবতারা মন্দর উৎপাটন করিতে গেলেন কিন্তু কিছুতেই প্রকাণ্ডগিরি উৎপাটনে সমর্থ হইলেন না, পরে বিষ্ণুর আদেশে অনন্তদেব বাহুবলে মন্দর উৎপাটন করিয়া আনিলেন, পরে দেবগণ মন্দর সহিত সমুদ্রতীরে যাইয়া বরুণকে মন্দর ধরিতে কহিলেন, বরুণ তাহা অস্বীকার করিয়া কহিলেন, আমার জলে এক প্রকাণ্ড কূর্ম্ম আছে তাহাকেই মন্দর ধরিতে অনুরোধ কর। দেবতারা আরাধনায় কূর্ম্মকে বশকরিয়া তাহার পৃষ্ঠে মন্দর

স্থাপন পূর্ব্বক মন্থনারম্ভ করিলেন, বাসুকী মন্থন রজ্জু হইলেন, দেবতারা তাঁহার পুচ্ছ দিগে এবং অসুরেরা মস্তক দিগে ধরিলেন, গিরি ঘর্ষণে বাসুকী দীর্ঘশ্বাস ছাড়িলেন তাহাতে ধূমরাশি নির্গত হইয়া ঐ ধূমে মেঘ জন্মিল এবং ঐ সকল মেঘ হইতে জল নির্গত হইয়া দেবতাদিগের শ্রম নাশ হইল, মন্দর ঘর্ষণে ও সর্পের বিষের জ্বালায় অনেক দৈত্য ও জল চর নাশ হইল, এবং পর্ব্বতস্থ বৃক্ষাদির পরস্পর ঘর্ষণে দাবানল উঠিয়া বনচর সকল দাহ হইতে লাগিল, দেবরাজ মেঘগণকে আজ্ঞা দিয়া পর্ব্বতে বর্ষণ করাইলেন তাহাতে পর্ব্বত বাসি জীব সকল এবং মন্দরোপরে যে সকল বনৌষধি ছিল তাহার রসে জলচর সকল রক্ষা পাইল।

এইরূপে দেবাসুরে বহুক্ষণ মন্থন করিলেও কিছু উৎপন্ন হইল না, তাহাতে সকলে বিমর্শ হইয়া বিষ্ণু সদনে গিয়া কহিলেন হে দামোদর, আপনিভিন্ন আর কেহ সমুদ্র মন্থনে সমর্থ নহে, দেবতাদিগের বাক্যে কৃপাবিষ্ট হইয়া নিজ তেজ দেবগণকে অর্পণ করিলেন, বিষ্ণু তেজে দেবতারা সবল হইয়া পুনর্মন্থনারম্ভ করিলেন তাহাতে প্রথমে চন্দ্রোৎপত্তি হইল, তৎপরে শ্বেতবর্ণ চতুর্দ্দন্তযুক্ত পর্ব্বতাকার ঐরাবত হস্তী, উচ্চৈঃশ্রবা ঘোটক, পারিজাত পুষ্পবৃক্ষ, বহু রত্ন এবং সুধাকুম্ভ সহিত ধন্বন্তরি উঠিলেন তাহাতে দেবাসুর আহ্লাদিত হইয়া পুনর্মন্থনারম্ভ করিলেন, পুনঃ২ মন্থনে বরুণ অত্যন্ত ক্লেশিত হইয়া পাত্রমিত্র সহিত পরামর্শ করিলেন, বিষ্ণুপ্রিয়া লক্ষ্মী ব্রহ্ম শাপে সমুদ্র মধ্যে আছেন তাঁহাকে লইয়া বিষ্ণুর শরণ লইলেই এ বিপদে নিস্তার পাইব, এই পরমর্শ স্থির করিয়া জলেশ্বর রত্ন সিংহাসনে লক্ষ্মীকে বসাইয়া এবং পিতা পুত্রে সিংহাসন স্কন্ধে লইয়া বিষ্ণু সদনে উপনীত হইলেন লক্ষ্মীর রূপে ত্রিভুবন উজ্জ্বল হইয়া উঠিল, পরে বরুণ লক্ষ্মীকান্ত হস্তে লক্ষ্মী সমর্পিয়া বিস্তর স্তব করিতে লাগিলেন, জলেশের স্তবে হৃষীকেশ সন্তুষ্ট হইয়া মন্থন বারণ করিয়া স্বস্থানে প্রস্থান করিলেন।

ক্রমশঃপ্রকাশ্য।

রামায়ণ।

পূর্ব্ব প্রকাশিতের শেষ।

চন্দ্রবংশ উপাখ্যান।

সাগরমন্থনে চন্দ্রের উৎপত্তি হয়, চন্দ্রের পুত্র বুধ, বুধের পুত্র পুরূরুচ, পুরূরুচের পুত্র সত্যবর্ত্ত, সত্যবর্ত্তের পুত্র স্বর্গ, তাহার পুত্র শ্বেত, শ্বেত পুত্র নিমি, দেবগণেরা নিমির শরীর মন্থন করিয়া মিথি নামে এক পুত্র উৎপত্তি করেন, তদ্দারা এই মিথিলা নগর পত্তন হয়, ধীরধ্বজ ও কুসধ্বজ নামে মিথির দুই পুত্র জন্মে।

মান্ধাতার উপাখ্যান।

সৃষ্টির আদি পুরুষের নাম নিরঞ্জন, নিরঞ্জনের তিন পুত্র, ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর ও কন্দিনী নামে এক কন্যা জন্মে, নারদ মুনি জরতকারু মুনি পুত্রের সহিত কন্দিনির বিবাহ দিলেন, কন্দিনির গর্ব্ভে ভানু নামে এক কন্যা জন্মে, জামদগ্ন্য ঋষির সহিত ঐ ভানুর বিবাহ হয়, তদ্গর্ব্ভে মরিচ নামে পুত্র জন্মে, মরিচের পুত্র কশ্যপ, কশ্যপের পুত্র সূর্য্য, সূর্য্যের পুত্র মনু, মনুর পুত্র সুষেন সুষেনের পুত্র প্রসন্ন, প্রসন্নের পুত্র যুবনাশ্ব, যুবনাশ্ব অযোধ্যা নগরে রাজা হইয়া কন্দরা নৃপতি কন্যা কাল নিমিকে বিবাহ করেন, বিবাহান্তে পত্নি সহ সম্ভাষাদি না করিয়া তপস্যার্থ বন গমন করিলেন তাহাতে কন্দক তাঁহাকে এই বলিয়া অভিশাপ দিলেন "তুমি যেমন পত্নি সঙ্গ ত্যাগ করিয়া বনচারী হইলে সেই পাপে তোমার গর্ব্ভ হইবে।"

বহুকাল পরে যুবনাশ্ব রাজা রাজ্যে আগমন করিয়া মুনিগণের নিকট পুত্র বর প্রার্থনা করিলেন মুনিরা কহিলেন, তুমি কখনও স্ত্রীসঙ্গ করনাই কি প্রকারে পুত্র জন্মিবে অতএব পুত্রেষ্টী যাগ কর, যজ্ঞ করলে পুত্র উৎপত্তি হইতে পারে, ঐ যাজ্ঞিক জল রাণীকে পান করাইলে গর্ব্ভ হইবে। মুনিগণের আদেশে রাজা যজ্ঞ করিয়া যজ্ঞ জল গৃহ মধ্যে রাখিলেন এবং ঐ গৃহে শয়ন করিলেন, রাত্রি দুইপ্রহর কালে রাজার অত্যন্ত পিপাসা হইবায় প্রাণ বৈকল্যতায় ঐ যাজ্ঞিক জল পান করিতে বাধ্য হইলেন, প্রাতে মুনিগণ এই সংবাদ শ্রবণে কহিলেন, রাজা তুমি কি দুষ্কর্ম্ম করিয়াছ, পুংসবন জল পানে নিশ্চয় গর্ব্ভ হইবে, মুনি বাক্যে রাজা অত্যন্ত চিন্তিত হইলেন কিন্তু তখন আর চিন্তা করিয়া কি হইবে? ক্রমে গর্ব্ভের উপচয় হইতে লাগিল, গর্ব্ভ পরিণত হইলে দশমাস দশদিনে উদর ভেদ করিয়া এক তেজস্বী পুত্র নির্গত হইল, তাহাতে যুবনাশ্ব রাজা প্রাণ ত্যাগ করিলেন, বিধাতা আসিয়া ঐ পুত্রের নাম মান্ধাতা রাখিলেন, মন্ধাতা সপ্ত দ্বীপাধিপতি হইয়া অযোধ্যায় রাজধানী করিলেন।

সূর্য্য বংশ নির্ব্বংশ ও হারিত অযোধ্যায় রাজা হওয়ার বৃত্তান্ত।

মান্ধাতার পুত্র মুচকন্দ ও অত্যন্ত সমর প্রিয় ছিলেন, মুচকন্দের পুত্র পৃথু, যাঁহার রথ চক্রে ছয় সাগর খনন হইয়াছিল, তাঁহার পুত্র ইক্ষ্বাকু, যিনি বশিষ্ঠ ও নারদকে রথের সারথী করিয়াছিলেন, ইক্ষ্বাকুর পুত্র শস্তাবর্ত্ত, তস্য পুত্র আর্য্যাবর্ত্ত, তস্য পুত্র ভরত, যাঁহা হইতে ভারত পুরাণ সৃষ্টি হয়। ভরতের পুত্র ভুধর, তস্য পুত্র খণ্ড, খণ্ড পুত্র দণ্ড, দণ্ড অত্যন্ত অকাট

স্বভাবী হইয়া প্রজা রমণীগণকে বলাৎকার করিতে লাগিলেন তাহাতে সমস্ত প্রজারা খণ্ড নরপতি সমীপে দণ্ডের অত্যাচার বিবরণ জ্ঞাপন করিলে রাজা পুত্রের বিবাহ দিয়া তাহাকে বন প্রেরণ করিলেন।

ক্রমশ প্রকাশ্য।

গোলেবেসেনুয়া।

পূর্ব্ব প্রকাশিতের শেষ।

যে ব্যক্তি বিষদ্বিকশিতা বিদ্যুল্লতা দেখিয়াছেন,সেই ব্যক্তি তরীষীসমানা সেই তরুণীর তনুলতা অবশ্যই অবলোকন করিয়াছেন। এবং প্রকটিতেন্দ্রিয় যে পুরুষ রসাল তরুবরারোহী কোকিলগণের সুমধুর রব শ্রবণ করিয়াছেন, সে ধরারোহী পুরুষের সেই সুরূপাধনীর বচনবিন্যাস ধ্বনী শ্রবণ বিষয়ে ন্যূনতাপ্রতিহতা হইয়াছে। অধিক কি কহিব,শরৎকালীন পার্ব্বন সর্ব্বরীশ্বর সে সুরূপার বিমল আস্য দাসের অধিকারিতা প্রাপ্তি বিষয়ে উপাসনারূপ সুশোভন সলিলে অবগাহন করিতে সশঙ্কিত হইতেছে। কিন্তু এইমাত্র দুঃখের বিষয়, যে রাজতনয় সেই রূপসী পরিণয়াভিলাষী হয় সে, গোলেবেসেনুয়ার সংক্রান্ত প্রশ্নের প্রত্যুত্তর প্রদানে অশক্ত হইলে চীননাথ তৎক্ষণাৎ তাহার শিরশ্ছেদন করিয়া থাকেন,ইহা শ্রবণকরত তুরুকেশ্বর রাজকুমার সেই উদাসীন একান্তে আসীন হইয়া এইরূপ বচন রচনা সমাপ্তি করিয়া স্বস্থানে প্রস্থান করিলে পর আমার জ্যেষ্ঠ রাজকুমার দুঃসহ বিরহ বেদনায় অত্যন্ত অধীর হইয়া শাস্ত্রচিন্তা সদালাপ রাজকার্য্য পর্য্যালোচনা ও অবশ্যক স্নানভোজনাদি ক্রিয়াপর্য্যন্ত পরিত্যাগ করিয়া একাকী নির্জ্জনে একান্ত বিষণ্ণমনে কালহরণ করিতে লাগিলেন। দিন যামিনী কেবল সেই সীমন্তিনীর চিত্রপট স্থিত লাবন্যময়ী মূর্ত্তি সন্দর্শন দ্বারা নয়নদ্বয় চরিতার্থ করেন। কাহারো সহিত বাক্যালাপ করেননা কেহ কিছু জিজ্ঞাসিলে উত্তর দেন না, আমি তনয়ের এইরূপ চিত্ত বিকৃত ঘটিত অবস্থা অবলোকন করিয়া বহুবিধ প্রবোধ বাক্যে বুঝাইয়া যখন দেখিলাম নিতান্তই পরিণয়াভিলাষে চীনদেশে গমনাভিলাষী হইলেন, তখন আমাকে গমনে সুতরাং সম্মতি প্রদান করিতে হইল। অনন্তর বহুতর অশ্বতর তুরঙ্গবর করভভিকর প্রমত্ত বারণ বীর সুশিক্ষিত সৈন্য সমূহ সুসজ্জীভূত হইয়া মেহের অঙ্গেজ বিবাহ আকাঙ্ক্ষী কুমারের অনুবর্ত্তী হইল। রাজকুমারও যথা বিহিত বিবিধ বেশভূষায় বিভূষিত হইয়া চিরমিত্র প্রিয়বয়স্যগণের হস্ত ধারণ করিয়া কুলক্রমাগত চির পরিচিত কুলদেবতাগণে যথাবিধি প্রণতি পুরঃসর স্বপ্ন যান আরোহণ করতঃ সমীচীন চীনরাজ্যে গমন করিলেন।

তথায় উপস্থিত হইয়া রাজকুমার চিত্তবিনোদিনী সভাসমীক্ষণে বিমোহিত হইয়া যথোপযুক্ত স্থানে উপবেসন পূর্ব্বক ইতঃস্তত অবলোকন করিতে লাগিলেন। চীনাধীশ্বর মহারাজ কয়মুছ সভায় আগমন করিয়া যখন গোলবেসেন্নুয়ার সংক্রান্ত প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিলেন, তখন কুমারের তনুলতা থরথর বেপথু হইতে লাগিল, তালুদেশ শুষ্ক হইয়া নীরস হৃদয় হইল।

ক্রমশঃ প্রকাশ্য।

আরব্য উপন্যাস।

পূর্ব্ব প্রকাশিতের শেষ।

কিন্তু জ্যেষ্ঠ মহিষীর ভ্রষ্টাচার কথা।
শুনিলে নৃপতি মনে পাইবেন ব্যথা॥
এইরূপ নানামত তর্ক করি মনে।
জ্যেষ্ঠসহ বসিলেন আসিয়া নির্জ্জনে॥
স্বীয় মহিষীর কথা করিলা বর্ণন।
শুনি সহরিয়ার হৈলা সুদুঃখিত মন॥
অনুতাপ করি বলে, যথা সুবিহিত।
দিয়াছ পাপাত্মা জনে শাস্তি সমুচিত॥
শ্রবণে তোমার মুখে হেন সমাচার।
ক্রোধাদি বিরাগভাব জন্মিছে আমার॥
ইহাতে তোমার হবে শোকের উদয়।
এমহে আশ্চর্য্য ভাই জানিহ নিশ্চয়॥
কিন্তু ভাই যদি মম ঘটিত এমন।
অল্পেতে না ক্ষান্ত আমি হতেম এখন॥
সহস্র সহস্র নারী করিতাম নাশ।
এমহে সামান্য কথা একি সর্ব্বনাশ॥
রমণী অঙ্কেতে থাকি হয় ব্যভিচার।
ইহাতে মনের ক্লেশ না হয় কাহার॥
সে যাহা হউক এবে কহ সহোদর।
কিরূপে অন্তর ক্ষোভ হইল অন্তর॥
অবশ্য অদ্ভুত হবে ইহার বৃত্তান্ত।
শুনিতে হয়েছি ব্যগ্র বল আদ্যোপান্ত॥
যতই উৎসুক জ্যেষ্ঠ শুনিতে কারণ।
ততই সাহজিনান বিষাদিত মন॥
মনে ভাবে শুনি মম নারী ব্যবহার।
বিজাতীয় ঘৃণা তাহে করিল প্রচার॥
কিন্তু নিজ প্রিয়সীর সেই আচরণ।
শুনিলে অধিক ক্ষুণ্ণ হইবে তখন॥
পরেতে বিনীত ভাবে করে নিবেদন।
আশঙ্কা হতেছে মম কহিতে কারণ॥
শুনিলে সেভাব ভাই, তোমার অন্তর।
অধিক ব্যথিত হয়ে হইবে কাতর॥
একারণ নাহি হয় বাসনা আমার।
কহিয়া সেকথা দুঃখ বাড়াই তোমার॥
শুনিয়া সহরিয়ার অনুজেরে কয়।
তোমার কথায় আরো হলেম বিস্ময়॥
পশ্চাৎ যা হয় হবে করহ বর্ণন।
শুনিতে ব্যাকুল বড় হইয়াছে মন॥
অগ্রজের অনুরোধ নারি উপেক্ষিতে।
আদ্যোপান্ত সমুদায় লাগিলা বর্ণিতে॥
বিশেষ বৃত্তান্ত তার করি সুবিস্তার।
জ্যেষ্ঠপ্রতি সহজিনান কহে আরবার॥
এসব আশ্চর্য্য কাণ্ড দেখিয়া নয়নে।
ভাবিলাম মহাশয় আমি মনেমনে॥
সর্ব্বসুখে সুখী তুমি ধরণী ঈশ্বর।
তোমার বণিতা ভজে অন্য নীচনর॥
অতএব মিছে আমি কেন ভাবি দুঃখ।
সকল রমণী হয় পতিরে বিমুখ।

ক্রমশঃ প্রকাশ্য।

মহিমাবর শ্রীযুক্ত বঙ্গবিদ্যা প্রকাশিকা পত্রিকা সম্পাদক মহাশয় সমীপেষু।

বিবিধ সম্মান পুরঃসর নিবেদনং। নিম্নস্থ কতিপয় পঁক্তি ভবদীয় পত্রৈক পার্শ্বে স্থানদানে বাধিত করিবেন।

গত আষাঢ় মাস হইতে এতজ্জনপদে বারিবাহ এবম্প্রকার বারি প্রদান করিতেছেন যে তাহাতে বহুবিধ ব্যক্তির মৃণ্ময় ও ইষ্টক আলয় সমূহ ভূমিসাত হইতেছে এবং ইত্যগ্রে যে তণ্ডুল প্রতি মুদ্রায় কাঁচি ১৷৫ সের বিক্রয় হইত এইক্ষণে তাহা ১✓৫ সের দরে বিক্রয় হইতেছে। অজস্র বারিধারা পতনে কৃষককুল চিন্তাকুল হইয়াছে, ভিক্ষাজীবিরা ভিক্ষা অন্বেষণে ভ্রমনে অশক্ততায় অনসনে কালক্ষয় করিতেছে; গৃহস্থেরাও কোনকর্ম্ম করিতে পারে না।

আমি বহুদিন এইস্থানে অবস্থান করিতেছি কিন্তু এবম্প্রকার দুর্দ্দিন কখনও স্বচক্ষে ঈক্ষণ করি নাই, হে ধীমান সম্পাদকবর! এদেশের দুরবস্থা নিবেদন বাহুল্য, একে বন্যাহকের প্রাদুর্ভাবেই জননিকর দুঃখপয়োধিতে নিপতিত, আবার জ্বর মহাশয়ও স্বীয়শক্তি এমত বিস্তার করিয়াছেন, যে যে আবাসে ১০ জন মনুষ্য তাহার মধ্যে ৮ জন জ্বরভোগ করিতেছে, হা পরমেশ্বর! তুমি একবারও দয়ার্দ্র নয়নে এই হতভাগা বগুড়া পানে ঈক্ষণ করিবা না? শোক একে অগ্নোপাষধ্যত্তেই বিব্রত তাহাতে আবার জ্বরের নিষ্ঠুরাচরণ কি প্রকারে সহ্য করিয়া ধৈর্য্যাবলম্বন করিবেক।

এস্থান চিকিৎসক শূন্য হইয়াছে, যদিচ কতিপয় মহোদয় আছেন, তাঁহারা যমরাজ সহোদর কি সহচর যাহা বলাযায় তাহাই সম্ভবে কেননা যমও যদি স্বীয়কর্ম্মের প্রাচুর্য্য বশত প্রাণীকে আকর্ষণে বিলম্ব করেন কিন্তু চিকিৎসক মহোদয়েরা তাহাও করিতে দেন না, এইত বিদ্যা, ইহাতেই আবার হস্তস্পর্শমাত্র মুদ্রা প্রদান না করিলে বদনভারি করিয়া বৈসেন, হা কি বিপদ?

শুনগো বগুড়াবাসি মোর নিবেদন।
সতত করহ মুখে হরি সঙ্কীর্ত্তন॥
ইহকালে সুখ হবে মোক্ষের আকর।
আপদেরপদ সেই সার পরাৎপর॥
হরি বিনা সংসারেতে বন্ধু নাহি আর।
নিরঙ্কুর বন্ধু তিনি জগতের সার॥
অগতির গতি সেই প্রভু জনার্দ্দন।
সতত বিরলে তাঁকে ডাক বন্ধুগণ॥
ভজিলে, ভব আপদ সব দূরে যাবে।
বিপরীতে বিপরীত নিতান্ত জানিবে॥

শ্রী জিঃ সিঃ শর্ম্মা। সাকিম জেলা বগুড়া॥

বিলাতীয় সমাচার॥

মস্কৌস্থলে রুষ বাদসাহের রাজটীকা হইবেক তাহারি আয়োজনে সমস্ত রাজকর্ম্মচারিরা ব্যস্ত হইয়াছেন, ঐ কার্য্য অতি সমারোহে সমাধা হইবেক।

রুষগবর্ণমেণ্ট কার্স নগর এবং সরপেণ্টের উপদ্বীপ ত্যাগ করিয়াছেন।

বিজ্ঞাপন।

হিত কথা টি ।০
বর্ণমালা ২৪ পেজে তা ৵
ধর্ম্মাঞ্জন টি ।।০
যিহুদীয় লোকদিগের বৃত্তান্ত টি ১
নবদ্বীপাধিপতি মহারাজা
কৃষ্ণচন্দ্র রায়ের বংশাবলি টি ।০
শান্তি শতক টি ।০
ঋতু সংহার টি ।০
ত্রিতাপ হারিণী টি ।।০
সত্য নারায়ণোপাখ্যাণ টি ।০
সত্যনারায়ণ ব্রত কথা টী ।০
গোপাল স্তোত্র টি ৵০
অদ্ভুত রামায়ণ টি ।।০
গীতাবলী টি ।০
গুরুতত্ত্ব টি ।।০
বর্ণমালা অর্থ সংযুক্ত টী ।০
বঙ্গভাষা বর্ণমালা টি ৵
ভারত বর্ষীয় সভার তৃতীয়
বার্ষিক বিবরণ টি ।০
ছোট জাগুলীয়া
হিতৈষি সভার বক্তৃতা টি ৴০
কারমেসি নাগরি টি ।।০
ঐ ঐ বাঙ্গালা টি ।।
পতিতোদ্ধার টি ১
পাঁচালী .... বা ।।০

বিধবা বিবাহ প্রচলিত হওয়া
উচিত কি না ১ নং টি ।।০
ঐ ঐ নং ২ টি ২
বিধবা বিবাহ নিষেধক
প্রমাণা বলি নং১ টি ।০
ঐ ঐ ২ নং টি ৶০
মোহ মুদ্গার পু টি ৵
ব্রেমলি সাহেবের
বক্তৃতা পু টি ৵০
ধারাপাঠ পু টি ৵
দায় কৌমুদি .... বা ৪
সার কৌমুদি .... বা ২

দিবাজ্ঞাপক।

ঘড়ি ন্যায় নূতন এক দিবা জ্ঞাপক ও ডেলি ইণ্ডিকেটর ইংরাজী ও বাঙ্গালা বৃহদক্ষরে মুদ্রিত হইয়াছে তাহাতে ১২৬২ অবধি ১২৭০ পর্য্যন্ত, ইংরাজি ১৮৫৬ অবধি ১৮৬১পর্য্যন্ত সন মাস, বার, ও দিন, সর্ব্বক্ষণ দৃষ্ট হইবে, ইহার ঘড়ির ন্যায় কাঁটা আছে ইহার মুল্য স্বাক্ষর কারির প্রতি ।।০ আট আনা এবং বিনা স্বাক্ষর কারির প্রতি ৶০ আনা মাত্র নির্দ্ধারিত হইল।

বিজ্ঞাপন।

NOTICE.

The undersigned has taken an Office at No 5 Commercial Buildings, for the transaction of a General American Commission Business.

J. D. BRACKETT

বিজ্ঞাপন।

সর্ব্বসাধারণকে জ্ঞাত করা যাইতেছে যে নিম্ন লিখিত সাহেব ৫ নম্বর কমর্সিএল বিলডীংঙ্গে মারকিন কমিসন এজিনসি খুলিয়াছেন।

জে ডি ব্র্যাকেট।

विज्ञापन।

सर्वसाधारणोंको जनाते हैं कि नीचेके लिखे ऋयहाबस ५ नम्बर कमर्सि एल बिलडीं मारकिन कमिसन एजिनसि खुला है।

सहि जे डि ब्राकेट।

পুস্তকালয়।

আমি হাবড়ার গবর্ণমেণ্ট ইস্কুলেতে এক পুস্তকালয় সংস্থাপন করিয়াছি তাহাতে নানা বিধ ইংরাজি ও বাঙ্গালা ইস্কুলবৈ এবং কাগজ কলম প্রভৃতি সংগ্রহ করিয়াছি যে কোন ব্যাক্তির প্রয়োজন হইবে তথায় মূল্য কিম্বা লোক প্রেরণ করিলে সুলভমূল্যে পাইতে পারিবেন।

শ্রীশ্রীনাথ দত্ত

এইপত্রিকার মাসিক মূল্য /০ ও অগ্রীম বার্ষিক ৫০ আনা এবং উপস্থিতক্রেতা দিগের নিমিত্তে প্রতি সংখ্যার দুই আনা মাত্র নির্দ্দিষ্ট করা গেল। আমরা কেবল সর্ব্ব সাধারণের উপকারার্থ এবং বঙ্গ ভাষার প্রতি অনুরাগ বশতঃই এই পত্রিকা প্রকাশ প্রবৃত্ত হইয়াছি। নচেৎ এত অল্প মূল্যে আমাদিগের বিশেষ লাভের প্রত্যাশা নাই। অতএব গুণজ্ঞ বিজ্ঞ গ্রাহকগণ সমীপে সবিনয়ে এই নিবেদন করিতেছি যে তাঁহারা প্রতি মাসে এই পত্রিকা প্রাপ্ত হইয়াই অনুকম্পা পূর্ব্বক মূল্য প্রদান করিবেন, কেননা /০ আনার নিমিত্তে সর্ব্বদা সরকার গতায়াত করিতে হইলে আমাদিগের অনেক ব্যয় হইয়া কেবল ক্ষতি হইবার সম্ভাবনা। অতএব আমারা ভরসা করি। যে বিদ্যানুরাগি বিবেচক গ্রাহক মহাশয়েরা এবিষয়ে বিবেচনা করিবেন। আর যাঁহারা অনুগ্রহ পূর্ব্বক অগ্রীম বার্ষিক মূল্য দিতে ইচ্ছা করেন, তাঁহারা এক বর্ষকাল নিয়মিতরূপে পত্রিকা পাইয়া পরে মূল্য প্রদান করিবেন।

বঙ্গবিদ্যা প্রকাশিকা পত্রিকা।

১১ সংখ্যা।

নির্ঘণ্ট।

বিবরণ।	পত্রাঙ্ক।
তত্ত্ববিষয়,	১৬১
এদেশীয় লোকের স্বভাব,	ঐ
বন্ধু হইতে প্রাপ্ত, স্বপ্ন বিষয়,	১৬২
সংসার তরু,	১৬৩
জলপ্লাবন,	১৬৪
মাগেলনের পৃথিবী বেষ্টনের বৃত্তান্ত,	১৬৫
টেলিমেকসের ভ্রমণ বৃত্তান্ত,	১৬৮
দৃষ্টান্তবাক্য সংগ্রহ,	১৬৯
মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র রায়ের জীবন চরিত্র,	১৭০
বাক্যবিন্যাস,	ঐ
রামায়ণ,	১৭১
মহাভার[illegible],	১৭২
আরব্য [illegible]ন্যাস,	১৭৩
গোলেবেসেন্মুয়া,	১৭৪
সুইডেন দেশের নরশার্দ্দূল,	১৭৫

কলিকাতা।

সমাচার সুধাবর্ষণ যন্ত্রে মুদ্রিত হইল।

সন ১২৬৩ সাল।

মূল্য ৵৹ আনা।

বিজ্ঞাপন।

পুস্তক বিক্রয়ের

পুস্তক		মূল্য
মাজিষ্ট্রেটীয় উপদেশ	বা	৬
আরবীয়োপাখ্যান ১ নং	টি	১
ঐ দ্বিতীয় খণ্ড	টি	১
ঐ তৃতীয় খণ্ড	টি	১
অপূর্ব্বোপাখ্যান	বা	২
মহাভারত অষ্টাদশ পর্ব্ব	বা	৪
রামায়ণ সপ্তকাণ্ড	বা	২
ঐ ঐ -	টি	১৸৹
গোলেবেসেন্নুয়া . .,	বা	১॥৹
ইং বাং ডিকস্যনরি	বা	৫
গৌড়ীয় ভাষার ব্যাকরণ	বা	।৴
মনোহরা উপাখ্যান	বা	১
চাহারদরবেস .	বা	১
পঞ্জাবেতিহাস	বা	১
চাণক্য শ্লোক	বা	॥৹
রস তরঙ্গিণী .	বা	১
বাঙ্গালা অঙ্ক পুস্তক পু	বা	১
শব্দ সাধন মুক্তাবলী	বা	১॥৹
ভূগোল . পু	বা	।৹
বেতাল পঞ্চবিংশতি গদ্য	বা	১॥
পুরুষোত্তম চন্দ্রিকা পু	টি	১
মনোতত্ত্ব সারসংগ্রহ	বা	১
ইংরাজি হিতোপদেশের বঙ্গভাষায়অনুবাদ	বা	১
জ্ঞান কিরণোদয় পু	বা	১
কৌতুক তরঙ্গিণী	বা	॥৹
জ্ঞান প্রদীপ প্রথম গুখ	বা	॥৹
মান ভঞ্জন পু	বা	।৹
পাঠশালা বশাইবার বিবরণ	টি	১
গণিতাঙ্ক পু	বা	॥৹
দিগদর্শন নং ১১	টি	৵৹
ঐ নং ২	টি	৵৹
বঙ্গভাষার ব্যাকরণ	বা	।৹
শিশুশিক্ষা দ্বিতীয় ভাগ	টি	৵৹
বর্ণ পরিচয় প্রথম ভাগ		১৫
ঐ ঐ দ্বিতীয় ঐ		১৫
নিত্য কর্ম্ম পদ্ধতি	টি	৵৹
রসমঞ্জরী .	টি	১
শিশুবোধক	টি	৵৹
বর্ণমালা	বা	৵৹
নীতি কথা প্রথম ভাগ	টি	৴৫
ঐ দ্বিতীয় ভাগ	টি	৴১৹
ঐ তৃতীয় ভাগ	টি	৴১৫
বাঙ্গালার ইতিহাস	বা	২
বেতাল পঞ্চবিংশতি পু	টি	।৹
উপাসনা কাণ্ড	টি	॥৹
স্ত্রীশিক্ষা বিধায়ক	টি	৸৹
শকুন্তলার উপাখ্যান	টি	।৶

২ খণ্ড।] মাসিক পত্রিকা। [১১ সংখ্যা।

তত্ত্ববিষয়।

জয় জয় জগদীশ জগৎ জীবন।
অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডচয় তোমার সৃজন॥
একরূপে সৃষ্টিকর অন্য রূপে নাশ।
তোমার আশ্চর্য্য লীলা কেকরে প্রকাশ
নানামূর্ত্তি ধরি জীব করহ পালন।
সকলের ভার তুমি করহ ধারণ॥
সর্ব্বকাল সর্ব্বস্থলে আছ বিদ্যমান।
চন্দ্র সূর্য্য গ্রহগণ তাহার প্রমাণ॥
তবকরে দিবাকর করে করদান।
হিমকর হিমকর করেন প্রদান॥
নিয়মেতে তারাগণ আকাশে প্রকাশে।
সকলেই তবশক্তি বিশেষে প্রকাশে।
সভয়েতে সদাগতি সদাগতি করে।
তোমার নিয়মে মৃত্যু সর্ব্বত্রে সঞ্চরে॥
তোমার মহিমা প্রভু কেবর্ণিতে পারে।
পঞ্চাননে ব্যাখ্যা করি পঞ্চানন হারে॥
বিধি বিষ্ণু ইন্দ্র আদি যতেক অমর।
তোমার স্বরূপ বর্ণে হেন শক্তি কার॥
ক্ষুদ্রবুদ্ধি জীব আমি কিবা শক্তিধরি।
কেমনে তোমার গুণ সংকীর্ত্তন করি॥
বিষয় বাসনা ব্যাধি হইয়া প্রবল।
তব দত্ত বুদ্ধি জ্ঞান হরিল সকল॥
অতএব দীননাথ কৃপাদৃষ্টি কর।
এঘোর শঙ্কটে নাথ দীনেরে উদ্ধার॥
কোটি ২ নমস্কার তোমার চরণে।
কাতরে করুণা করি রেখো শ্রীচরণে॥

এদেশীয় লোকের স্বভাব।

পৃথিবী মধ্যে বাঙ্গালিদিগের ন্যায় অনুরূপ গ্রাহী জাতি প্রায় দৃষ্ট হয় না, বাঙ্গালিরা সকল জাতির আচার ব্যবহার ধর্ম্ম অশন বসন ভূষণের প্রতিরূপ গ্রহণে বিলক্ষণ তৎপর। খ্রীষ্টিয়ান, মুসলমান, ইহূদী মগ, চীন ইত্যাদি জাতীয় লোকেরা চিরকাল স্বস্ব দেশের ব্যবহার ও ধর্ম্মানুগত আছে, অত্যল্প লোকে বিদেশীয় ধর্ম্ম বা আচার ব্যবহার গ্রহণ করে, এই কলিকাতা নগর মধ্যে নানা দেশীয় লোক আছে কিন্তু কাহাকেও হিন্দু ধর্ম্মাশ্রয় করিতে বা ধুতী চাদর পরিতে, অথবা নিরামিষ আতবান্ন খাইতে দেখা যায় না. কিন্তু বাঙ্গালিরা সকল বিষয়ে তদ্বিপরীতাচারী, যখন ভারতবর্ষ যবনদিগের অধীন ছিল তখন বাঙ্গালিরা যাবনিক ভাষা শিক্ষা, জোড়া চাপকান পরিধান, কালিয়ে কাবাব ভক্ষণাদি করিয়া যবন মতানুগামী হইয়া ছিল, এখন ইংরাজের অধিকারে

ইশু ভজন, ইংরাজী অধ্যয়ন, জ্যাকেট পেন্টুলন বুট মোজা পরিধান হোটেলে ভক্ষণ, সুরাপান ইত্যাদি ইংরাজী আচারানুগত হইয়াছেন, এই সকল অনুরূপ গ্রহণ এক্ষণে প্রধান পুরুষত্ব মধ্যে গণ্য হইয়াছে, ইহাই যে না করিতে পারে সেই ব্যক্তিই জন সমাজে হেয় ও নিন্দনীয় হয়, কিন্তু অন্যান্য জাতীয় কোন লোক অপর জাতীয় আচার ব্যবহারাদির অনুবর্ত্তী হইলে, দেশীয় লোকেরা তাহাকে সম্প্রদায়ের বাহির করিয়া দেয় এবং যৎসমূহ অশ্রদ্ধা করে।

বন্ধু হইতে প্রাপ্ত।

স্বপ্ন বিবরণ।

ধন আশে একদিন হইয়া ব্যাকুল।
কতস্থান ভ্রমি তবু না মিলিল কূল॥
অবশেষে বাসে আসি হয়ে ম্রিয়মাণ।
ক্ষুধায় তৃষ্ণায় হলো কণ্ঠাগত প্রাণ॥
ভাবিতে ২ হলো নিদ্রা আকর্ষণ।
সুখাবেশে নিশাশেষে ঘুমে অচেতন॥
হেনকালে দেখি স্বপ্ন অদ্ভুত প্রকার।
অকস্মাৎ এলো এক নারী চমৎকার।
কেমনে বর্ণিব রূপ কি দিব উপমা।
ত্রিজগত মধ্যে সেই নারী নিরুপমা।
সুবর্ণ বিবর্ণ হয় বর্ণ দেখি তার।
অপরূপ রূপ সেই জগতের সার॥
বিরলে বসিয়া বিধি বিবিধ যতনে।
গড়েছেন বুঝি সেই রমণী রতনে॥
ক্ষণকাল তার রূপ করিলে ভাবনা।
দূরেযায় শোক তাপ ভবের ভাবনা॥
হাসি ২ কাছে আসি বশি শয্যাপাশে।
কহিতে লাগিল কথা সুমধুর ভাষে॥
"ওহে যুবা মোহাবেশে কত নিদ্রা যাও।
চরম কালের প্রতি ভ্রমেও নাচাও॥
দারুণ ভবের দুঃখে নহ তুমি দুখী।
অনিত্য সুখেতে মজে আছ সদাসুখী॥
পুত্র মিত্র কলত্রেতে হইয়া বেষ্টিত।
ধনমান অভিমানে সর্ব্বদা গর্ব্বিত।
ধনার্জনে ব্যস্ত আছ মহামায়া ঘোরে।
পরমার্থ ধন তব লয়ে যায় চোরে॥
আমার ২ বলি ভ্রম বিশ্বময়।
সুধাভ্রমে খাইতেছ ফল বিষময়॥
গেল গেল গেলকাল সামাল ২।
দেখিতে ২ আসি গ্রাসিবেক কাল॥
শিশুছিলে যুবা হলে কালি হবে জরা।
তারপর কোন দিন ছাড়িবে হে ধরা॥
তথাচ বিষয়ে মুগ্ধ ওরে পাপজীব।
কথারাখ মাথাখাও ভাব নিজ শিব॥
টাকা ২ করি সদা ফের বিশ্বমাঝ।
টাকার নিমিত্ত তুমি কর নানাসাজ॥
হইয়া টাকার দাস কাল কাটাইলে।
নিত্য সুখ রসাস্বাদ কভু না জানিলে॥
স্থির করিয়াছ তুমি মনেতে নিশ্চয়।
ধর্ম্ম অর্থ কাম মোক্ষ অর্থে লাভহয়॥
কিছুমাত্র নাহি বোধ তুমি মূঢ় জন।
কি ছার সুখেতে মত্ত আছ অনুক্ষণ॥
ধনে কিছু সুখ নাই শুন বলি সার।
যে বলে ধনেতে সুখ সে অতি অসার॥
বহুদুঃখ বিনা ধন না হয় অর্জন।
ততোধিক ক্লেশ লাগে করিতে রক্ষণ॥
হেন ধন কোনমতে হৈলে অপচয়।

ধনের শোকেতে হয় কলেবর ক্ষয়॥
ধনমত্ততায় লোক হয় দুরাচার।
অভক্ষ্য ভক্ষণ করে না থাকে আচার॥
পরধন পরদারা হরে ধনবলে।
অকারণে রূঢ়বাক্য মানিজনে বলে॥
ধনমদে মত্তহলে নাহি থাকে জ্ঞান।
অনায়াসে গুরুজনে করে অপমান॥
ধনগর্ব্বে গর্ব্বিত হইয়া যত নর।
করিছে দারুণ কর্ম্ম কহিতে বিস্তর॥
বিচারিয়া দেখ জীব হয়ে স্থির মন।
ধনার্জ্জনে ক্ষয় যদি করহ জীবন॥
তথাপি হে নিত্যসুখ কভু না পাইবে।
দুর্ল্লভ মানব দেহ বিফলে যাইবে॥
অতএব সত্যসুখ কর অন্বেষণ।
একচিত্তে চিন্ত সদা জীবের জীবন॥
তখন করিবে নিত্য সুখ সুধাপান।
সন্তোষ হইবে চিত্ত ঘুচিবে অজ্ঞান॥
সন্তোষ হইলে মন আর কারে ভয়।
শঙ্কাছেড়ে ডঙ্কামেরে যমে কর জয়॥
আপনার হিতবাঞ্ছা যদি থাকে মনে।
ছাড়িয়া ভবের ভাব ভাব নিরঞ্জনে॥
ধনতৃষা কর কৃষা চিত্ত কর বশ।
যদবধি দেহ তব না হয় অবশ॥
ভাল যদি চাহ জীব ছাড় মিছেখেলা
ধন জন পরিজন সংসারের মেলা॥
দেখ ২ চেয়ে দেখ ক্ষয় হয় আয়ু।
যাই ২ করিতেছে তব প্রাণ বায়ু॥
দিয়া ফাকি প্রাণ পাখি পলাবে যখন।
হয়ে মরা পড়ি ধরা রহিবে তখন॥
সে সময়ে ধন তব সঙ্গে নাহি যাবে।
পুত্র মিত্র কলত্রাদি সকলে পলাবে॥
সে সময়ে একমাত্র বন্ধু সেই জন।
সকল ছাড়িয়া লহ তাঁহার শরণ॥
তবে সে পরম পদ চরমেতে পাবে।
নতুবা যমের দণ্ডে তুণ্ড খণ্ড হবে॥
আর আমি কত কব নিশি হলো শেষ।
এখন প্রস্থান করি আপনার দেশ॥
দেখিয়া তোমার দশা ফাটে মোরবুক।
সেইজন্য আসিয়াছি খণ্ডাইতে দুখ॥
মম উপদেশে যদি পেয়েথাক জ্ঞান।
পাইবে অক্ষয় সুখ ঘুচেযাবে ভান॥"

সম্পাদক মহাশয়, রমণীর উপদেশ বাক্য শ্রবণে আমার তখন দিব্যজ্ঞান জন্মিল এবং ঐ রমণীর নাম জানিবার মানসে যেমন তাঁহার চরণ ধারণার্থ হস্ত প্রসারণ করিলাম অমনি ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল, আপাদ মস্তক ক্ষুধায় জ্বলিয়া উঠিল। এদিগে পূর্ব্বদিগে দিগান্ধকার দূর করিয়া দিননাথ উদয়াচল চূড়ায় আরোহণ করিলেন; আমি প্রাতঃকৃত্যাদি সমাপনান্তে জঠর জ্বালা নিবারণার্থে ভিক্ষায় যাত্রা করিলাম।

কস্যচিৎ অর্থ দাসস্য।

সংসার তরু।

সংসার স্বরূপ এক বিশাল বৃক্ষে সুধাময় ও বিষময় এই দুই ফলফলে, এক বৃক্ষে দুই প্রকার ফলোৎপন্ন হয় ইহা শুনিলে আপাততঃ সকলেই আশ্চর্য্য বোধ করিতে পারেন, কিন্তু বিবেচনা করিয়া দেখিলে আশ্চর্য্য কিছুই নাই, সামান্য মালিরা একটা মিষ্ট এবং একটা অম্ল আম্র বীজ

একত্রে রোপন করিলে পর ঐ দুই বীজ হইতে দুই বৃন্ত নির্গত হইয়া ক্রমে উভয় বৃন্ত সংলগ্ন হইয়া এক মূল হয়, তাহাতে কিছুমাত্র ভেদ থাকেনা, কিন্তু ফলের আস্বাদনে প্রভেদ হয়, তদ্রূপ সংসার পাদপের মূল এক কিন্তু বীজ পৃথক, পাপ পুণ্য বীজে এই সংসার বিটপোৎপাদন হইয়াছে, পাপমূল হইতে গরল ফল এবং পুণ্য মুল হইতে অমৃত ফল উৎপন্ন হয়। জীবেরা আপনাপন সুকৃতি দুষ্কৃতি অনুসারে ফল ভোগ করে। অধর্ম্ম প্রবৃত্তি জীবদিগের স্বভাব সিদ্ধ, বিদ্যা ও জ্ঞান দ্বারাই ধর্ম্মাধর্ম্ম বোধ হয়, যাহারা বিদ্যা প্রভাবে নির্ম্মল বুদ্ধি পাইয়াছে তাহারাই সংসার তরুর মিষ্ট ফল বাছিয়া লইতে পারে, আর যাহারদিগের নয়ন অবিদ্যান্ধকারে অন্ধীভূত আছে তাহারা সুধাভ্রমে বিষ ফল ভক্ষণ করিয়া পরিণামে গরল জ্বালায় ছটফট করিতে থাকে, তখন আর মন্ত্র তন্ত্র ঝাড়ান কাড়ান কিছুই খাটেনা।

জলপ্লাবন।

কালের বিচিত্রাগতি লীলা বুঝা ভার
কালে ২ গেল সব কাল ব্যবহার।।
সর্ব্বকালে প্রচলিত আছে ষড় কাল
প্রবল দুর্ব্বল কভু নাহি কালাকাল।।
স্বভাব স্বভাব হীন অভাব সকল।
সে ভাব ভাবিলে হয় অন্তর বিকল।।
কিক্ষণে বরষা কাল হইয়া বিগুণ।
শমন অধিক জ্বালা দিল শত গুণ।।
চিরকাল গেল, হলো বৃদ্ধ কালাগত।
প্রবীণ দশায় কাল না হইল নত।।
আসিছে চরম কাল সে কাল ভাবনা।
কালকাছে গেলে কাল কবে কি বলনা।।
নাহি ধর্ম্ম কর্ম্ম জ্ঞান দারুণ পাষণ্ড।
মজাইল সৃষ্টি সব হইয়া দোর্দ্দণ্ড।।
ধরা যায় রসাতল অবিশ্রান্ত জলে।
জীব জন্তু আদি কত মরিল সকলে।।
যত নদী বেগবতী তরঙ্গ প্রখর।
পতি অঙ্গ সঙ্গ আশে ধায় নিরন্তর।।
গৃহ দ্বার বাস্তু বৃক্ষ করিল বিনাশ।
জীবনে জীবের সব কৈল সর্ব্বনাশ।।
নাজানি কিদোষে কাল করে হেন দ্বেষ।
ক্রমশঃ প্লাবিত সব করিলেক দেশ।
নিষ্ফল হইল বীজ হইয়া বপিত।
শশ্য হওা দূরে থাক্ নহে অঙ্কুরিত।
যাহারা জীবিত রবে ভয়ঙ্কর বানে।
পশ্চাতে আহারাভাবে মরিবেপরাণে।
প্রবল হয়েছে কাল নাহি ধর্ম্ম ভয়।
কিন্তু অতিশয় কোন কর্ম্ম ভাল নয়।।
সবে বলে অতি বৃদ্ধি ত্বরায় পতন।
বুঝিবা কালের তাই নিকট মরণ।।
এবান বরষা দেখি হেন বলবান।
এক ঋতু সর্ব্বকাল হয় অনুমান।
সুখদ শরত কাল অবসান হয়।
তথাপি দুরন্ত বর্ষা ক্ষান্ত কভু নয়।।
খাইয়া সমস্ত দেশ না পুরিল আশ।
এখন নাজানি কত আছে অভিলাষ।।
দুষ্টের সামর্থ্য মাত্র অনর্থ কারণ।

কেবল অনিষ্ট করে পেলে শিষ্টগণ।
কিন্তু বীর্য্যবন্ত কাছে কভু নাহি যায়।
শ্রবণে বলীর নাম সভয়ে পলায়।
দেখহ সকলে তার প্রত্যক্ষ প্রমাণ।
ইংরাজের ভয়ে হৈল পরাভব বান।।
লাহোর শৃগালকোট দিল্লী পেশোয়ার।
বানারস জঙ্গীপুর অযোধ্যা নগর।।
নবদ্বীপ প্রভৃতি যতেক দেশচয়।
প্রবল বানের বেগে হৈল জলময়।।
মহা গোল উঠেছিল নগর ভিতরে।
বান ২ শব্দ শুনি প্রতি ঘরে ঘরে।।
ইংরাজ পত্রের যত সম্পাদক যুটী।
গোলকরে মজামারে, দেখে ছুটাছুটী।
অলংঘ্য সাহেবী বাক্য বেদের সমান
কার সাধ্য সেই বাণী করিবেক আন।
ইংরাজী কাগজে দেখি বানের সংবাদ
নগরীয় লোক যত গণিল প্রমাদ।।
হয়েছিল মহাবান ফরাসিস দেশে।
পঞ্চশত ক্রোশ দেশ গিয়াছিল ভেসে।
পঞ্চাশ সহস্র লোক তাহে যায় মারা
সর্ব্বস্বান্ত হইয়াছে, মরেনাই যারা।।
সেই ভয়ে ভয় পেয়ে শ্বেতকান্তিগণ।
ধন প্রাণ রক্ষা হেতু সচিন্তিত মন।।
নীচের গুদামে যত গবাক্ষাদি ছিল।
ইট দিয়া সে সকল বুঝাইয়া দিল।।
এইরূপ নগরে উঠিল মহা গোল।
বান এলো ২ বেজে গেল ঢোল।।
পূর্ণিমার কটালেতে ভাসিবে নগর।
এই কথা সদা হয় প্রতি ঘরে ঘর।।
কিন্তু ক্রমে প্রতিপদ পৌর্ণমাসী গেল।
তথাপি বানের জল কিছু না বাড়িল।
পর্ব্বতের গর্ব্ববৎ হইল নিস্ফল।
তোপ ভয়ে অগ্রসর না হইল জল।।
নবদ্বীপ গ্রাস করি বলে আইল টুটে।
ইংরাজের ভয়ে বান পলাইল ছুটে।।
উত্তরেতে ভাগীরথী বলবতী হন।
প্রখর স্রোতেতে ভাঙ্গে নগর পত্তন।।
ভাগীরথীস্রোতে ভাঙ্গে পাহাড়পর্ব্বত।
ইংরাজের কাছে হেন গঙ্গা শীর নত।
বান্ধিয়া রেখেছে তাঁরে যেন বাঁধা গরু।
ভাবনায় দিন ২ হতেছেন সরু।।
প্রবল প্রতাপ আদি সব গেছে তল।
ভাবিতে ২ দেবী হলেন বিকল।।

মাগেলনের পৃথিবী বেষ্টনের বৃত্তান্ত।

পূর্ব্ব প্রকাশিতের শেষ।

উক্ত বন্দরে অবস্থান করিবার সময় সেণ্টিয়াগো নামক একখান জাহাজ নূতন ২ স্থল দর্শন করণার্থ যাত্রা করিয়াছিল, তাহাতে ৩ মে তারিখে পবিত্রক্রশ প্রাপ্তি পর্ব্বাহে সেণ্টাক্রুজ নামক নদী প্রকাশিতা হয়। পরে ঐ জাহাজ আরও সার্দ্ধ চারি ক্রোশ দক্ষিণে গমন করিয়া বালুকাময়চরে বদ্ধ হইয়া নষ্ট হইল, তাহার লোকেরা অত্যন্ত ক্লেশ সহ্য করিয়া অবশেষে প্রাণ লইয়া অন্যান্য জাহাজে উপনীত হইয়াছিল। স্পেন দেশীয় লোকেরা ঐ অঞ্চলে অনেক কাল অবস্থান করত তথাকার নিবাসিদের সহিত আলাপও স্বাদ্যতা করিবার সুযোগ প্রাপ্ত হইল, তাহারা প্রথমত ঐ দেশকে নির্ম্মনুষ্য জ্ঞান করিয়াছিল।

পরে একদিবস দেখিলেক যে তথাকার একজন প্রকাণ্ডমূর্ত্তি অথচ পরিমিতাঙ্গ লোক নৃত্যগীত করিতে করিতে সমুদ্র কূলে আসিয়া মস্তকে ধূলী নিক্ষেপ করিয়া মিত্রতার সঙ্কেত করিতেছে, জাহাজাধ্যক্ষেরা তাহা দেখিয়া এক জন নাবিককে কূলে অবরোহণ করিয়া ঐ আমোদমত্ত অসভ্য পুরুষের অনুরূপ ভঙ্গিমা করিতে আদেশ করিলেন। পিগাফেটা কহেন সেই বন্য পুরুষের আকৃতি এমত প্রকাণ্ড যে কষ্টিনগরীয় সামান্য গঠনের লোক দণ্ডায়মান হইলে তাহার উরুদেশের অধিক উচ্চ হইত না, তাহার শরীরের বিস্তারও তদনুযায়ি বৃহৎ ছিল সুতরাং তাহাকে প্রকাণ্ডাকৃতি বোধ হইত, তাহার মুখ লোহিতবর্ণ কেবল নয়নসন্নিধানে একটা বর্ত্তুলাকার পীতবর্ণ রেখা এবং গণ্ডদেশে দুইটা হৃদয়াকৃতি চিহ্নছিল, তাহার বেশ এক প্রকার শুভ্রচূর্ণকে পূর্ণছিল এবং গিয়ানোকো নামক পশুচর্ম্মের বসনে আপাদ মস্তক আচ্ছাদিত ও হস্ত পাদ বেষ্টিত ছিল, অতএব সমস্ত শরীর একখান বস্ত্রে আবৃত থাকাতে তাহার বেশ প্রাচীন আয়র্লণ্ডীয়দের ন্যায় বোধ হইল। ঐ ব্যক্তির পাদুকাও উক্ত পশুর চর্ম্ম নির্ম্মিত ছিল তাহাতে তাহার চরণ বৃহৎ গোলাকৃতি বোধ হইয়াছিল এবং তজ্জন্য ঐ দেশস্থ সমুদায় লোকের নাম "পাটাগোনিস" অর্থাৎ "অপরিষ্কৃত খুর বিশিষ্ট" হইল। ঐ প্রকাণ্ডমূর্ত্তি পুরুষের হস্তে ধনুর্ব্বাণ ছিল, সে ধনুর জ্যা অন্ত্রময় এবং বাণের ফলা সুতীক্ষ্ণ প্রস্তর ময়, সে ব্যক্তি নাবিকাধ্যক্ষের জাহাজে আরোহণ করিয়া স্বচ্ছন্দে ভোজন পান ও আমোদ করিতে লাগিল। পরে এক লৌহ দর্পণে আপনার প্রতিবিম্ব দেখিতে পাইয়া মহাত্রাশে দুই এক পাদ পশ্চাৎগত হইল, তাহার এই আকস্মিক শঙ্কুচিত গমনে চারি জন স্পেনীয় লোক হটাৎ নিক্ষিপ্ত হয়। অনন্তর ঐ অসুররূপী পুরুষের প্রতি নাবিকদের ভদ্রতাচরণ দেখিয়া তজ্জাতীয় অন্যান্য অনেক লোক সমুদ্রকূলে সমাগত হইল, এবং তথা হইতে জাহাজোপরি উপস্থিত হইয়া উত্তমরূপে ভোজনপান করিল, তাহারদের ৬জনের আহারে নাবিকদিগের বিংশতি জনের উদর পরিপূর্ণ হইত। তাহাদের মধ্যে প্রথম ব্যক্তি আকাশ মণ্ডলে দৃষ্টি করিয়া, বোধ হয়, মনে ২ ভাবিয়াছিল, যে শুভ্রবর্ণ ইউরোপীয় লোকেরা বুঝি স্বর্গহইতে অবতীর্ণ হইয়াছেন, ফলতঃ বৃহৎ বৃহৎ অর্ণব যানে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মনুষ্য দেখিয়া সকলেই চমৎকৃত হইয়াছিল। তাহারদের বেশভূষা এবং অস্ত্রধারণ প্রায় এক প্রকার ছিল, তাহাদের কেশ অনতি দীর্ঘ এবং শিরোবেষ্টক বন্ধনীতে বাণ সংলগ্ন থাকিত, তাহারা আশ্চর্য্যবেগে ধাবমান হইতে পারিত, এবং মাংস পাইবামাত্র পাক না

করিয়াই ভক্ষণ করিত, তাহারা রক্তের অতিরিক্ত সঞ্চারে কোন অঙ্গ পীড়িত দেখিলে যত্ন কি মনোযোগ না করিয়া তদঙ্গ হইতে শোণিত নির্গত করিত, এবং কোন রোগীকে বমন করাইতে হইলে কণ্ঠদেশে বাণ প্রবেশ করিয়াদিত, মাগেলন ঐ অদ্ভুত জাতীয় কয়েক জন লোককে স্বদেশে লইয়া যাইতে বাসনা করিয়া অতি অভদ্ররূপে তাহারদের সহিত প্রতারণাকরিতে লাগিলেন। দুইজন সুন্দর যুবককে মনে২ নির্ব্বাচন করিয়া দর্পণ ছুরী কাচ প্রভৃতি নানা অপূর্ব্ব সামগ্রী দিয়া তাহাদের করতল পরিপূর্ণ করিলেন। পরে তাহাতে লৌহ ময় বলয় (অর্থাৎ শৃঙ্খল) দিতে চাহিলেন, ঐ অসভ্য নর পশুরা তাঁহার অভিপ্রায় না বুঝিয়া তাহাও গ্রহণ করিতে অস্থির হইল কিন্তু হস্ত পূর্ণ থাকাতে ধারণ করিতে পারিল না। মাগেলন তাহারদিগকে ঐ লৌহময় অলঙ্কার স্বচ্ছন্দে লইয়া যাইতে সক্ষম করিবার ছলে শৃঙ্খলদ্বারা তাহারদের পদ বন্ধন করিলেন, তখন অসভ্য যুবকেরা তাঁহার প্রতারণা বুঝিয়া আপনারদিগের বন্ধন মোচনার্থ অনর্থক চেষ্টা করিল, এবং চীৎকার করিয়া "সেতেবোসা" নামক দেবতার নাম উচ্চারণ করিতে লাগিল। নাবিকাধ্যক্ষ ইউরোপখণ্ডে ঐ আসুরিক জাতির বংশবৃদ্ধি করণার্থ দুই জন নারীকেও সঙ্গে লইয়া যাইতে বাঞ্ছা করিলেন, নারীরা ঐ প্রকার প্রকাণ্ডাকারা অথবা শুদ্ধ স্বরূপা ছিল না, তথাপি তাহাদের স্বামীরা সন্দেহ প্রযুক্ত তাহাদিগকে সমুদ্রকূলে আসিতে দেয় নাই সুতরাং তাহারা সর্ব্বদা দৃষ্ট না হওয়াতে তাহাদিগকে ছল দ্বারা হরণ করা অসাধ্য হইল। পরে নাবিকেরাপুরুষের পরিবর্ত্তে স্ত্রীলোক লইবার মানসে আর দুইজন পুরুষকে ধরিতে প্রতিজ্ঞা করিল, কিন্তু ছলদ্বারা যেমত কার্য্য সিদ্ধি করিয়াছিল বলদ্বারা তাদৃশ করিতে পারিল না, ৯ জন অতি বলিষ্ঠ স্পেনদেশীয় লোক দুইজন অসভ্যকে অতি কষ্টে ভূমিতে ফেলিয়াছিল কিন্তু এক জন তাহাদের সমস্ত চেষ্টা নিষ্ফল করিয়া তৎক্ষণাৎ পলায়ন করিল। কিয়ৎক্ষণ পরে অবশিষ্ট জনও আপনার বন্ধন মোচন করিল, স্পেনীয় লোকেরা তাহারদের পশ্চাতে তাড়না করিতে যত্ন করিলে একজনা বিষাক্ত বাণের আঘাতে হত হইল। পিগাফেটা লেখেন "নাবিকেরা আগ্নেয় অস্ত্র ক্ষেপ করিয়াছিল কিন্তু পলায়ন পর অসভ্যদিগের একজনকেও আঘাত করিতে পারে নাই কেননা অসভ্যেরা সরল গতিতে ধাবমান হয় নাই, পার্শ্বে পার্শ্বে লম্ফদিয়া তেজস্বী তুরঙ্গের ন্যায় সম্পূর্ণ বেগে ও বক্র গতিতে গমন করিয়াছিল।"

ক্রমশঃপ্রকাশ্য।

বিঃ কঃ।

টেলিমেকসের ভ্রমণ বৃত্তান্ত।

পূর্ব্ব প্রকাশিতের শেষ।

আমি অতি গোপনভাবে ইথাকা হইতে পিতৃ অন্বেষণে বহির্গত হইয়া প্রথমত পাইলস দেশের প্রাচীন রাজা নেষ্টরের নিকট, পরে লার্সিডিমনের রাজা মেনিলেয়সের নিকট গমন করিলাম কিন্তু তাঁহারা কেহই পিতার কোন বার্ত্তা বলিতে পারিলেন না, তাহাতে আমি অস্থির চিত্ত হইয়া সিসিনিউপ দ্বীপে যাইবার প্রতিজ্ঞা করিলাম, যেখানে, শুনিয়াছিলাম, পিতার তরণী বায়ুর প্রাতিকূল্যে তাড়িত হইয়াছিল কিন্তু আমার এই বন্ধু মেণ্টর আমাকে সেই ধ্বংসনীয় প্রতিজ্ঞাভঙ্গের পরামর্শ দিয়া কহিলেন, "তথায় যাইলে জলেস্থলে বিপদ ঘটিবে, সাইক্লোপ দেশীয় লোকেরা নরমাংস ভক্ষণ করে এবং ঐ দ্বীপের সমুদ্রে ট্রোজান ও ইনিয়সের জাহাজ সকল আছে, যাহারা গ্রিকদেশীয় লোক বিশেষতঃ তোমাকে পাইলেই ধ্বংস করিবে, কেননা ট্রয়নাশের প্রধান কারণ তোমার পিতা, অতএব স্বদেশে প্রত্যাগমন করা কর্ত্তব্য, দেবপ্রিয় তোমার পিতা, বোধ করি, ইথাকায় গিয়া থাকিবেন, আর যদি তাঁহার মৃত্যু হইয়াথাকে তবে তুমিও পুত্রের কর্ত্তব্য কর্ম্ম সাধন করিয়া সিংহাসনারোহণ করিবে, এবং সকল গ্রিকেরা জানিবে যে তুমি পিত্রাসনের উপযুক্ত পাত্র বট,, দুর্ব্বুদ্ধি প্রযুক্ত আমি এই জ্ঞানীর হিতবাণী না শুনিয়া আত্মবুদ্ধি শুভকরী জ্ঞান করিলাম তথাচ এই পরমোপকারক মিত্র স্নেহ প্রযুক্ত আমার সঙ্গী হইলেন। দেবতারা আমার অজ্ঞতার দণ্ড ও ক্লেশদ্বারা জ্ঞানশিক্ষা দিবার জন্য আমাকে মহাবিপদে নিক্ষেপ করিলেন।

টেলিমেকসের বাক্য শুনিতে ২ কেলিপ্সো মনোযোগ পূর্ব্বক মেণ্টরের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া মেণ্টরের অঙ্গে দেবচিহ্ন দেখিয়া সচকিতা হইলেন এবং নিশ্চয় কিছু স্থির করিতে না পারিবায় তাঁহার মন দ্বৈধ ও ভয়পূর্ণ রহিল এবং আন্তরিক ভয় প্রকাশ পাইবার ভয়ে টেলিমেকসকে কহিলেন, তৎপর বৃত্তান্ত ব্যক্ত কর।

তিনি পুনরারম্ভ করিলেন, তৎপরে আমরা সুবাতাসে সিসিলির দিগে চলিতেছিলাম, হটাৎ মেঘাচ্ছন্ন ও নিবিড়ান্ধকার হইয়া ঝড় উঠিল এবং মধ্যে ২ কেবল তড়িদালোকে অন্যান্য জাহাজ দৃষ্টি হইল, ঐ সকল তরী ট্রোজেনদের, যাহারা আমারদের পক্ষে ঝড় অপেক্ষাও ভয়ানক, তখন আমি যৌবনাবস্থার অপরিণত বিবেচনার ফলানুভব করিলাম, কিন্তু এই বিপদকালে মেণ্টর নির্ভয় সুস্থির ও স্বাভাবিক আনন্দিত ছিলেন এবং আমাকে সাহস

দিলেন, তাঁহার সাহসবাক্যে আমার অজেয় সাহস জন্মিল, কর্ণধার ভয় বিহ্বল হইলে যৎকালে মেণ্টর স্থিরতার সহিত জাহাজ চালাইতে ছিলেন, সেইকালে আমি তাঁহাকে কহিলাম, হে প্রিয় মেণ্টর! কেন আমি তোমার পরামর্শ অগ্রাহ্য করিয়া স্বীয় অপকৃবুদ্ধিতে বিশ্বাস করিয়াছি, যাহা ভূতভবিষ্যৎ বর্ত্তমান কালের কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য কিছুই জানে না, আমার আর কি অধিক বিপদ ঘটিবে, যদি এই বিপদে রক্ষা পাই তবে এখন অবধি আপন বুদ্ধিকে পরমশত্রু ও তোমাকে শ্রেষ্ঠতম মিত্র জ্ঞান করিব। মেণ্টর হাস্য করিয়া উত্তর করিলেন, যখন তোমার ঈদৃশি আত্মবুদ্ধির দোষাদোষ বিচার জন্মিয়াছে তখন আর আমি তোমাকে ভৎর্সনা করিব না, আমি তুষ্ট হইয়াছি, কিন্তু শঙ্কা করি, বিপদুত্তীর্ণ হইলে পাছে তোমার পূর্ব্বাহঙ্কার উদয় হয়, যাহা হউক এইক্ষণেকেবল সাহস দ্বারা আমরা রক্ষা পাইতে পারিব, বিপদ ঘটিবার পুর্ব্বে তাহা ভয়ানক বিবেচনা করিতে হয় কিন্তু উপস্থিত বিপদকে উৎপন্ন বুদ্ধিতে হেয় করা উচিত, রমণীরাই বিপদকালে হতবুদ্ধি ও হীনবীর্য্য হয়, অতএব তোমার নাম রক্ষা কর এবং ক্লেশ সমষ্টিকে পদতলে রাখ। মেণ্টরের উপদেশে ও সাহসে এবং বিশেষতঃ যে উপায়ে তিমি জাহাজ রক্ষা করিলেন তদ্দ্বারা আমি মহা হর্ষান্বিত হইলাম। মেঘ পরিষ্কার হইলে দৃশ্য হইল যে আমারদের ন্যায় একখান ট্রোজন জাহাজ বায়ুবেগে দুরস্থ হইয়াছে, তাহার পশ্চাদ্ভাগে পুষ্পমালা ছিল। মেণ্টর তৎক্ষণাৎ আমারদের তরী ঐ প্রকারে সজ্জিত করিয়া এবং দাঁড়িদিগকে নত হইয়া দাঁড় টানিতে আজ্ঞা দিয়া ট্রোজন তরী সমুহের মধ্যদিয়া তরী চালাইয়া গেলেন, তাহারা স্বদলস্থ জ্ঞানে কিছু না বলিয়া আফ্রিকার দিগে গেল এবং আমরা সিসিলি উপদ্বীপের নিকট আইলাম। আমরা বহুশ্রমে যে শত্রু হস্ত হইতে ত্রাণ পাইলাম সিসিলিতে ততোধিক ভয়ানক অরি করে পড়িলাম, কারণ ট্রয়দেশীয় লোকেরা পলায়িত হইয়া আসিষ্টিস রাজার আশ্রয়ে সিসিলিতে বাস করিয়াছিল, ঐ রাজা ও ট্রয়বংশজাত। আমরা তীরে তরী লঙ্গর করিবামাত্র তাহারা আমারদের জাহাজ জলমগ্ন ও সমস্ত নাবিকগণকে নষ্টকরিয়া মেণ্টরকে ও আমাকে বন্ধন করতঃ রাজার নিকটে লইয়াগেল, আমরা নিশ্চয় মৃত্যু প্রত্যাশা করিয়া ছিলাম। ক্রমশঃ প্রকাশ্য।

দৃষ্টান্তবাক্য সংগ্রহ।

৭০ ঘুঘু দেখেছ ফাঁদ দেখ নাই।
৭১ বাঘের ঘরে ঘোগের বাসা।
৭২ জামীন হয় দিতে, গাছে উঠে মরিতে।
৭৩ যখন যেমন তখন তেমন।

৭৪ বেল পাকিলে কাকের কি।
৭৫ মনে করেছিল কেও, পাকিলে খাবেন ডেও।
৭৬ একি ওঠ ছুঁড়ি তোর বিয়ে।
৭৭ যার ধন তাহার ধন নহে নেপো মারে দই।
৭৮ কুকুরকে নাই দিলে ঘাড়ের উপর চড়ে।
৭৯ কুকুরকে মুগের পথ্য।

মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র রায়ের জীবন চরিত্র।

পূর্ব্ব প্রকাশিতের শেষ।

রায় মজুমদারের উন্নতি যথেষ্ট হইল, কিছু কালান্তরে যশোহর নগরে প্রতাপাদিত্য নামে রাজা অতিশয় প্রতাপান্বিত হইয়া রাজকর প্রদান রহিত করিলেন। তাহার বিশেষ বৃত্তান্ত প্রতাপাদিত্য চরিত্রে বিস্তার আছে।

রাজা প্রতাপাদিত্যকে ধরিবার জন্য দিল্লীর বাদসা রাজা মানসিংহকে আজ্ঞা করিলেন, তুমি বাঙ্গালায় যাইয়া রাজা প্রতাপাদিত্যকে ধরিয়া আন. রাজা মানসিংহ তাহা স্বীকার করিয়া পশ্চাৎ বিবেচনা করিলেন, রাজা প্রতাপাদিত্য বড় দুর্দ্দান্ত, সেই দেশীয় একজন উপযুক্ত মনুষ্য পাইলে প্রতাপাদিত্যকে ধৃত করণের সুবিদা হয়। ইহার পর্ব্বে ভবানন্দ রায় মজুমদার বঙ্গাধিকারির নিকট যাতায়াত করিতেছিলেন, তাহাতেই রাজা মানসিংহ ভবানন্দ রায় মজুমদারকে জ্ঞাত ছিলেন, তখন তাঁহার স্মরণ হইল যে ভবানন্দ রায় মজুমদার সর্ব্বশাস্ত্রে পণ্ডিত এবং গৌড় নিবাসী অতএব বঙ্গাধিকারীকে কহিয়া রায় মজুমদারকে লইতে হইবে, ইহাই স্থির করিয়া বঙ্গাধিকারীকে রাজা কহিলেন, তোমার ভৃত্য ভবানন্দ রায় মজুমদারকে আমার সঙ্গে যাইতে অনুমতি কর।

বাক্য বিন্যাস।

ভস্মে ঘৃত ঢালা।

শুক্রের নন্দন কয়, শুন দৈত্য মহাশয়
তব পুত্র প্রহ্লাদের গুণ।
পুস্তকে না রাখে দৃষ্টি, করে অন্য ২
সৃষ্টি, অধ্যয়নে না হয় নিপুণ ॥
শিশু মেলি করে গোল, বলে হরি ২
বোল, এত মোর হৈল বড়জ্বালা।
যতপড়া পড়্যেছিনু, যতপড়া পড়াইনু, মিথ্যা হইল, ভস্মে ঘৃত ঢালা ॥

ধর্ম্মোরক্ষতি ধার্ম্মিকং।

হিরণ্যকসিপু বলে দেখিয়া নন্দন।
এতকষ্টে মরে নাই পাপিষ্ঠ দুর্জ্জন ॥
প্রহ্লাদ বলেন কেন বল মোরে ধিক।
জান নাই পিতা ধর্ম্মরক্ষয়ে ধার্ম্মিক ॥

শ্রেয়াংশি বহু বিঘ্নানি।

রাজা জন্মেজয়, দ্বৈপায়নে কয়,
অশ্বমেধ বিবরণ।
আমি মন্দমতি, পাপাশ্রয় অতি,
স্বহস্তে বধি ব্রাহ্মণ ॥
সান্ত্বনা করিয়া, রাজাকে দেখিয়া,
বলে ব্যাস মহাজ্ঞানী।

শুন জনমেজয়, বেদাগমে কয়,
শ্রেয়াংশি বহু বিঘ্নানি ॥

রামায়ণ।

পূর্ব্ব প্রকাশিতের শেষ।

দণ্ডরাজা বনে যাইয়া দণ্ডারণ্য নামে এক নগর বসাইলেন, ঐ বনে শুক্রনামে এক তাপস বাস করিতেন। দণ্ডরাজা ঐমুনিনিকটে শাস্ত্রাধ্যয়নারম্ভ করিলেন, একদিন মুনি তপস্যার্থে দূরবনে গিয়াছিলেন, এমতকালে দণ্ড পাঠনিমিত্ত মুনিগৃহে গমন করিলেন। ঐকালে মুনির অজ্ঞানাম্নী যুবতীকন্যা পুষ্প আহরণে যাইতেছিল, দণ্ড রূপলাবন্যে মোহিত হইয়া অজ্জাকে বলাৎকার করিল, তাহাতে মুনিকন্যার স্তনতটে নখদাগ ও অধরে দন্তচিহ্ন হইল, ইতিমধ্যে মুনি গৃহে আসিয়া কন্যার অঙ্গে শৃঙ্গার চিহ্ন দৃষ্টে তাহাকে ভৎ-সনা করিতে লাগিলেন, কন্যা লজ্জায় নম্রমুখী হইয়া রাজার অত্যাচার বিবরণ পিতৃসন্নিধানে আনুপূর্ব্বিক বর্ণন করিল। দণ্ডের পাষণ্ডতা শ্রবণে মুনি কোপে জলদঙ্গারবৎ হইয়া রহিলেন, ক্ষণবিলম্বে দণ্ডরাজা পুস্তক হস্তে মুনি সমীপে আগমন করিলেন, তাঁহাকে দেখিয়ামুনির কোপ দ্বিগুণ বৃদ্ধি হইল এবং কোপভরে "সূর্য্যবংশ নির্ব্বংশ হউক" বলিয়া নিদারুণ শাপ দিলেন, ব্রহ্মশাপে খণ্ড রাজা সমূলে নাশ হইলেন, সুতরাং রাজ্য অরাজক হইয়া উঠিল, তাহাতে সূর্য্যবংশের কুলপুরোহিত বশিষ্ঠমুনি রাজকার্য্য নির্ব্বাহ করিতে বাধ্য হইলেন, তাপসদিগকে রাজকার্য্য ভাল লাগিবে কেন? বশিষ্ঠদেব কিছুদিন রাজকার্য্য নির্ব্বাহ করিয়া মহা বিরক্ত হইলেন, এবং ধ্যান করিয়া দেখিলেন শুক্রকন্যা অজ্জাকে দণ্ড যখন বলাৎকার করে তখন অজ্জা ঋতুমতীছিল, ঐ গর্ভে দণ্ডের ঔরষে একপুত্র জন্মিয়াছে, তন্নিমিত্ত শুক্রমুনির নিকট লোক পাঠাইয়া অজ্জাকে অযোধ্যা নগরে আনিলেন, কালক্রমে অজ্জা একপুত্র প্রসব করিল, বশিষ্ঠ তাহার হরিত আখ্যা দিলেন, ঐ পুত্রের বয়ক্রম একবর্ষ হইলেই বশিষ্ঠ তাহাকে সিংহাসনে বসাইলেন।

হরিশ্চন্দ্র রাজার উপাখ্যান।

হরিতের পুত্র হরিবীজ, হরিবীজ অত্যন্ত পারদারিক ছিলেন, হরিবীজ কিছুকাল রাজ্যভোগান্তে বনপ্রবেশ করিলেন। তাঁহার পুত্র হরিশ্চন্দ্র অযোধ্যায় রাজা হইয়া প্রজাগণকে পুত্রেরন্যায় পালন করিতে লাগিলেন সোমদত্ত রাজার কন্যা সব্যার সহিত হরিশ্চন্দ্র রাজার বিবাহ হয়। সব্যার গর্ব্ভে রুহিদাস নামে একপুত্র জন্মে, স্ত্রীপুত্র লইয়া রাজা সুখে রাজ্য ভোগ করিতেছিলেন, এমতকালে এক আকস্মিক দৈবঘটনায় তিনি রাজ্যচ্যুত হইয়া দুঃখসাগরে পতিত

হইলেন। একদিন ইন্দ্রসভায় পঞ্চজন অপ্সরী নৃত্য করিতে ২ যৌবনমদে তালভঙ্গ করিল, তাহাতে দেবরাজ কুপিত হইয়া তাহারদিগকে এই শাপ দিলেন, "তোরা যেমন যৌবনমত্ততায় আমার সমীপে নিঃশঙ্ক হইয়া তালভঙ্গ করিলি তদ্দোষে আমি অভিশাপ দিতেছি, তোমরা বৃদ্ধা হইয়া বিশ্বামিত্র ঋষির তপোবনে বাস কর।"

ক্রমশঃ প্রকাশ্য।

মহাভারত।

পূর্ব্ব প্রকাশিতের শেষ।

পরে দেবতারা বিষ্ণুকে কৌস্তুভ মণি এবং দেবরাজকে উচ্চৈঃশ্রবা ঘোটক, ঐরাবৎ হস্তী এবং পারিজাত পুষ্প প্রদান পূর্ব্বক সকলেই স্বীয় ২ গন্তব্যস্থলে যাইবেন এই উদ্যোগ করিতেছেন এমত সময়ে নারদ শিব সন্নিধানে যাইয়া প্রণতি পূর্ব্বক কহিলেন, হে ঈশ্বর! দেবাসুরে সমুদ্র মন্থন করিয়া বিষ্ণু লক্ষ্মী ও কৌস্তুভ মণি, দেবরাজ উচ্চৈঃশ্রবা অশ্ব ঐরাবৎ হস্তী পারিজাত পুষ্প, এই প্রকার সকলেই মন্থনোৎপন্ন উৎকৃষ্ট দ্রব্যাদি বণ্টন করিয়া লইল, কিন্তু আপনাকে একবার সম্বাদও দিলেন না? নারদের বাক্য শ্রবণে ধূর্জটি নিস্তব্ধ হইয়া রহিলেন, তাহাতে পার্ব্বতী কোপবতী হইয়া নারদকে সম্বোধিয়া কহিলেন, অহে নারদ! বৃক্ষ প্রাচীরকে বাক্য কহিলে কি উত্তর পাওয়া যায়? হাড়মালা যাহার ভূষণ কৌস্তুভাদি মণিতে তাহার প্রয়োজন কি? সিদ্ধি যাহার ভক্ষ্য সে কি সুধাস্বাদ বুঝিতে পারে? যে ব্যক্তি বৃষভে আরোহণ করে মাতঙ্গ তুরঙ্গম লইয়া সে কি করিবে? ধূস্তূর যাহার কর্ণাভরণ, পারিজাত পুষ্পে তাহার আর কি শোভা বৃদ্ধি হইবেক? শিবের এই সকল কুচরিত্র দেখিয়া দক্ষ প্রজাপতি তাঁহার পূজা করেন নাই সেই জন্য আমি তনু ত্যাগ করিয়াছিলাম। দেবী বাক্য শ্রবণে মহাদেব হাস্য করিয়া কহিলেন, ভগবতী তুমি যাহা কহিলে তাহা সকলি সত্য? আমার বাহন ভূষণে প্রয়োজন কি? ত্রিভুবন মধ্যে কেহ যে বস্তু না লয়, আমি তাহাই গ্রহণ করি। দ্বীপি চর্ম্ম, বিভূতি, হাড়মালা, নর কপাল, ধূস্তূর, সর্প, বৃষভ ইত্যাদি দ্রব্য সকলের হেয় সুতরাং কপাল ফলে এই সকল আমার ভূষণ হইয়াছে। দক্ষ প্রজাপতি দুর্বুদ্ধি প্রযুক্ত আমার মহিমা না জানিয়া নিন্দা করিয়াছিল, তাহার সমুচিত শাস্তি পাইয়াছে, ব্রহ্মা বিষ্ণু ইন্দ্র যম কুবেরাদি দেবতারা সকলে আমার পূজা করেন। দেবী কহিলেন, ঠাকুর, ভস্ম ভূষণ, বলদ বাহন, হাড়মালা গৃহীদিগের পক্ষে শোভা পায় না, সংসারী হইয়া সাংসারিক সুখে বিরত হইলে লোকে তাহাকে কাপু

রুষ বলে, ব্রহ্মা বিষ্ণু ইন্দ্রাদি তোমাকে যেমন মান্য করে তাহা-ত প্রত্যক্ষ দেখা যাইতেছে। রত্নাকর মন্থনে যে সকল অপূর্ব্ব দ্রব্য উৎপন্ন হইল, তাহা সকল দেবতারা বণ্টন করিয়া লইল, তোমাকে একবার সংবাদও দিল না; অতএব তোমার ক্ষমতা বুঝাগেল।

ক্রমশঃ প্রকাশ্য।

আরব্য উপন্যাস।

পূর্ব্ব প্রকাশিতের শেষ।

এইরূপ মহারাজ মনেতে চিন্তিয়া।
সুখী হইয়াছি আমি ভাবনা ত্যজিয়া॥
শুনিয়া কনিষ্ঠ বাণী জ্যেষ্ঠ মহীধর।
নানামত উপহাস করিলা বিস্তর॥
বলে ভাই দৃষ্টিভ্রম হয়েছে তোমার।
আমার মহিষী কভু নহে ভ্রষ্টাচার॥
স্বচক্ষেতে নাদেখিলে না হয় প্রত্যয়।
ভ্রমেতে দেখেছ হেন এই বোধ হয়॥
আপন চক্ষেতে যদি দেখিবারে পাই।
তবেত এসব কথা মানি আমি ভাই।
সহজিনান বলে প্রভু কর অবধান।
তবচক্ষে করাইব সকলি প্রমাণ॥
স্বচক্ষেতে দেখিবারে যদি ইচ্ছাহয়।
পুনরায় মৃগয়াতে চল মহাশয়॥
সকলে জানিবে তুমি গিয়াছ শিকারে।
নিশাভাগে গোপনেতে আসিবে আগারে।
সকল দেখিছি আমি থাকিয়া যথায়।
দেখিতে পাইবে সব বসিলে তথায়॥
কনিষ্ঠের বাক্যে রাজা হইয়া সম্মত।
শিকারের আয়োজন করে নানামত॥
বহু গজ-বাজি সেনা লইয়া সঙ্গেতে।
পুনর্ব্বার বনমাঝে চলে উত্তরেতে॥
কিছুদূর বনমাঝে করিয়া গমন।
একস্থানে করিলেন শিবির স্থাপন॥
নিশাকালে একজন আমাত্যে ডাকিয়া
কহিলেন থাক তুমি শিবিরে বসিয়া॥
যাবৎ আমরা ফিরে না আসি শিবিরে।
তদবধি কেহ যেন না যায় বাহিরে॥
এইরূপ উপদেশ আমাত্যেরে করি।
নগরাভিমুখে চলে তুরঙ্গমে চড়ি॥
নগর বাহিরে করি অশ্ব বিসর্জন।
গুপ্তভাবে দোঁহে আসি প্রবেশে ভবন॥
উদ্যানের পার্শ্ববর্ত্তী গৃহেতে যাইয়া।
পৃথক শয্যায় দোঁহে রাহিলা শুইয়া॥
ঊষাকালে উঠি সব দ্বাররুদ্ধ করি।
গবাক্ষ দ্বারেতে দোঁহে রহিলা প্রহরী॥
হেনকালে অন্তঃপুর দ্বারমুক্ত হৈল।
সঙ্গিনী সহিত রাণী উদ্যানে পশিল॥
সখীগণ প্রিয়সঙ্গে মদনে মাতিল।
মাসুদ বলিয়া রাণী ডাকিতে লাগিল॥
মাসুদ নামেতে সেই কৃষ্ণবর্ণ নর।
শুনিয়া রাণীর বাণী আইল সত্বর॥
অনন্তর রঙ্গরসে মাতিল দুজন।
সেসব কুৎসিৎ ক্রিয়া কে করে বর্ণন॥
লজ্জিত হইয়া রাজা ফিরান বদন।
মনে মনে আপনার ইচ্ছিলা মরণ॥
মনে২ কহিলেন একি বিড়ম্বনা।
হেন দুশ্চরিত্রা হয় আমার ললনা॥
কতশত রাজা হয় মমপদে নত।
আমার মহিষী এক অন্ত্যজেতে রত॥
বিধির নির্ব্বন্ধ কভু না যায় খণ্ডন।
অবশ্য ভুগিতে হয় কপাল লিখন॥

ধিক ২ রাজপাট ধিক্ এ জীবনে।
এছার রাজত্ব চেয়ে সুখ আছে বনে॥
মনে ২ এইরূপ করিয়া চিন্তন।
কনিষ্ঠ ভ্রাতার প্রতি কহিলা তখন॥
শুনভাই হেন রাজ্যে নাহি প্রয়োজন।
সকল ছাড়িয়া করি অরণ্যে গমন॥
কিবা সুখ গৃহে তার ভ্রষ্টা যার নারী।
গৃহাশ্রম ত্যজে যেন সে হয় ভিখারী॥
অতএব চল ভাই ত্যাজিয়া সংসার।
উদাসীন ভাবে করি পর্য্যটন সার॥
দারুণ কলুষভোগ সহিতে না হবে।
চরমে পরমপদ অনাসে পাইবে॥
শুনিয়া সাহাজিনান অগ্রজ বচন।
মনে ২ কতমত করেন চিন্তন॥
সুদুঃখিত ভ্রাতা, হেরি নারী ব্যবহার।
বিরক্ত হবেন আমি হলে অস্বীকার॥
অতএব জ্যেষ্ঠ আজ্ঞা করিব পালন।
এতভাবি সবিনয়ে করে নিবেদন॥
তব আজ্ঞা কভু ভাই না হবে অন্যথা।
অবশ্য যাইব আমি যাইবেন যথা॥
কিন্তু এক নিবেদন আছয়ে আমার।
কৃপাকরি যদি তুমি কর অঙ্গীকার॥
কোন স্থানে যদি কভু দেখি মহাশয়।
উভয় অপেক্ষা দুরদৃষ্ট অতিশয়॥
তবেপুনঃ নিজরাজ্যে আসিবে ফিরিয়া
এতশুনি জ্যেষ্ঠ তবে কহিছে হাঁসিয়া॥
এমত অন্তরে ভাই নাহি দিও স্থান।
ভূতলে আছয়ে অন্যে আমার সমান।
আমি অতি নরাধম দুর্গতার শেষ।
রাজচক্রবর্ত্তী হয়ে পাই হেন ক্লেশ॥
অতএব শুন ভাই আমার বচন।
মমাপেক্ষা যদি কভু হেরি অভাজন॥
তবেসে আসিব আমি রাজ্যে পুনর্ব্বার।
তববাক্যে সত্য সত্য কৈনু অঙ্গীকার॥
এতেক বচন শুনি অনুজ তখন।
আনন্দ অন্তরে জ্যেষ্ঠে করে নিবেদন॥

ক্রমশঃ প্রকাশ্য।

গোলেবেঁসেনুয়া।

পূর্ব্ব প্রকাশিতের শেষ।

যেরূপ সুকুমার অর্জুন কুমার সপ্তরথি কর্ত্তৃক আক্রান্ত হইলে দুর্ভেদ্য ব্যূহভেদে অসমর্থ হইয়া দশদিক অন্ধকার দেখিয়া ছিলেন, সেই রূপ রাজকুমার প্রত্যুত্তর প্রদানে অশক্তুতা প্রযুক্ত দশ দিগ শূন্য ময় অবলোকন করিতে লাগিলেন এবং যেরূপ নিশাবসানে তুষারকণা তরুগণের পত্রাগ্র হইতে পতিত হয় সেইরূপ তাঁহার বদনেন্দু হইতে স্বেদবিন্দু সকল নির্গত হইতে লাগিল। কুমার লজ্জায় নম্রমুখ হইয়া মরণাবধারণ করিয়া দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ করিলেন।

পরে চীনাধীশ্বর কয়মুছ আমার জ্যেষ্ঠ রাজকুমারকে প্রশ্ন পূরণে অসমর্থ দেখিয়া করে করাল তর বারি ধারণ পূর্ব্বক তনয়ের মস্তক ছেদন করিয়া সিংহদ্বার সমীপে নানা বর্ণে বিচিত্রিত এক কাষ্ঠ খণ্ডে রজ্জু বদ্ধ করিয়া সংলগ্ন করিলেন। তাহার সহচরেরা হাহাকার শব্দে রোদন বদনে চীনরাজ্য হইতে আগমন

করিয়া কৃতাঞ্জলি পুটে দীন ভাবে আমাকে এই শোক সংবর্দ্ধিনী অশুভ কর্ত্রী পত্রিকা প্রদান করিল। আমি সেই পত্রিকা পাঠ না করিতে করিতেই আমার দ্বিতীয় কুমার কুমারীর অশ্রুত পূর্ব্ব রূপলাবন্য শ্রবণে বিমোহিত হইয়া এবং জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার বিয়োগ শোকে রোষ পরবশ হইয়া চীনরাজ্যে গমনানুমতি প্রার্থন করিল, কি করি, আমি অগত্যা সম্মত হইলাম এবং রোদন সহদ্বেগে কত সকরুণ বিলাপ মুক্ত কণ্ঠে উচ্চারণ করিয়াছিলাম তাহা এক্ষণে তাবৎ স্মরণ হয় না। পরে বার্ত্তাবহ মুখে শুনিলাম, দ্বিতীয় কুমারও সেই প্রকারে কালের করাল গ্রাসে পতিত হইয়াছে, এইরূপে আমার সপ্তম তনয় মানব লীলা সম্বরণ করিলেন। •

আমি সেই অবধি শোক সাগরে পতিত হইয়া রোদন বদনে দেশে২ ভ্রমণ করিয়া দেখিলাম শোক সমুৎসারণের উপায়ান্তর নাই, পরিশেষে তপস্বী বেশ ধারণ পূর্ব্বক করুণাময় জগদীশ্বরের আরাধনায় নিযুক্ত হইয়াছি। সন্ন্যাসীর এইরূপ বচন শ্রবণ করিয়া তুর্কেশ্বর রাজতনয় মনে মনে ভাবিতে লাগিলেন। হা, আমি কুরঙ্গ অনুসন্ধানে আসিয়া সেনা নিচয় হইতে অনেক দূরে আসিয়াছি, এক্ষণে তথায় প্রস্থান করি, আর এখানে থাকা হইবে না।

ক্রমশঃ প্রকাশ্য।

সুইডেন দেশের নরশার্দ্দুল।

গত মাসের শেষ।

মান্যবর শ্রীযুৎ বঙ্গবিদ্যা প্রকাশিকা সম্পাদক মহাশয় সমীপেষু।

এই সময়ে রাজবিপক্ষগণ রাজ্য আক্রমণ করিয়াছিল, ভূপাল সম্বাদ শ্রবণমাত্র প্রতিপক্ষকুলের বিনাশার্থ সংগ্রাম স্থানে সসৈন্যে গমন করিলেন। রাজা গৃহান্তর হইতে না হইতে রাণী সুযোগ পাইয়া নিজ প্রকৃতি ধারণ পূর্ব্বক রাজনন্দিনীকে অশেষ প্রকার যন্ত্রণা দিতে লাগিল। সে যেরূপ দুঃশীলা ছিল, ভূপাল পুত্রী তাহা এক্ষণে বিলক্ষণ রূপে জানিতে পারিলেন। রাণী অপেক্ষা রাণী কন্যাদ্বয় রাজবালার প্রতি আরো নিষ্ঠুর ব্যবহার করিত। দুরদৃষ্টবশতঃ এই সময়ে রাজকন্যার প্রিয় যুবরাজ স্বীয়সহচরগণ সমভিব্যাহারে মৃগয়ার্থ অরণ্যে গিয়াছিলেন, দৈবদুর্ব্বিপাকে তিনি এক মৃগের অনুসরণে গহনকাননের মধ্যে প্রবেশ করিলেন, তাহাতে পথভ্রান্ত হইয়া বনমধ্যে ইতঃস্তত পরিভ্রমণ করিতে লাগিলেন। রাণী ঐন্দ্রজালিক বিদ্যা প্রভাবে তাহা অবগত হইয়া মন্ত্রগুণে রাজপুত্রকে নরশার্দ্দুল করিল। যুবরাজ অটবীমধ্যে ক্ষুৎপিপাশা পরতন্ত্র বন্যপশু রূপে বিচরণ করত কালযাপন করিতে লাগিলেন। সন্ধ্যাকাল উপস্থিত হইলে যুব-

রাজ সমভিব্যাহারী সৈন্যেরা বাটীতে প্রত্যাগমন করিলে রাজপুত্রের দর্শনাভাবে রাজনন্দিনী যে রূপ অপার শোক সাগরে পতিতা হইলেন তাহা সহজেই উপলব্ধি হইতেছে। তদবধি যুবতীর দুনয়নে নীরধারা নিরাধারা বহিতেলাগিল ও আহার নিদ্রাত্যাগ করত সদাসর্ব্বক্ষণ বিচলিত চিত্তে কষ্টে শ্রষ্টে জীবন ধারণ করিতে লাগিলেন। রাণীর ইষ্টসিদ্ধি হওয়াতে প্রফুল্ল চিত্ত ও সহাস্য বদনে জ্ঞানশূন্য শোক কাতরা রাজ বালার প্রতি উপহাস করিতেন।

একদা নৃপসুতা এক নির্জ্জন ভবনে উপবেশন করিয়া ভাবিতে লাগিলেন, প্রিয়জন নিরুদ্দেশ হইলেন। আমি গৃহে এইরূপ দুর্দশাধীন হইয়াছি বিশেষতঃ কুলবতী যুবতী কামিনীগণের পতি বিহনে পতিব্রতা ধর্ম্মরক্ষা হওয়া সামান্য ব্যাপার নহে পিতার গৃহে প্রত্যাগমন পর্য্যন্ত অপেক্ষা করিয়া থাকিলেই বা কি হইতে পারিবে, আমি তাঁহার নিকট প্রতিশ্রুত আছি তাহা সর্ব্বাগ্রে প্রতিপালন করা বিধেয়। ইতিপূর্ব্বে আমি যাঁহাকে পতিত্বে বরণ করিয়াছি, তিনিই আমার পতি। তাঁহাকে পরিহার পূর্ব্বক পাত্রান্তরকে বরণ করিতে পারিব না। অতএব শৈশবাবধি বিচ্ছেদ যাতনা ভোগ করিয়া আমার দেহভার বহন করা কেবল বিড়ম্বনা মাত্র। অপিচ এ অসার সংসারে অবলা নারীর পক্ষে প্রিয়জন ব্যতীত ঐহিক সুখ সম্ভোগ সকলি অকিঞ্চিৎকর। অতএব যুবরাজ যে বিপিনমধ্যে অদৃশ্য হইয়াছেন তথায় যাইয়া তাঁহার অনুসন্ধানে কালক্ষেপ করিব, ইহা মনে ২ স্থির করিয়া বনে যাইবার মানস বিমাতাকে অবগত করিলেন, এবং বলিলেন, তথায় যাইলে শোক হ্রাস হইতে পারিবে। এই কথা শ্রবণে তাঁহার বিমাতা প্রথম আপনার সম্মতি প্রদান করিলেন না, কিন্তু নৃপনন্দিনী এতাদৃশ মিনতি করিতে লাগিলেন, যে রাণী আর নিষেধ করিয়া রাখিতে পারিলেন না। কেবল বলিলেন আমার স্বীয় দুহিতা একজনা তোমার সঙ্গে যাইয়া তোমাকে সদা সর্ব্বক্ষণ রক্ষণাবেক্ষণ করিবে। এইক্ষণে রাণী কন্যাদ্বয়েরমধ্যে বিপদ উপস্থিত হইল, তাহারা কেহই তাঁহার সঙ্গে যাইতে স্বীকৃতাছিল না, কিন্তু তাহাদের মাতার অনুরোধ ছাড়াইতে না পারিয়া একজনা অগত্যা রাজদুহিতার সঙ্গে বনাভিমুখে চলিল। কতকদুর আসিয়া তাহারা এক বনদর্শন করিল, পদব্রজে আসাতে রাজবালার অত্যন্ত শ্রম হইয়াছিল তাহাতে প্রথমতঃ ঐনিবিড় অরণ্যানী মধ্যে প্রবেশ পূর্ব্বক তত্রস্থ পরমরমণীয় শোভাদর্শনে চক্ষের চরিতার্থতা জ্ঞান করিতে লাগিলেন।

ক্রমশঃ প্রকাশ্য।

বিজ্ঞাপন।

হিত কথা টি ।০
বর্ণমালা ২৪ পেজে তা ৶০
ধর্ম্মাঞ্জন টি ।।০
যিহুদীয় লোকদিগের বৃত্তান্ত টি ১
নবদ্বীপাধিপতি মহারাজা
কৃষ্ণচন্দ্র রায়ের বংশাবলি টি ।০
শান্তি শতক টি ।০
ঋতু সংহার টি ।০
ত্রিতাপ হারিণী টি ।।০
সত্য নারায়ণোপাখ্যাণ টি ।০
সত্যনারায়ণ ব্রত কথা টি ।০
গোপাল স্তোত্র টি ৶০
অদ্ভুত রামায়ণ টি ।।০
গীতাবলী টি ।০
গুরুতত্ত্ব টি ।।০
বর্ণমালা অর্থ সংযুক্ত টি ।০
বঙ্গভাষা বর্ণমালা টি ৶০
ভারত বর্ষীয় সভার তৃতীয়
বার্ষিক বিবরণ টি ।০
ছোট আগুলীয়া
হিতৈষি সভার বক্তৃতা টি ⁄০
ফারমেসি নাগরি টি ।।৮
ঐ ঐ বাঙ্গালা টি ।।
পতিতোদ্ধার টি ১
পাঁচালী ....বা ।।০

বিধবা বিবাহ প্রচলিত হওয়া
উচিত কি না ১ নং টি ।।০
ঐ ঐ নং ২ টি ২
বিধবা বিবাহ নিষেধক
প্রমাণা বলি নং ১ টি ।০
ঐ ঐ নং ২ টি ৮০
মোহ মুদ্গার পু টি ৶০
ব্রেমলি সাহেবের
বক্তৃতা পু টি ৶০
ধারাপাঠ পু টি ৶০
দায় কৌমুদি ....বা ৪
সার কৌমুদি........বা ২

দিবাজ্ঞাপক।

ঘড়ির ন্যায় নূতন এক দিবা জ্ঞাপক ও ডেলি ইণ্ডিকেটর ইংরাজী ও বাঙ্গালা বৃহদক্ষরে মুদ্রিত হইয়াছে তাহাতে ১২৬২ অবধি ১২৭০ পর্য্যন্ত, ইংরাজি ১৮৫৬ অবধি ১৮৬১পর্য্যন্ত সন মাস, বার, ও দিন, সর্ব্বক্ষণ দৃষ্ট হইবে, ইহার ঘড়ির ন্যায় কাঁটা আছে ইহার মূল্য স্বাক্ষর কারির প্রতি ।।০ আট আনা এবং বিনা স্বাক্ষর কারির প্রতি ৮০ আনা মাত্র নির্দ্ধারিত হইল।

বিজ্ঞাপন।

সমাচার সুধাবর্ষণ প্রাত্যহিক পত্র।

হিন্দীতে ও বাঙ্গালাতে বিরচিত হইয়া প্রতিদিন প্রকাশ হইতেছে, তাঁহা যদ্যপি কোন ব্যক্তির আবশ্যক হয়, তিনি বড় বাজারে সুধাবর্ষণ যন্ত্রালয়ে শ্রীশ্যাম সুন্দর সেনের নিকট পত্র লিখিলে পাইতে পারিবেন। যাঁহারা পারস্য ভাষার অনুশীলন করেন, তাঁহারদিগের ও ব্যবসায়িদিগের পক্ষেও ইহা বিশেষ উপকারে আসিবেক। মাসিক মূল্য একতঙ্কা অগ্রিম বাৎসরিক মূল্য ৮ তঙ্কা মাত্র।

পুস্তকালয়।

আমি হাবড়ার গবর্ণমেণ্ট ইস্কুলেতে এক পুস্তকালয় সংস্থাপন করিয়াছি, তাহাতে নানাবিধ ইংরাজি ও বাঙ্গালা ইস্কুলবৈ এবং কাগজ কলম প্রভৃতি সংগ্রহ করিয়াছি যে কোন ব্যাক্তির প্রয়োজন হইবে তথায় মূল্য কিম্বা লোক প্রেরণ করিলে সুলভমুল্যে পাইতে পারিবেন।

শ্রীশ্রীনাথ দত্ত

এইপত্রিকার মাসিক মূল্য ।/০ ও অগ্রীম বার্ষিক ৮০ আনা এবং উপস্থিতক্রেতা দিগেরনিমিত্তেপ্রতি সংখ্যার দুই আনা মাত্র নির্দ্দিষ্ট করা গেল। আমরা কেবল সর্ব্ব সাধারণের উপকারার্থ এবং বঙ্গ ভাষার প্রতি অনুরাগ বশতঃই এই পত্রিকা প্রকাশে প্রবৃত্তহইয়াছি। নচেৎ এত অল্প মুল্যে আমাদিগের বিশেষ লাভের প্রত্যাশা নাই। অতএব গুণজ্ঞ বিজ্ঞ গ্রাহকগণ সমীপে সবিনয়ে এই নিবেদন করিতেছি যে তাঁহারা প্রতি মাসে এই পত্রিকা প্রাপ্ত হইয়াই অনুকম্পা পূর্ব্বক মুল্য প্রদান করিবেন, কেননা ।/০ আনার নিমিত্তে সর্ব্বদা সরকার গতাআত করিতে হইলে আমাদিগের অনেক ব্যয় হইয়া কেবল ক্ষতি হইবার সম্ভাবনা। অতএব আমারা ভরসা করি, যে বিদ্যানুরাগি বিবেচকগ্রাহক মহাশয়েরা এবিষয়ে বিবেচনাকরিবেন। আর যাঁহারা অনুগ্রহ পূর্ব্বক অগ্রীম বার্ষিক মূল্য দিতে ইচ্ছা করেন, তাঁহারা এক বর্ষকাল নিয়মিতরূপে পত্রিকা পাইয়া পরে মুল্য প্রদান করিবেন।

বঙ্গবিদ্যা প্রকাশিকা পত্রিকা

১২ সংখ্যা।

নির্ঘণ্ট।

বিবরণ।	পত্রাঙ্ক।
তত্ত্বপ্রকরণ,	১৭৭
বিজ্ঞাপন,	১৭৮
ক্রোধ,	১৭৯
বিদ্যাবিষয়,	১৮৪
মাগেলনের পৃথিবী বেষ্টনের বৃত্তান্ত,	১৮২
টেলিমেকুসের ভ্রমণ বৃত্তান্ত,	১৮৫
দৃষ্টান্তবাক্য সংগ্রহ,	১৮৬
মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র রায়ের জীবন চরিত্র,	১৮৬
বাক্যবিন্যাস,	১৮৭
রামায়ণ,	ঐ
মহাভারত,	১৮৮
আরব্য উপন্যাস,	১৮৯
গোলেবেসেন্নুয়া,	ঐ
প্রেরিত পত্র,	১৯০
সমাচার,	১৯২

কলিকাতা।

সমাচার সুধাবর্ষণ যন্ত্রে মুদ্রিত হইল।

সন ১২৬৩ সাল।

মূল্য /০ আনা।

বিজ্ঞাপন।

পুস্তক বিক্রয়ের

মাজিষ্ট্রেটীয় [illegible]

আরবীয়োপাখ্যান ১ নং টি ১

ঐ দ্বিতীয় খণ্ড টি ১

ঐ তৃতীয় খণ্ড টি ১

অপূর্ব্বোপাখ্যান . . . . . বা ২

মহাভারত অষ্টাদশ পর্ব্ব—বা ৪

রামায়ণ সপ্তকাণ্ড . . . . বা ২

ঐ ঐ - টি ১৸০

গোলেবেসেনুয়া . . বা ১॥০

ইং বাং ডিকস্যনরি বা ৫

গৌড়ীয় ভাষার ব্যাকরণ বা ॥/

মনোহরা উপাখ্যান বা ১

চাহারদরবেস . বা ১

পঞ্জাবেতিহাস বা ১

চাণক্য শ্লোক বা ॥৵

রস তরঙ্গিণী বা ১

বাঙ্গালা অঙ্ক পুস্তক পু বা ১

শব্দ সাধন মুক্তাবলী বা ১॥০

ভূগোল . পু বা ॥

বেতাল পঞ্চবিংশতি গদ্য বা ১॥

পুরুষোত্তম চন্দ্রিকা পু টি ১

মনোতত্ত্ব সারসংগ্রহ বা ১

ইংরাজি হিতোপদেশের

বঙ্গভাষায়অনুবাদ বা ১

জ্ঞান কিরণোদয় পু বা

[illegible] বা ॥০

জ্ঞান প্রদীপ প্রথম খণ্ড বা ॥০

মান ভঞ্জন পু বা ।০

পাঠশালা বশাইবার বিবরণ টি ১

গণিতাঙ্ক পু বা ॥০

দিগদর্শন নং ১১ টি ৵০

ঐ নং ২ টি ৵০

বঙ্গভাষার ব্যাকরণ বা ।০

শিশুশিক্ষা দ্বিতীয় ভাগ টি ৵০

বর্ণ পরিচয় প্রথম ভাগ ১৫

ঐ ঐ দ্বিতীয় ঐ ১৫

নিত্য কর্ম্ম পদ্ধতি টি ৵০

রসমঞ্জরী . টি ১

শিশুবোধক টি ৶০

বর্ণমালা বা ৵০

নীতি কথা প্রথম ভাগ টি /৫

ঐ দ্বিতীয় ভাগ টি /১০

ঐ তৃতীয় ভাগ টি /১৫

বাঙ্গালার ইতিহাস বা ২

বেতাল পঞ্চবিংশতি পু টি ।০

উপাসনা কাণ্ড টি ।০

স্ত্রীশিক্ষা বিধায়ক টি ৸০

শকুন্তলার উপাখ্যান টি ।৵

বঙ্গবিদ্যা প্রকাশিকা পত্রিকা।

২ খণ্ড।] মাসিক পত্রিকা। [১২ সংখ্যা।

তত্ত্বপ্রকরণ।

হে ভূতভাবন ভগবান! তুমি তোমার অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডের প্রাণীচয়ের সম্পূর্ণ সুখের সহিত জীবন ধারণের যথাযোগ্য বৃত্তি বিধান করিয়াদিয়াছ, তোমার নিকটে ইন্দ্র চন্দ্র ও ভিক্ষু উদাসীন সকলেই তুল্য, তুমি কাহারু ধন মান রূপ গুণ বিদ্যা বুদ্ধির অনুরোধ রাখনা, সকলকেই পঞ্চভূতে নির্ম্মাণ করিয়াছ, সকলকেই সমান ভাগে সুখদুঃখ দিয়াছ, তোমার নিকট প্রিয়াপ্রিয় নাই, তোমার পরম পরিশুদ্ধ পবিত্র সুখদ অথচ সহজ পথে যে প্রশান্তচিত্ত লোকেরা বিচরণ করে তাহারাই তোমার প্রিয়, তুমি সেই মহাত্মাদিগকে অক্ষয়ানন্দ প্রদান কর এবং যাহারা বিষয় রজসে অন্ধ হইয়া বিমার্গে গমন এবং তোমার সুচারু নিয়ম ভঙ্গ করে সেই ভ্রষ্ট লোকেরাই তোমার অপ্রিয়, তুমি তাহারদিগকে অনন্ত নরকাগ্নিতে নিক্ষেপ কর, তুমি সকলেরি তুল্য বিত্ত বিধান করিয়াছ তাহার অন্যথা নাই, তবে যে সংসারমধ্যে প্রত্যেক জীবের অবস্থা ভিন্ন ২, একের সহিত অন্যের অবস্থার সাদৃশ্য নাই, কাহাকেও সুখী কাহাকেও দুঃখী দৃষ্ট হইতেছে তাহা কেবল জীবদিগের স্বীয় স্বীয় কর্ম্মফলানুসারে হয়, তাহাতে তোমার কোন দোষ নাই। তুমি জগৎস্রষ্টা বট অথচ জগতের সহিত সম্পূর্ণ নির্লিপ্ত, তুমি আদিকালে যে সকল সুচারু নিয়ম নিবদ্ধ করিয়াছ সেই নিয়মানুসারে চন্দ্র সূর্য্যগ্রহ নক্ষত্রাদি প্রতিদিন নভোমণ্ডলে উদয় হইয়া তোমার মহিমা প্রকাশ ও জগতের শোভাবর্দ্ধন এবং প্রাণীদিগের হিত সাধন করিতেছে, ঋতু সকল যথানিয়মে পরিবর্ত্তিত হইয়া জীবদিগকে সুখ প্রদান করিতেছ, মেঘ সকল কালে বারিবর্ষণ করিয়া জগতের সন্তাপ হরণ ও শস্যোৎপাদন করিতেছে, এই প্রকারে তুমি সকল জীবদিগের সুখ সম্ভোগের সমস্ত উপায় নির্দ্ধারণ করিয়া দিয়াছ, তথাচ এই ভবেরহাটে নানা রঙ্গ নাট দৃষ্ট হইতেছে, কেহবা পুত্র কলত্র বন্ধুবিয়োগ শোকে কাতর হইয়া দিন যামিনী শোক করিতেছে, কেহবা অর্থার্জ্জন চিন্তায় কেহবা উচ্চপদাকাঙ্ক্ষায় কেহবা প্রণয়লাভাশয়ে কেহবা ধনমান নাশাশঙ্কায় কেহবা বিচ্ছেদ জ্বালায় ব্যাকুল হইয়া

বৈরক্তি প্রকাশ ও ঐশিক নিয়মের প্রতি দোষারোপ করিতেছে।

আমার দিগের এই সকল ক্লেশ কেবল অজ্ঞান হেতুক ও আত্ম বুদ্ধি দোষে ঘটিয়াথাকে, সৎপথে থাকিয়া সন্তোষ চিত্তে সাধ্যমত পরিশ্রম করিলে ও ঈশ্বরের প্রতি সম্পূর্ণ নির্ভর দিয়া রহিলে পরম সুখে জীবন ক্ষয় হইয়া যায়, কিছুমাত্র ক্লেশবার্ত্তা জানা যায় না। মহাকষ্ট হইলেও চিত্তের অসন্তোষ জন্মে না, কখন অনুতাপ করিতে হয় না, চিত্ত সন্তোষ থাকিলে সমস্ত জগৎ সুখের উদ্যান স্বরূপ হয়, অতএব হে জগৎপতি! আমারদিগের অসন্তোষ ও অকৃতজ্ঞতা দোষ ক্ষমা করিয়া চিত্ত সন্তোষ প্রদান কর, তোমার পদে কোটি ২ নমস্কার।

বিজ্ঞাপন।

পাঠকবর্গ সমীপে বিনয়াম্বিত নিবেদন মেতৎ, আমরা স্বদেশের হিতসাধন নিমিত্ত অতি অল্পমূল্যে এই মাসিক পত্রিকা প্রকাশারম্ভ করিয়া যথানিয়মে সাধ্যপক্ষে দ্বাদশ সংখ্যা পূরণ করিলাম। এ পত্রিকা প্রকাশিয়া লাভ করিব এমত মানসে একার্য্যে প্রবৃত্ত হইনাই এবং ইহার যে প্রকার স্বল্পমূল্য নির্দ্ধারণ করা গিয়াছে, তাহাতে লাভ করা দূরের কথা মুদ্রাঙ্কনের ব্যয়ানুকূল্য হওয়াও কঠিন, যদি গ্রাহক মহাশয়েরা সকলে অনুগ্রহ পূর্ব্বক সময়ে ২ আপনাপন দাতব্য প্রদান করেন তাহা হইলেও যোগেযাগে ব্যয় পোষায়, কিন্তু মাসিক এক আনা পয়সা প্রদানেও অনেকে কৃপণতা করেন, সুতরাং আমারদিগকে ঘরের টাকায় কাগজ চালাইতে হইতেছে, এপ্রকারে চালাইতে পারিলে তাহার পর আর সুখ নাই কিন্তু তাহা দুঃসাধ্য। এদেশে এবং এই নগরমধ্যেই বিস্তর ভাগ্যধর ধনেশ্বর তুল্য ধনী আছেন, তাঁহারদিগের মধ্যে কোন এক ব্যক্তিও স্বীয়ব্যয়ে সমাচারপত্র প্রকাশ করিয়া বিতরণ করিতে পারেন না, অতএব আমারদিগের ক্ষমতা কি যে অবৈতনিকরূপে পত্র সম্পাদন করিব? লাভ করিব না ইহাই যথেষ্ট। সামান্য লোকে বলিয়াথাকে "বিষফোড়ার জ্বালাবড়" এপত্রেরও সেই দশা, এই পত্র অবয়বে ক্ষুদ্র মূল্যও অল্পবটে, ছাপাইতেও ব্যয় বাহুল্য হয় না, ইহা সকলি সত্য, কিন্তু চালাইতে ব্যয় বাহুল্য পড়ে ও ক্লেশ ভোগ অধিক হয়। মাসিক ৪ সহস্র বিলি করিতে পারিলে দুই সহস্রের মূল্য আদায় হয় কি না সন্দেহ, ৴০ আনার নিমিত্ত সরকারদিগকে একজন গ্রাহকের নিকট দশবার গমনাগমন করিতে হয়, ৴০ আনার পৃথক ২ বিল করিতে ও তাহার স্বতন্ত্র ২ জমা খরচ রাখিতে হয়, এই সকল উপসর্গেই লোক অধিক না রাখিলে চলে না

তাহাতে ব্যয়াধিক্য হয়, এই সকল কারণে আমরা পূর্ব্বমূল্যে পত্রচালাইতে অসমর্থ হইয়া পাঠক ও গ্রাহকগণ সমীপে বিনীতভাবে এই নিবেদন করিতেছি, যাঁহারা এইপত্রের গ্রাহক শ্রেণীভুক্ত আছেন তাঁহারা যদি অনুগ্রহ প্রকাশিয়া অগ্রিম মূল্য প্রদান করেন তবে তাঁহারা পূর্ব্বমূল্যেই পত্র পাইবেন, এবং যাঁহারা এক্ষণে অগ্রিম বার্ষিকমূল্য দিতে ইচ্ছাকরেন তাঁহারদিগের স্থানে একটাকা লওয়া যাইবেক, আর অতঃপর যাঁহারা মাসে মাসে মূল্যদিয়া কাগজ লইবেন তাঁহারদিগকে প্রতি সংখ্যার মূল্য ৵০ আনা হিসাবে দিতে হইবেক। পাঠক মহোদয়দিগের মধ্যে অনেকে এপ্রকার সামান্য পত্র সম্পাদনের সুখ বিলক্ষণ জ্ঞাত আছেন, তাঁহারাই বিবেচনা করিয়া বলুন, আমরা এই যে নূতন নিয়ম নির্দ্ধারণ করিলাম, তাহা ন্যায্য কি অন্যায্য?

ক্রোধ।

জগদীশ্বর জীবদিগকে কাম ক্রোধ লোভাদি যে সকল রিপু প্রদান করিয়াছেন তাহা অনর্থের হেতু একথা সত্য বটে, কিন্তু ঐ সকল রিপু না থাকিলেও সংসার বৃত্তি নির্ব্বৃতি হয় না। শরীরমধ্যে কাম বৃত্তি না থাকিলে সংসারে প্রজাবৃদ্ধি হইত না, ক্রোধ না থাকিলেও সংসার যাত্রা নির্ব্বাহের নানা ব্যাঘাত ঘটিত, এক জন অন্যের সর্ব্বস্ব হরণ করিলেও কথা কহিত না। লোভ না থাকিলে ধনার্জ্জনে প্রবৃত্তি জন্মিত না, এই প্রকারে শরীরের সহিত সমস্ত রিপুর উপযোগিতা আছে, রিপু সকল সমভাবে থাকিলেই সুন্দররূপে জীবন যাত্রা নির্ব্বাহ হয়, ন্যূনাধিক্য হইলেই বিশৃঙ্খল ঘটে, বরঞ্চ ন্যূনমাত্রা হইলে ক্ষতি নাই কিন্তু অতিরিক্ত থাকিলে বিপদ উপস্থিত হয়। যাহার শরীরে কামের ভাগ অধিক আছে সে ব্যক্তি ধর্ম্মাধর্ম্ম বিবেচনা মূঢ় হইয়া অগম্যাগমন করে, লোভের ভাগ অধিক হইলে চুরী ডাকাইতি ইত্যাদি দুষ্কর্ম্মে প্রবৃত্ত হয়, ক্রোধভাগ অধিক হইলে অকারণে পরের অনিষ্ট করে, যেমত প্রবল ঝটিকাদ্বারা গৃহবৃক্ষাদি ছিন্নভিন্ন করে, যেমত ভূকম্পেরদ্বারা নগর পত্তনাদি নাশ হয়, যেমত প্রজ্বলিত অগ্নিশিখায় সমস্ত বস্তু দাহ হয়, যেমত জলপ্লাবনে দেশোচ্ছিন্ন যায়, তদ্রূপ ক্রোধেরদ্বারা নানাপ্রকার বিপদ ঘটায়, ক্রোধি মনুষ্যের করতলে সর্ব্বদা আপদবিপদ ও নাশথাকে।

যদি লোকে স্বীয় দোষ এবং আত্মক্ষীণতা বিবেচনায় সমর্থ হয় তবে অবশ্য অন্যের অপরাধ ক্ষমা করে, ক্রোধ রিপুকে উৎসাহ দেওয়া কর্ত্তব্য নহে, যেমত আত্ম নাশার্থ কিম্বা প্রিয় ব্যক্তির প্রাণবধার্থ তরবারিতে শাণদেওয়া অনিষ্টকর তদ্রূপ ক্রোধ

রিপুকে সতেজ করিলে আত্মও পরের অপকারমাত্র হয়, রাগ সম্বরণ করিতে পারিলে মনের সুখবৃদ্ধি হয়, ক্রোধ হইলে বুদ্ধিনাশ হয়, এই দৃষ্টান্তে ক্রোধকে বশে রাখা উচিত, যেমত প্রবল ঝটিকা সময়ে সমুদ্রে গমন করা কর্ত্তব্য নহে তদ্রূপ যখন মনোমধ্যে ক্রোধবেগ প্রবেশ করে তখন কোন কর্ম্ম করা উচিত নহে, যদি এককালে ক্রোধ নিবারণ করিতে সমর্থ না হওয়া যায় তথাচ তাহা সাম্য করা উচিত, মূর্খ লোকেরা অপমানের কথা শুনিলেই ক্রোধে জ্বলিয়া উঠে কিন্তু বিজ্ঞ লোকেরা তাহা হাসিয়া উড়াইয়া দেন, মনোমধ্যে রাগ সঞ্চয় করিলে কেবল ক্লেশ বৃদ্ধি হয় এবং সদভিপ্রায় সকল নষ্ট হইয়া যায়। প্রতি হিংসা না করিয়া অপরাধ ক্ষমা করাই কর্ত্তব্য, যে ব্যক্তি সর্ব্বদা প্রতিহিংসা করণের তন্ত্বে থাকে সে আপনার অনিষ্টপথ মুক্ত করিয়া রাখে. যেমন প্রজ্বলিত অনল বারি বর্ষণে শীতল হয় তদ্রূপ ক্রোধী মনুষ্য কেবল মিষ্ট বাক্যে নত হয়, বিবেচনা করিলে কোন কর্ম্মেই ক্রোধ সম্ভবেনা, মূর্খেরাই কোপ পরবশ হয়, মূর্খতা ও ক্ষীণতা হইতেই কোপের উৎপত্তি হয়, কোপদ্বারা পশ্চাত্তাপ ও লজ্জাবোধ হয়, ক্রোধোন্মত্ত লোক পিতৃহত্যা স্ত্রীহত্যা পুত্রহত্যা আত্মহত্যাদি সকল দুষ্কৃয়াচরণ করিতে পারে।

বিদ্যাবিষয়।

পৃথিবীর সৃষ্টিকালাবধি ভারতভূমি সর্ব্ববিদ্যাস্থল স্বরূপাছিল, মন্যাত্রী প্রভৃতি প্রাচীন স্মৃতি কর্ত্তারা ও ব্যাস বাল্মিকী জৈমিনী যাবালী প্রভৃতি মহাকবিগণ এই পুণ্যক্ষেত্রে জন্ম গ্রহণ করিয়া সুকঠিন দুর্জ্ঞেয় গ্রন্থ ও অপূর্ব্ব কাব্যাদি রচনা করিয়া স্বীয়২ নাম চিরবিখ্যাত করিয়া গিয়াছেন। তৎকালের প্রায় সকল ব্রাহ্মণেরা আজন্মকাল বিদ্যাধ্যয়ন ও অধ্যাপনা এবং ধর্ম্মযাজনে জীবনযাপন করিতেন এবং ক্ষত্র বৈশ্য শূদ্রাদি জাতীয় অনেক লোকও সুন্দররূপে দেশভাষা শিক্ষা করিত, সেই সত্যকালাবধি কলি যুগের প্রারম্ভ পর্য্যন্ত এদেশে সংস্কৃতবিদ্যা প্রকৃষ্টরূপে প্রচারছিল, মধ্যে কিছুদিন হ্রাস পড়িয়াছিল। তৎপরে রাজা বিক্রমাদিত্যের সময়ে সংস্কৃতবিদ্যা পুনরুজ্জ্বল হয়, তাঁহার রাজসভা পণ্ডিতনিচয়ে শোভিত ছিল এবং রাজা আপনিও সুপণ্ডিত ছিলেন, তিনি গুণের যথোচিত সমাদর ও পুরস্কার করিতেন। তাঁহার সভাসদ কালীদাস, বররুচি, বরাহ, মিহির, ঘটকর্পর, ক্ষপণ, শঙ্কু, বেতালভট্ট প্রভৃতি পণ্ডিতেরা এক২ জন অদ্বিতীয় জ্ঞানী ছিলেন, তাঁহারা কাব্য অলঙ্কার জ্যোতিষাদি নানা গ্রন্থ রচনা করিয়া গিয়াছেন, সেই সকল গ্রন্থ অদ্যাপি বর্ত্তমান আছে

কিন্তু আর থাকে না। রাজা বিক্রমাদিত্যের মৃত্যু হইলে কিছুকাল পরে ক্রমে ২ সংস্কৃত বিদ্যা দীনভাবাপন্না হন। তৎপরে যবনেরা ভারতস্বামী হইয়া অতি প্রাচীনা আমারদিগের মাতৃভাষাকে একদা দেশহইতে নিষ্কাশিত করিয়া দেয়, এইরূপ দুরবস্থায় ৬।৭ শত বর্ষগত হইলে পর ঈশ্বর প্রসাদাৎ আমারদিগের সৌভাগ্য প্রযুক্ত ভারত ভূমি নিষ্ঠুর অসভ্য যবনদিগের হস্ত বিমুক্ত হইয়া ইংরাজ ভোগ্যা হইয়াছেন।

ইংরাজেরা নিষ্ঠুর যবনদিগের ন্যায় পরবিদ্যা দ্বেষী নহেন, বরঞ্চ তাঁহারা বিজাতীয় বিদ্যার যথেষ্ট উৎসাহ বর্দ্ধন ও উন্নতি সাধন করিয়া থাকেন। ইংরাজদিগের রাজত্ব অদ্যাপি শতবর্ষ পূর্ণ হয় নাই, ইতিঃ মধ্যেই সর্ব্বত্রে ইংরাজী বাঙ্গালা এতদুভয় বিদ্যা বিলক্ষণ প্রচার হইয়াছে, এতদ্দেশীয় লোকেরা প্রাগুক্ত বিদ্যাদ্বয়ে বিশেষত ইংরাজী ভাষায় সুপণ্ডিত হইয়া রাজাধীনে প্রধান ২ রাজকার্য্য পরিচালন করিতেছেন, গবর্ণমেণ্টও এদেশ হইতে অবিদ্যান্ধকার এককালে দূর করণার্থ সম্পূর্ণ উদ্যোগী আছেন, বিদ্যার উন্নতিজন্য বর্ষ বর্ষ রাজকোষ হইতে সহস্র ২ টাকা ব্যয় করিতেছেন। প্রদেশ মধ্যে স্থানে ২ বিদ্যালয় স্থাপন করিতেছেন এবং এমত নিয়ম করিয়াছেন, যে কেহ কোন স্থানে বাঙ্গালা ইংরাজী পারসী প্রভৃতি যে কোন ভাষার বিদ্যালয় স্থাপন করিবেন তাহাতেই গবর্ণমেণ্ট অর্থ সাহায্য দিবেন এবং যে ২ ধনীরা স্বয়ং কোন বিদ্যালয় চিকিৎসালয় বা সাধারণের উপকার জনক যে কোন কার্য্য করেন তাঁহাকে গবর্ণমেণ্ট যথোচিত সম্মান ও উপাধি প্রদান করিবেন। যদি জগদীশ্বর কৃপা করিয়া ইংরাজদিগকে দীর্ঘকাল এতদ্দেশের রাজসিংহাসনে স্থায়ী রাখেন তবে সমগ্রদেশে পুনর্ব্বার পূর্ব্ববৎ বিদ্যার আলোচনা হইবেক। বিদ্যাবর্দ্ধন বিষয়ে দেশীয় লোকদের যে বদ্ধমূল নিরুৎসাহ ছিল তাহাও ক্রমে তিরোহিত হইতেছে। মফস্বলস্থ অনেকলোকে একমত হইয়া স্থানে২ বিদ্যালয় স্থাপন করিতেছেন, কিন্তু আক্ষেপের বিষয় এই যে এমত সুসময়েও সুচারু সংস্কৃতভাষা লুপ্ত ভাষার ন্যায় ক্রমে অদর্শিতা হইতেছেন, তাঁহার আর পুনরুন্নতি হইল না, ইহাতে রাজার কোন দোষ নাই, তাঁহারা সংস্কত বিদ্যার যথেষ্ট আদর করিয়া থাকেন, এসিয়াটিক সোসাইটীতে তাঁহারা সমস্ত সংস্কৃত গ্রন্থ সংগ্রহ করিয়াছেন এবং দেবনাগর অক্ষরে বিস্তর প্রাচীনকাব্য ও বেদ উপনিষদাদি মুদ্রিত করিয়া বিতরণ করিতেছেন, ইউরোপখণ্ডমধ্যেও জর্ম্মণি ও ইংলণ্ড রাজ্যে সংস্কৃতভাষার বিদ্যালয় স্থাপিত আছে। তত্তদ্দেশীয় অনেকে সংস্কত শিক্ষার্থ বিশেষ যত্ন-

বান আছেন, সুতরাং রাজার অযত্নে বা ব্যয় কুণ্ঠিতায় অথবা প্রতিবাধকতায় সংস্কৃত ভাষার দুর্দ্দশা ঘটিয়াছে ইহা কোন মতেই বলা যায় না, কেবল দেশীয় লোকের হতাদরে ও নিরুৎসাহে সংস্কৃত বিদ্যা দিনং শীর্ণা হইতেছেন, এদেশের সাধারণ লোকে ইংরাজী ভাষাকে অর্থকরী বিদ্যাজ্ঞানে আপন ২ সন্তানদিগকে শিশুকালাবধি ইংরাজি অধ্যয়নে নিযুক্ত এবং সংস্কৃত ভাষাকে মৃতভাষা জ্ঞানে অপহেলা করেন, দেশীয় লোকের উৎসাহ ও যত্ন ব্যতীত কদাপি দেশভাষার উন্নতি হইতে পারে না, কেবল রাজ উৎসাহে ও যত্নে কি হইবে। গবর্ণমেণ্ট হিন্দু কালেজের সম্লিষ্ট সংস্কৃত কালেজ স্থাপিত করিয়াছেন এবং সংস্কৃত কালেজের ছাত্রদিগকে ইংরাজী স্কুলের ছাত্রদিগের তুল্য পারিতোষিক ও ছাত্রীয়বৃত্তিপ্রদান করিয়া থাকেন কিন্তু কোন ২ প্রধান মহাশয়ের প্রতিবাধকতায় সংস্কৃত কালেজের সংস্কৃত পাঠনা একেবারে উঠিয়া যাইতেছে, কেবল নামমাত্র সংস্কৃত কালেজ আছে, আর ২।৪বর্ষ পরে সংস্কৃতকালেজমধ্যে একটি সংস্কৃত কথাওদুষ্প্রাপ্য হইবে, সুতরাং বলিতে হইতেছে রাজার প্রকৃষ্ট যত্নসত্তেও দেশীয় লোকের অযত্নে সংস্কৃতভাষা লুপ্ত হইতেছে। অতএব হে বিদ্যোৎসাহী দেশ হিতৈষী মহাশয়েরা, আমরা বিনতি পূর্ব্বক আপনারদিগের সন্নিধানে এই নিবেদন করিতেছি, মাতৃভাষার প্রতি সশ্রেদ্ধ হইয়া যাহাতে সংস্কৃত ভাষার নাম ভারতবর্ষ হইতে তিরোহিত না হয় তৎপক্ষে সচেষ্ট হউন।

মাগেলনের পৃথিবী বেষ্টনের বৃত্তান্ত।

পূর্ব্ব প্রকাশিতের শেষ।

“অপর জাহাজস্থ লোকেরা তথাকার মৃত্তিকাতে আপনারদের রীতিক্রমে একটা ক্রসযষ্টি রোপণ পূর্ব্বক স্পেনরাজার নামে দেশাধিকার করিয়া সেনজুলিয়ন বন্দর হইতে প্রস্থান করিল। ঐ ক্রসযষ্টি মুক্তিদাতার চিহ্ন স্বরূপ ছিল কিন্তু ইউরোপীয় লোকেরা আমেরিকার সুশোভিত অংশে যাত্রা করিয়া তাহাকে বারম্বার অত্যাচার ও নির্দ্দয়তার চিহ্ন স্বরূপ করিয়াছে। অনন্তর নাবিকেরা সেণ্টাক্রুজে উপনীত হইয়া তথায় দুইমাস পর্য্যন্ত বিলম্ব করে, সেখানে তাহারা প্রচুর পরিমাণে কাষ্ঠ এবং জল প্রাপ্ত হইয়াছিল। অনন্তর ১৮ আক্টোবরে দক্ষিণাভি মুখে দণ্ডায়মান হইয়া ভিজ্জিনিনামক অন্তরীপ দর্শন করিল এবং কিঞ্চিৎ বিলম্বে তাহারদের উদ্দিশ্য মোহনাও দেখিতে পাইল। অতএব সেই মোহানার প্রবেশ দ্বার উত্তম রূপে নিরীক্ষণ করিয়া সকলে সভাস্থ

হইয়া পরস্পর পরামর্শ করিতে বসিলে এস্তিবান গোমেজ নামা কর্ণধার কহিল "এক্ষণে আমারদিগের স্বদেশে প্রত্যাবৃত্ত হইয়া পাথেয় দ্রব্যাদি পুনশ্চ সংগ্রহ করা কর্ত্তব্য" কিন্তু সাহসিক এবং দৃঢ় প্রতিজ্ঞ সভোরা সেকথা অগ্রাহ্য করিয়া কহিল "আমারদের সংকল্প উদ্যাপনার্থ অবিশ্রান্ত যাত্রা করাই পরামর্শ সিদ্ধ।" মাগেলন মৌনাবলম্বন পূর্ব্বক উভয়পক্ষের বাদানুবাদ শ্রবণ করিয়া শেষে স্থির চিত্তে কহিলেন "এক্ষণে যৎকিঞ্চিৎ ক্লেশ সহ্য করিতে হইতেছে কিন্তু যদিস্যাৎ আমাকে আহারের অপ্রতুল প্রযুক্ত জাহাজস্থ চর্ম্মচর্ব্বণ করিতে হয় তথাচ মহারাজা সন্নিধানে যেপ্রতিজ্ঞা করিয়া আসিয়াছি তাহার খণ্ডন করিব না, অতএব কেহ যদ্বি আহারের অপ্রতুলের অথবা গৃহে প্রত্যাগমনের প্রসঙ্গ করে তবে সে বধদণ্ড প্রাপ্ত হইবে।" ক্ষুধাতুর অথবা জ্ঞাতিবৎসল লোকদিগকে এবম্ভূত শাসনদ্বারা নিস্তব্ধ করা বিচার সিদ্ধ নহে কিন্তু তাহাতে নাবিকাধ্যক্ষের বিলক্ষণ কার্য্যসিদ্ধি হইল। পিগাফেটা উক্ত সভার কোন প্রসঙ্গ করেন নাই কেবল এই লিখিয়াছেন, যে নৌকারূঢ় সকল লোকেই জ্ঞান করিয়াছিল পশ্চিমে ঐ মোহানা উত্তীর্ণ হইবার পথ নাই অতএব মাগেলন দৃঢ় প্রতিজ্ঞ না হইলে কেহই তাহার সীমাপর্য্যন্ত গমন করিত না।

অনন্তর মোহানার প্রবেশদ্বার উত্তমরূপে পরীক্ষা করণার্থ দুই জাহাজ প্রেরিত হইলে দুই দিবস এবং একরাত্রি পর্য্যন্ত অবিরত প্রচণ্ডবায়ুর বহন হওয়াতে জাহাজস্থ লোকেরা কূলস্থচরে আকর্ষিত হইবার ভয়ে অনুক্ষণ শঙ্কিত হইয়া রহিল, তাহাদের এক ২ বার এমত বোধ হইল যে মোহনার দুইপার্শ্বস্থ কূল যেন অদূরে সংলগ্ন হইয়াছে সুতরাং মহাসাগরে গমন করিবার পথ নাই, তাহাতেও প্রাণভয়ে ব্যাকুল হইয়াছিল, কিন্তু নূতন ২ জলপথ ক্রমশ দৃষ্ট হওয়াতে আনন্দিত হইয়া তদবলম্বনে দ্বিতীয় প্রণালী পর্য্যন্ত গমন করিল। পরে বায়ুর প্রচণ্ডতা শান্তি হইলে প্রত্যাগমন পূর্ব্বক নাবিকাধ্যক্ষের নিকট সকল বৃত্তান্ত নিবেদন করা বিবেচনা সিদ্ধ জ্ঞান করিল। নাবিকাধ্যক্ষ দুইদিবস পর্য্যন্ত তাহাদের শুভসংবাদ শ্রবণ করিতে না পাইয়া উদ্বিগ্ন হওত শঙ্কা করিতেছিলেন যে "বুঝি তাহারা ঝড়েতে মারা পড়িয়াছে" এবং কূলস্থ ভূমিতে ধূম দেখিয়া ইহাও ভাবিতেছিলেন "বুঝি কয়েকজন সৌভাগ্যক্রমে কূলে উত্তীর্ণ হইয়া সঙ্কেতার্থ ঐ ধূম করিতেছে।" ইতিমধ্যে দেখিতে পাইলেন যে প্রেরিত জাহাজ উড্ডীয়মান পতাকার সহিত মহাবেগে প্রত্যাবৃত্ত হইতেছে অনন্তর জাহাজ নিকটস্থ হইলে তত্রস্থ লোকেরা শুভসংবাদ সূচক

তোপধ্বনি এবং হর্ষনাদ করিল, তাহাদের মিত্রেরাও চিত্তোদ্বেগ দূরকরত তদনুরূপ শব্দ করিল। অনন্তর নাবিকাধ্যক্ষ নিজ প্রেরিত লোক প্রমুখাত ঐ মোহানার বার্ত্তা শ্রবণ করিয়া যে কূলে ধূমদর্শন করিয়াছিলেন তাহার নাম "টেরাডেল ফুগো" রাখিলেন, এবং সমস্ত জাহাজ লইয়া অগ্রসর হওত দ্বিতীয় প্রণালীর সমঙ্গস্থানে উপনীত হইয়া দেখিলেন দক্ষিণ পূর্ব্ব কোণে যাইবার পথ আছে। তখন ঐ পথের আদ্যোপান্ত নিরীক্ষণ করিবার নিমিত্ত দুই জাহাজ প্রেরণ করিয়া আপনি অবশিষ্ট জাহাজ লইয়া দক্ষিণ পশ্চিমাভিমুখে যাত্রা করিলেন। এস্তেবেন গোমেজ উক্ত দুইখান জাহাজের মধ্যে একখানার কর্ণধার ছিলেন এবং পশ্চাদ্বর্ত্তী মহাসাগরে প্রত্যাবৃত্ত হইবার পথে তৎকালীন মাগেলন উপস্থিত না থাকাতে ঐ কর্ণধার নিজ জাহাজস্থ লোকদিগকে বিদ্রোহ করিতে প্রবৃত্তিদিলেন এবং কাপ্তানকে শৃঙ্খলে বদ্ধ করিয়া রজনী যোগে স্বদেশাভিমুখে গমন করিলেন। তাঁহার জাহাজে পূর্ব্ব উক্ত প্রকাণ্ডমূর্ত্তি একজন অসভ্য পুরুষ ছিল অতএব সর্ব্বাগ্রে তাহাকে স্পেনরাজ্যে লইয়াগিয়া রাজার অন্তঃকরণে আমোদ জন্মাইবার মানস করিয়াছিলেন কিন্তু ঐ নিরাশ্রয় বন্দী মহীমণ্ডলের মধ্যস্থিত দেশের উত্তাপ সহ্য করিতে অক্ষম হইয়া বিষুব রেখার নিকটেই প্রাণত্যাগ করিল। অপর মাগেলন দক্ষিণ পশ্চিমাভিমুখে গমন করিয়া এক তরঙ্গিণীর সঙ্গমস্থানে লঙ্গর করত অন্যান্য জাহাজের প্রতীক্ষায় রহিলেন, পরে দক্ষিণ পূর্ব্বে প্রেরিত লোকদিগের উদ্দেশে নৌকা পাঠাইয়া তৃতীয় দিবসে তাহারদের সাক্ষাত পাইলেন। তাহারা আসিয়া নিবেদন করিল, "আমরা মোহানার অন্ত এবং তদ্দক্ষিণস্থ মহা সাগর দর্শন করিয়াছি।" পিগাফেটা কহেন "আমরা এমত শুভসংবাদ শ্রবণে আনন্দ প্রযুক্ত অশ্রুরোধ করিতে পারিলাম না এবং ঐ অন্তরীপের "ইনকেপো দেসিএদো" নাম দিলাম কেননা বস্তুত তাহা দর্শন করিতে অনেক দিন পর্য্যন্ত বাসনা করিয়াছিলাম। অনন্তর তাহারা প্রকাশ্যরূপে পরমেশ্বরের ধন্যবাদ করিয়া কিয়দ্দিনাবধি পলায়নপর গোমেজের অনুসন্ধান করিল কিন্তু তাহার উদ্দেশ না পাইয়া কয়েক প্রশস্তস্থলে পতাকা রোপণ করিয়া অবশিষ্ট তিন জাহাজ লইয়া মোহানার পশ্চিমমুখে যাত্রা করিল এবং "ডিলাবর্জিনি" অন্তরীপ প্রকাশ হইবার সপ্ত ত্রিংশৎদিন গতে সে স্থানে উপনীত হইল। মাগেলন অনেক কালাবধি উদ্দিশ্য ঐ জলপথের নাম "পাটাগোনিয়ান" মোহানা রাখিলেন, কিন্তু উত্তর-কালের লোকেরা ঐ পথ তাঁহার আপনার নামে বিখ্যাত করিয়াছে। ঐ মোহানায়

প্রায় সর্ব্বাংশে অতলস্পর্শ ছিল কেবল কূলের নিকটে লঙ্গর করা যাইত, তাহার দীর্ঘতা ন্যূনাধিক ১৬৫ ক্রোশ ছিল। পিগাফেটা কহেন, তিনি নাবিকাধ্যক্ষের জাহাজস্থ "পাটাগোনীয় অসুরের" সহিত কথোপকথন দ্বারা তদ্দেশীয় ভাষা যৎকিঞ্চিৎ শিখিয়া এক অভিধান সংগ্রহ করিয়াছিলেন, পশ্চাদ্বর্ত্তি পণ্ডিতদিগের বচন প্রমাণ তাহাতে অধিক অশুদ্ধ ছিল না।"

ক্রমশঃ প্রকাশ্য

টেলিমেকসের ভ্রমণ বৃত্তান্ত।

পূর্ব্ব প্রকাশিতের শেষ।

আসিষ্টিস রাজদণ্ড লইয়া সিংহাসনোপরি উপবিষ্ট হওতঃ বিচার এবং কোন দেবালয়ে পূজা ও বলি দেওনের উদ্যোগ করিতেছিলেন, তিনি কঠিন গম্ভীরস্বরে আমারদের দেশের নাম এবং তথায় গমনের কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। মেণ্টর তৎক্ষণাৎ উত্তর করিলেন, আমরা হেসপিরিয়ার তীরহইতে আসিতেছি, আমারদের বাটী তথা হইতে নিকট, আসিষ্টিস এতদ্বাক্যে প্রতীত হইয়া আমারদিগকে যথার্থ বিদেশী ও কোন মন্দাভিপ্রায়ে আসিনাই ইতি বিবেচনায় ক্রীতদাসবৎ অরণ্যমধ্যে পশু চারণের আজ্ঞাদিলেন। দাস হইয়া জীবন ধারণাপেক্ষা মৃত্যু বাঞ্ছনীয় বিবেচনায় আমি কহিলাম, হে রাজন্! অপকীর্ত্তিকর কার্য্যে নিযুক্ত করণের পরিবর্ত্তে আমারদের প্রাণদণ্ডাজ্ঞা কর, আমি ইথাকার রাজা ইউলিসিসের পুত্র, পিতৃতত্ত্বে সকল দ্বীপোপদ্বীপ ভ্রমণ করিতেছি কিন্তু যদি আমি তাহাতে কৃতকার্য্য না হই, যদি দেশে প্রত্যাগমন করিতে না পাই ও যদি আমাকে চিরকাল দাসরূপে থাকিতে হয় তবে দুঃখভারে শ্রান্ত জীবন ধ্বংস করিয়া আমাকে ক্লেশমুক্ত কর।

এতদ্বাক্য শ্রবণে লোকেরা তৎক্ষণাৎ কহিল যে ইউলিসিসের মন্ত্রণায় ট্রয়নাশ হইয়াছে, তৎপুত্র অবশ্য বধযোগ্য, তাহাতে আসিষ্টিস কহিলেন, ও টেলিমেকস, ট্রোজন প্রেত লোকের সহিত তোমার পিতা একিরণ বা বৈতরণী, নদীতীরে ভ্রমণ করিতেছেন। মৃত ট্রোজানদিগের প্রেত পুরুষের তৃপ্ত্যর্থে আমি তোমার রক্তপাৎ নিবারণ করিতে পারি না অতএব তোমার ও তৎসঙ্গির প্রাণদণ্ড হইবে, এই সময়ে এক প্রাচীন আসিয়া কহিল, আঙ্কাইসিসের সমাধিস্থলে এই নরদ্বয়কে বলি দেওয়া যাউক তদ্দ্বারা ঐ মৃতদেবীর প্রেতাত্মার প্রীতি হইবে, এবং তৎপুত্র ইনিয়স এসংবাদ শ্রবণ করিলে কৃতজ্ঞতার সহিত তুষ্টি প্রকাশ করিবেন, এই প্রস্তাব আহ্লাদের সহিত গৃহীত হইয়া আমরা ঐ কবর স্থানে নীত হইলাম, যেখানে দুই যজ্ঞবেদী প্রস্তুত ও তদুপরি পবিত্র অগ্নি প্রজ্বালিত

এবং খড়্‌গ আনীত হইয়াছিল এবং তাহারা আমারদিগকে বলির ন্যায় পুষ্পমালায় শোভিত করিয়া দয়ার পরিবর্ত্তে প্রাণহনন ব্যাপারে আমোদুৎসাহ করিতেছিল, কিন্তু এই বিপৎ কালে সম্পূর্ণ ধীরতা ও সাহসের সহিত মেন্টর রাজাকে কহিলেন, হে রাজন্! যদি বালক টেলিমেকস (যে কখন তোমারদের প্রতি অস্ত্রধারণ করে নাই) তাহার কোমলতার ও নির্দ্দোষিতার প্রতি তোমার দয়ার উদ্রেক না হয় তবে তোমার আত্ম বিপদ রক্ষার উপলক্ষে দয়া হউক, ঈশ্বরানুগ্রহে আমি যে ঐশিকিচ্ছা কথন ও ভবিষ্যদ্বক্তৃতা গুণ প্রাপ্ত হইয়াছি, তৎপ্রসাদাৎ প্রকাশ করিতেছি যে তিন দিবসাভ্যন্তরে পর্ব্বত হইতে একদল অসভ্যলোক বন্যার জলের ন্যায় তোমার রাজধানী ও দেশোচ্ছীন্ন করিতে আসিবে তন্নিমিত্ত তাহারদিগের বেগ নিবারণ পক্ষে সত্বর হও, সৈন্যগণকে সুসজ্জ কর, এবং মূল্যবান দ্রব্যাদি নগরের প্রাচীর মধ্যে আন। যদি এই দিনত্রয়ের মধ্যে আমার ভবিষ্যদ্বাণী মিথ্যা হয় তবে আমারদের রক্তে এই বেদী রক্তাক্ত হইবে কিন্তু সত্য হইলে আসিসৃটিসের যেন স্মরণ থাকে যে যাহারদ্বারা রাজা প্রজার জীবন রক্ষা হইল তাহারদের জীবনধ্বংস করা তাঁহার উচিত হয় না।

ক্রমশঃ প্রকাশ্য।

দৃষ্টান্তবাক্য সংগ্রহ।

৮০ মারি তো গণ্ডার, লুটি তো ভাণ্ডার।

৮১ ছুঁচা মারিয়া হাত গন্ধ।

৮২ শরীরের নাম মহাশয়, যাহা সহায় তাহাই সয়।

৮৩ ভাগের মা গঙ্গা পায় না।

৮৪ আপনার নাক কাটিয়া পরের যাত্রা ভঙ্গ।

৮৫ সতিনীর বাটিতে বিষ্ঠা গুলিয়া খায়।

৮৬ যাহার নামে উপবাস, তাহার সঙ্গে প্রবাস।

৮৭ যে যাহারে দেখিতে না পারে সে তাহাকে হাঁটিতে খোঁড়ে।

৮৮ লক্ষ্মণ সা আর লক্ষ্মণ হাড়ি।

৮৯ কাকের মুখে কৃষ্ণকথা।

মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র রায়ের জীবন চরিত্র।

মানসিংহের প্রস্তাবে বঙ্গাধিকারী মনে ২ ক্ষুণ্ণ হইয়া অগত্যা সম্মতি দান করিলেন এবং রায় মজুমদারকে আহ্বান করিয়া কহিলেন, তোমাকে রাজা মানসিংহের সঙ্গে বাঙ্গালায় যাইতে হইল। রায় মজুমদার নিবেদন করিলেন, কোন দেশে যাইতে হইবেক, তাহাতে বঙ্গাধিকারী কহিলেন, যশোহরনগরে রাজা প্রতাপাদিত্য রাজকর বারণ করিয়াছে তাহাকে ধরিতে রাজা মানসিংহ যাইতেছেন,

তুমিও তাঁহার সহিত গমন কর। রায় মজুমদার তাহাতে স্বীকার করিলেন, পরে মানসিংহ ও ভবানন্দ রায়মজুমদার ৯ লক্ষ সৈন্য সঙ্গে করিয়া প্রতাপাদিত্যকে নিধন করিতে গৌড়ে প্রস্থান করিয়া দুইমাসে বালুচর গ্রামে উপনীত হইলেন, এবং রায়মজুমদারকে জিজ্ঞাসিলেন, রায়মজুমদার এস্থানের নাম কি? তাহাতে রায়মজুমদার নিবেদন করিলেন, মহারাজ এ স্থানের নাম বালুচর, রাজা মানসিংহ কহিলেন এই স্থানে রাজধানী হইলে উত্তম হয়।

বাক্যবিন্যাস।

লোভে পাপ পাপে মৃত্যু।

লোভেতে জন্ময়ে পাপ সর্ব্বশাস্ত্রে কয়
পাপেতে জন্মিয়া ব্যাধি দেহ করে ক্ষয়।
ষড়রিপু হইতে পাপ ঘটে নিত্য নিত্য
অতএব লোভে পাপ পাপে হয় মৃত্যু॥

মনের অগোচর পাপ নাই।

সকল পূরাণে কন, মনোরূপি নারায়ণ,
সর্ব্বঘটে করেন বিরাজ।
মনের সংযোগ বিনে, নাহি পারে কোন
জনে, তিলার্দ্ধ করিতে কোন কায॥
নিজকৃত পুণ্য চয়, স্মরণে নাহিক রয়,
পাপকর্ম্ম বড়ই বালাই।
যেই অতি মানী হয়, লোকে তারে
হেয় কয়, মনের অগোচর পাপ নাই॥

খলের সুন্দর মতি নহে কদাচন।

ভীষ্ম বলেন দ্রোণাচার্য্য শুনিয়াছ আর।
কৃষ্ণেরে বান্ধিতে চাহে গান্ধারি কুমার।
ঈষৎ হাসিয়া গুরু বলেন বচন।
খলের সুন্দর মতি নহে কদাচন॥

বিধি বিড়ম্বন।

শ্রীকৃষ্ণ বলেন শুন কুরু মহাশয়।
যুদ্ধইচ্ছা কর হেতু নিজ কুলক্ষয়॥
নিশ্চয় করিয়া আমি কহি সে কারণ।
তোমারে হইল কেবল বিধি বিড়ম্বন॥

রামায়ণ।

পূর্ব্ব প্রকাশিতের শেষ।

ইন্দ্রের অভিশাপ শ্রবণে অপ্সরীগণ তাঁহার চরণে ধরিয়া নানা স্তুতি মিনতি করিতে লাগিল, তাহাতে সহস্র লোচন প্রসন্ন হইয়া কহিলেন, যত দিন তোমরা রাজা হরিশ্চন্দ্রের দর্শন না পাইবে ততদিন তোমাদিগকে শাপ ভোগ করিতে হইবেক। পুরন্দরশাপে নৃত্যকীরা বৃদ্ধারূপে বিশ্বামিত্র তপোবনে আসিয়া প্রত্যহ তাঁহার পুষ্পোদ্যানের পুষ্প চয়ন ও ডালভাঙ্গিতে লাগিল তাহাতে মুনি রুষ্ট হইয়া কহিলেন অদ্য যেব্যক্তি আমার পুষ্পাদি চুরি করিবে তাহাকে লতাবন্ধনে পড়িতে হইবেক। পরদিন অপ্সরীরা যেমন ফুল তুলিবে, অমনি মুনিশাপে লতাবন্ধনে পড়িল। ঐ সময়ে রাজা হরিশ্চন্দ্র মৃগয়ার্থে ঐ বনে গিয়াছিলেন, নৃত্যকীরা তাঁহাকে দেখিয়া আপনারদিগের মুক্তিজন্য অনেক স্তুতিবাদ করিল, তিনি তাহারদিগের ক্লেশে কাতর হইয়া বন্ধন মোচন করিয়া দিলেন,

তাঁহার হস্তস্পর্শে নৃত্যকীরা শাপ বিমুক্ত হইয়া স্বর্গে গমন করিল। বিশ্বামিত্র ঋষি আশ্রমে আসিয়া বন্ধী কন্যাগণকে না দেখিয়া মহা ক্রোধিত হইলেন, অতঃপর ধ্যান করিয়া দেখিলেন, রাজা হরিশ্চন্দ্র কন্যাদিগকে ছাড়াইয়া দিয়াছেন, তাহাতে মহাক্রোধিত হইয়া রাজ ভবনে গমন করিলেন, মুনিকে দেখিয়া রাজা হরিশ্চন্দ্র ব্যস্ত সমস্ত হইয়া বসিতে আসন দিলেন, বিশ্বা মিত্র দত্তাসনে উপবেসন করিয়া রাজাকে বলিলেন, তুমি কি কারণে বন্দীকন্যাগণকে ছাড়াইয়া দিলে, রাজা উত্তর করিলেন, কন্যাগণের বন্ধন দৃষ্টে আমি ক্লেশিত হইয়া তাহারদিগকে মুক্ত করিয়াছি, আপনি যে তাহারদিগকে বন্ধন করিয় ছিলেন তাহা জানিলে কদাপি মুক্ত করিতাম না, দানাদিতে আমি সর্ব্বদা ব্রাহ্মণের পরিতোষ করিয়াথাকি, যে কর্ম্মে ব্রাহ্মণের ক্ষতি হয় তাহাতে হস্তক্ষেপ করি না।

ক্রমশঃ প্রকাশ্য।

মহাভারত ।

পূর্ব্ব প্রকাশিতের শেষ।

পার্ব্বতীর বচন শ্রবণে ধূর্জটি ক্রোধিত হইয়া বৃষভারোহণে ভূত প্রেতগণ সঙ্গে ক্ষীরোদকুলে উপনীত হইলেন, মহাদেবের কোপ বুঝিয়া দেবতারা তাঁহার চরণে প্রণত হইলেন। শিব কহিলেন, অহে দেবতারা ! কিজন্য সাগর মন্থন রহিত করিলে। ইন্দ্র কহিলেন, দেবদেব অবধান করুন, সমুদ্র মন্থনের উদ্দ্যেশ্য সিদ্ধ হইবায় হৃষীকেশ মন্থন নিবারণ করিয়াগিয়াছেন, ইন্দ্রবাক্য শ্রবণে পশুপতি আরো ক্রোধিত হইয়া কহিলেন, তোমারদের এতগর্ব্ব কিসে হইল, তোমরা সমুদ্র মন্থনের সমস্ত উত্তম দ্রব্য আপনারা বণ্টন করিয়া লইলে, আমি যে একব্যক্তি আছি তাহা কাহারু মনেও ছিল না, ভাল যাহা হইয়াছে তাহা ক্ষমা করিলাম, এক্ষণে আমার অনুরোধে পুনর্ম্মন্থন কর।

মহাদেবের এইবাক্য শ্রবণে কশ্যপ ঋষি কহিলেন, হে শূলি ! যে নিমিত্ত দেবাসুরে সমুদ্র মন্থন করিয়াছেন তদ্বৃত্তান্ত শ্রবণ করুন। একদিন দুর্ব্বাশা মুনি ইন্দ্রপ্রতি প্রসন্ন হইয়া আপন গলের পারিজাতমালা তাঁহাকে প্রসাদ করিলেন, ইন্দ্র সেই মালা ঐরাবতের দন্তে জড়াইয়া দিলেন, গজরাজ ঐ মালা পদতলে ফেলিয়া দিল, তাহাতে মুনিরাজ ক্রোধিত হইয়া অভিশাপ দিলেন, "হে পুরন্দর! তুমি যেমন ঐশ্বর্য্য মদে মত্ত হইয়া আমাকে অবজ্ঞা করিলে, সেহেতু আমার শাপে লক্ষ্মীছাড়া হও।" দুর্ব্বাশা শাপে কমলা সুরপুর ত্যাগ করিয়া সমুদ্রবাসিনী হইলেন। তাহাতে দেবতারা দিন ২ শ্রীভ্রষ্ট হইয়া

অতীবকষ্ট ভোগ করিতে লাগিলেন, দেবগণের ক্লেশদৃষ্টে নারায়ণ সমুদ্র মথনের আজ্ঞাদিবায় দেবাসুরে মন্থন করেন, সমুদ্র মন্থনে জলেশ্বর ক্লেশ পাইয়া লক্ষ্মী আনিয়া নারায়ণকে প্রদান করিলে নারায়ণ মন্থন নিবারণের আজ্ঞা দিয়া গিয়াছেন, এক বার মন্থনেই দেবতারা মহাক্লিষ্ট হইয়াছে, আর শ্রম করিতে সমর্থ হইবে না, অতএব আপনি কোপ সম্বরণ করুন।

ক্রমশঃ প্রকাশ্য।

আরব্য উপন্যাস।

পূর্ব্ব প্রকাশিতের শেষ।

শুন শুন মহারাজ বচন আমার।
আসিতে হইবে রাজ্যে শীঘ্র আপনার।
আমাদের অপেক্ষা দুর্দ্দশাপন্ন লোক।
দেখিলেই আপনার দূরহবে শোক।।
এতবলি দুইজন ধরি যোগী বেশ।
নগর ছাড়িয়া বনে করেন প্রবেশ।।
ক্রমে ক্রমে বহুদূর করিয়া ভ্রমণ।
সাগর তীরেতে শেষে করেন গমন।।
বনমধ্যে দুইভাই বসি বৃক্ষমূলে।
নানামত সুপ্রসঙ্গ করে কুতূহলে।
হেনকালে সিন্ধুমাঝে ঘোর শব্দ হৈল।
ক্ষণপরে কৃষ্ণবর্ণ স্তম্ভ দেখাদিল।।
দেখিতে ২ স্তম্ভ ঠেকিল গগণে।
বৃক্ষোপরে উঠে দোঁহে ভয়পেয়ে মনে।।
অতঃপর দেখিলেন অদ্ভুত ব্যাপার।
স্তম্ভ ঘুচি হৈল এক দৈত্যের আকার।।
বিকট আকার দৈত্য অতি ভয়ঙ্কর।
মস্তকে মঞ্জুষা লয়ে আইসে সত্বর।।
ক্রমে আসি উপনীত সেই বৃক্ষমূলে।
শিরহতে মঞ্জুষা রাখিল ভূমিতলে।।
অনন্তর চাবি লয়ে সিন্দুক খুলিল।
অপূর্ব্ব রমণী এক বাহির হইল।।
রমণীর উরুদেশে মস্তক রাখিয়া।
নিদ্রিত হইল দৈত্য ভূমেতে শুইয়া।।
দেখিয়া অদ্ভুত কাণ্ড দুই সহোদর।
ভয়েতে ব্যাকুল হয়ে কাঁপে থরথর।।
ক্ষণেক বিলম্বে নারী উর্দ্ধদিগে চায়।
বৃক্ষোপরে দুইনরে দেখিবারে পায়।।
সুপুরুষ দুইজন পরম সুন্দর।
দেখি কামবাণে নারী ব্যথিত অন্তর।।

ক্রমশঃ প্রকাশ্য।

গোলেবেসেনুয়া।

পূর্ব্ব প্রকাশিতের শেষ।

অনন্তর তপস্বীকে প্রণাম করিয়া চীনরাজকুমারীর অনালোকিত লাবন্য মাধুরি দর্শন সমুৎসুক অন্তঃকরণে যথায় সেনানিবেশ রাজকুমারের প্রতীক্ষায় নিবেশিতছিল তথায় গমন করিলেন। মনোহর তুরগ আরোহণে সেনা সমভিব্যাহারে তুর্করাজ্যাভিমুখে গমন করিলেন। এমত সময়ে ভুবন এয় প্রভাকর বিভাকর স্বকর নিকর সম্বরণ পূর্ব্বক সহসা অস্তশৈলে সমারোহণ করিলেন, শশধর সুশীতল অংশুবিস্তারদ্বারা আতপ সন্তাপিত জলের সন্তাপ দূরকরত বিরহী গণের বিরহ সমুদ্ভাবন করিতে লাগি লেন। মন্দমন্দ সমীরণ সঞ্চালিত

হইতে লাগিল। রাজকুমার তুর্করাজ্যে প্রবেশ করিলে পুরবাসীরা আনন্দের পরাকাষ্ঠা প্রাপ্ত হইয়া রাজ সদনে সমাচার প্রদান করিলেন। মহিষী সমভিব্যাহারে রাজা সমসাদ লালপোষ আগমন করিয়া কুমারের বাহু যুগল ধারণপূর্ব্বক অট্টালিকার উপরি ভাগে গমনকরত মৃগয়াসংক্রান্ত সমস্ত কুশল অবগত হইয়া আহ্লাদসাগরে মগ্ন হইলেন ও কিয়ৎক্ষণ উপবেশন পূর্ব্বক গমন করিলেন। রাজকুমার সেই রূপসীর মুখশশী ভাবনায় অহর্নিশি অতিবাহিত করিতে লাগিলেন। কুসুমশরের অলঙ্ঘ্যতা প্রযুক্তই হউক কি দৈবদুর্ব্বিপাকের অবশ্যম্ভাবিতা প্রযুক্তই বা হউক রাজকুমারের কামিনী দর্শনলালসা ক্রমে২ বলবতী হইতে লাগিল। অনঙ্গের সাশনে ও অঙ্গনাজনের চরিত্র শ্রবণে এবং ভবিতব্যের অবশ্যম্ভাবনে রাজকুমার দিনদিন শীর্ণ ও বিবর্ণ হইতে লাগিলেন। নয়নযুগলে অশ্রুবারি অনবরতই বহির্গত হইতে লাগিল। বিরহে নিতান্ত অভিভূত হইলেন। কোন বয়স্য রাজকুমারের এইরূপ স্মরদশা সন্দর্শন করিয়া এবং সমস্ত বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া তুর্কাধীশ্বর মহারাজ সমসাদ লালপোষের নিকট [illegible]মান হইয়া কৃতাঞ্জলিপুটে নিবেদন করিতে লাগিল, মহারাজ ভারত বর্ষের [illegible]বাংশে চীননামে এক মহা নগরী [illegible] তথায় কয়মুছ্ নামে মহাবল পরাক্রান্ত রাজা বাস করেন, তাঁহার ভুবনমোহিনী এককন্যা আছে তাহার নাম মেহে অজ্রেজ, সেই সুরূপা অঙ্গনার রূপের কথা কি কহিব গগণোদিত চন্দ্রিমা তাহার মুখচন্দ্রিমার তুলনাস্থল হইতে পারেন না।

ক্রমশঃ প্রকাশ্য।

প্রেরিত পত্র।

নিবেদনঞ্চ মেতৎ।

ভবদীয় ভবমান্য পত্রোপান্তে নিম্নলিখিত কতিপয় পংক্তি সংশোধনান্তর স্থান প্রদানে চরিতার্থ করিবেন।

সাবধান ২ না হইও ভ্রান্ত।

ভুবনমোহন কারি ভুবন মোহন।
সৃষ্টি স্থিতি প্রলয়ের অনাদি কারণ॥
বিশ্বময় বিশ্বপুরী অতি মনোহর।
বাসকরে কত শত ভূচর খেচর॥
বৃক্ষ লতা গুল্ম আদি পদার্থ সকল।
সুশোভন করিয়াছে এই ভূমণ্ডল॥
পল্বলে করয়ে কেলি জলচর কত।
সারি২ সন্তরণ করে কতশত॥
সর্ব্ব ঘটে তুল্য বটে সেই নির্ব্বিকার।
বাসকরে অহরহঃ নাহিক বিহার॥
ভগবান ত্রিভুবন পালন কারণ।
সদা সেই পদ ভাব ওরে ভ্রান্তমন॥
পরম পবিত্র পিতা ভাবহ একান্ত।
সাবধান সাবধান না হইও ভ্রান্ত॥

সময় পাখীতে আছে পাখা দুইখান।
গোপনে উড়িয়া যায় না পায় সন্ধান॥
যেই গেল সেই গেল না আসিবে আর।
রজতকাঞ্চন বিনিময়ে পাওয়া ভার॥
অতএব ওরেমন হও সযতন।
একভাবে ভাব সেই নিত্য সনাতন॥
পলকে প্রলয় হয় প্রলয়ের মত।
তবে কেন মূঢ়মন অহঙ্কার এত॥
মাতা পিতা ভ্রাতা বন্ধু সকল অসার।
জীবনান্তে সঙ্গী বল কে হইবে কার॥
অতএব ভাব সত্য হয়ে মন শান্ত।
সাবধান সাবধান না হইও ভ্রান্ত॥

কালগ্রাসে কবলিত দেহ হবে যবে
সত্যরূপ বন্ধুতব সঙ্গেসঙ্গে যাবে॥
পঞ্চভূত ময়ী দেহ ভূতের আগার।
সর্ব্ব শ্রেষ্ঠ আছে এক ভূত সবাকার॥
সে ভূত এভূত রাজ্যে হইয়ে রাজন।
সর্ব্বভূত সদা তিনি করেন সাশন॥
ছয়রিপু যেই কালে হইবে প্রবল।
লুঠিবে ভূতের বাড়ি লুঠিবে সম্বল॥
মৃগতৃষ্ণা সমতৃষ্ণা হইবে তোমার।
সত্যাসত্য ভাল মন্দ না বুঝিবে আর।
অতএব ওরে মন ভজহ শ্রীকান্ত।
সাবধান সাবধান না হইও ভ্রান্ত॥

আলাদিন ও আশ্চর্য্য প্রদীপের বিষয়।

গত বারের শেষ।

সন্তানে সন্তাপ বাক্য করিলে প্রচার
সুদীর্ঘ কুন্তলে ধরি করয়ে প্রহার॥
এইরূপ দুঃখকালে দুঃখিতা কামিনী
নেত্রজলে ভাসে সদা দিবস যামিনী॥
একদিন আলাদিন সঙ্গিগণ সঙ্গে।
রাজমার্গে খেলে সবে নানা রসরঙ্গে॥
অকস্মাৎ পথমধ্যে নর একজন।
আলাদিন মুখ হেরি হৈল উচাটন॥
কেবল পথিক নহে কুহকের পতি।
ইষ্টলাভ সিদ্ধহেতু ছিল হেনগতি॥
জন্মভূমি হয় তার আফ্রিকা প্রদেশে।
আশ্চর্য্য প্রদীপহেতু ফিরে দেশে ২॥
বহুদিন করিয়ে কুহক অধ্যয়ন।
জানিলেক অত্যাশ্চর্য্য দীপের কারণ॥
আলাদিন হতে হবে ইষ্টের সাধন।
এই হেতু আলাদিনে করে সম্বোধন॥
বল বাছা কেবা তব জনক জননী।
কিবা নাম বটে তব সত্য কহ বাণী॥
পুনবলে মস্তফা তোমার কেবা হয়।
ছেলে বলে সেই মম পিতা মহাশয়॥
মায়াবী মায়ার ছলে বাহু প্রসারিয়া।
আলিঙ্গন করিলেক আলাদিনে নিয়া॥
আমাকে চিনিতে নার ওরে বাছাধন।
পিতৃব্য তোমার হই অত্যন্ত অধম॥
বল ২ সুকুমার দাদার কুশল।
কিবা ভাবে আছে তব মাতা তাহা বল॥
আলাদিন অতি মূঢ় নাহি কিছু জ্ঞান।
চিনিতে নারিল এই চতুর প্রধান॥
তোমার সহজ মম পিতা মহাশয়।
অতিথি রূপেতে স্থিতি কালের আলয়॥
ঐহিক শরীর সুখে সুখী নহে মায়া।
তাতে ধনহীন করি সৃজিলেন [illegible]॥
এই হেতু বিশ্বশুখে নাহি মোরা সুখী।
পিঞ্জরের পাখীমত হইচির দুঃখী॥
আলাদিন বাণী শুনি মায়ার সাগর

নেত্রনীরে ভাসাইল যুগল অধর ।।
পরিশেষে বাষ্পপূর্ণ নয়ন যুগলে।
চুম্বন করিল আলাদিনের কপোলে ।।
করপূর্ণ স্বর্ণমুদ্রা করিয়া প্রদান।
বলিলেক বাছাধন কর অবধান ॥
তোমার জননীপদে আমার প্রণতি।
ব্যক্ত কর প্রিয়পুত্র যায়ে শীঘ্রগতি।
পরিশেষে কর এই মুদ্রা সমর্পণ।
কল্য শ্রীচরণে মম হবে আগমন ।।
প্রিয়ভাষে সম্ভাষণ করি অতঃপর।
মায়াবি সর্ব্বরী হেরি গেল স্থানান্তর।

ক্রমশ প্রকাশ্য।

আগত পত্র।

শ্রীযুক্ত বাবু দীনবন্ধু মল্লিক মহাশয় যেরূপ বহ্বায়াশ স্বীকার করত এই ঢাকা পুরী বিদ্যা বীজ বপনের দ্বারা সুশোভন করিতেছেন এবং মানবদিগের মনঃক্ষেত্র সুচারু রূপে কর্ষণার্থ যে সুপ্রণালী প্রচলিত করিতেছেন, তাহা আলোচনা করিলে আমাদিগের অন্তঃকরণ অসামান্য আনন্দে পরিপূর্ণ হয়। আমাদিগের দেশহিতৈষী মহাত্মা লুইস্ সাহেব কলেবর পরিত্যাগ করিয়া আমাদিগকে অসামান্য নিরানন্দনীরে নিমগ্ন করিয়াছেন, কিন্তু বোধহয় শ্রীযুতমল্লিক বাবু মহাশয় অাগৌণে সেই পরিতাপকে তপন তনয় ভবনে প্রেরণ করিবেন। তিনিও সেইরূপ যশঃশালী হইয়া এই ঢাকা নগরীতে আপন কীর্ত্তিস্তম্ভ স্থাপন করিবেন।

শ্রীগৌরহরি সেন।

সমাচার।

সম্প্রতি আগত বিলাতীয় সমাচারে ব্যক্ত হয় নেপেলস রাজার সহিত ইংরাজ ও ফরাসিসদিগের বিবাদ ঘটনের উপক্রম হইয়াছে, ইংলিস ও ফ্রেঞ্চ রণতরী সকল সেনা লইয়া নেপেলস রাজ্যাভিমুখে যাইতেছে, তাহাতে রুষবাদসাহ রুষ্ট হইয়াছেন। স্পেনরাজ্যে পুনর্বিদ্রোহিতা সূত্র উঠিয়াছে।

পারস্য রাজ্যের সহিত ব্রিটিস গবর্ণমেণ্টের যুদ্ধ উপস্থিত হইয়াছে, বোম্বাই হইতে অনেক সেনা ও যুদ্ধ দ্রব্য বুসাবার নগর গিয়াছে।

প্রধান সেনাপতি জেনেরেল আনসন সাহেব ত্বরায় করাচীতে উপনীত হইবেন।

লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণর শ্রীযুতহেলিডে বাহাদুর ত্বরায় দারজিলিং যাইবেন, বাঙ্গাল আফিসের সেক্রেটরী ও অনেক আসিষ্টাণ্ট তাঁহার সঙ্গে যাইবে।

সাধারণ শিক্ষাবিষয়ের ডাইরেক্টর মেং গর্ডন ইয়ং সাহেব আকাবও আসামে গিয়াছেন।

সিবিলসরবিস কার্য্য পরীক্ষক মেষ্টর রিকেট্স সাহেব কলিকাতা আসিয়াছেন, তিনি বাঙ্গালার লেপ্টেনেণ্টগবর্ণর, সদরীয়জজ এবং অন্যান্য যাবতীয় গবর্ণমেণ্টের চিহ্লিত ভৃত্যদিগের বেতন হ্রাস করণের প্রস্তাব গবর্ণমেণ্টে পাঠাইয়াছেন।

বিজ্ঞাপন।

হিত কথা টি ।০
বর্ণমালা ২৪ পেজে তা ৵০
ধর্ম্মাঞ্জন টি ।।০
যিহুদীয় লোকদিগের বৃত্তান্ত টি ১
নবদ্বীপাধিপতি মহারাজা
কৃষ্ণচন্দ্র রায়ের বংশাবলি টি ।০
শান্তি শতক টি ৷৵
ঋতু সংহার টি ।০
ত্রিতাপ হারিণী টি ।।০
সত্য নারায়ণোপাখ্যাণ টি ।০
সত্যনারায়ণ ব্রত কথা টি ।০
গোপাল স্তোত্র টি ৵০
অদ্ভুত রামায়ণ টি ।।০
গীতাবলী টি ।০
গুরুতত্ত্ব টি ।।০
বর্ণমালা অর্থ সংযুক্ত টি ।০
বঙ্গভাষা বর্ণমালা টি ৵০
ভারত বর্ষীয় সভার তৃতীয়
বার্ষিক বিবরণ টি ।০
ছোট অাঙ্গুলীয়া
হিতৈষি সভার বক্তৃতা টি ৴০
ফারমেসি নাগরি টি ।।০
ঐ ঐ বাঙ্গালা টি ৷৷৹০
পতিতোদ্ধার টি ১
পাঁচালী .... বা ।৵০

বিধবা বিবাহ প্রচলিত হওয়া
উচিত কি না ১ নং টি ।।০
ঐ ঐ নং ২ টি ২
বিধবা বিবাহ নিষেধক
প্রমাণ বলি নং ১ টি ।০
ঐ ঐ নং ২ টি ৶০
মোহ মুদ্গার পু টি ৵০
ব্রেমলি সাহেবের
বক্তৃতা পু টি ৵০
ধারাপাঠ পু টি ৵০
দায় কৌমুদি .... বা ৪
সার কৌমুদি .... বা ২

দিবাজ্ঞাপক।

ঘড়ির ন্যায় নূতন এক দিবাজ্ঞাপক ও ডেলি ইণ্ডিকেটর ইংরাজী ও বাঙ্গালা বৃহদক্ষরে মুদ্রিত হইয়াছে তাহাতে ১২৬২ অবধি ১২৭০ পর্য্যন্ত, ইংরাজি ১৮৫৬ অবধি ১৮৬৩ পর্য্যন্ত সন মাস, বার, ও দিন, সর্ব্বক্ষণ দৃষ্ট হইবে, ইহার ঘড়ির ন্যায় কাঁটা আছে ইহার মূল্য স্বাক্ষর কারির প্রতি ।।০ আট আনা এবং বিনা স্বাক্ষর কারির প্রতি ৶০ আনা মাত্র নির্দ্ধারিত হইল।

বিজ্ঞাপন।

সমাচার সুধাবর্ষণ প্রাত্যহিক পত্র। হিন্দীতে ও বাঙ্গালাতে বিরচিত হইয়া প্রতিদিন প্রকাশ হইতেছে, তাহা যদ্যপি কোন ব্যক্তির আবশ্যক হয়, তিনি বড় বাজারে সুধাবর্ষণ যন্ত্রালয়ে শ্রীশ্যাম সুন্দর সেনের নিকট পত্র লিখিলে পাইতে পারিবেন। যাঁহারা পারস্য ভাষার অনু শীলন করেন, তাঁহারদিগের ও ব্যবসায়িদিগের পক্ষেও ইহা বিশেষ উপকারে আসিবেক। মাসিক মূল্য এক তঙ্কা অগ্রিম বাৎসরিক মূল্য ৮ তঙ্কা মাত্র।

পুস্তকালয়।

আমি হাবড়ার গবর্ণমেণ্ট ইস্কুলেতে এক পুস্তকালয় সংস্থাপন করিয়াছি, তাহাতে নানাবিধ ইংরাজি ও বাঙ্গালা ইস্কুলবৈ এবং কাগজ কলম প্রভৃতি সংগ্রহ করিয়াছি যে কোন ব্যাক্তির প্রয়োজন হইবে তথায় মূল্য কিম্বা লোক প্রেরণ করিলে সুলভ মুল্যে পাইতে পারিবেন।

শ্রীশ্রীনাথ দত্ত

এই পত্রিকার মাসিক মুল্য ৵০ ও অগ্রীম বার্ষিক ৸০ আনা এবং উপস্থিতক্রেতা দিগের নিমিত্তে প্রতি সংখ্যার দুই আনা মাত্র নির্দ্দিষ্ট করা গেল। আমরা কেবল সর্ব্ব সাধারণের উপকারার্থ এবং বঙ্গ ভাষার প্রতি অনুরাগ বশতঃই এই পত্রিকা প্রকাশে প্রবৃত্ত হইয়াছি। নচেৎ এত অল্প মূল্যে আমাদিগের বিশেষ লাভের প্রত্যাশা নাই। অতএব গুণজ্ঞ বিজ্ঞ গ্রাহকগণ সমীপে সবিনয়ে এই নিবেদন করিতেছি যে তাঁহারা প্রতি মাসে এই পত্রিকা প্রাপ্ত হইয়াই অনুকম্পা পূর্ব্বক মূল্য প্রদান করিবেন, কেননা ৵০ আনার নিমিত্তে সর্ব্বদা সরকার গতায়াত করিতে হইলে আমাদিগের অনেক ব্যয় হইয়া কেবল ক্ষতি হইবার সম্ভাবনা। অতএব আমারা ভরসা করি, যে বিদ্যানুরাগি বিবেচক গ্রাহক মহাশয়েরা এবিষয়ে বিবেচনা করিবেন। আর যাঁহারা অনুগ্রহ পূর্ব্বক অগ্রীম বার্ষিক মূল্য দিতে ইচ্ছা করেন, তাঁহারা এক বর্ষকাল নিয়মিতরূপে পত্রিকা পাইয়া পরে মূল্য প্রদান করিবেন।